প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক : রবিন ঘোষ
বিজ্ঞাপনপর্ব
১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট ৩য় তল
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক : কাশিনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮-বি ভুবনধর লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : আমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

জাঁ-পল সার্ত্রের La Nausée

বিবমিষা

অনুবাদক

•

মৃণালকান্তি ভদ্র

আঁতোয়ান রোঁকেতের কাগজপত্রের মধ্যে এই পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায়। সেগুলি সেই রকমই প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম পৃষ্ঠাটিতে তারিখ নেই। কিন্তু এরকম বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ডায়েরী লেখা শুরু হবার কয়েক সপ্তাহ আগে এটা লেখা হয়েছে। মনে হয়, খুব দেরী হলে ১৯৩২ এর জানুয়ারীর গোড়ায় লেখা হয়েছে।

সেই সময় আঁতোয়ান রোঁকেতঁ মধ্য ইউরোপ উত্তর আফ্রিকা, এবং সুদূর প্রাচ্য ঘুরে বোভিল শহরে তিন বছরের জন্য বাস করতে শুরু করল। তার উদ্দেশ্য ছিল মার্কুইস দ্য রোঁলেব সম্পর্কে তার ঐতিহাসিক গবেষণা শেষ করা।

সাত্র্ তাঁর আত্ম-জীবনী "শব্দগুলি" (Lus Nots)-তে লিখেছেন, ছোটবেলা থেকে তাঁর উপন্যাস লেখার ইচ্ছা ছিল। অল্প বয়সে যে সব উপন্যাস তিনি লিখতেন সেগুলি হল দুঃসাহসিক অভিযানমূলক, যাতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু শুভ তার জয় হত। ১৯২৯-এর পর থেকে তিনি দর্শন ও সাহিত্যকে মিশিয়ে কিছু করা যায় কিনা তার চেষ্টা করলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করল তাঁর লেখা একটি উপন্যাসে "সত্যের উপ-কথা"য় (La Le´gende de la ve´rite´)। এই উপন্যাসটির একটি অংশ সাপ্তাহিক পত্রিকা Bifur-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর বন্ধু নিজান তাঁর পরিচিতি দিতে গিয়ে লেখেন "তরুণ দার্শনিক, বিধ্বংসীশীল দর্শন রচনায় ব্যস্ত আছেন।" কিন্তু প্রকাশকের পছন্দ না হওয়ায় উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। সাত্রে´র মৃত্যুর পর ১৯৮১-তে সিমন্ দ্য বোভোয়ার তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর নিয়ে একটি বই লেখেন "বিদায়"। এই বই-এর শেষ অংশে সাত্র্ ও তাঁর মধ্যে বহু বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। সেখানে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সাত্র্ বলেছেন, দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে একটা স্তরভেদ আছে এবং দর্শন সেখানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে চান। দর্শনের কোন শাশ্বত মূল্য নেই, পরিবেশের পরিবর্তনে তা পাল্টে যায়। দর্শন বর্তমান কালের জন্য সত্য নয়, তা সমসাময়িক যুগের ব্যক্তিদের জন্য লেখা হয় না। যেহেতু তা কাল-রহিত বাস্তব ও অন্তহীনতার কথা বলে, তা একযুগের পরে অন্য দর্শনের কাছে গৃহীত হবে না। সাহিত্য বর্তমান জগতকে বিবৃত করে। দর্শন বর্তমান যুগের চিন্তাধারাকে নতুন করে বিচার করতে চায়। এই বক্তব্যের মধ্যে সাত্রে´র স্বভাব-সুলভ স্ববিরোধিতা আছে কিনা, তা বিচারের বিষয়। কিন্তু যা অস্বীকার করা যায় না, তা হল সাত্র্ সাহিত্য ও দর্শনের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। এবং তারই সার্থক ফলশ্রুতি "বিবমিষা" (La Naus´ee) উপন্যাস। এই উপন্যাস ফরাসী ভাষায় ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার আগে একটু ইতিহাস আছে।

১৯৩৫-এর শেষের দিকে সার্ত্র ফরাসী প্রকাশন সংস্থা গালিমার (Gallimard) কর্তৃপক্ষকে তাঁর উপন্যাস "বিষাদ" (Melancholia) ছাপানোর জন্য দেন। কিন্তু গালিমার ছাপাতে রাজী হয়না। সাহিত্যের আঙ্গিকে দর্শনের তত্ত্ব এবং অনুভূতি প্রকাশ করা হয়ত তারা পছন্দ করেনি। পরে অবশ্য তারা উপন্যাসটি ছাপতে রাজী হয় এবং যিনি উপন্যাসটি প্রকাশ করতে সম্মতি দেন, তিনি জানান সার্ত্রের লেখার সঙ্গে কাফ্কার রচনার মিল আছে। তবে তাঁর উপন্যাসের নামটি পরিবর্তন করে "বিবমিষা" (La Naus´ee) রাখা হল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সিমন দ্য বোভোয়ার লিখিত আত্মজীবনী "যুগের শক্তি" (La Force de l'Age)-তে পাওয়া যাবে।

উপন্যাসের নায়ক আঁতোয়ান রেঁকেতঁ একজন ফরাসী বুদ্ধিজীবী, জীবন সম্বন্ধে তার কোন মোহ নেই। সে সব কিছুর প্রতি একটা চরম ঔদাসীন্য অনুভব করে। তার কাছে অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ, এলোমেলো সঙ্গতিহীন। নিজের অস্তিত্ব তার কাছে অর্থহীন, বস্তু-জগতের অস্তিত্ব তার কাছে ভয়াবহ। সে আবিষ্কার করে, সমস্ত জগতই অর্থহীন। অস্তিত্বের এই অর্থহীনতা তাকে পীড়িত করে তোলে। একটি গানের সুর তাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে, এবং গ্রন্থের শেষে সে স্থির করে, ঐ সুরের মত একটি সুন্দর উপন্যাস সে রচনা করবে, যা তাকে অর্থহীন অস্তিত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

আমার মনে হয়, এই উপন্যাসটি সার্ত্রের দর্শন পাঠের প্রথম পদক্ষেপ। এর পরেই তাঁর দর্শনে প্রবেশ করা যায়। তাই, তাঁর চিন্তার ইতিহাসে এই বইটির একটি বিরাট গুরুত্ব আছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ফরাসী বই ও ইংরাজী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে অনুবাদ সব জায়গায় আক্ষরিক করবার চেষ্টা করিনি। বাংলায় অনেক শব্দ ঠিক ঠিক বিদেশী অর্থকে অনুধাবন করতে পারে না। হয়ত কোন ভাষাই পারে না। তাই অনেক জায়গায় কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। ফরাসী শব্দের উচ্চারণ বাংলা বানানে আনা কঠিন। তবু চেষ্টা করেছি, নির্ভুল হয়েছি, এমন দাবি করছি না।

মৃণালকান্তি ভদ্র

তারিখবিহীন পৃষ্ঠাগুলি

সবচেয়ে ভাল হবে ঘটনাগুলি প্রতিদিন লিখে রাখা। সবকিছু স্পষ্ট করে দেখতে একটা ডায়েরী রাখা দরকার—সামান্যতম অনুভূতি অথবা ছোট-খাট ঘটনাগুলি যেন বাদ না যায়, অবশ্য সেগুলির কোন অর্থ নাও থাকতে পারে। তার পরে, সেগুলি সাজান দরকার। আমি নিশ্চয়ই বলব আমি কিভাবে এই টেবিলটা, এই রাস্তাটা লোকদের, আমার তামাকের প্যাকেট দেখি, কারণ এইগুলিই সেইসব জিনিষ যা পাল্টে গেছে। ঠিক কতটা পাল্টেছে এবং পাল্টাবার প্রকৃতি আমাকে ঠিক নিশ্চয় করে বার করতে হবে।

যেমন, একটা কার্ড বোর্ডের বাক্সে আমার কালির বোতল আছে। আমার বলা উচিত আগে কেমন দেখেছি এবং আমি এখন কেমন[১]···বেশ, এটা সমান্তরাল নল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র, এটা খোলা যায়-এটা বোকামী, আমি এর সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি না। আমাকে এইটে বাদ দিতে হবে, যেখানে অদ্ভুত কিছু নেই, তা যেন আমদানী না করি। মনে হয়, ডায়েরী রাখার এইটেই বড় বিপদ। সব কিছু বাড়িয়ে বলা হয়। সব সময় একটা কিছুকে সত্য বলে চাপানর চেষ্টা থাকে, কারণ তুমি সব সময় কিছু খোঁজার চেষ্টায় আছ। অন্য দিকে, এটা নিশ্চিত এক মুহূর্ত থেকে পরক্ষণে এবং ঠিক এই বাক্স অনুযায়ী কিংবা অন্য কোন বস্তু অনুসারে, আমি গতকালের আগের দিনের ধারণাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি। আমাকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে, না হলে ওটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে। আমি কখনও না[২]···কিন্তু সতর্কভাবে এবং বিস্তারিত যা ঘটছে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করব।

স্বাভাবতঃই আজকের শনিবার সম্বন্ধে এবং গতকালের আগের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু লিখতে পারছি না। তা থেকে আমি এখন অনেক দূরে, একমাত্র

১। কথা বাদ পড়ে গেছে।

২। কথাটা কেটে দেওয়া হয়েছে [সম্ভবতঃ "জোর করা" বা "জালিয়াতি করা"], ওপরে একটা শব্দ আছে, যা বোঝা যায় না।

বলা যায়, কোনটাতেই এমন কিছু ছিল না, যাকে ঘটনা বলা যায়। শনিবার বাচ্চারা জলে ঢিল ছুঁড়ছিল, তাদের মত আমিও সমুদ্রে পাথর ছুঁড়তে চেয়েছিলাম। সেই মূহুর্তে আমি থেমে গেলাম পাথরটা ফেলে দিলাম, চলে গেলাম। হয়ত আমাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছিল, কিংবা অন্যমনস্কও দেখাতে পারে। তার কারণ বাচ্চাগুলো পেছনে হাসছিল।

এত গেল বাইরের কথা। আমার ভেতরে যা হচ্ছিল তা কোন ছাপ রেখে যায়নি। এমন কিছু দেখলাম যা আমার বিরক্তি উৎপাদন করল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না তা পাথর কিংবা সমুদ্র। পাথরটা ছিল চওড়া আর শুকনো, একটা দিকে ছিল ভেজা, আর অন্য দিকে কাদা লেগে ছিল। আমি আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ধারগুলো দিয়ে তা ধরেছিলাম, যাতে হাতটা ময়লা না হয়।

গতকালের আগের দিনটা আরও ঘোরালো ছিল। অনেকগুলো ব্যাপার একসঙ্গে ঘটেছিল, কেন কিসের জন্য আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু সব কিছু কাগজে লিখে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। যাই হোক, এটাই নিশ্চিত ছিল আমি ভয় পেয়েছি কিংবা ওরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল। যদি জানতাম ভয়টা কিসের, তাহলে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতাম।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল আমি নিজেকে পাগল বলতে চাই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি তা নই, সেরকম কিছু হলে বস্তুগুলো পাল্টে যায়। অন্ততঃ এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই।

১০-৩০[১]

হয়ত পাগলামি একটা সাময়িক ঘটনা। এখন আর নেই। গত সপ্তাহের অদ্ভুত অনুভূতি আজ হাস্যকর মনে হয়। তার মধ্যে আমি আর যেতে পারছি না। আজ সন্ধ্যায় বেশ আরামেই আছি, বেশ দৃঢ়ভাবে সাধারণ জিনিষ নিয়ে মশগুল আছি। এইটে আমার ঘর, উত্তর-পূবমুখো। নীচে রাস্তা রু দ্য মুতিলে, আর নতুন স্টেশন তৈরীর জায়গাটা। আমার জানালা থেকে রঁদেভ্যু দ্য শেমিনোর লাল সাদা আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছি, ওটা বুলেভার ভিক্তর নোয়ারের মোড়ে। পারীর ট্রেন এই মাত্র এল। লোকেরা পুরানো স্টেশন দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে। পায়ের শব্দ, কথা শুনতে পাচ্ছি। শেষ ট্রাম ধরার জন্য বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার জানালার নীচে রাস্তার আলোকে ঘিরে তারা একটি বিষণ্ণ জটলা সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই। যাক্ আর

১। স্পষ্টতঃ রাত্রিবেলায়। পরের লেখাটা প্রথমটার অনেক পরে লেখা আমাদের এরকম বিশ্বাস এই লেখাটা খুব আগে হলে পরের দিন লেখা হয়েছিল।

কয়েক মিনিট তাদের অপেক্ষা করতে হবে ; ১০-৪৫ এর আগে ট্রাম আসবে না। আশা করছি আজ রাতে ব্যবসায়ী-যাত্রী আসবে না ; আমার ঘুমোতে খুব ইচ্ছে করছে, আর বেশ কিছু ঘুম বাকী আছে। একটা ভাল রাত্রি। রাতের ভাল ঘুম, তাহলেই সব বাজে ব্যাপারগুলো দূর হয়ে যাবে।

দশটা পঁয়তাল্লিশ ; আর কিছু ভয়ের নেই, তারা এখুনি এখানে এসে যাবে। অবশ্য আজ যদি রুঁয়ের লোকটির দিন না হয়। সে প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। তার জন্য দোতালার দু নম্বর ঘর নেওয়া থাকে, ঘরটায় হাত-মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখনও আসতে পারে, শুতে যাওয়ার আগে বাঁদেভ্যু দ্য শেমিনোতে এক পাত্র বীয়ার খায় লোকটা। তবে খুব একটা শব্দ করে না। ছোটখাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক, মোম পালিশ করা কালো গোঁফ, মাথায় পরচুলা। ঐ যে এসে গেছে।

যাক্, যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে সে আসছে শুনতে পেলাম আমার একটা শিহরণ হল, এত সুন্দর নিশ্চিতি। প্রতিদিনের জগতে ভয় করা'র কি আছে ? মনে হচ্ছে, সেরে গেছি।

ঐ ত সাত নম্বর ট্রাম, আলবাতোয়ার্স-গ্রাঁদ বেসিন। যখন থামে, লোহার চাকায় শব্দ হয়। ট্রামটা চলে যাচ্ছে। সুটকেস আর ঘুমন্ত বাচ্ছাতে ভর্তি হয়ে গ্রাঁদ বেসিনের দিকে যাচ্ছে, কালো পূবের কারখানাগুলোতে। শেষ ট্রামের আগে এটা ; শেষটা এক ঘণ্টা বাদে যাবে।

আমি শুতে যাচ্ছি। আমি সেরে গেছি। আমার রোজকার অভিজ্ঞতা লেখা ছেড়ে দেব, একটা ছোট মেয়ে তার নতুন চমৎকার খাতায় যেমন লেখে।

কেবল একটা ক্ষেত্রে দিনলিপি রাখা আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এটা হবে যদি…[১]

দিনলিপি

সোমবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৩২ :

কিছু একটা আমার ঘটেছে, আর অস্বীকার করতে পারছি না। অসুখের মতই এটা এসেছিল, সাধারণ নিশ্চয়তার মত নয়, কোন কিছু যেমন নিঃসংশয়, সে রকমও নয়। চতুরভাবে এটা এসেছিল, আস্তে আস্তে ; একটু অদ্ভুত মনে হল, একটু নিস্তেজ, এই। একবার বসে গেলে সেটা আর নড়তে চায়না। শান্তভাবে সেটা ছিল; আর আমি নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলাম, আমার কিছু হয়নি, এটা একটা ভুল সংকেত। কিন্তু, এখন তা ফুটে উঠছে।

। তারিখ বিহীন পৃষ্ঠাগুলির লেখা এখানেই শেষ।

আমার মনে হয়না মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে ঐতিহাসিকের কাজের মিল আছে। আমাদের কাজে মানসিক ভাব নিয়ে বেশিটা আলোচনা করতে হয়, আর আমরা বড় বড় নাম দিই, উচ্চাশা, আগ্রহ ইত্যাদি। তবু যদি আমার আত্ম-জ্ঞানের কিছুটা ছায়া থাকত, আমি তা কাজে লাগাতে পারতাম।
যেমন, আমার হাত সম্বন্ধে নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে আমি পাইপটা বা কাঁটাটা ধরছি। অথবা কাঁটাটিরই নিজস্ব কোন ভাবে তুলে ধরার একটা রীতি আছে, আমি জানি না। একটু আগে, আমি যখন ঘরে আসছিলাম, আমি অল্প থামলাম, কারণ হাতে ঠাণ্ডা কিছু ঠেকছিল, তার এক ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। হাতটা খুলে ধরলাম, তাকালাম; দরজার কড়াটা ধরেছিলাম। আজ সকালে লাইব্রেরীতে যখন স্ব-শিক্ষিত লোকটি[২] আমাকে "শুভঃ প্রাতকাল" বলল, আমার তাকে চিনতে দশ সেকেণ্ড লাগল। আমি একটা অপরিচিত মুখ দেখতে পেলাম, শুধু একটা মুখ। তারপরেই আমার হাতের মধ্যে একটা মোটা সাদা পোকার মত তার হাত। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ছেড়ে দিলাম, আর তখুনি হাতটা নরম হয়ে ঝুলে পড়ল।
রাস্তার অনেক সন্দেহজনক শব্দও শোনা যাচ্ছে। তাই এ কদিনে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোথায়? পরিবর্তনটা বিষয়-রহিত বিমূর্ত। আমি কি পাল্টেছি? তা যদি না হয়, তাহলে এই ঘর, এই শহর, এই প্রকৃতি; আমাকে নিশ্চয়ই বেছে নিতে হবে।

* * *

আমার মনে হচ্ছে আমিই পাল্টেছি; এইটেই সহজতম সমাধান। আবার সবচেয়ে অস্বস্তিকর। কিন্তু আমাকে শেষ অবধি বুঝতে হবে যে এরকম আকস্মিক পরিবর্তন আমারই হতে পারে। ব্যাপারটা হল আমি খুব অল্পই চিন্তা করি; ছোট ছোট পরিবর্তনের ভীড় আমার অগোচরেই আমার মধ্যে জমা হতে থাকে এবং তারপর এক রমনীয় দিনে সত্যি সত্যি বিপ্লব শুরু হয়। এরই ফলে আমার জীবনটা এলোমেলো ধরনের অসঙ্গতিতে ভরা। যেমন, যখন আমি ফ্রান্স থেকে চলে গেলাম, অনেকেই বলেছিল আমি খেয়ালের বশে এটা করেছি। আবার যখন ছ বছর ঘুরে বেড়ানর পর ফিরে এলাম, তখনও তারা বলল, এটা খেয়াল। আবার মারসিয়ের-এর সঙ্গে সেই ফরাসী প্রশাসক-আধিকারিকের অফিসে দেখা, যিনি পেতরু সংক্রান্ত ঘটনার পর গত বছরে ইস্তফা দেন। মারসিয়ের

২। ওগিয়ের ফি...যার কথা এই দিনলিপিতে প্রায়ই উল্লেখ করা হবে। আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ছেলে; রোঁকের্ত ১৯৩০-এ বোভিল লাইব্রেরীতে তাকে দেখে।

বঙ্গপ্রদেশে পুরাতাত্ত্বিক কাজে যাচ্ছিল। আমি চিরদিনই বঙ্গপ্রদেশে যেতে চেয়েছি, সে আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এখন অবাক হয়ে ভাবি, কেন। আমার মনে হয় সে পোর্তাল সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না, তাই চাইছিল আমি যেন তার ওপর নজর রাখি। আমিও অস্বীকার করার কোন কারণ দেখিনি। এমনকি, পোর্তালের সঙ্গে এরকম চুক্তি হয়েছে সন্দেহ করলেও আমার আরও উৎসাহের সঙ্গে রাজী হওয়ার কারণ ছিল। আসলে, আমার অবশ লাগছিল, আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। আমি টেলিফোনের পাশে সবুজ কার্পেটের ওপর একটা ছোট ক্মেমর মূর্তির দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার মধ্যে যেন গরম তরল পদার্থ বা দুধ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। দেবদূতের মত ধৈর্য নিয়ে বিরক্তি গোপন করে মারসিয়ের আমাকে বলল ঃ

"দেখ, আমাকে সরকারীভাবে সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি শেষ পর্যন্ত তুমি হ্যাঁ বলবে, তুমি প্রস্তাবটা মেনে নিলে পারতে।"

তার একটু লালচে কাল দাড়ি ছিল, বেশ সুগন্ধ মাখান। মাথা নাড়ার সময় প্রতিবারই আমি সুগন্ধের ঝলক পাচ্ছিলাম। এবং তখনই হঠাৎ ছ', বছরের তন্দ্রা থেকে আমি জেগে উঠলাম!

মূর্তিটাকে মনে হল পীড়াদায়ক, বোকাটে, আর আমার ভীষণ গভীরভাবে ক্লান্ত মনে হল। আমি কেন ইন্দো-চীনে গেছি বুঝতে পারলাম না। আমি সেখানে কি করছিলাম? এই লোকগুলোর সঙ্গে কেন কথা বলছিলাম? আমার পোষাক এমন অদ্ভুত কেন? আমার উৎসাহ মরে গিয়েছিল। বছরের পর বছর তা ঢেউ তুলেছে এবং আমাকে নিমজ্জিত করেছে। এখন আমার নিজেকে শূন্য মনে হল। কিন্তু এইটেই সব চেয়ে খারাপ ছিল, তা নয়। আমার সামনে কিছুটা অলসভাবে একটা বিরাট বিস্বাদ ভাবনা দাঁড়াল। আমি সেটা কি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তা আমাকে এত অসুস্থ করে তুলল যে আমি সেদিকে তাকাতে পারলাম না। মারসিয়েরের দাড়ির সুগন্ধে সব কিছু অগোছালো হয়ে গিয়েছিল।

আমি নিজেকে গুছিয়ে নিলাম, রাগে কাঁপতে লাগলাম আর উত্তর দিলাম।

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমার বিশ্বাস অনেক ঘোরা হয়ে গেছে, আমাকে এখন ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে।"

দুদিন পরে মার্সেই-এর জাহাজ ধরলাম।

আমার যদি ভুল না হয়, যে সব লক্ষণ জমে উঠেছে সেগুলো যদি আমার জীবনে নতুন কোন ওলোট-পালোটের পূর্বাভাস হয়, তাহলে আমি ভীত হয়ে

পড়ছি। এটা নয় যে আমার জীবন দামী, তার গুরুত্ব আছে, বা তা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি কি ঘটবে এবং আমাকে গ্রাস করবে—অমাকে টেনে নিয়ে যাবে···কোথায়? আবার কি আমাকে চলে যেতে হবে, আমার গবেষণা, বই এবং অন্য সবকিছু অসমাপ্ত রেখে? আর কয়েকমাস বাদে কি জেগে উঠব, কিংবা কয়েক বছর পরে, ভগ্ন, প্রবঞ্চিত, নতুন ধ্বংসের মধ্যে? এই সত্যটা খুব দেরী হবার আগে আমাকে স্পষ্ট করে দেখতে হবে।

মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারী

নতুন কিছু নয়।

লাইব্রেরীতে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কাজ করলাম। দ্বাদশ অধ্যায় শুরু করলাম এবং সবটাই ছিল রোলেবঁর রাশিয়ার জীবন প্রথম পলের মৃত্যু পর্যন্ত। একাজটা হয়ে গেল; আর কিছু করার নেই শেষ বার দেখা ছাড়া।

বেলা দেড়টা। কাফে ম্যাব্‌লিতে আমি স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ খাচ্ছি, সব কিছু মোটামুটি স্বাভাবিক, বিশেষ করে কাফে ম্যাবলি, আর এটা ম্যানেজার এম, ফ্যাসকেলের জন্য। তার চোখ-মুখ স্ক্যাটে, কিন্তু স্বস্তি দেয়। কিছুক্ষণ পরেই তার ঝিমোনোর সময় এবং এরই মধ্যে তার চোখদুটো লাল্‌চে হয়ে এসেছে। কিন্তু তিনি বেশ চটপটে এবং যা যা করবার ঠিক করেন! টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে তিনি ঘোরেন আর খদ্দেরদের সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন:

"সব ঠিক আছে ত, মঁসিয়?"

তাকে এরকম দেখে, আমি একটু হাসি। জায়গাটা খালি হয়ে গেলে তার মাথাও খালি হয়ে যায়। দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত কাফেতে লোক থাকে না। তখন মঁসিয় ফ্যাসকেল আচ্ছন্নের মত হাঁটেন, ওয়েটার আলো নিভিয়ে দেয় এবং তিনি অচেতনে চলে যান। মানুষটি যখন একা হয়ে যায়, তখন ঘুমায়।

এখনও গোটা কুড়ি খদ্দের আছে, অবিবাহিত; অথবা কিছুদিন হল ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, কিছু অফিসের কেরাণী। তারা খাবার দোকানগুলোতে তাড়াহুড়ো করে খায়, খাবারগুলো তাদের ভাষায় "খিচুড়ী" আর যেহেতু একটু বিলাস পছন্দ করে, সেজন্য খাবার পর এখানে আসে। এক কাপ কফি খেয়ে তারা পোকার পাশা খেলে তারা একটু গোলমালও করে। এলোমেলো শব্দ, আমার তাতে অসুবিধা হয় না। বেঁচে থাকতে অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়।

আমি একা থাকি, একেবারে একা। কারও সঙ্গে কথা বলিনা, কখনও না; আমি কিছু নিইও না, দিইও না। স্ব-শিক্ষিত লোকটা এর মধ্যে আসে না।

আর একটি স্ত্রীলোক আছে, ফ্রাঁসোয়া, যে রাঁদেভ্যু স্থ শেমিনোটা চালায়। আমি কি তার সঙ্গে কথা বলি? কখনও রাতের খাবার পর যখন সে বীয়ার নিয়ে আসে, আমি জিজ্ঞেস করি:

"আজ সন্ধ্যেয় তোমার সময় আছে?"

সে কখনও না বলে না, এবং আমি তাকে নিয়ে দোতালার একটা বড় ঘরে যাই। ঘরটা সে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দেয়, কখনও বা দিন হিসেবে। আমি তাকে কোন টাকা দিই না; আমাদের প্রয়োজনটা পারস্পরিক। সে এতে আনন্দ পায়, (তার প্রত্যেকদিন একজন পুরুষ লাগে এবং আমি ছাড়া তার আরও অনেক আছে), আর এভাবে মন খারাপ ভাবটা দূর করে ফেলি, আর এর কারণটাও আমি ভাল করে জানি। কিন্তু আমরা বিশেষ কথা বলি না। কথা বলে কি লাভ? সব মানুষই ত নিজের জন্য, তাছাড়া, ওর কথা ধরলে বলতে হয়, আমি মূলতঃ তার কাফের একজন খদ্দের। পোযাকটা খুলে ফেলে সে বলে:

"শোন, তুমি কি শুনেছ হয়, ব্রিকো মদের কথা শুনেছ? দুজন খদ্দের এই সপ্তাহে খোঁজ করছিল। ওয়েট্রেস মেয়েটা জানত না, আমার কাছে জানতে এল। লোকদুটো ব্যবসার জন্য ঘুরে বেড়ায়। পারীতে নিশ্চয়ই মদটা খেয়েছে। কিন্তু আমি না জেনে কিনতে চাইনা। মোজা দুটো পরা থাক, যদি তুমি কিছু মনে না কর।"

আগে—সে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ—আমি সৈন্যদলের কথা ভাবতাম। এখন আর কিছু ভাবিনা। এমনকি, কথার জন্যও চেষ্টা করিনা। আমার মধ্যে মোটামুটী দ্রুতভাবে এটা বয়ে চলে। আমি কিছুই ধরে রাখি না, এটাকে যেতে দিই। কথায় নিজেকে আটকে না রাখতে পারায়, আমার চিন্তা বেশির ভাগ সময়ই স্পষ্ট কোন আকার নেয় না। তারা অস্পষ্ট মধুর আকার গড়ে তোলে. তারপর লুপ্ত হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেগুলো ভুলে যাই।

এই কম বয়সীর লোকদের আমি পছন্দ করি, কফি খেতে খেতে তারা স্পষ্ট, বিশ্বাস করা যায় এমন গল্প করে। গতকাল কি করেছে জিজ্ঞেস করলে, তারা অপ্রস্তুত হয় না। অল্পকথায় তারা তোমাকে আজ পর্যন্ত খবর দেয়। ওদের জায়গায় হলে, আমি উল্টে পড়ে যেতাম। এটা সত্য আমি কি করে দীর্ঘ সময় কাটাই, কেউ জানতে চায় না। তুমি যদি একা থাক, কি বলতে হবে তাই তুমি জানতে পার না। বন্ধুদের মতই যা বিশ্বাস করা যায়, একই সঙ্গে হারিয়ে যায়।

তুমি ঘটনাগুলোকে বয়ে যেতে দাও। হঠাৎ তুমি কোন লোকের মুখ ভেসে উঠতে দেখ, লোকটি কথা বলে, চলে যায়; তুমি আরম্ভ নেই, শেষ নেই এমন গল্পের মধ্যে ডুবে যাও। তুমি সাক্ষী হিসাবে সাংঘাতিক হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কেউ কিছুই বাদ দেয়না, অসম্ভব কিংবা লম্বা চওড়া গল্প কেউ কাফেতে বিশ্বাস করে না। যেমন, শনিবার দিন বিকেল চারটেয় নতুন স্টেশনের কাঠ-লাগানো হাঁটার রাস্তায় একটি ছোটখাট স্ত্রীলোক, আকাশী নীল পোষাকপরা, পেছন দিকে হাসতে হাসতে দৌড়চ্ছিল, একটা রুমাল নাড়ছিল। সেই সময় ক্রীম রঙের রেনকোট পরে, হলুদ জুতো পায়ে এবং মাথায় সবুজটুপি একজন নিগ্রো রাস্তার কোণা থেকে বেরিয়ে এসে শিস্ দিল। স্ত্রীলোকটি পেছনদিকে হাঁটছিল, বেড়ায় ঝোলানো আলোর নীচে, ধাক্কা খেল। আলোটা রাত্রে জ্বলে হঠাৎ বেড়াটার ভিজে কাঠের তীব্র গন্ধ পাওয়া গেল। আলোটা, তার নীচে ছোটখাট সোনালী চুলের স্ত্রীলোক নিগ্রোটির আলিঙ্গনে আগুন রাঙা আকাশের তলায়। আমরা যদি চার পাঁচজন সেখানে থাকতাম, মনে হয় এই ঝাঁকুনিটা লক্ষ্য করতাম। নরম রঙ্, সুন্দর নীল কোট, যেন নীল হাঁসের পালকে বানান লেপ, হালকা রেনকোট, আলোর লাল কাঁচ, আমরা এই দুটো ছেলেমানুষ— দেখতে মুখে হতভম্বভাবটা দেখে হেসে উঠতাম।

একজন মানুষ একা খুব কমই হাসতে চায়; সমস্ত জিনিষটা আমার পক্ষে যথেষ্ট সজীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা সতেজ ছিল, এমন কি হিংস্র, অথচ শুদ্ধ অনুভূতি। তারপর সব টুকরো টুকরো হয়ে গেল, শুধু আলোটা বেড়াটা, আকাশটা রয়ে গেল। তখনও তা সুন্দর ছিল। একঘণ্টা পরে আলোটা জ্বলে উঠল, বাতাস বইতে লাগল, আকাশ কালো হয়ে গেল, আর কিছুই থাকল না।

এসব কিছু নতুন নয়, এই সব নির্দোষ আবেগকে আমি কখনও বাধা দিই নি; একেবারেই না। তোমাকে একটু নিঃসঙ্গ হতে হবে এগুলো অনুভব করতে, ততটাই নিঃসঙ্গ যাতে যেটা সম্ভব তা থেকে ঠিক সময়ে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু লোকেদের কাছাকাছি ছিলুম, নিঃসঙ্গতার ওপরে, হঠাৎ কিছু ঘটলে যাতে তাদের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারি। এখন পর্যন্ত আমি বস্তুতঃ অপেশাদারী রয়ে গেছি।

সবজায়গায়, এখন, এই টেবিলের ওপর বীয়ার গ্লাসের মত বস্তু আছে। যেখানেই এরকম দেখি, আমার বলতে ইচ্ছা করে, "যথেষ্ট।" এটাও বুঝতে পারি অনেকখানি এগিয়ে গেছি! আমার মনে হয় না নিঃসঙ্গতার ব্যাপারে কোন পক্ষ নেওয়া যায়। এর মানে এই নয় যে, শুতে যাবার আগে আমি বিছানার নীচে দেখি, অথবা এরকম মনে করি, মাঝরাতে দরজটা হঠাৎ খুলে যাচ্ছে। তবু কেমন

যেন, আমি শাস্তিতে নেই। আধঘণ্টা ধরে আমি এই বীয়ার গ্লাসটার দিকে তাকাব না ভাবছিলাম! আমি ওপর, নীচে, ডানে ও বাঁয়ে তাকাচ্ছি। কিন্তু ওটা আমি দেখতে চাইনা। আমি জানি যে, আমার চারপাশে যে অবিবাহিত যুবকেরা আছে, তারাও কোন সাহায্য করতে পারবে না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে আমি আর আশ্রয় নিতে পারি না। তারা আমার কাছে এসে কাঁধে টোকা দিয়ে বলতে পারে—"এই যে, বীয়ার গ্লাসটা নিয়ে কি হচ্ছে? এটা অন্যগুলির মতই, ধারগুলোর দিকে একটু ঢালু, একটা হাতল আছে, গায়ে একটা কোদাল আঁকা এবং তার উপরে লেখা, 'স্প্যারেনব্রাউ।' এসব আমি জানি, কিন্তু জানি আরও কিছু আছে। প্রায় কিছুই না। আমি যা দেখছি তা ব্যাখ্যা করতে পারি না। কারও কাছে না। ওইখানে ঃ আমি নিঃশব্দে জলের গভীরে, ভয়ের দিকে চলে যাচ্ছি।

এই সব সুখী, যে সব কণ্ঠস্বরগুলোর যুক্তি আছে মনে হয়, তাদের মধ্যে আমি একা। এই সব মানুষেরা এইটে ব্যাখ্যা করে এবং উপলব্ধি করে তাদের সময় কাটায় যে, তারা পরস্পরের সঙ্গে একমত। ঈশ্বরের নামে, সব জিনিযগুলো একসঙ্গে ভাবার দরকার কি! যখন কোন মাছের চোখের মত মানুষ নিজের অন্তরের দৃষ্টি আছে, এদের পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন তাদের মুখের অবস্থাটা দেখাই যথেষ্ট, কারণ এরকম লোকের সঙ্গে কোন তর্ক সম্ভব নয়। আমার যখন আট বছর বয়েস ছিল আর লুকেসমবুর্গ উদ্যানে খেলা কবতে যেতাম, একটি লোক পাহারাদারের জায়গায় এসে বসত, লোহার রেলিং যেটা র‍্যু দ্য অগুস্ত কোঁত-এর দিকে গেছে তার গা ঘেঁসে বসত। সে কথা বলত না, মাঝে মাঝে পাটা টান্ টান্ করে দিত আর পায়ের দিকে বেশ ভয়ের সঙ্গে তাকাত। পাটা বুট জুতোর মধ্যে আটকান ছিল, কিন্তু অন্য পাটায় চপ্পল ছিল। পাহারাওয়ালা আমার কাকাকে বলত, ভদ্রলোক একজন প্রাক্তন প্রোক্টর ছিলেন। তাকে কাজ থেকে অবসর দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি শিক্ষাবিদের পোষাকে স্কুলের টার্ম পরীক্ষার নম্বর পড়তে আসতেন। আমাদের তার সম্বন্ধে ভীষণ ভয় ছিল। কারণ আমাদের মনে হত লোকটি নিঃসঙ্গ ছিল। একদিন সে রোবার্তের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। একটু দূর থেকে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। রোবার্ত প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। এটা নয় যে, তার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দৃষ্টি আমাদের ভয় পাইয়ে দিত কিংবা তার ঘাড়ে যে টিউমারটা হয়েছিল, যা তার কলারে ঘসা লেগে যেত, তার জন্য। কিন্তু আমাদের মনে হত, তার মাথায় কাঁকড়া বা গলদা চিংড়ীর চিন্তা রূপ নিচ্ছে। এইটেই আমাদের ভয় পাইয়ে দিত যে, একজন

পাহারাদারের জায়গায় বসে গলদা-চিংড়ির ভাবনা তৈরী করতে পারছে, আমাদের চীৎকারে, ঝোপের ওপরে। এরকম কিছুই কি আমাকে অপেক্ষ করে আছে? এই প্রথম একা থাকতে আমার অস্বস্তি হল। কাউকে বলতে হবে আমার কি হচ্ছে, যাতে দেরী হয়ে না যায়। আর ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে ভয় না পায়। অ্যানী যদি এখানে থাকত।

এটা খুবই অদ্ভুত যে, আমি দশপাতা লিখে ফেলেছি, অথচ সত্য কথাটা বলা হয়নি—অন্ততঃ পুরো সত্যটা। আমি "কিছুই নতুন নয়" খারাপ মন নিয়ে লিখছিলাম, আসলে একটা নির্দোষ ঘটনাকে তুলে ধরতে ভয় পাচ্ছিলাম, নতুন কিছু নয়। যে ভাবে আমরা মিথ্যে কথা বলি তা প্রশংসা করার মত, আমাদের পক্ষে যুক্তি খাড়া করি। স্পষ্টতঃ সেভাবে দেখতে গেলে নতুন কিছু ঘটে নি। আজ সকালে ৮টা ১৫ মিনিটে আমি যখন প্রিঁতানিয়া হোটেল থেকে লাইব্রেরীতে যাচ্ছিলাম, মাটিতে পড়ে থাকা একটা কাগজ আমি চাইছিলাম, তুলতে, কিন্তু পারছিলাম না। এই-ই সব এবং এটা ঠিক কোন ঘটনা নয়। হঁ্যা, কিন্তু পুরো সত্যটা বলতে গেলে বলতে হয়, ব্যাপারটা আমার মনে একটা ছাপ রেখে গেল। আমার মনে হল, আমার স্বাধীনতা নেই। লাইব্রেরীতে ভাবনাটা মন থেকে বৃথা তাডাবাব চেষ্টা করলাম। কাফে ম্যাবলিতে এটা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলাম। আশা ছিল উজ্জ্বল আলোয় এটা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এটা রয়ে গেল, আমার মধ্যে একটা মরা বোঝার মত চেপে রইল। আগের পাতাগুলির জন্য এইটেই দায়ী।

আমি কেন এটা বলিনি? হয়ত অহংকারের জন্য, এবং একটু, খাপছাড়া ভাবের জন্য। আমার বেলায় কি ঘটছে, এরকম বলা আমার অভ্যেস নেই, তাই পরের পর কি ঘটেছে, ঠিক আবার গুছিয়ে বলতে পারব না। কোনটা দরকারী আমি ঠিক করতে পারিনা। এতক্ষণে এটা শেষ হয়ে গেছে; ক্যাফে ম্যাবলিতে কি লিখেছি, আবার পড়েছি, আর আমি লজ্জিত হলাম। আমি গোপন কিছু চাই না, অথবা রহস্যজনক আত্মার অবস্থা। আমি অপাপ বিদ্ধ নই, বা পাদ্রী নই যে, অন্তর্জীবন নিয়ে খেলা করব।

খুব বেশি কিছু বলার নেই; আমি কাগজটা তুলতে পারলাম না, এই সব।

আমি চেস্টনাট কুড়োতে খুব পছন্দ করি, পুরানো কাপড়ের টুকরো। বিশেষ করে কাগজ। এগুলো কুড়োতে আমার আরাম লাগে, হাতটার মধ্যে সেগুলো পুরে বন্ধ করতে। আর একটু উৎসাহ পেলে আমি সেগুলো বাচ্ছাদের মত মুখেও পুরতে পারি। অ্যানী রেগে লাল হয়ে যেত, আমি যখন ভারী বড়সড়

কাগজগুলোর কোনা তুলে ধরতাম, হয়ত সেগুলোতে বিষ্ঠা লেগেছিল। গ্রীষ্মে কিংবা শরতের শুরুতে রোদে পোড়া খবরের কাগজগুলোর ফেলে দেওয়া টুকরোগুলো উদ্যানে দেখতে পাওয়া যেত, শুকনো এবং গুড়ো হয়ে যেতে পারে এরকম। রঙটা এমন হলুদ, মনে হবে, যেন সেগুলো পিকরিক অ্যাসিডে ধোওয়া হয়েছে। শীতের সময় কিছু কাগজ গুঁড়ো করে মণ্ড তৈরী করা হয়, গুঁড়ো হয়ে, ময়লা দাগ লেগে তারা আবার মাটিতে ফিরে যায়। অন্যগুলো বরফে যখন ঢাকা থাকে একেবারে নতুন সবটা সাদা, যেন থর্‌থর্‌ করছে রাজহাঁসের মত ওড়ার জন্য তৈরী, কিন্তু মাটি তাদের নীচে থেকে ধরে ফেলেছে। ওগুলো এঁকেবেঁকে নিজেদের কাদা থেকে মুক্ত করে। পরে কেবল আরও চ্যাপটা হবার জন্য। এগুলো কুড়োতে বেশ ভাল লাগে। কখনও কখনও আমি এদের অনুভব করি, তাদের দিকে কাছ থেকে তাকাই, অন্য সময় সেগুলো ছিঁড়ে ফেলি তাদের ছেড়ে যাওয়া আওয়াজগুলো শোনার জন্য, কিংবা, ভিজে থাকলে সে-গুলো জালিয়ে দিই কোন অসুবিধা হয় না, তারপর কাদামাখা হাতটা দেয়ালে বা গাছের গুঁড়িতে মুছে ফেলি।

যেমন, আজকে একজন অশ্বারোহী অফিসারের ঘোড়ায় চড়া বুটজোড়া দেখছিলাম। সেগুলো দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল এক টুকরো কাগজের ওপর, কাগজটা খানিকটা ময়লা জলের পাশে পড়েছিল। আমি ভাবলাম অফিসারটা কাদায় কাগজটাকে তার জুতো দিয়ে দুমড়ে দেবে, কিন্তু তা হল না, তিনি এক লাফে জল আর কাগজটা পেরিয়ে গেলেন। আমি কাগজটার কাছে গেলাম, লাইনটানা পাতা, নিশ্চয়ই কোন স্কুলের খাতা থেকে ছেঁড়া। বৃষ্টিতে ভিজে ভাঁজ হয়ে গেছে, সবজায়গায় ফুলে উঠেছে, হাত পুড়ে গেলে যেমন হয় সেরকম। মার্জিনের লাল রেখাটা রঙ্‌ মাখিয়ে একটা লালচে দাগ করে তুলেছে। নীচের দিকটা শক্ত কাদায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি নীচু হলাম, এই টাটকা নরম মণ্ডটার স্পর্শে আমার আনন্দ হচ্ছিল, আমার আঙুল দিয়ে ছাই-ছাই রঙের বল তৈরী করতে পারতাম,…… কিন্তু আমি পারলাম না।

নীচু হয়ে এক সেকেণ্ড থাকলাম, আমি পড়লাম "শ্রুতিলিখন : সাদা পেঁচা" তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম খালি হাতে। আমি আর স্বাধীন নই, যা চাই তা করতে পারছি না।

বস্তুগুলোর স্পর্শ করা উচিত নয়, কারণ সেগুলো সজীব নয়। তুমি সেগুলো কাজে লাগাও, তাদের ঠিক' জায়গায় রেখে দাও, তুমি তাদের মধ্যে বাস কর; সেগুলো কাজে লাগে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু সেগুলো

আমাকে স্পর্শ করছে, এটা অসহ্য। ওদের স্পর্শে আসতে আমি ভয় করি, ওরা যেন সজীব প্রাণী।

এবার বুঝতে পারছি: আমার ভাল করে মনে পড়ছে, আর একদিন সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়োতে গিয়ে কি মনে হয়েছিল। এক ধরনের মিষ্টি অসুস্থতা বোধ করেছিলাম। কি রকম বিশ্রী লাগছিল। নুড়িটা থেকেই ওটা এসেছিল। আমি নিশ্চিত পাথরটা থেকে তা আমার হাতে চলে এসেছিল। হ্যাঁ, এইটে তাই, এইটে ঠিক তাই—হাতে এক ধরনের অসুস্থতা।

বৃহস্পতিবার লাইব্রেরীতে সকালবেলা

একটু আগে হোটেলের সিড়ি দিয়ে নামার সময় শুনলাম লুসি একশ বারের মত সিড়ি মুছতে মুছতে হোটেলওয়ালীর কাছে নালিশ করছে। হোটেলকর্ত্রীর কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল, ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করছিল, কারণ তার দাঁত লাগান ছিল না। একটা পাতলা হলদে রঙের ড্রেসিংগাউনে আর টার্কিসস্লিপারে তাকে প্রায় নগ্ন দেখাচ্ছিল। লুসি আগের মতই যা তা বলছিল; মাঝে মাঝে সে মেঝে ঘসা বন্ধ করছিল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হোটেল কর্ত্রীকে দেখছিল। সে না থেমে গুছিয়ে বলছিল:

"যদি অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে সে চলে যেত, আমি হাজারবার ভাল বলতাম"—সে বলল। "তাতে আমার কিছু এসে যেত না, যদি তার কোন ক্ষতি না হত।"

তার স্বামীর সম্বন্ধে সে বলছিল। চল্লিশ বছর বয়সে এই রঙ ময়লা ছোটখাট মেয়েটা নিজেকে আর তার সমস্ত জমানো টাকা একটি সুদর্শন যুবককে দিয়েছে। ছেলেটি উজিনস্ লোকোনাইটে ফিটারের কাজ করে। তার সংসারে শান্তি নেই। স্বামী তাকে মারে না, অবিশ্বস্ত নয়, কিন্তু সে মদ খায়, প্রত্যেক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। দু-দিকেই সে দেউলে হয়ে যাচ্ছে; তিন মাসে আমি তাকে হলদে আর খুবই রোগা হয়ে যেতে দেখেছি। লুসি মনে করে, এটা মদের জন্য, আমার মনে হয়, তার যক্ষ্মা হয়েছে।

লুসি বলল, "তোমাকে শক্ত হতে হবে।" এটা তাকে যন্ত্রণা দেয়, আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে, আমার তাই ধারণা। সেই সব দেখা শোনা করে, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, কিংবা দুঃখের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে না। একটু হয়ত সেভাবে খুবই অল্প একটু, কখনও কখনও অন্য লোকদের বলে, তার কারণ তারা তাকে সান্ত্বনা দেয়," এইভাবে শান্ত হয়ে পরামর্শ দেবার

ভঙ্গীতে বলে সে কিছুটা স্বস্তি পায়। সে যখন ঘরগুলোতে একা থাকে, আমি শুনতে পাই, ভাবনা এড়াতে সে গুণ্‌গুণ্‌ করছে। কিন্তু সারাদিনই সে বিষণ্ণ থাকে, হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে রেগে যায়।
গলাটা ছুঁয়ে সে বলে, "ওইখানেই, নীচে নামছে না।" কৃপণের মত সে কষ্ট পায়। নিজের আনন্দের ব্যাপারেও তাকে বঞ্চিত থাকতে হয়। আমার আশ্চর্য লাগে, মাঝেমাঝে সে কি এই ক্লান্তিকর দুঃখ থেকে মুক্তি চাইতে পারে না। এই সব বিড় বিড় করা থেকে, যা যখন সে গান করা বন্ধ করে তখন থেকে শুরু হয়, সে যদি কষ্ট ভোগ করতে না চায়, শেষবারের মত হতাশার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত না চায়। যে ভাবেই হোক্‌, তার পক্ষে এটা অসম্ভব : সে স্বাধীন নয়।

বৃহস্পতিবার বিকেল

"মঁসিয় দ্য রোলেবঁ খুবই কুৎসিত ছিলেন। রাণী মারী অঁাতোয়ানেৎ তাঁকে তাঁর 'প্রিয় বানর' বলতেন।' তবু তিনি রাজসভার সমস্ত মহিলাদের সঙ্গ পেয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে ভোয়া সেন বেবুনের মত ভাড়ামোগিরি করতে হয়নি। কিন্তু তার একটা চুম্বক আকর্ষণ ছিল, যাতে তার সুন্দরী শিকারগুলিকে কামনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হত। তিনি চক্রান্ত করেন. রাণীর হার সম্পর্কিত ব্যাপারে একটি সন্দেহজনক ভূমিকা পালন করেন, তারপর ১৭৯০-তে মিরাব্যো-তান্যু এবং নেরসিয়াতের সঙ্গে ফয়সালার পর বেপাত্তা হয়ে যান। আবার তাঁকে রাশিয়াতে দেখা যায়, সেখানে তিনি প্রথম পলকে হত্যার চেষ্টা করেন, আরও দূর দেশে ভ্রমণ করেন ; ভারতীয় দেশ, চীন তুর্কিস্তান। তিনি চোরাচালান করেন, ষড়যন্ত্র করেন, গুপ্তচর বৃত্তিও করেন। ১৮১৩তে তিনি পারীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮১৬-র মধ্যে তিনি সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। দাচেস দ্য অঁাগুলেমের তিনি বিশ্বাস ভাজন হয়ে ওঠেন। এই খেয়ালী বৃদ্ধা শৈশবের ভয়ঙ্কর স্মৃতির দ্বারা ভারাক্রান্ত। তিনি যখন তাঁকে দেখেন শান্ত হন এবং মৃদু হাসেন। ১৮২০-র মার্চে মঁসিয় রোলেবঁ মাদামোয়াজেল দ্য বোকেলরকে বিয়ে করেন, মাদামোয়াজেল ছিলেন অষ্টাদশী সুন্দরী। মঁসিয় রোলেবঁর বয়স তখন সত্তর ; তিনি জীবনের শেষে যশের শীর্ষে। সাতমাস পরে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, নির্জন কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। পাঁচ বছর কারাবাসের পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে কখনও বিচারের জন্য আদালতে আনা হয়নি।" জারমেঁ বারজারের[১] এই টীকাটি আমি আবার বিষাদের সঙ্গে পড়লাম।

১. সম্পাদকের পাদটীকা : জারমেঁ বারজার : মিরাব্যো-ত্যান্যু ও তাঁর বন্ধুরা পৃঃ ৪০৬, টীকা ২, শ্যাম্পির, ১৯০৬।

এই লাইন কটা থেকেই আমি প্রথম মঁসিয় দ্য রোলেবঁর কথা জানতে পারি। এই কথাগুলো থেকেই তাঁকে আমার খুব আকর্ষণীয় মনে হয়, তাঁকে ভালও বেসে ফেলি। এরই জন্য, এই মানুষ-পুতুলটার জন্য আমি এখানে। আমার ভ্রমণের শেষে আমি হয়ত পারীতে বা মার্সেইতে বসবাস করতে পারতাম। কিন্তু মার্কুইসের দীর্ঘদিন পারীতে থাকার বেশির ভাগ দলিল বোভিলের মিউনি-সিপ্যাল লাইব্রেরীতে আছে। রোলেবঁ মার্গোনেসের জমিদারীর মালিক ছিলেন। যুদ্ধের আগে এই ছোট শহরে তাঁর একজন উত্তরাধিকারীকে দেখতে পাওয়া যেত। তিনি ছিলেন একজন স্থপতি, নাম রোলেবঁ কামপ্যুয়ের। তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় ১৯১২তে বোভিল লাইব্রেরীকে তাঁর কিছু কাগজপত্র দান করে যান। তাঁর মধ্যে মার্কুইসের চিঠিগুলো ছিল, একটা পত্রিকার কিছু অংশ, এবং নানান কাগজপত্র। আমি সব কিছু এখনও দেখে উঠতে পারিনি। এই টীকাগুলো পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আমি এগুলো দশ বছর পড়িনি। আমার হাতের লেখা বদলে গেছে, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। আমি আগে ছোট অক্ষরে লিখতাম। সে বছর মসিঁয় দ্য রোলেবঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা—এক মঙ্গলবারের সন্ধ্যাবেলার কথা মনে আছে। আমি সমস্ত দিন মাজ্যারিনে বসে লিখেছি ; তাঁর ১৭৮৯-৯০-এর চিঠিপত্র থেকে আমি সবে জেনেছি, কি অদ্ভুত ক্ষমতায় তিনি নেরসিয়াতের চোখে ধূলো দিয়েছেন। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, আমি অ্যাভিন্যু দ্যু মেইন দিয়ে যাচ্ছিলাম। রুদ্য গাইতের মোড়ে কিছু চেস্টনাট কিনেছি। আমার কি আনন্দ হচ্ছিল? এইটে ভেবে আমার হাসি পাচ্ছিল নেরসিয়াত যখন জার্মানী থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মুখের চেহারা কি রকম হয়েছিল। মার্কুইসের মুখটা এই কালির মত ; তা আমি কাজ করবার পর থেকে আরও বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রথমে, ১৮০১ থেকে শুরু করে, তাঁর আচরণের কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। এটা দলিলের অভাবের জন্য নয় ; চিঠিপত্র, স্মৃতিকথার টুকরো, গোপন রিপোর্ট, পুলিশ রেকর্ড, সবই আছে। বরং বলা যায়, এসব যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণে যা নেই তা হল দৃঢ়বদ্ধতা এবং সঙ্গতি। একটার সঙ্গে অন্যটার বিরোধ যেমন, আবার তেমনি পারস্পরিক মিলও নেই। এগুলো একই ব্যক্তির সম্বন্ধে, এরকম মনে হয়না। অথচ অন্য ঐতিহাসিকরা একই সংবাদের উৎস থেকে কাজ করেন। কি করে তারা করে? আমি কি তাদের থেকে বেশি খুঁতখুঁতে কিংবা আমার বুদ্ধি কম? যাই হোক, প্রশ্নটার ব্যাপারে আমি উদাসীন। ঠিক কি খুঁজছি আমি? আমি তা জানি না। অনেকদিন

ধরেই রোলেবঁ লোকটি আমাকে আকর্ষণ করেছে, যে বইটা লিখব তার থেকে বেশিই। কিন্তু এখন লোকটা…লোকটা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। বইটাই আমাকে বেশি টানছে। আমি লেখার প্রয়োজনটা বেশি, আরো বেশি অনুভব করছি, বলতে পার, আমি যে অনুপাতে বুড়ো হচ্ছি, সেই অনুপাতেই।

স্পষ্টতঃ এটা স্বীকার করতে হবে যে রোলবঁ প্রথম পলের হত্যায় বেশ সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, তারপর তিনি জারের কাছ থেকে খুব জরুরী গুপ্তচরবৃত্তির কাজ নিয়ে প্রাচ্যে যান এবং সব সময়ই নেপোলিয়ঁর যাতে সুবিধা হয়, সেইজন্য আলেকজান্দারের বিশ্বাসঘাতকতা করেন। একই সময়ে তিনি কোঁত দ্য আরতোয়ার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করেন সক্রিয়ভাবে, তার কাছে নিজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত করাব জন্য অপ্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাতেন; এর কোনটাই অসম্ভব নয়। ওই সময় ফুচে একটা কৌতুক নাট্য অভিনয় করছিলেন, খুবই ভয়ঙ্কর ও জটিল। মার্কুইস হয়ত এশিয়ার প্রধানদের সঙ্গে নিজের লাভের জন্য রাইফেল-সরবরাহ ব্যবসা করছিলেন।

হ্যাঁ, তাই, তিনি এই সমস্ত করতে পারতেন, কিন্তু কোন প্রমাণ নেই; আমার এই বিশ্বাস হচ্ছে যে, কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এগুলি সৎ প্রকল্প যা ঘটনাগুলোকে গ্রহণ করে: কিন্তু আমার এখন নিশ্চিত মনে হয় যে সেগুলি আমার কাছ থেকে আসে এবং সেগুলি আমার জ্ঞানকে সংগঠিত করার একটা উপায়। রোলেবঁর দিক থেকে একটুও আভাস আসেনি। ঘটনাগুলো মন্থর, অলস, কিছুটা রাগী, আমি তাদের যে শৃঙ্খলার নিগড়ে বাঁধতে চাই, সেই অনুযায়ী তারা মানিয়ে নেয়। কিন্তু এটা তাদের বাইরে থাকে। আমার একটা শুদ্ধ কাল্পনিক কাজ করার মত মনে হয়। এবং আমি নিশ্চিত একটা উপন্যাসের চরিত্রগুলির আরও স্বাভাবিক চেহারা হওয়া দরকার, কিংবা, তাদের যেন আরও ভাল লাগে।

শুক্রবার

বিকেল তিনটে। সময়টা তুমি যা করতে চাও, তার পক্ষে হয় খুব দেরী হয়ে গেছে, কিংবা বড় তাড়াতাড়ি। বিকেলের একটা অস্বাভাবিক মুহূর্ত। আজ একেবারে অসহ্য।

একটা হিমেল সূর্য জানালার কাঁচের ধূলোকে সাদা করে তুলছে। আকাশটা পাণ্ডুর সাদা মেঘে ঢাকা। সকালে নর্দমাগুলো বরফে জমে গিয়েছিল।

আমি গ্যাস-স্টোভের কাছে স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম; আমি আগে থেকেই

জানি, আজকের দিনটা নষ্ট হল। কিছু ভাল কাজ করতে পারব না অন্ততঃ রাতের আগে নয়। এটা সূর্যের জন্য; অল্পক্ষণের জন্য তা কুয়াশার ময়লা সাদা কুণ্ডলীকে স্পর্শ করে, যেখানে বাড়ি-তৈরীর কাজ চলছে তার ওপরে উঠে গিয়ে আমার ঘরে ঢুকছে সোনালী অথচ পাণ্ডুর আমার টেবিলের ওপর চারটে অস্বচ্ছ অলীক প্রতিবিম্ব ফেলছে। আমার পাইপটা সোনালী বার্ণিশে মোড়া, উজ্জ্বল রঙের জন্য সহজে লোকের চোখে পড়ে। তুমি এটার দিকে তাকাও এবং বার্নিশটা গলে যায়, শেষ পর্যন্ত একখণ্ড কাঠের ওপর একটা বড় অনুজ্জ্বল দাগ ছাড়া কিছু থাকে না। সবই এরকম, সবই, এমন কি, আমার হাতদুটো। সূর্য যখন এরকম ভাবে আলো দেয়, সবচেয়ে ভাল কাজ হল শুয়ে থাকা। কাল রাতে মড়ার মত ঘুমিয়েছি, আর আমার ঘুম পাচ্ছে না।

কালকের আকাশটা এত ভাল লেগেছিল, একটা সরু আকাশ, বৃষ্টিতে কালো, জানালার গায়ে হাস্যকর গায়ে-পড়া মানুষের মত ধাক্কা মারছিল। আজকের সূর্যটা হাস্যকর নয়, অন্য রকম। যা কিছু আমার ভাল লাগে, যেমন বাড়ি-তৈরীর বরগায় যে মরচে ধরে, বেড়ার পচা কাঠগুলো, তাতে একটা কৃপণের মত অনিশ্চিত আলো পড়েছে। অনেকটা নিদ্রাহীন রাতের পর তোমার চোখের দৃষ্টি যে রকম সেরকম, গতকাল উৎসাহের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তার মত। বেশ জোরের সঙ্গে যে সব পাতা একটা শব্দ না কেটে লিখে গেছ, তার মত। বুলেভার ভিক্তর-নোয়ারে যে চারটে পাশাপাশি কাফে রাতে বেশ উজ্জ্বল দেখায়, আর যেগুলোকে কাফের থেকে বেশি এ্যাকোয়ারিয়াম, জাহাজ, নক্ষত্র কিংবা বিশাল সাদা চোখের মত মনে হয়, সেগুলো রহস্যময় যাদুটা হারিয়ে ফেলেছে।

আজকের দিনটা নিজের প্রতি মন দেওয়ার উপযুক্ত দিন: এই সব শীতল স্বচ্ছতা যা সূর্য দয়াহীন বিচারের মত সমস্ত প্রাণীর ওপর প্রক্ষেপ করছে—সবই আমার চোখে প্রবেশ করছে। আমার ভেতরটা ক্রমশঃ দীপ্তিহীন একটা আলোয় আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত পনের মিনিটই যথেষ্ট হবে পরম আত্ম-বিতৃষ্ণায় পৌছাতে। না, ধন্যবাদ, আমি এসব কিছু চাই না। অথবা রোলেবঁর সেণ্ট্ পিটার্স বাগে থাকার ওপরে গতকাল যে পাতাগুলো লিখেছি, সেগুলো আর পড়ব না। আমি বসে আছি, হাত দুটো ঝুলে আছে, সাহস ছাড়াই কথাগুলো লিখছি। হাই উঠছে, রাত্রি আসার জন্য অপেক্ষা করছি। অন্ধকার হলে আমি আর বস্তুগুলো নরকের গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ব।

রোলবঁ কি প্রথম পলের হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? এইটেই আজকের প্রশ্ন: আমি এই পর্যন্ত এসেছি এবং এটা ঠিক না করে আর এগুতে পারছি না।

শেরকফের মতে কাউন্ট পাহ্‌লেন তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন। আরও অনেক ষড়যন্ত্রকারীরা, শেরকফ্‌ বলেন, জারকে রাজ্যচ্যুত করে বন্দী করার পক্ষে ছিল। বস্তুতঃ, আলেকজান্দারের এই সমাধানের অংশীদার ছিলেন। কিন্তু পাহ্‌লেন, এরকম অভিযোগ, পলকে একেবারে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং মসিয়্ঁ দ্য রোলেবঁ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যককে এই ব্যাপারে রাজী করিয়েছিলেন, অভিযোগ করা হয়।

"তিনি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করেন এবং অতুলনীয় ক্ষমতার সঙ্গে যে দৃশ্য ঘটতে যাচ্ছে সেটা নির্বাক অভিনয় করে দেখান! এই ভাবে তাদের মধ্যে হত্যার একটা উন্মত্ততা জন্মানর বা জাগরিত করতে সক্ষম হন।"

কিন্তু শেরকফকে আমার সন্দেহ হয়। তিনি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নন, তিনি অর্ধ-উন্মাদ ধর্ষকামী যাদুকর; সব কিছুকে তিনি অশুভ যাদুতে পরিণত করে ফেলেন। মসিয়্ঁ দ্য রোলেবঁকে আমি এরকম একটা আবেগ-পীড়িত দৃশ্যে দেখতে চাইনা, কিংবা হত্যার নির্বাক অভিনয়কারী হিসাবেও দেখতে ইচ্ছে নেই। জীবনের বদলেও নয়। তিনি ঠাণ্ডা ধরনের লোক, আবেগের দ্বারা চলিত হন না; কিছুই তিনি প্রকাশ করেন না, আভাস দেন এবং তাঁর পদ্ধতি, যা রঙহীন ও বিবর্ণ, কেবল তাঁর স্তরের লোকদের বেলাই সফল হতে পারে, যে সব ষড়যন্ত্রকারীকে যুক্তি দিয়ে বোঝান যায়, যারা রাজনীতি করে।

মাদাম দ্য শ্যারিয়ের লিখছেন, 'অ্যাদ্‌হেমার দ্য রোলেবঁ শব্দ দিয়ে কিছুই চিত্রিত করতেন না, কখনও তাঁর গলার স্বর পাল্টাতেন না। চোখ দুটো আধ-বোঁজা থাকত, আর তাঁর চোখের পাতার ভেতর থেকে ধূসর চোখের মণির নীচের প্রান্তটা বোঝা যেত না। আমি সাহস করে বলতে পারি আগের কয়েক বছরেই আমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে তার বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশপ ম্যাব্‌লি যে রকম লিখেছেন তিনি কমই কথা বলতেন।"

এই কি সেই ব্যক্তি যে তাঁর নির্বাক অভিনয়ের প্রতিভার...? তাহলে মেয়েদের তিনি কি করে ভোলাতেন? তাছাড়া এই কৌতুহল সৃষ্টিকারী গল্পটা আছে, সেগুর জানিয়েছেন, আমার মনে হয় এটা সত্যি।

"১৭৮৭তে ম্যুলেঁর কাছে এক সরাইখানায় এক বৃদ্ধ মারা যাচ্ছিলেন, দিদেরোর বন্ধু, দার্শনিকদের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন, কাছাকাছি জায়গার পাদ্রীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন; তাঁরা সব কিছু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বৃথা। ভদ্রলোক অন্তিমরীতির কিছুই করতে চান না। তিনি ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। মসিয়্ঁ রোলেবঁ ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং যিনি কিছুই বিশ্বাস করতেন না, তিনি

[গীর্জার পাদ্রীর সঙ্গে বাজী ধরলেন, দুঘণ্টার কম সময়ে তিনি অসুস্থ লোকটিকে খৃষ্টান বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। পাদ্রী বাজী ধরলেন এবং হেরে গেলেন ; রোলেবঁ ভোর তিনটেয় শুরু করলেন, অসুস্থ মানুষটি পাঁচটায় 'কনফেশন' করলেন, এবং সাতটায় মারা গেলেন। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার যুক্তি কি খুব জোরালো ? আপনি আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন।' মসিয়ঁ দ্য রোলেবঁ বললেন, 'আমি কোন যুক্তি দিইনি ; আমি তাঁকে নরকের ভয় দেখিয়েছি।"

হত্যাকাণ্ডে তিনি কি করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন ? সেই সন্ধ্যায় তাঁর দপ্তরের একজন বন্ধু তাঁকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তিনি যদি আবার চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কি করে সেণ্ট পিটার্সবাগ বিপদে না পড়ে পেরিয়ে গেলেন ? পল, অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় আদেশ দিয়েছেন রাত্রি নটার পর ধাত্রী এবং ডাক্তার ছাড়া যারা রাস্তায় বের হবে' তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। এই অদ্ভুত গল্পটা কি বিশ্বাস করা যায় যে, রোলেবঁ ধাইএর ছদ্মবেশে প্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন ? অবশ্য, তিনি তা করতে পারতেন। যাই হোক, এটাই প্রমাণিত হচ্ছে মনে হয়, যে, তিনি হত্যার রাত্রে বাড়ি ছিলেন না। আলেক্‌জান্দার তাঁকে খুবই সন্দেহ করেছিলেন, কারণ তাঁর সরকারী কাজের একটাই ছিল মার্কুইসকে একটা অস্পষ্ট অজুহাতে দূর প্রাচ্যে কোন প্রতিনিধি দলে পাঠান।

মসিয়ঁ দ্য রোলেবঁ আমাকে ক্লান্তিতে চোখে জল এনে দেয়। এই ম্লান আলোয় আমি ঘুরে বেড়াই ; আমার হাতের নীচে এবং কোটের হাতায় এর রঙ পাল্টাতে দেখি ; কতটা বিরক্তি এতে হচ্ছে, বলতে পারব না। আমার হাই উঠছে। আমি টেবিলের ওপর আলোটাকে জ্বালি , হয়ত এর আলো দিনের আলোর সঙ্গে লড়তে পারবে। কিন্তু না ; আলোটা চারধারে একটা বিষণ্ণ অন্ধকারের দিঘী তৈরী করছে। আমি ওটা নিভিয়ে ফেলি , উঠে পড়ি। দেয়ালে একটা শাদা ফাঁক আছে, যেন একটা আয়না। ওটা একটা ফাঁদ আমি জানি ওই ফাঁদে আমি পড়তে যাচ্ছি। আমি পড়ে গেছি। ধূসর রঙের জিনিষটা আয়নায় দেখা যাচ্ছে। আমি ওখানে গিয়ে ওটার দিকে তাকাই, আমি ওখান থেকে সরে যেতে পারছি না।

এটা আমার মুখের প্রতিবিম্ব। এই ব্যর্থ, দিনগুলোতে আমি ওটা পরীক্ষা করি। আমি মুখের কিছুই বুঝতে পারি না। অন্যদের মুখগুলোর কিছু মানে আছে, কোন নিশানা আছে। আমার নেই। আমি এটাও বুঝতে পারি না মুখটা সুশ্রী। আমার মনে হয় কুশ্রী, কারণ লোকেরা সে রকম বলেছে। কিন্তু আমাকে তা আহত করে না। মনে মনে আমি এইটেতে আঘাত পাই যে কেউ

এধরনের গুণের কথা বলতে পারে, এটা অনেকটা যেন এক তাল মাটিকে কিংবা পাথরের পিণ্ডকে সুন্দর অথবা কুৎসিত বলা।

তবু, একটা জিনিষ দেখতে ভাল লাগে, এটা ফোলা গালের ওপর, কপালের ওপর ; এটা সেই অপরূপ লাল অগ্নিশিখা যা আমার মাথার মুকুটের মত, আমার চুল। এইটেই দেখতে ভাল লাগে। যাইহোক্, এটা একটা নির্দিষ্ট রঙ্। আমি খুশি যে আমার লাল চুল আছে। ঐ আয়নায় তো দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাওয়া যায়, ওটা জ্বলছে। এখনও ভাগ্যবান ; যদি আমার কপালের ওপরে, এমন কোন মাথা থাকত যার চুলের বিশেষ কোন রঙ্ নেই, যেটা গাঢ় লাল বা সোনালী নয়, আমার মুখ অস্পষ্টতায় হারিয়ে যেত, আমার তা হলে মাথা ঘুরত।

আমার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্লান্তভাবে কপালের উপর দিয়ে, গালের ওপর দিয়ে ঘোরে। কোথাও শক্ত কিছু নেই, যেন আটকে গেছে। অবশ্য একটা নাক, দুটো চোখ, এমন কি একটা মানবিক ভঙ্গী আছে। তবু অ্যানী আর ভেলিন মনে করত, আমাকে খুব তাজা দেখায়। হয়ত আমার মুখটায় আমি বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যখন ছোট ছিলাম বিজেয়ো পিসি বলত, "বেশি আয়নায় নিজের দিকে তাকালে, একটা বাঁদর দেখতে পাবে।" আমি বোধ হয় তার থেকে অনেক বেশি তাকিয়েছি। যা দেখতে তা বাঁদরের থেকে খারাপ, প্রায় শাক-সবজীর জগতের মত কিছু, জেলীফিসের স্তরে, এটা জ্যান্ত। আমি এটা তা নয় বলতে পারি না, কিন্তু এরকম জীবনের কথা অ্যানি ভাবেনি। আমি একটু কম্পন দেখতে পাচ্ছি, একটা বিস্বাদ মাংস বিকশিত হয়ে উঠে আবেগে শিহরিত হচ্ছে। চোখগুলো এত কাছে থেকে দেখতে ভয়ঙ্কর লাগে। সেগুলো কাঁচের মত, নরম, দৃষ্টিহীন, লাল-প্রান্ত দেওয়া, মাছের আঁশের মত দেখায়।

চীনে মাটির কোণাটার ওপর আমার ভারটা দিলাম, মুখটাকে আরও কাছে নিয়ে গেলাম যাতে আয়নাটা ছোঁয়া যায়। চোখ, নাক, মুখ দেখা যাচ্ছে না, মানুষের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। জ্বর-তপ্ত ফোলা ঠোঁটের দু'ধারে বাদামী ভাঁজ দেখা দিয়েছে, গর্ত, আঁচিলের গর্ত। গালের ঢালু অংশের ওপর রেশমী শাদা আবরণ নেমে এসেছে, নাকের ছিদ্র থেকে দুটি লোম বেরিয়ে এসেছে। এটা যেন খোদাই করা ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র। সব কিছু সত্ত্বেও এই চাঁদের জগত আমার পরিচিত। আমি খুঁটিনাটী চিনতে পারছি, তা বলতে পারি না। কিন্তু সমস্তটা আগে থেকে দেখা কিছুর ধারণা দেয়, তাতেই আমি হতবাক্। আমি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

•

আমি নিজেকে পেতে চাই ; একটা তীব্র স্পষ্ট সংবেদন আমাকে ফিরিয়ে

দেবে। আমার বাঁ হাতটা দিয়ে ডান গালের পাশটা ঢেকে রাখি, চামড়াটা টানি, নিজের দিকে মুখভঙ্গী করি। মুখের পুরো আধখানা ধরা দেয়, বাকী আধখানা মুচ্‌ড়ে যায়, ফুলে যায়, একটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে, চোখ একটা গ্লোবের ওপরে পড়ে, লালচে্‌ রক্তঝরা মাংসের ওপর। এটা আমি দেখতে চাইনি; কিছু জোরালো, কিছু নতুন নয়; নরম, অবসন্ন বিস্বাদ। আমি চোখ খুলে ঘুমোতে যাই, মুখটা এরই মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, আয়নার মধ্যে, একটা বড় আলোর জ্যোতি আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে...

একটু বেসামাল হয়ে যাই, জেগে উঠি। একটা চেয়ারে পা বড় করে বসি, তখনও ঘোর কাটেনি। অন্য লোকদের নিজের মুখ সম্বন্ধে ধারণা করতে কি এরকম অসুবিধা হয়? আমার মনে হয় শরীরের মতই মুখটাকে আমি অনুভব করি, বোবা দৈহিক অনুভবের মত। কিন্তু অন্যেরা? যেমন, রোলেঁ কি আয়নার দিকে তাকিয়ে তাঁর মাদাম দ্য গেনলিস্‌ যাকে বলেছেন "ছোট ভাঁজ পড়া চেহারা, পরিষ্কার তীক্ষ্ণ, বসন্তের দাগে ভর্তি মুখ দেখতে দেখতে যার মধ্যে একটা অদ্ভুত ঈর্ষা লোকের চোখে পড়ত, যদিও তিনি তা মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, ঘুমিয়ে পড়তেন?" মাদাম বলেছেন, "তিনি কেশ বিন্যাসে খুব যত্ন নিতেন, কখনও পরচুলা ছাড়া তাঁকে দেখা যেত না। কিন্তু তাঁর গালগুলো ছিল নীল, প্রায় কালোর দিকে, এটা তাঁর দাড়ির জন্য হত, যা তিনি নিজে কামাতেন, এ ব্যাপারে তার মোটেই দক্ষতা ছিল না। গ্রীমকে অনুসরণ করে সীসেয় মুখ ধোওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। মসিয়ঁ দ্য দাণ্ডেভিল বলতেন, এই সব সাদা আর নীল রঙ নিয়ে তাঁকে রোকেফোর পনীবের মত দেখাত।"

আমার ধারণা তাঁকে দেখতে কুশ্রী ছিল না। কিন্তু, মোটের ওপর মাদাম দ্য শারিয়েরের লেখায় তাঁকে এরকম দেখতে পাওয়া যায় নি। আমার বিশ্বাস তিনি তাঁকে অবসন্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। হয়ত কারও মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। কিংবা, এরকম কারণ, আমি একা একা জীবন কাটাই। সমাজের লোকেরা তাদের বন্ধুদের কাছে যেরকম দেখায়, আয়নায় সেরকম দেখতে শিখেছে। আমার কোন বন্ধু নেই। এই জন্যই কি আমার গায়ের চামড়া অনাবৃত। তুমি সেরকম বলবে—হ্যাঁ, তুমি বলতে পার, মানবতা রহিত প্রকৃতি। কাজেই আমার আর ইচ্ছে নেই, আমি রাত্রির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না।

৫.৩০

সব কিছু খারাপ! বেশ খারাপ! আমি এটাই পেয়েছি, ভীষণ নোংরা,

বমি আসে। এবার এটা নতুন ; একটা কাফেতে আমাকে এটা ধরে ফেলে। এতদিন পর্যন্ত কাফেগুলো ছিল পালাবার জায়গা, কারণ সেখানে অনেক লোক থাকত, আলো থাকত ; এখন আর তা হবে না ; আমি যখন ঘরে বদ্ধ হয়ে গেছি, কোথায় যেতে হবে, আর বুঝতে পারছি না।

আমি প্রেম করতে আসছিলাম, কিন্তু দরজা খুলতেই ওয়েট্রেস মাদেলিন বলে উঠল "কর্ত্রী এখানে নেই, শহরে বাজার করতে গেছে।" যৌনপ্রদেশে আমি একটা তীব্র হতাশা অনুভব করলাম, দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা অস্বচ্ছন্দ সুড়সুড়ি। একই সঙ্গে আমার জামাটার ঘষা লাগছিল বুকে, আর একটা মন্থর রঙীন কুয়াশা আমাকে ঘিরে ধরে ফেলেছিল, ধোঁয়াতে আলোর আবর্ত, আয়নায়, কাফের পেছনের ছোট ঢাকা কুঠরীগুলোতে জ্বলছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ওটা ওখানে কেন, এবং ওরকমই বা কেন। আমি দরজার গোড়ায় ছিলাম, আমি ভেতরে যেতে ইতস্ততঃ করছিলাম আর সেই সময় একটা আবর্ত, একটা ঢেউ ছাদের নীচে দিয়ে পেরিয়ে গেল। আমার মনে হল, আমাকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল। আমি ভেসে চললাম, উজ্জ্বল কুয়াশায় স্তম্ভিত হয়ে আমাকে যেন একসঙ্গে সবদিক থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মাদেলিন ভাসতে ভাসতে আমার ওভারকোট খুলে নিতে এল এবং আমি লক্ষ্য করলাম, সে চুলটা পেছন দিকে দিয়ে দিয়েছে আর কানে দুল পরেছে। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। আমি তার বড় বড় গালদুটো, যা তার কানের দিকে এগিয়ে আসত, সেইদিকে তাকালাম। চোখের নীচে হাড়ের তলায় গালদুটো যেখানে ঢুকে গেছে দুটো লালচে দাগ দেখতে পেলাম, তার রোগা চামড়ায় তা ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। গালদুটো কানের দিকে দৌড়ে গেছে, আর মাদেলিন একটু হাসল :

"কি চাই, মসিয়ঁ আঁতোয়ান ?"

তখনই বমি-ভাবটা আমাকে গ্রাস করল, আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। কোথায়, তা আমি জানতাম না, চারধারে রঙগুলো ঘুরছে, দেখতে পেলাম, আমি বমি করতে চাইলাম। সেই সময় থেকে বমি-ভাবটা আমাকে ছাড়ে নি, আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমি দাম দিলাম, মাদেলিন কাপটা নিয়ে গেল। আমার হলদে বীয়ারের তরল অংশটা মারবেল মোড়া টেবিলের ওপরে গেলাসে ভেঙে পড়ল, একটা বুদ্বুদ ভেসে উঠল। চেয়ারের তলাটা ভাঙা, যাতে হেলে না যাই, তাই জুতোর উঁচু ভাগটা দিয়ে মাটিটা শক্তভাবে ঠেকিয়ে রাখতে হয় ; ঠাণ্ডা লাগছে। ডানদিকে, পশমের চাদরের ওপর ওরা তাস খেলছিল। আমি যখন আসি, ওদের দেখিনি,

আমার শুধু মনে হয়েছিল, একটা গরম প্যাকেট ছিল, কিছুটা চেয়ারের ওপরে, কিছুটা পেছনদিকে টেবিলের ওপরে, আর কতকগুলো হাত নড়ছিল। পরে মাদেলিন তাদের তাস্ এনে দিল, কাপড় আর টুকরোগুলো একটা কাঠের পাত্রে আনল। তিনজন কি পাঁচজন ছিল, আমি জানি না, ওদের দিকে তাকাবার সাহস আমার নেই। একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, আমার চোখ ঘোরাতে পারি, কিন্তু মাথাটা নাড়াতে পারি না। মাথাটা কমান বাড়ান যায়, ঘোরান যায়, যেন আমার ঘাড়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ঘোরাতে গেলে ওটা পড়ে যাবে। যাই হোক, একটা ছোট নিশ্বাস নেওয়া শুনতে পাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে একটা লালমত লোমে-ঢাকা মাংসের মত দেখতে পাচ্ছি। ওটা একটা হাত।

কর্ত্রী যখন বাজার করতে যায়, তার সম্পর্কে ভাই বারে বসে। তার নাম অ্যাদলফ্। আমি ওরদিকে তাকাতে শুরু করলাম, বসবার সময় থেকে এবং আমি তাকিয়ে থাকলাম, কারণ মাথা নাড়াতে পারছিলাম না।

ওর গায়ে হাতাওয়ালা জামা, ফিকে লাল ফিতে দিয়ে আটকান, ও সার্টের হাতা দুটোকে কনুই এর ওপর গুটিয়ে নিয়েছে। ফিতেগুলো নীল সার্টের গায়ে ভাল দেখা যাচ্ছে না ; সেগুলো নীলের মধ্যে ডুবে গেছে, কিন্তু এটা মিথ্যে বিনয়। আসলে আমাদের সেগুলো ভুলে যেতে দেবে না, ওদের ভেড়ার মত একগুঁয়েমি আমাকে বিরক্ত করছে, যেন লাল্‌চে হতে গিয়ে তারা মাঝখানে থেমে গেছে, কিন্তু তাদের অহমিকা যায়নি। তোমার বলতে ইচ্ছা করবে, "ঠিক আছে লাল হয়ে ওঠো, আর যেন কিছু আমাদের শুনতে না হয়।" কিন্তু তারা এখন বদ্ধ হয়ে আছে, তাদের পরাজয়ে একগুঁয়ে হয়ে। কখনও কখনও চারধারে যে নীল রঙ্ আছে তাদের ওপর দিয়ে এসে একেবারে ঢেকে ফেলেছে ; আমি এক মুহূর্ত তাদের না দেখে থাকি। অ্যাদোলফ্ ভাই এর দেখার চোখ নেই : তার ফোলা চোখ, পেছন দিকে সরে যাওয়া চোখের পাতা থেকে একটু সাদা অংশ বেরিয়ে পড়ে। সে ঘুম ঘুম অবস্থায় একটু হাসে ; মাঝে মাঝে নাক ডাকে। কাতরায় আর ঘুমন্ত কুকুরের মত অল্প নড়ে ওঠে।

তার নীল সুতির সার্ট চকোলেট রঙের দেয়ালের গায়ে ফুর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এতেও বমি-ভাবটা আসছে। বমি-ভাবটা আমার ভেতরে নয় : আমি এটা বাইরে দেয়ালে, ফিতেগুলোতে, আমার চারপাশে অনুভব করি। এটা কাফের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আমিই তার মধ্যে রয়েছি।

আমার পাশে গরম প্যাকেটটা নড়তে শুরু করে, তার হাতগুলো মেলে দেয়।

এই যে তোমার তুরুপ—তুরুপ কি? —কালো ঘাড়টা খেলার ওপর নেমে আসে,—"হা হা হা, কি? ও তুরুপ খেলেছে।" "আমি জানিনা—আমি দেখিনি…" "হ্যাঁ, আমি এখুনি তুরুপ খেলেছি।" "ভাল, হার্টই রঙ।" সে গুণ্‌গুণ্ করে "হার্ট হলো তুরুপ, হার্টই তুরুপ, হা-র্টই রঙ্"। বলার পর: "এটা কি মশাই? মশাই, এটা কি? আমি এটা নিচ্ছি।"

আবার, নীরবতা—বাতাসে চিনির আস্বাদ আমার গলার পেছনে। গন্ধগুলো। ফিতেগুলো।

ভাই উঠে দাঁড়িয়েছে, কয়েক পা এগিয়েছে, পিঠে হাত দিয়ে অল্প হেসে মাথা তুলে পায়ের উপর ভর দিয়ে আছে। ঐ ভাবেই সে ঘুমোয়। ঐখানে দাঁড়িয়ে দুলে দুলে, সব সময় একটু হাসছে। গাল দুটো নড়ছে। প্রায় পড়ে যাচ্ছে, পেছন দিকে ঝুঁকে গেছে ঝুঁকে ঝুঁকে মুখটা সম্পূর্ণ ছাদের দিকে, তারপর যেই পড়ে যাবার মত হয়েছে, বেশ তৎপরতার সঙ্গে বারের কোণায় নিজেকে সামলে নিয়ে দেহের অবস্থানটা ফিরে পেল। অনেক হয়েছে, আমি ওয়েট্রেসকে ডাকি,

"মাদেলিন, দয়া করে তুমি যদি ফনোগ্রাফে কিছু বাজাও। আমার যেটা পছন্দ তুমি জানো: এই দিনগুলিতে"

"হ্যাঁ, কিন্তু ঐ ভদ্রলোকরা হয়ত এতে বিরক্ত হবে, এরা খেলার সময় গান পছন্দ করে না। আমি ওদের জিজ্ঞেস করে নিই।"

আমি অনেক কষ্ট করে মাথা নাড়ি। ওরা চারজন আছে। মাদেলিন মোটাসোটা রক্তাভ এবং বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল। ভদ্রলোকের নাকের প্রান্তে কালো ডাঁটিওয়ালা চশমা। বুকের কাছে তাসগুলো ধরে রেখেছে, আমার দিকে চশমার ভেতর থেকে তাকাচ্ছে।

"ঠিক আছে মসিয়ঁ।"

হাসছে। দাঁতগুলো খারাপ। লাল হাতটা ওর নয়, ওর পাশের লোকেরা তার গোঁফটা কালো। গোঁফওয়ালা লোকটার নাকের ছিদ্র বেশ বড়, যা দিয়ে একটা গোটা পরিবারের বাতাস স্পর্শ করা যায়, আর মুখের আধেকটা জুড়ে নাক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাঁফাতে হাঁফাতে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়। ওদের সঙ্গে একজন যুবক আছে, মুখটা কুকুরের মত। চতুর্থজনকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

তাসগুলো পশমের চাদরে ঘুরে ঘুরে পড়ছে। তারপরে আংটিওয়ালা হাত এসে সেগুলো তুলে নিচ্ছে, কাপড়টা নখ দিয়ে আঁচড়ে। হাতগুলো কাপড়ে সাদা দাগ করছে। মোটা, ধুলো লেগেছে, মনে হয়। অন্য তাসগুলো পড়ে, হাতগুলো আসে, যায়, কি অদ্ভুত নেশা; এটা খেলা অথবা কোন রীতি বা

অভ্যাস মনে হয় না। আমার মনে হয়, ওরা সময় কাটাতে খেলে, আর কিছু নয়। কিন্তু সময় অনেক বড়, এভাবে ভর্তি করা যায় না। যা কিছু তুমি এর মধ্যে ফেলে দাও, প্রসারিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ঐ ভঙ্গীটা যেমন, লাল হাতটা তাসগুলো তুলছে, হাতটা কাঁপছে ; হাতটা পড়ে যাচ্ছে। ওটাকে দুভাগে চিরতে হবে, ভেতরটা সেলাই করতে হবে।

মাদেলিন ফনোগ্রাফের চাকাটা ঘুরিয়ে দেয়। আমি আশা করছিলাম সে যদি একটা ভুল করে ; সে ক্যাভালেরিয়া রুশিয়ানা দেয় নি যেমন আর একদিন করেছিল। কিন্তু না এইটেই, আমি প্রথম তান থেকেই স্বরটা বুঝতে পারছিলাম। এটা নিগ্রোদের পুরানো গান, একই সুর ফিরে ফিরে আসে। আমি ১৯১৭ তে লা রসেলের রাস্তায় আমেরিকান সৈন্যদের এটা শিস্ দিয়ে গাইতে শুনেছি। যুদ্ধের আগের গান নিশ্চয়ই। তবে হালে রেকর্ডিং করা হয়েছে। তবু এখানকার সংগ্রহে এইটেই সবচেয়ে পুরানো রেকর্ড, "পাথে" রেকর্ড যার নীল রঙের পিন লাগে।

কিছুক্ষণ সমবেত গানটা চলবে ; আমার এই অংশটা বেশ ভাল লাগে। এবং যেভাবে হঠাৎ এটা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন অনেকটা সমুদ্রের ঢেউএর পাথরে ধাক্কা দেওয়ার মত। এর বিরতি নেই, একটা অনমনীয় রীতি তাদের জন্ম দিচ্ছে, আবার নিজেকে ফিরে পাওয়ার আগেই নিজের অস্তিত্বে আসার আগেই তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। স্বরটা দৌড়চ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে , যাবার সময় আমাকে জোরে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে, তারপরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের ধরে রাখতে চাইছি, কিন্তু আমি জানি, আমি যদি একটাকে থামিয়ে দিতাম। তাহলে তা আমার আঙ্গুলের মাঝখানে জীর্ণ অবসন্ন শব্দের মত আটকে থাকবে। আমি এদের মৃত্যু মেনে নেব। আমি তাই চাইব। আমি কয়েকটা জোরালো বা কর্কশ জিনিষকে জানি।

আমার গরম লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। এতে অসাধারণ কিছু নেই, বমিভাবের একটা ছোট আনন্দ। এটা ঐ থক্ থকে জমা জলটার নীচ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে, আমাদের সময়ের তলদেশে—লালচে ফিতে এবং ভাঙা চেয়ারের সময়ে। এটা বিরাট। নরম ক্ষণ দিয়ে তৈরী, প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, তেল যেমন গড়িয়ে যায়। জন্মাতে না জন্মাতে বুড়ো হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে আমি যেন কুড়ি বছর ধরে এটা জানি।

আরও একটা আনন্দ আছে; বাইরে এই ষ্টীলের ব্যাণ্ডটা আছে, সঙ্গীতের সরু স্থায়িত্ব, যা আমাদের সময়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, তাকে পরিত্যাগ করছে, ছিন্ন করছে,

তার শুকনো ছোট ছোট বিন্দুতে; আর একটা সময় আছে।
"মসিয় র্ঁাঢু হার্ট খেলছে···আর তুমি আটকে দিয়েছ।" কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল, তারপর আর শোনা গেল না। ষ্টীলের রিবনে কিছুই দাগ কাটছে না, দরজাটা খোলা কিংবা হাঁটুর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা বাতাসের নিশ্বাস, কিংবা পশু চিকিৎসকের তার ছোট মেয়েকে নিয়ে আসা, কিছুতেই না; সঙ্গীত এই সব অস্পষ্ট ছবিকে বিদ্ধ করে তাদের অতিক্রম করে গেল। ভাল করে না বসেই মেয়েটি গানের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, সে নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত; সে টেবিলে হাত ঘসতে ঘসতে শুনছে।
আর কয়েক মিনিট বাদেই নিগ্রো মেয়েটি গান গাইবে। এটাই অবশ্যম্ভাবী, গানের অনিবার্যতার এই রকম জোর; আর কিছু তাকে বাধা দিতে পারে না। এসময়ে যা কিছু ঘটে, যাতে জগত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাতেও না, নিজে নিজেই তা থেমে যাবে, যেন কারও আদেশ। এই মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা যদি আমি ভালবাসি, তাহলে এই জন্যেই; ভরাট গলার জন্যে। কিংবা কণ্ঠের বিষণ্ণতার জন্যে নয়, বরং এরই জন্যে এতগুলি সুর বহুদূর থেকে প্রস্তুতি তৈরী করছে, যাতে মরে গিয়ে আবার তা জন্ম নেয়। অথচ আমার অস্বস্তি হচ্ছে; রেকর্ড থামাতে বিশেষ কিছুর দরকার হবে, একটা ভাঙ্গা স্প্রিং, অ্যাদোলফ্ ভাই এর খেয়াল। কিরকম অদ্ভুত লাগে, কেমন যেন চঞ্চল করে তোলে যে, এই কঠিন বস্তুটা এরকম ভঙ্গুর। কিছুই একে বাধা দিতে পারে না, অথচ সব কিছুই তা ভেঙে দিতে পারে।
শেষ স্বরটা মিলিয়ে গেছে। পরের একটুক্ষণ নীরবতায় আমি তীব্রভাবে অনুভব করি, ওটা রয়েছে, যেন কিছু একটা ঘটেছে।
"এই দিনগুলোর একদিন, প্রিয়তম, আমায় তুমি পাবেনা।" যা হয়েছে, তাহল বমি-ভাবটা চলে গেছে। কণ্ঠস্বরটা যখন নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল, আমার শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে টের পেলাম, আর বমি-ভাবটা দূর হয়ে গেছে। হঠাৎ এতট্রা শক্ত হওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল, এত উজ্জ্বল। একই সময় গানটা বিস্তৃত হল, প্রসারিত হল, ঝরণার মত ফুলে উঠল। সমস্ত ঘরটা তার ধাতব স্বচ্ছতায় ভরে গেল, আমাদের দুঃখভরা সময়কে দেয়ালে পিষে ফেলল। আমি গানের মধ্যে রয়েছি। আয়নায় আগুনের গোলক দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে পরিবৃত হয়ে আলোর কঠিন হাসিটা কখনও ঢাকা পড়ছে কখনও মুক্ত হচ্ছে। আমার বীয়ারের গেলাস সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, টেবিলের ওপর জড় করা রয়েছে, গাঢ় এবং প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। আমি এটা তুলতে চাই, ওজনটা বুঝতে চাই,

আমি হাতটা বাড়িয়ে দিই...হা ঈশ্বর। এইটেই পাল্টে গেছে, আমার ভাবভঙ্গী। *আমার হাতের গতি অসামান্য বিষয়ের মত বিকশিত হয়েছে, নিগ্রো-মেয়েটির গানের সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে এগিয়েছে;* আমার মনে হল, নাচর।
অ্যাদোলফের মুখটা ওখানে, চকোলেট রঙের দেয়ালে সাঁটা। ওকে খুব কাছে মনে হচ্ছে। আমার হাত যে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে এল, আমি ওর মুখটা দেখলাম; একটা সিদ্ধান্তের আবশ্যকতায় তা সাক্ষী হয়ে থাকল। গেলাসে আঙ্গুলের চাপ দিলাম, আমি সুখী।

ওখানেই!

গোলমালের মধ্যে একটা কথা শোনা গেল। আমার পাশের লোকটা কথা বলছে। বুড়ো লোকটা যেন পুড়ছে। তার গালদুটো বেঞ্চের চামড়ায় একটা বেগুনি দাগ ধরিয়েছে। সে টেবিলের ওপর একটা তাস ফেলে দিল। ডায়মণ্ডের তাস। কিন্তু কুকুর-মুখো লোকটা মৃদু হাসল। উত্তেজিত অন্য দলের লোক টেবিলের ওপর ঝুঁকে বেড়াল যেমন শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে সেই ভাবে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"এবং ওখানেই।"

কমবয়েসী লোকটার হাত ছায়া থেকে উঠল, একমুহূর্ত বেঁকে গেল, সাদা মন্থর, তারপর হঠাৎ বাজপাখীর মত নেমে এল এবং চাদরের ওপর একটা তাস চেপে ধরল। লালমুখের বড়সড় লোকটা লাফিয়ে উঠল।
"সর্বনাশ! ও রঙ মেরেছে।"
তার বাঁকা আঙ্গুলের মাঝখানে হার্টের সাহেবের চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল, তারপরে চিৎ করে দেওয়া হল এবং খেলা করতে লাগল। প্রতাপশালী রাজা, বহুদূর থেকে আগত, নানারকম সংযোগের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে, অনেক অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অঙ্গভঙ্গীর দ্বারাও। সে পরের বার অদৃশ্য হয়ে যায়, যাতে অন্য সংযোগ জন্ম নিতে পারে, অন্যরকম ভঙ্গী, আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ, ভাগ্যের পরিবর্তন, ছোট ছোট সাহসিক ঘটনার ভীড়।
আমাকে স্পর্শ করল, আমার শরীর নিখুঁত যন্ত্রের মত শান্ত অবস্থায়, আমার অনেক বাস্তব সাহসিক ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে। আমি সব খুঁটি-নাটি বলতে পারব না, কিন্তু ঘটনাগুলির যথাযথ শৃঙ্খলায় ঘটে যাওয়া আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি সমুদ্র অতিক্রম করেছি, পেছনে অনেক শহর ফেলে এসেছি, নদীর গতিপথ অনুসরণ করেছি, অথবা অরণ্যে প্রবেশ করেছি, সব সময় অন্য শহরের

দিকে এগিয়ে গেছি। মেয়েদের আমি পেয়েছি, পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এবং কখনও পেছিয়ে আসিনি, যেমন একটা রেকর্ডকে পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না। আর সব কিছু আমাকে নিয়ে গেছে—কোথায়?
এই মুহূর্তে, এই বেঞ্চে, এই স্বচ্ছ বুদ্বুদে, যা গানের সুরে অনুরণিত।

যখন তুমি আমাকে ছেড়ে যাও

হ্যাঁ, আমি যে রোমের টাইবার নদীর তীরে বসতে এত ভালবেসেছি, অথবা সন্ধ্যায় বার্সিলোনায় র‍্যাম্বলাসে একশবার উঠেছি ও নেবেছি, আমি যে আংকোরের কাছে বারায় প্রাহকান দ্বীপে একটা বটগাছকে নাগা মন্দিরের চারপাশে শিকড়ের বাঁধন দিতে দেখেছি, সেই আমি এখানে, এই যারা তাস খেলছে, তাদের সঙ্গে একই সময়ে বাস করছি। আমি নিগ্রো মেয়েটির গান শুনছি, বাইরে তখন দুর্বল রাত্রি নামছে। রেকর্ডটা বন্ধ হল।
রাত এসেছে, মিষ্টি-মিষ্টি, লাজুকভাবে। কেউ তাকে দেখেনি, কিন্তু ওখানে রয়েছে, আলোগুলো ঢেকে, বাতাসে অস্বচ্ছ কিছু নিশ্বাসে পেলাম; তা রাত্রি। ঠাণ্ডা পড়েছে। তাস খেলছিল যারা তাদের একজন অগোছালো এক প্যাকেট তাস আর একজনের দিকে বাড়িয়ে দেয়; তুলে নেয়। একটা তাস পেছনে পড়ে রয়েছে। ওরা কি এটা দেখতে পাচ্ছে না? তাসটা হার্টের নয়। কেউ ওটা শেষে তুলে নিয়ে কুকুর-মুখো লোকটাকে দেয়।
"আঃ, হার্টের নয়।"
যথেষ্ট। আমি চলে যাচ্ছি। লাল-মুখ লোকটা একগাছা কাগজের ওপর ঝুঁকে পেন্সিলটা চুষছে। মাদেলিন তাকে পরিষ্কার খালি চোখে দেখছে। অল্পবয়েসী লোকটা হার্টের নয় তার আঙুলের মাঝে ঘোরাচ্ছে। ঈশ্বর।···
খুব কষ্টে উঠি। একটা অমানুষ মুখ আয়নায় পশুচিকিৎসকের মাথার ওপর সরে যেতে দেখি।
একটু পরে সিনেমায় যাব।
বাতাসে আমার ভাল লাগে, চিনির মত মিষ্টি লাগে না, কিংবা ভারমুথ মদের গন্ধও পাই না। কিন্তু হায় ঈশ্বর, কিরকম ঠাণ্ডা।
এখন সাড়ে সাতটা। আমার খিধে নেই, আর সিনেমা নটার আগে শুরু হয় না। কি করা যায়? গরম হতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে। আমি থামি; আমার পেছনে বুলেভার শহরের ভেতরে চলে গেছে, কেন্দ্রীয় রাস্তাগুলির বড় বড় জলজলে রত্নগুলোয়, যেমন প্যারামাউন্ট প্যালেস, ইম্পিরিয়াল, গ্রাঁদ

ম্যাগাজিন জাহান। আমার এগুলোয় কোন আকর্ষণ নেই, এখন ক্ষিধে বাড়াবার সময়। এখনকার মত আমি বহু সজীব জিনিষ দেখেছি, যেমন কুকুর, মানুষ, থলথলে মাংসপিণ্ড যেগুলো আপনা-আপনিই চলাফেরা করে।

বাঁদিকে ফিরি, আমি নীচে গ্যাসলাইটের সারির শেষে ঐ গর্তটায় হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি। বুলেভার নোয়ার ধরে গ্যালভানি অ্যাভিন্যু পর্যন্ত যেতে চাই। বরফের মত বাতাস গর্তটা থেকে আসছে ; নীচে পাথর আর মাটি ছাড়া আর কিছু নেই। পাথরগুলো শক্ত এবং নড়ে না।

বিরক্তিকর খানিকটা রাস্তা আছে ; ডানদিকে ফুটপাথে গ্যাসের একটা পিণ্ড আছে, ধোঁয়ার স্রোত বেরিয়ে আসছে, গোলা ফাটার মত শব্দ করছে। এটা পুরানো রেল স্টেশন। এটাই বুলেভার নোয়ারের প্রথম একশ গজকে উর্বর করেছে,—বুলভার দ্য লা রিদাউত থেকে রু রাদিস পর্যন্ত—গোটা বারো রাস্তার আলো ওখানে হয়েছে—পাশাপাশি চারটে কাফে, রঁদেভ্যু দ্য শেমিনো, আরও তিনটে, যেগুলো দিনের বেলা ঝিমোয়, কিন্তু রাতের বেলা ঝলমল করে, রাস্তার ওপরে আলোর ঝলকানি ছড়ায়।

হলদে আলোয় তিনটেতে আমি স্নান করি, একজন বুড়ীকে মুদীখানা-মনোহারী দোকান রাবাশে থেকে বেরুতে দেখি, শালটা মাথার ওপর জড়িয়ে নিয়েছে, দৌড়বার উপক্রম করছে। এটা শেষ হয়ে গেছে। আমি র‍্যু দ্য পারাদিসের মোড়ে এসে যাই, শেষ বাতিদানের পাশে। আশ্‌ফল্টের রাস্তাটা হঠাৎ বেঁকে যায়। রাস্তার অন্যদিকে অন্ধকার এবং কাদা। আমি র‍্যু দ্য পারাদিস পার হই। খানিকটা জলের মধ্যে ডানপাটা পড়ে, মোজাটা ভিজে যায়। আবার হাঁটতে আরম্ভ করি।

বুলেভার নোয়ারের এদিকটায় কেউ থাকে না। আবহাওয়াটা ভীষণ খারাপ, জমি ওখানে অনুর্বর, কিছুই জন্মায় না, গড়ে ওঠে না। তিনটে **সিয়েরি ত্তে ফ্রেরেস সলিয়েল** (ফ্রেরেস সলিয়েল সঁ্যা সেসিল দ্য লা মেরের মিনে করা তোরণটা বসিয়েছে, খরচ পড়েছে একলক্ষ ফ্রাঁ), পশ্চিম দিকে সব দরজা জানালাগুলো খোলা, সামনে শান্ত র‍্যু জিঁয়া-বার্থ-কারয়, সেখানে মৃদু ঘর্ঘর শব্দ উঠছে। এগুলো বুলেভার ভিক্তর নোয়ারের তিনটে পাশাপাশি দেয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়িগুলো ডানদিকের ফুটপাথে ৪০০ গজ ছুঁয়ে আছে। একটা ছোট জানালাও নেই, এমনকি ঘুলঘুলিও নেই।

এবারে আমি দুপা নর্দমায় দিয়ে হাঁটছি। রাস্তাটি পার হই। উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা গ্যাসলাইট আছে, যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আলো

দেখাচ্ছে, একটা জরাজীর্ণ বেড়া, মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে, তার উপর আলো পড়েছে।

পুরানো পোস্টারের কিছু কিছু বোর্ডে লেগে আছে। একটা সুন্দর মুখ, ঘৃণায় ভর্তি একটা সবুজ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটছে, ছেঁড়া অংশটা একটা তারার আকার নিয়েছে, নাকের নীচে কেউ পেন্সিল দিয়ে গোঁফ এঁকে দিয়েছে। আর একটা টুকরোয় "পুরেৎ" অক্ষরটা পডতে পারছি, যা থেকে লাল রঙ্, বোধ হয়, রক্তের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়ছে। মুখটা এবং অক্ষরটা হয়ত একই পোস্টারের অংশ। এখন পোস্টারটা ছিন্ন ভিন্ন, যে লাইনগুলো পোস্টারটা অটুট করে রেখেছিল হারিয়ে গেছে, কিন্তু আর একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে, বাঁকা চোরা মুখ। রক্তের ফোঁটা, সাদা অক্ষর এবং শেষ কথা "এৎ্" ; যেন, একটা অশান্ত, ভয়ানক আবেগ এইসব রহস্যময় প্রতীকের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। আমি রেল রাস্তা থেকে আসা আলো বোর্ডের মাঝ দিয়ে জলতে দেখছি। একটা লম্বা দেয়াল বেডাকে অনুসরণ করেছে। দেয়ালটার কোন ফাঁক নেই, দরজা, জানালা নেই, দেয়ালটা ২০০ গজ দূরে গিয়ে থেমে গেছে, সামনে একটা বাড়ি। আমি বাতিদানগুলোর সীমানা পেরিয়ে এসেছি। আমি কালো গর্তটায় ঢুকছি। আমার পায়ের ছায়াকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখে আমার মনে হল, বরফজলে ডুবে যাচ্ছি। আমার সামনে, একেবারে শেষে কালো আস্তরণগুলোর পরে একটা লালচে বিবর্ণ কিছু দেখতে পাচ্ছি ; ওটা অ্যাভিন্যু গ্যালভানি। আমি পেছন ফিরি, গ্যাসলাইটের পেছনে অনেক দূরে আলোর একটা আভাস দেখা যাচ্ছে। এইটে স্টেশন, যেখানে চারটে কাফে আছে। আমার পেছনে, সামনে লোকেরা মদের দোকানে তাস খেলছে; মদ খাচ্ছে। এখানে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। মাঝে মাঝে বাতাসে দূর থেকে একটা একক ঘণ্টা ধ্বনি আমার কানে ভেসে আসছে। পরিচিত শব্দগুলো, মোটর গাড়ীর আওয়াজ, চীৎকার, কুকুরের ডাক আলোকিত রাস্তার বাইরে আসতে সাহস করে না। এগুলি উষ্ণতার আরামে থাকে। কিন্তু ঘণ্টা ধ্বনি ছায়াকে বিদ্ধ করে এই পর্যন্ত এসেছে ; অনেক শক্ত, অন্য শব্দগুলো থেকে কম মানবীয়।

আমি শোনবার জন্য থামি। ঠাণ্ডা লাগছে, আমার কান ব্যথা করছে ; কানগুলো নিশ্চয়ই লাল হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের জন্য আমার ভাবনা নেই ; চারধারের পবিত্রতা আমাকে জয় করে নিয়েছে ; কিছুই সজীব নেই, বাতাস শিস দিচ্ছে। সরল রেখাগুলো রাতে পালিয়ে যাচ্ছে। বুলেভার নোয়ারের

বুর্জোয়া রাস্তার মত অভদ্র চেহারা নেই যা পথিককে শুধু দুঃখের দিকটা দেখায় ; কেউ একে সাজাবার কথা ভাবেনি ; এটা শুধু বিপরীত দিক। এটা হল র‍্যু জিয়ঁা বার্থ কারয়ের, অ্যাভিন্যু গ্যালভানির উল্টো দিক। স্টেশনের কাছে বোভিলের লোকেরা এখনও কিছুটা যত্ন করে ; যারা বেড়াতে আসে, তাদের জন্য মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু, তারপর থেকেই, আর কিছু করা হয় না, এবং তারপরে এটা সোজা এগিয়ে যায়, অন্ধভাবে হোঁচট খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত অ্যাভিন্যু গ্যালভানিতে গিয়ে পড়ে। শহর সেটা ভুলে গেছে। কখনও কখনও মাটি-রঙের ট্রাক এর ওপর দিয়ে ভীষণ স্পীডে গর্জন করতে করতে চলে যায়। কেউ খুন-টুন হয় না , খুনী আর খুনের শিকার, দুইএরই অভাব। বুলেভার নোয়ার অমানবিক। খনিজ ধাতুর মত। ত্রিভুজের মত। এটা ভাগ্যের কথা বোভিলে এরকম একটা বুলেভার আছে। সাধারণতঃ এদের রাজধানী শহর-গুলোতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন বার্লিন, নয়া কোলন, অথবা ফ্রিডরিশে— লণ্ডনে, গ্রীনউইচের পেছনে। সোজা, দুপাশে ময়লা, পাথরের গায়ে সরু দাগ দেওয়া, ফুটপাথগুলো চওড়া বৃক্ষহীন। এগুলো প্রায়ই শহরের বাইরে হয়, সেই সব অদ্ভুত জায়গাগুলোয়, যেখানে মাল ওঠা নামার স্টেশন, গাড়ীর আস্তানা, কসাইখানা, গ্যাস-ট্যাঙ্ক. শহর বানান হয়। ঝড় বৃষ্টির দুদিন পরে যখন সমস্ত শহর রোদের নীচে ভিজে, আর বাষ্প বেরুচ্ছে, সেগুলো তখনও ঠাণ্ডা থাকে। কাদা জল থাকে। অনেক সময় জল শুকোয় না, —বছরের একটা মাস বাদ দিয়ে। আগস্ট মাস।

হলদে আলোয় বমি ভাবটা ওখানে নীচে রয়েছে। আমি খুশী, এই ঠাণ্ডাটা এত শুদ্ধ, রাত্রিটা এত পবিত্র ; আমি নিজেই কি এই বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঢেউ নই ? রক্ত নেই, মাংস নেই, কোন ক্ষরণ নেই। এই লম্বা খাল বয়ে চলেছে নীচের ঐ পাণ্ডুরতার দিকে। কেবলমাত্র শীতলতা হচ্ছে। কিছু লোক এখানে আছে। দুটো ছায়া। ওরা এখানে কেন এসেছে ? একটি বেঁটে মহিলা একজন লোককে জামা ধরে টানছে। সে সরু গলায় দ্রুত কথা বলছে। বাতাসের জন্য কি বলছে, বুঝতে পারছি না। লোকটা বলছে। "তোমার ফাঁদটা বন্ধ করবে ? করবে না ?"

মহিলাটি কথা বলে যাচ্ছে। লোকটা তাকে খারাপ ভাবে ঠেলে দেয়। তারা পরস্পরের দিকে তাকায় অনিশ্চিতভাবে, তারপর লোকটা পকেটে হাত ঢোকায়, পেছনে 'না তাকিয়ে চলে যায়'।

লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমার থেকে গজ তিনেক দূরে মহিলাটি

রয়েছে। হঠাৎ, ভারী কর্কশ শব্দ তার কাছ থেকে আসে, তাকে ছিঁড়ে ফেলে, আর সমস্ত রাস্তাটা ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় ভর্তি হয়ে যায়।

"শার্ল, আমি অনুনয় করছি, আমি যা বলেছি, তুমি জান? শার্ল, ফিরে এস, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

আমি তার এত কাছ দিয়ে গেছি, যে আমি তাকে ছুঁতে পারি। কিন্তু আমি কি করে বিশ্বাস করি, এই উজ্জ্বল গায়ের রঙ্, মুখে দুঃখ ফুটে উঠেছে? ...অথচ স্কার্ফটা আমি চিনতে পারলাম, কোটটা এবং ডান হাতে মদ-রঙের জন্ম দাগটা? এ লুসি, হোটেলের পরিচারিকা। আমি ওকে সাহায্য করতে চাইনি, দরকার হলে সে ডাকবে। আমি তার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে যাই, তার দিকে তাকাতে তাকাতে। তার চোখ আমার দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে আমাকে দেখছে, মনে হয় না। তাকে দেখে মনে হয়, তার দুঃখে ডুবে আছে। আমি কিছুটা এগিয়ে যাই, আবার ফিরে আসি···

হ্যাঁ, লুসিই। কিন্তু আবেগে পাল্টে গেছে, দুঃখে-কষ্টে একটা মত্ত উদারতা যেন। আমি ওকে হিংসা করি। ওখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতগুলোকে বাড়িয়ে যেন কলঙ্ক-চিহ্নের জন্য অপেক্ষা করছে; সে হাঁ করছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মনে হল, দেয়ালগুলো আরও বড় হয়ে গেছে। রাস্তার দুপাশে তারা কাছাকাছি চলে এসেছে, কিন্তু সে একটা কুয়োর নীচে পড়ে রয়েছে। কয়েকক্ষণ আমি অপেক্ষা করি; আমার ভয় হচ্ছে। ও পড়ে যাবে; এই অনভ্যস্ত দুঃখের বোঝা বইবার মত তার শরীর সুস্থ নয়। কিন্তু সে নড়ছে না, সে যেন পাথর হয়ে গেছে, তার চারপাশের সব কিছুর মত। এক মুহূর্ত আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমি যদি তার সম্বন্ধে ভুল করে থাকি, হয়ত এইটেই তার সত্যকার চেহারা যা হঠাৎ আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

লুসি একটু কাত্‌রে উঠল। তার হাতটা গলার দিকে উঠে যায় এবং সে বড় বিস্মিত চোখ মেলে তাকায়। না, নিজের কাছ থেকে কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা সে পায় না। তার কাছে এটা বাইরে থেকে আসে···বুলেভার থেকে। ওকে হাত ধরে আলোয় নিয়ে যাওয়া উচিত, লোকেদের মধ্যে, শান্ত ফিকে লাল রাস্তায়, ওখানে অত কষ্ট কেউ সহ্য করতে পারে না; আবার সে নরম হবে, আবার তার দৃষ্টিতে সাড়া মিলবে, এবং কষ্টের অভ্যস্ত মাত্রাকে ফিরে পাবে।

আমি তাকে ফেলে রেখে আসি। শেষ পর্যন্ত, সে ভাগ্যবতী। গত তিন বছর আমি শান্ত থেকেছি। এই সব দুঃখ ভরা নির্জনতা থেকে আমি শূন্য শুষ্কতা ছাড়া আর কিছু পাই না। আমি চলে আসি।

বৃহস্পতিবার, ১১'৩০

লাইব্রেরীর পাঠ-কক্ষে দু ঘণ্টা কাজ করেছি। কুার দ্যে হাইপথেকেতে পাইপ খেতে গিয়েছিলাম। একটা চত্বর ফিকে লাল ইঁটে গড়া। বোভিলের লোকেরা এটা নিয়ে খুব গর্ব করে, কারণ এটা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আছে। রু্য শম্পাদে আর রু্য সুস্‌পেদার্দ-এর প্রবেশ পথে পুরানো শেকল দিয়ে গাড়ির রাস্তা আটকে দেওয়া আছে। কালো পোষাকের যে সব মহিলারা কুকুরদের ব্যায়াম করাতে নিয়ে আসে, তারা তোরণের নীচ দিয়ে, দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে যায়। তারা খুব কমই পুরো আলোয় আসে, কিন্তু তারা চোখের কোণ দিয়ে গুস্তাভ্‌ ইম্পেট্রাং-সের মূর্তির ওপর সরলভাবে তাকায়। তারা ঐ বাদামী দৈত্যটার নাম জানে না। কিন্তু তার ফ্রক-কোট আর টপ্‌ হ্যাট থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সে ভাল দুনিয়া থেকে এসেছে। টুপিটা বাঁ হাতে ধরা আছে, ডান হাতটা একগুচ্ছ কাগজের ওপরে। তাদের তার দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে হয় না একথাটা বুঝতে যে, সে তাদের মতই সব বিষয়েই ভেবেছে। তাদের একগুঁয়ে সংকীর্ণ চিন্তাকে সাহায্য করতে সে তার হাতের মধ্যে দলা করা কাগজগুলোতে তার ক্ষমতা ও অগাধ জ্ঞানকে রেখেছে। কালো পোষাকের মহিলারা এতে শান্তি পায়। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের কাজে মন দিতে পারে, শান্তির সঙ্গে বাড়ির কাজ করতে পারে, কুকুরদের হাঁটাতে পারে; তাদের খৃষ্টান আদর্শের জন্য, যে আদর্শলিপি তারা তাদের পিতার কাছ থেকে পেয়েছে, তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকার আর দরকার নেই; ব্রোঞ্জের মানুষই তাদের অভিভাবক হয়ে উঠেছে।

এই ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশ্বকোষে কয়েক ছত্র আছে; গত বছরে পড়েছি। জানালার কাঠের ওপরে বইটা রেখেছি। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে ওর সবুজ খুলিটা দেখতে পাচ্ছি। আমি এটা আবিষ্কার করেছি যে, ১৮৯০ নাগাদ তাঁর অভ্যুত্থান হয়। তিনি একজন স্কুল ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি চিত্রকর ছিলেন এবং সুন্দর ছবি আঁকতেন। তিনখানা বই তিনি লিখেছিলেন; **জনপ্রিয়তা ও প্রাচীন গ্রাকরা** (১৮৮৭), **রোঁলির শিক্ষাতত্ত্ব** (১৮৯১), এবং ১৮৯৯তে একটা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে দলিল। ১৯০২-এ তাঁর আত্মীয়বর্গের এবং রুচিসম্পন্ন লোকদের মনে দুঃখ দিয়ে তিনি মারা যান।

লাইব্রেরীর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। পাইপটা বের করে নিলাম, নিভে এসেছে। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে তোরণের গ্যালারী থেকে ভয়ে বেরিয়ে যেতে

দেখলাম, ধূর্ত এবং একগুঁয়ে ভাবে সে মূর্তিটার দিকে তাকায়। হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠে সে চত্বরটা পার হয়ে যায়, যতটা তার পা তাকে নিয়ে যেতে পারে, এক মুহূর্তের জন্য মূর্তিটার সামনে দাঁড়ায়, তার চোয়াল নড়ছে। তারপর চলে যায়, ফিকে লাল পথের রাস্তার পাশে কালো রঙ দেয়ালের একটা ছিদ্র দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই জায়গাটা ১৮০০ সাল নাগাদ আনন্দের ছিল, ফিকে লাল ইট, বাড়িগুলো নিয়ে। এখন কিছুটা শুকনো আর অশুভ, ভয়ের একটা সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে। এসব ঐ মূর্তি যা পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে আসছে। এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে ব্রোঞ্জে তৈরী করে একে একটা যাদুকরে পরিণত করেছে।

আমি ইমপেট্রাৎসের মুখের দিকে পুরো তাকালাম। ওর চোখ কান নেই নাকও বিশেষ নেই, দাড়িটা, একটা অদ্ভুত কুষ্ঠরোগে খেয়ে ফেলেছে, যা প্রায় সব মূর্তিকেই মহামারীর মত আক্রমণ করে। সে নীচু হয়ে আছে; বাঁ দিকে বুকের কাছে তার ওয়েস্টকোটে একটা হালকা সবুজ রঙের দাগ লেগেছে। সে তাকিয়ে আছে। সে সজীব নয়, আবার জীবনহীনও নয়। একটা নীরব শক্তি তার থেকে বেরিয়ে আসছে, যেমনভাবে বাতাস আমাকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ইমপেট্রাৎস্ আমাকে ক্যুর দ্যে হাইপথেকে থেকে থেকে বিতাড়িত কবতে চাইছে। কিন্তু পাইপটা শেষ না করে আমি যাব না।

একটা বড় শীর্ণ ছায়া আমার পেছনে লাফিয়ে ওঠে। আমি চট করে সরে যাই।

"ক্ষমা করবেন, মসিয়ঁ, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই নি। আমি দেখলাম, আপনার ঠোঁট নড়ছে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার বই থেকে পংক্তি আওড়াচ্ছিলেন।" সে হাসল, "আপনি আলেকজান্দ্রাইন খুঁজছিলেন।"

আমি স্ব-শিক্ষিত লোকটার দিকে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম। আমার বিস্ময়ে তাকে বিস্মিত মনে হল।

"আমাদের কি গদ্যে আলেকজান্দ্রাইন এড়ান উচিত নয়, মসিয়ঁ?" তার চোখে আমার দাম কিছুটা কমে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি এ সময়ে এখানে সে কি করছে। সে বলল, অফিসের মালিক তাকে ওদিন ছুটী দিয়েছে, সে সোজা লাইব্রেরীতে চলে এসেছে। সে লাঞ্চ করতে যাচ্ছে না, লাইব্রেরীতে চলে এসেছে। সে লাঞ্চ করতে যাচ্ছে না, লাইব্রেরী বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সে পড়বে। আমি আর তার কথা শুনছি না, কিন্তু সে নিশ্চয় তার প্রথম বিষয় থেকে সরে এসেছে "...আপনার মত, বই লেখার সৌভাগ্য থাকা।"

আমাকে কিছু বলতে হয়।

"সৌভাগ্য।" দ্বিধা নিয়ে আমি বলি।

সে আমার উত্তরের অর্থটা ভুল করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে:

"মসিয়, আমার বলা উচিত ছিল, 'মেধা'।"

আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠি। আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কেউ টেবিলে **ইউজিন গ্রাঁদে** ফেলে গেছে, বইটা ২৭ পৃষ্ঠায় খোলা আছে। আমি যন্ত্রের মত তুলে নিই, ২৭ পৃষ্ঠা পড়তে শুরু করি, তারপর ২৮ পৃষ্ঠা। আমার প্রথম থেকে পড়ার সাহস নেই। স্বশিক্ষিত লোকটি তাড়াতাড়ি দেয়ালের পাশ দিয়ে শেলফের কাছে চলে গেছে। সে দুটো বই নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখে, তাকে কুকুর হাড় পেলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছে।

"আপনি কি পড়ছেন?"

আমাকে বলতে অনিচ্ছুক মনে হল; সে ইতস্ততঃ করে, বড় বড় ঘোরানো চোখগুলো তোলে, তারপর বইগুলো অনিচ্ছার সঙ্গে তুলে ধরে **পিট্ মোজেস্ অ্যাণ্ড্ হোয়্যার টু ফাইণ্ড দেম্,** লার্বালেট্রিয়েরের লেখা, এবং **হিতোপ-দেশ** অথবা **ইউস্ফুল ইন্সট্রাকশনস্,** লাসটেক্সের লেখা। তাহলে? আমি জানিনা ওর ব্যাপারটা কি, বইগুলো নিশ্চয়ই ভাল। বিবেকের থেকেই আমি **হিতোপদেশের** পাতা ওল্টাই, এবং বড় বড় উন্নত মনোভাবের কথা ছাড়া আর কিছু দেখিনা।

বিকেল ৩ ০০ টে

ইউজিন গ্রাঁদে রেখে দিয়েছি এবং মন না লাগলেও কাজ করতে শুরু করেছি। স্বশিক্ষিত লোকটি আমি লিখছি দেখে আমাকে সম্মানিত লোভের সঙ্গে দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে মাথাটা একটু তুলি, আর বড় শক্ত কলারটা দেখি, মুরগীর মত ঘাড়টা তার থেকে বেরিয়ে আসছে। তার পোষাকটা মলিন, কিন্তু শার্টটা ঝকমকে সাদা। সে শেলফ্ থেকে আবার আর একটা বই নিয়েছে; আমি ওপর-নীচ নামটা পড়তে পারছি। মাদামোয়াজেল জুলি লাভারর্গনের **দি অ্যারো অব্ কদেবেক, এ নরম্যান ক্রনিকল** স্ব-শিক্ষিত লোকটির পড়ার নির্বাচন আমাকে সব সময় উদ্বিগ্ন করে তোলে।

হঠাৎ সে যে সব বই আগে পড়েছে, সেগুলো মনে এল, লাম্বার্ট, লাংভলোয়া, লারবালেট্রিয়ের লাসটেকস্, লাভার্গনে। এটা একটা আবিষ্কার; আমি স্ব-শিক্ষিত লোকটির পদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছি; সে বর্ণমালার অক্ষর অনুযায়ী পড়ে।

আমি তাকে প্রশংসার সাথে লক্ষ্য করি। তার নিশ্চয়ই অসম্ভব ইচ্ছাশক্তি ছিল এরকম একটি বিরাট পরিকল্পনা ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ায়। সাত বছর আগে একদিন (সে বলেছে, সাত বছর সে ছাত্র ছিল) সে মহাসমারোহে লাইব্রেরীর এই পাঠ-কক্ষে এল। দেয়াল ঘেঁষে সারি দেওয়া বইগুলো জরিপ করে সে নিশ্চয়ই রাস্টিগন্যাকের মত বলেছিল, "বিজ্ঞান! এ ত আমারই জন্য।" তারপর প্রথম সেলফ্ থেকে একেবারে ডান দিকের সীমানা থেকে প্রথম বইটা নিল; প্রথম পাতাটি সম্মান এবং ভয়ের সঙ্গে একটা অনমনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে খুলল। আজ সে "এল" এ উপনীত হয়েছে,—"জে"র পরে "কে", "কে"র পরে "এল।" সে "কোলিওপট্রেরা" পোকাদের থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পর্যন্ত হিংস্রভাবে এগিয়ে গেছে, তৈমুরলঙ থেকে ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে লেখা ক্যাথলিক প্রচার পুস্তিকা পর্যন্ত, এক মুহূর্ত তার নিজেকে বিব্রত মনে হয়নি। সে সব কিছু পড়েছে; মাথায় সে বহু জিনিষ জমিয়ে জমিয়ে রেখেছে যেমন, যৌন মিলন ছাড়া প্রাণের সূত্রপাত প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে অর্ধেক যুক্তি। তার পেছনে এবং সম্মুখে একটা জগত আছে। একটা দিন আসছে যেদিন সে একেবারে বাম প্রান্তের শেষ শেলফের শেষ বইখানা বন্ধ করে বলবে, "এরপরে কি?"

এখন মধ্যাহ্ন ভোজের সময়; সরলভাবে সে এক পিস্ রুটী এবং গ্যালা পিটারের একটা বার খাচ্ছে। তার চোখগুলো নীচের দিকে, আমি সময় নিয়ে তার সুন্দর বাঁকা চোখের পাতা লক্ষ্য করতে পারছি, ও গুলো অনেকটা মেয়েদের মত। তার নিশ্বাসে রয়েছে—পুরানো তামাকের গন্ধের সঙ্গে মেশা চকোলেটের মিষ্টি ঘ্রাণ।

শুক্রবার বিকেল ৩:০০ টা

আর একটু হলেই আমি আয়নার মায়ায় পড়ে যেতাম। আমি ওটা এড়িয়ে জানালায় যেতে চাই, মন্থরভাবে, হাত দোলাতে দোলাতে আমি জানালার দিকে যাই। বাড়িটার উঠান, বেড়াটা, পুরানো স্টেশন—পুরানো স্টেশন, বেড়া, বাড়িটার উঠান। এত বিরাট হাই ওঠে যে চোখে জল এসে যায়। ডান হাতে পাইপটা রয়েছে, বাঁ হাতে তামাকটা। পাইপটা ভরতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। হাতগুলো আলগা হয়ে ঝুলছে। কপালটা জানালার কাঁচে ঠেকাই। ঐ বুড়ী ভদ্রমহিলা আমার বিরক্তি ঘটাচ্ছে। জেদীভাবে সে হাঁটছে, যেন চোখে দেখছে না। মাঝে মাঝে সে থেমে যায়, ভয় পায়, যেন অদৃশ্য কোন

কিছু তার গা ঘেঁষা চলে গেছে। আবার জানালার নীচে সে রয়েছে, বাতাসে তার স্কার্ট উড়ছে। থেমে সে রুমালটা টান্ টান্ করে নেয়। তার হাত নড়ছে। আবার সে চলতে শুরু করেছে, আমি এখন তাকে পেছনে থেকে দেখতে পাচ্ছি। ওল্ড্ উডহাউস্! আমার মনে হয় সে ডান দিকে বুলেভার ভিক্তর নোয়ারের দিকে যাচ্ছে। আর একশ গজ আছে। যে ভাবে সে যাচ্ছে তাতে তার দশ মিনিট লাগবে। ঐ সময়টাতে আমি এরকমই থাকব, আমার কপালটা জানালার পাশে সাঁটা থাকবে। সে বিশ বার থামবে, আবার শুরু করবে, আবার থামবে…

আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। ওটা ওখানে রয়েছে, রাস্তার ওপরে টাঙানো, বর্তমান থেকে খুব একটা বিবর্ণ নয়। ওটা আয়ত্ত হয়ে গেলে কি সুবিধে হবে? বুড়ী মহিলাটি দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে। সে থামছে, সাদা চুলের একগুচ্ছ, যা রুমাল থেকে বেরিয়ে এসেছে, টেনে সমান করছে। সে হাঁটছে, ওখানে ছিল, এখন এখানে রয়েছে…আমি কোথায় আছি জানি না, আমি কি তার হাঁটাটা দেখতে পাচ্ছি, নাকি আগেই দেখেছিলাম? বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে আর পার্থক্য করতে পারছি না। তবু এটা কিছুক্ষণ থাকছে, একটু একটু করে হচ্ছে। বুড়ী মহিলা খালি রাস্তার দিকে এগুচ্ছে, তার পুরু ভারী পুরুষালী জুতো ঠেলে ঠেলে। এইটেই সময়, সময় উন্মুক্ত হয়ে আছে, আস্তে আস্তে অস্তিত্বে আসছে, আমাদের প্রতীক্ষায় রাখে, এবং যখন সে আসে, আমাদের পীড়িত করে তোলে, কারণ আমরা বুঝতে পারি, অনেকক্ষণ আগে থেকেই সে ছিল। বুড়ী মহিলা রাস্তার কোণে গিয়ে পেঁছায়, —একরাশ কালো পোষাক ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক হয়েছে তাহলে; এটা নতুন, কিছুক্ষণ আগে ত সে ওখানে ছিল না। কিন্তু এটা একটা বিপর্যস্ত, ধর্ষিত নতুনত্ব, যাতে কোন চমক নেই। সে রাস্তায় মোড় নিতে যাচ্ছে, মোড় নিচ্ছে—অনন্তের মধ্যে মোড় নিচ্ছে।

আমি জানালা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই, এবং ঘরের মধ্যে হোঁচট খেয়ে চলে আসি। আমি এই আয়নাটায় নিজেকে সেঁটে রাখি। নিজের দিকে দেখি, নিজেকে বিরক্ত লাগে; আবার আর এক অনন্ত। শেষে নিজের চেহারা থেকে পালিয়ে আসি, বিছানার ওপর শুয়ে পড়ি। ছাদের দিকে দেখি, আমি ঘুমোতে চাই।

শান্ত হও। শান্ত হও! আমি আর সময়ের সরে যাওয়া, মর্মর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ছাদের সীমানায় ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে, আলোর বৃত্ত, পরে

ক্রশ চিহ্ন। সেগুলি এলোমেলো বদলে যাচ্ছে। এবার আর একটা ছবি হচ্ছে, এবার আমার চোখের তলায়। এটা একটা বিরাট হামাগুড়ি দেওয়া জন্তু। আমি সামনের থাবাটা, আর বসার জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি। বাকী কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু আমি চিনতে পারছি, এটা একটা উট, মারাকেশে পাথরে বাঁধা দেখেছিলাম। সে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল, উঠে ছগুণ জোরে দৌড়েছিল। রাস্তার ছেলেগুলো হেসেছিল এবং চিৎকার করে উঠেছিল।

দু বছর আগে অনেক চমৎকার ছিল, আমি শুধু চোখ বন্ধ করতাম আর মাথাটা মৌমাছির চাকের মত গুঞ্জনে ভরে উঠত; আমি অনেক কিছু বানাতে পারতাম, মুখ, গাছপালা, বাড়িঘর, একটা জাপানী মেয়ে কামাইশিকি পরণে কাঠের স্নানপাত্রে নগ্ন হয়ে চান করছে, একজন মৃত রাশিয়ানের বিরাট ক্ষত থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে এসেছে, পাশে রক্তের পুকুর। কুস্-কুসের আস্বাদটা ফিরে পেতে পারতাম, বুরগোর রাস্তায় যে অলিভ তেলের গন্ধ পাওয়া যেত তা আনতে পারতাম, তেতুয়ান রাস্তায় ফেনেলের যে গন্ধ তা, এমনকি গ্রীক রাখালদের বংশী ধ্বনি; আমি একটা ঘোরে থাকতাম। এই আনন্দ বহুকাল ফুরিয়ে গেছে। আর কি তা ফিরে আসবে?

একটা জলন্ত সূর্য আমার মাথার মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের মত শক্ত-ভাবে ঘুরছে। এক ফালি নীল আকাশ তার পেছনে; কয়েকটা ধাক্কার পর তা স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেতরে আমি সবটাই সোনালী। কবেকার মরক্কোর (অথবা অ্যালজিরিয়ার কিংবা সিরিয়ার) দিন থেকে এই বিদ্যুৎছটা নিজেকে আলাদা করে রেখেছে? আমি নিজেকে অতীতে ভাসিয়ে দিলাম।

মেকনেস। পাহাড় থেকে ঐ লোকটা কেমন ছিল—যে আমাদের বারদেইন মসজিদ আর মালবেরী গাছের ছায়া ঢাকা অপরূপ চত্বরের মাঝখানে সরু রাস্তায় ভয় দেখিয়েছিল? সে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছিল। অ্যানী আমার ডান দিকে ছিল। কিংবা বাঁদিকে?

এই সূর্য আর নীল আকাশ কেবল একটা ফাঁদ। এই নিয়ে একশ বার এই ফাঁদে নিজেকে ধরা দিয়েছি। আমার স্মৃতিগুলো শয়তানের থলিতে জমা টাকার মত: খুললে শুধু শুকনো পাতা পাওয়া যায়।

এখন আমি শুধু পাহাড়ী লোকটার বিরাট খালি চোখের গর্তটা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি সত্যিই তার? বাকুর যে ডাক্তার আমার কাছে রাষ্ট্রের গর্ভপাতের নিয়ম ব্যাখ্যা করেছিল তারও একটা চোখ ছিল আর আমি যতবার তার মুখ মনে করতে যাই, খালি চোখের সাদা অংশটা ভেসে ওঠে। নর্দের মত

এই দুটো লোকের একটাই চোখ আছে, যার পালা আসছে সে তখন নিচ্ছে। মেক্‌নেসের চত্বর যেখানে আমি রোজ যেতাম, ব্যাপারটা আরও সোজা। আমি এটা আর দেখতে পাই না। শুধু একটা আবছা অনুভূতি রয়ে গেছে যে এটা সুন্দর ছিল, এবং কথাটার শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মেক্‌নেসের সুন্দর চত্বর। নিঃসন্দেহে, আমি যদি চোখ বন্ধ করি, কিংবা ছাদের দিকে আনমনা তাকিয়ে থাকি, আমি দৃশ্যটা আবার রচনা করতে পারি। দূরে একটা গাছ, ছোট বিবর্ণ মূর্তি আমার দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু এ সবই আমি তৈরী করছি একটা কিছু গড়ে তুলতে। মরক্কোর লোকটা বিরাট ছিল, পোড়-খাওয়া চেহারা ছিল, তাছাড়া, আমাকে ছোঁওয়ার পর আমি তাকে দেখি। তাই আমি এখনও জানি, সে ছিল বিরাট এবং পোড়-খাওয়া-কয়েকটা রেখা, কিছুটা মিলিয়ে গেছে, আমার স্মৃতিতে বেঁচে আছে। কিন্তু আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না; অতীত বৃথাই খুঁজে মরছি। আমি শুধু কয়েকটি ছবির টুকরো পাচ্ছি এবং সেগুলোর কি অর্থ, তা জানি না। সেগুলো কি স্মৃতি না শুধু কল্পনা।

অনেক জায়গা আছে যেখানে এই টুকরোগুলো পর্যন্ত নেই; কথা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি এখনও গল্প বলতে পারি, ভালই বলতে পারি (গল্প বলার ব্যাপারে আমি যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি, কেবল জাহাজের অফিসার আর পেশাদার গল্প বলিয়েদের বাদ দিতে হবে)। কিন্তু এগুলো ত কঙ্কালমাত্র। গল্প কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে হয়, যে এটা করে, ওটা করে, কিন্তু আমি তা নই, আমার তার সঙ্গে মেলে এমন কিছু নেই। সে অনেক দেশ ঘুরে বেড়ায়, যেগুলো আমি জানি না, আমি কখনও সেখানে যাই নি। কখনও কখনও আমার গল্পে আমি এমন সব সুন্দর নাম বলি, যা তুমি মানচিত্রে পাবে, যেমন আরানজুয়েব, অথবা ক্যান্টারবেরী। নতুন ছবি আমার মধ্যে জন্ম নেয়, সেইসব ছবি, যা যারা কখনও কোথাও যায়নি বই থেকে তৈরী করে। আমার কথাগুলো স্বপ্ন, এই যা।

একশ মৃতগল্পের বদলে এখনও দু'একটা সজীব গল্প আছে। আমি এগুলো সর্তকতার সঙ্গে বার করে আনি, তবে বেশিবার নয়, কারণ তারা জীর্ণ হয়ে পড়বে, আমি একটাকে জাল থেকে তুলি, দৃশ্যটা, চরিত্রগুলো, ভঙ্গীটা দেখি। হঠাৎ থেমে যাই; একটা খুঁত রয়ে গেছে, একটা কথা আমার অনুভূতির জালকে বিদ্ধ করেছে। আমার ধারণা এই কথাই পরে বহু ছবির স্থান দখল করে নেবে, যে ছবিগুলি আমি ভালবাসি। আমাকে তাড়াতাড়ি থামতে হবে,

অন্য কিছু ভাবতে হবে ; আমার স্মৃতিকে ক্লান্ত করতে চাই না। বৃথাই ; পরের বার আবার যখন তাদের জাগিয়ে তুলব, বেশ খানিকটা জমাট বেঁধে যাবে।
আমি ওঠার ভান করি, মেকনেসের যে ফটো টেবিলের নীচে যে বাক্সে আছে তা দেখার জন্য। এতে কি হবে? এইসব সঞ্জীবনী আমার স্মৃতিকে মোটেই উদ্দীপিত করে না ব্লটিং-এর নীচে সেদিন একটা রঙ-ওঠা ফটো দেখতে পেয়েছিলাম। একটি মেয়ে পুকুরের ধারে হাসছিল। আমি কিছুক্ষণ তাকে দেখলাম, কে চিনতে পারলাম না। তারপর, অপর পিঠে লেখা পড়লাম, "অ্যানী, পোর্টসমাউথ, ৭ই এপ্রিল, '২৭।"
আমার আগে কখনও এরকম তীব্র অনুভূতি হয়নি, যে আমার শরীরের মধ্যে আবদ্ধ কোন গোপন স্তর নেই, যেখান থেকে বাতাসের মত ভাবনাগুলো বুদ্বুদের মত ভেসে ওঠে। আমি বর্তমান সত্তা দিয়ে স্মৃতি গড়ে তুলি। আমি পরিত্যক্ত, বর্তমানে নির্বাসিত। আমি বৃথাই অতীতকে যুক্ত করার চেষ্টা করি ; আমি পালাতে পারি না।
কেউ কড়া নাড়ছে। এ সেই স্ব-শিক্ষিত ব্যক্তি। আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তাকে আমার ভ্রমণের ছবিগুলো দেখাব, কথা দিয়েছিলাম। চুলোয় যাক।
সে চেয়ারে বসে। প্রসারিত পশ্চাদদেশ পেছনটা স্পর্শ করেছে এবং শক্ত ঘাড়টা সামনে ঝুঁকে আছে। আমি বিছানার ধার থেকে লাফিয়ে উঠি এবং আলোটা জ্বালি।
"ওঃ, আলোটার কি দরকার ছিল? বেশ আরামেই ছিলাম।"
"ছবি দেখবার জন্য নয়……"
আমি টুপিটা নিয়ে নিই।
"সত্যিই, মসিয়ঁ? আপনি কি আপনার ছবিগুলো দেখাতে চান?"
নিশ্চয়ই।"
এটা একটা ফন্দী। আমার আশা ছবিগুলো দেখার সময় সে চুপ করে থাকবে। আমি টেবিলের তলা থেকে তার পালিশ করা চামড়ার জুতোর পাশ দিয়ে বাক্সটা ঠেলে আনি, তার কোলের ওপর একগাদা পোষ্টকার্ড এবং ছবি জড় করি ; স্পেন এবং স্পেনীয় মরক্কো।
কিন্তু তার হাসি এবং চোখের দৃষ্টি দেখি বুঝি, আমি তাকে চুপ করানর আশা করে ভুল করেছি। সে মন্টিইগুয়েলভো থেকে তোলা সান্ সেবাষ্টিয়ানের একটা ছবি টেবিলে ঠিক করে রাখতে রাখতে একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে :

"আঃ মসিয়ঁ, আপনি ভাগ্যবান······লোকেরা যা বলে তা যদি সত্য হয়, ভ্রমণই সবচেয়ে ভাল স্কুল। মসিয়ঁ, আপনারও কি মত তাই ?" আমি একটা অস্পষ্ট হাতভঙ্গী করি। সৌভাগ্যের বিষয় সে তখনও শেষ করেনি।

"এটা একটা বড় মানসিক পরিবর্তন। আমি যদি কখনও ভ্রমণে যাই, যাবার আগে আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের খুঁটি-নাটিগুলো লিখে রাখব, যাতে ফিরে এসে মিলিয়ে নিতে পারি, কি ছিলাম আর কি হয়েছি। আমি এরকম পড়েছি, অনেক ভ্রমণকারী দেহের ও নীতির দিক দিয়ে এত পাল্টে যায় যে তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনও তাদের চিনতে পারে না।"

অন্যমনস্কভাবে যে একটা পুরু ফটোগ্রাফের প্যাকেট নাড়াচাড়া করে। সে একটাকে নিয়ে, সেদিকে না তাকিয়ে টেবিলে রাখে। তারপর গভীরভাবে পরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে, বুর্গোস ক্যাথেড্রালে পাদপীঠের ওপর সেণ্ট জেরোমোর ভাসকর্যের ছবি।

"আপনি কি বুর্গোসে পশুর চামড়া দিয়ে বানান খৃষ্টের মূর্তি দেখেছেন? একটা খুব অদ্ভুত বই আছে, মসিয়ঁ, এইসব পশুর চামড়া দিয়ে, এবং এমন কি, মানুষের চামড়া দিয়ে বানান মূর্তির ওপর। আর কালো কুমারী মাতা? ওটা বুর্গোসে নেই, আমার মনে হয়, সারাগোসায় আছে? হয়ত বুর্গোসেও একটা আছে। তীর্থযাত্রীরা তাঁর পদ চুম্বন করে, তাই নয় কি?—আমি সারাগোসায় মূর্তিটার কথা বলছি। পাথরে তাঁর পায়ের চিহ্ন আছে না—একটা গহ্বরের মধ্যে যেখানে মায়েরা সন্তানদের ঠেলে দেয়?"

শক্তভাবে একটি কল্পিত শিশুকে সে ঠেলে দেয়। তোমার মনে হবে, যে বুঝি আর্টাকেসরকেসর দানকে অস্বীকার করছে। "আঃ রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান, মসিয়ঁ······সেগুলি······সেগুলি অদ্ভুত।"

একটু শ্বাসরুদ্ধভাবে সে তার গাধার মত বিরাট চোয়ালের হাড়টা আমার দিকে দেখায়। তামাকের গন্ধ ও বদ্ধ জলের গন্ধ পাচ্ছি। তার ভ্রাম্যমান চোখগুলি আগুণের গোলার মত জ্বলছে এবং তার অল্প চুল তার মাথার খুলির ওপরে একটি বাষ্পময় দ্যুতি রচনা করেছে। এই খুলির নীচে সামোয়েদ ন্যাম-ন্যামরা মেলগাচেস্ ফুয়েজিয়ানরা তাদের অদ্ভুত উৎসব পালন করে, বৃদ্ধ পিতাকে খেয়ে ফেলে. নিজেদের শিশুদের ভক্ষণ করে, টম-টমের বাজনায় তারা আবর্তিত হয়, যতক্ষণ না মূর্চ্ছা যায়, প্রমত্ত হয়ে ছোটে, মৃতদের পুড়িয়ে ফেলে, ছাদের ওপর তাদের রেখে দেয়, নদীর স্রোতে একটা নৌকায় তাদের ভাসিয়ে দেয়, মশাল

জ্বেলে দেয়, এলোমেলো ভাবে সঙ্গম করে, মা ছেলের সঙ্গে, বাবা মেয়ের সঙ্গে, ভাই বোনের সঙ্গে। নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে, অঙ্গ ছেদ করে, পাত দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে, পিঠের ওপর ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার খোদাই করে।

"পাস্কালের মত, কেউ কি বলতে পারে, অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি?" তার কালো চোখ আমার ওপর মেলে দেওয়া, সে উত্তর চাইছে। "সেটা নির্ভর করে।" আমি বলি।

সে গভীর শ্বাস নেয়।

"আমিও তাই বলছিলাম, মসিয়ঁ। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। সব কিছু পড়া উচিত।"

পরের ছবিটা দেখে সে প্রায় পাগল হয়ে যায় এবং আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে:

"সেগোভিয়া। সেগোভিয়া। আমি সেগোভিয়ার ওপর একটা বই পড়েছি।"

তারপর কিছুটা আভিজাত্যের সঙ্গে বলে।

"মসিয়ঁ, নামটা আমার মনে নেই। মাঝে মাঝে ভুলে যাই···না···নো···নোড্···"

"অসম্ভব! "আমি তাড়াতাড়ি বলি।" "আপনি "লাভার্গনে" পর্যন্ত এসেছেন।"

কথাটা বলে খারাপ লাগে। মোটের ওপর, সে কখনও তার পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেনি, এটা হয়ত তার একটা দামী গোপনীয়তা। বাস্তবিক, তার মুখটা ঝুঁকে পড়েছে, মোটা ঠোটগুলো বেরিয়ে পড়েছে, যেন সে কেঁদে ফেলবে। তারপর সে মাথাটা নামিয়ে নেয় এবং এক ডজন পোস্টকার্ড একটিও কথা না বলে দেখে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পরে দেখি তার মধ্যে একটা শক্তিশালী উদ্দীপনা গড়ে উঠছে, এবং আমি যদি কথা না বলি, সে ফেটে পড়বে।

"আমার দেখা শেষ হলে (আর ছ বছর এতে লাগবে), আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় আমি যে সব ছাত্র ও অধ্যাপকদের দল, নিকট প্রাচ্যে বাৎসরিক ঘাঁটী স্থাপন করে, তাদের সঙ্গে যোগ দেব। আমি নতুন কিছু পরিচয় করতে পারব।" সে ভদ্রভাবে বলে।

"খুলে বলতে গেলে, আমি চাই, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটুক, নতুন কিছু, দুঃসাহসিক কিছু।"

সে মাথাটা নামিয়েছে, মুখে একটা শয়তানির চেহারা ফুটে উঠেছে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, "কি ধরনের দুঃসাহসিক?"

"সব রকমই, মসিয়ঁ। ভুল ট্রেনে উঠে পড়া। অচেনা শহরে নেমে পড়া।

ব্রীফকেস হারিয়ে ফেলা, ভুল করে গ্রেপ্তার হওয়া, রাত্রিরটা কারাগারে কাটান। মসিয়ঁ, আমি ভাবতাম, দুঃসাহসিক কথাটা ব্যাখ্যা করা যায়, সাধারণ থেকে আলাদা কোন ঘটনা, যদিও অসাধারণ হতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। লোকে দুঃসাহসিকের যাদুর কথা বলে। কথাটা কি আপনার ঠিক মনে হয়?"

আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মসিয়ঁ।

"কি প্রশ্ন?"

একটু লাল হয়ে সে মৃদু হাসে।

"হয়ত একটু অভব্য হবে!"

"জিজ্ঞাসা করুণ; আপনার খুশিমত।"

সে আমার দিকে ঝুঁকে আসে, চোখ দুটো আধ-বোঁজা, এবং জিজ্ঞাসা করে।

আপনার কি অনেক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা আছে, মসিয়ঁ?"

"কিছু আছে।" আমি যন্ত্রের মত উত্তর দিই, তার নিশ্বাসের গন্ধ এড়াতে নিজেকে পেছনে ঠেলে দিই। আন্তরিক আমার বেশ কিছু দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আজ কথাটা উচ্চারণ করতে না করতেই একটা অনুশোচনা আমাকে পেয়ে বসল, মনে হোল, আমি যেন মিথ্যা কথা বলছি অথবা, আমি যেন জানিনা, কথাটার কি মানে। একই সঙ্গে একটা নিরুৎসাহভাব আমাকে অবনত করে দিয়েছে। এরকম হ্যানয়ে ঘটেছিল— চার বছর আগে মারসিয়ের যখন তার সঙ্গে যেতে আমাকে জোর করেছিল এবং আমি খেমের পুতুলগুলোর দিকে কোন উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সেই ধারণাটা রয়ে গেছে, এই বিরাট সাদা পুঞ্জ যা তখন আমাকে বিব্রত করেছিল; চার বছর এটা দেখিনি।

স্ব শিক্ষিত ব্যক্তি আবার শুরু করল, "আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি..." জোভের দিব্যি! ওকে সেই বিখ্যাত গল্প বলা। কিন্তু আমি ও বিষয়ে আর কোন কথা বলব না।

আমি তার সরু কাঁধের ওপর ঝুঁকে একটি ছবির ওপর আঙ্গুল দিয়ে বললাম, "ওই যে; ওইটে সান্তিলনা, স্পেনের সব চেয়ে সুন্দর শহর।" "গিল ব্লাসের সান্তিলনা? আমি ওর অস্তিত্ব আছে, বিশ্বাস করতাম না। আঃ, মসিয়ঁ, আপনার সঙ্গে কথা বলা খুবই মূল্যবান। যে কেউ বলবে, আপনি ভ্রমণ করেছেন।"

আমি স্ব শিক্ষিত লোকটিকে থামিয়ে দিই, তার পকেটে পোষ্ট-কার্ড প্রিণ্ট, ফটো, সব ভর্তি করে দিই। সে মুগ্ধ হয়ে চলে যায়, আমি আলোটা নিভিয়ে

দিই। এখন আমি একা। ঠিক একা নই। আমার মাথায় এই চিন্তাটা ঘুরছে। গড়িয়ে গড়িয়ে এটা একটা বলের আকার নিয়েছে, এবং একটা বিরাট বেড়ালের মত সেখানে রয়ে গেছে ; কিছুই তা ব্যাখ্যা করে না, নড়েও না, শুধু না বলে সন্তুষ্ট থাকে। না, আমার কোন দু:সাহসিক অভিযান নেই।

পাইপটা ভর্তি করি, জ্বালাই, বিছানার ওপর লম্বা হই, পায়ের ওপর একটা কোট রাখি। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এত বিষণ্ণ, এত অবসন্ন মনে হওয়া। যদি এটা সত্যও হয়, আমার কোন দুঃসাহসিক অভিযান নেই, তাতেই বা কি তফাৎ হবে ? প্রথমে, এটা একটা শব্দের প্রশ্ন। যেমন ধরা যাক, মেকনেসের ব্যাপারটা, যা আমি কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলাম ; একজনে মরক্কোয়ান আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল, এবং আমাকে একটা বড় ছুরি দিয়ে আহত করতে চাইল ; কিন্তু আমি তার রগের নীচে আঘাত করলাম......তখন সে আরবীতে চিৎকার করতে আরম্ভ করল, এবং একদল নোংরা ভিক্ষুক উঠে এল, সৌক আটারিন পর্যন্ত আমাদের পেছনে ধাওয়া করল। বেশ, তুমি এটাকে যে কোন নামে অভিহিত করতে পার, এটা একটা ঘটনা যা আমার জীবনে ঘটেছিল।

সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে এবং পাইপটায় আগুন আছে কিনা, বুঝতে পারছি না। একটা ট্রলি চলে গেল ; ছাদে লাল আলো পড়েছে। এর পরে একটা ভারী ট্রাক, বাড়িটা কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই ৬টা বাজে।

আমার কখনও দু:সাহসিক অভিযান হয়নি। আমার বেলায় ঘটনা বা ঐ রকম কিছু ঘটেছে. তুমি যা বলতে চাও। কিন্তু না দুঃসাহসিক কিছু নয়। এটা একটা শব্দের প্রশ্ন ; এবার আমি বুঝতে পারছি। এমন কিছু আছে যার প্রতি আমি খুব বেশি আসক্ত হয়ে আছি এবং তা ঠিকমত না বুঝেই। এটা ভালবাসা নয়। ঈশ্বর না করুণ, এটা কোন যশ নয়। কিংবা অর্থ নয়। এটা ছিল...আমি কল্পনা করেছি কখনও কখনও আমার জীবনে দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান কিছু হতে পারত। অসাধারণ পরিবেশের কোন দরকার ছিল না ; আমি যা চেয়েছি তা হল একটু নির্দিষ্টতা। আমার জীবনে এখন অসামান্য কিছু নেই ; কিন্তু, ধরা যেতে পারে, যখন কাফেতে সঙ্গীত বাজে, আমি পেছন ফিরে তাকাই এবং নিজেকে বলি ; অতীত দিনে, লণ্ডনে, মেকনেসে, টোকিওতে আমি মহৎ ক্ষণকে জেনেছি আমি দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা পেয়েছি। এখন এসব থেকে আমি বঞ্চিত। হঠাৎ আমি জেনেছি, কোন কারণ ছাড়াই, আমি গত দশ বছর নিজেকে মিথ্যা বলে এসেছি। এবং স্বভাবতঃ, বই এ যে সব কথা লেখা থাকে, সব বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে, কিন্তু সেভাবে নয়। এই ভাবে ঘটার প্রতিই আমি

ভীষণভাবে আসক্ত।

আরম্ভটাকে বাস্তব আরম্ভ হতে হবে। আঃ, আমি দেখতে পাচ্ছি আমি কি চেয়েছিলাম। বাস্তব আরম্ভগুলো অনেকগুলো তুর্যধ্বনির মত, যেন জ্যাজের প্রথম সঙ্গীতের মত, ছোট ছোট একটানা রাগিনী তুলে একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে; তখন তুমি সন্ধ্যার ভিতরে এই সব সন্ধ্যায় বলতে পারতে; "আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, মে মাসের এক সন্ধ্যা ছিল।" তুমি হাঁটছ, সবে চাঁদ উঠেছে, তোমার আলসেমি লাগছে, শূন্য, একটু খালি খালি। এবং তখন হঠাৎ তুমি ভাবলে, "কিছু একটা ঘটেছে।" যাই হোক না কেন, বাতাসে একটু মর্মর শব্দ, একটা সরু ছায়ামূর্তি রাস্তা পার হচ্ছে। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনা, অন্য ঘটনার মত নয়; হঠাৎ তুমি বল যে এটা একটা বড আকারের কিছু হওয়ার শুরু, যার নকশাটা কুয়াশায় হারিয়ে গেছে এবং তুমি নিজেকে বল, "কিছু একটা শুরু হচ্ছে।"

কিছু একটা শেষ হওয়ার জন্য শুরু হচ্ছে; দুঃসাহসিক ঘটনা নিজে থেকে শুরু হয় না; এটা যখন মৃত তখনই তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। আমি অনিবার্যভাবে এই মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট. যা হয়ত আমারই মৃত্যু। প্রতিটি মুহূর্ত একটি সাময়িক প্রবাহের অংশ। আমি প্রতিটি ক্ষণের প্রতি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আসক্ত; আমি জানি. এটা অনন্য, অপরিবর্তনীয়.—অথচ এটাকে ধ্বংস হওয়া বন্ধ হতে একটিও আঙ্গুল নাডব না। এই শেষ মুহূর্ত আমি বর্লিনে বা লণ্ডনে কাটাচ্ছি—একটি মেয়ের কোলে আকস্মিকভাবে—যাকে আমি দুদিন আগে দেখেছি—এই মুহূর্তে আমি তীব্রভাবে ভালবাসছি. মেয়েটিকে আমি পূজো করি—সব শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি তা জানি। কিছুক্ষণ বাদে অন্য দেশে চলে যাব। এই রাত কিংবা এই নারীকে আমি আর পুনরাবিষ্কার করব না। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আমি হাতের মুঠোয় নিই, তাকে শুঁষে শুকনো করে ফেলি, আমি যা হাতের মুঠোয় না ধরি, তা কিছুই হয় না, যা আমি চিরকালের মত নিজের মধ্যে অঙ্কিত না করি, কোন কিছুই হয়, না ঐ সব সুন্দর সুন্দর চোখের পালিয়ে যাওয়া ক্ষণগুলি, না রাস্তার গোলমাল, কিংবা, প্রভাত বেলায় মিথ্যা প্রত্যুষও নয়; তাহলেও সময় চলে যায় এবং আমি তাকে পিছনে টানি না। আমি তাকে চলে যেতে দেখতে পছন্দ করি।

হঠাৎ কিছু যেন জোরে ভেঙে যায়। দুঃসাহসিক অভিযান শেষ সময় তার প্রতিদিনকার যাত্রা শুরু করে। আমি ফিরে আসি; আমার পেছনে, এই সুন্দর সঙ্গীতময় রূপ সম্পূর্ণভাবে অতীতে ডুবে যায়। এটা ছোট হয়ে যায়, পতনের পথে সঙ্কুচিত হয় এবং এখন শুরু সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। চোখ দিয়ে

এই স্বর্গ অনুসরণ করে আমি আবার তাতে পুনর্বার জীবন যাপন করতে তা গ্রহণ করব—যদিও হয়ত আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, সম্পদ হারাতে হবে, বন্ধু বিয়োগ হবে সেই একই পরিবেশে, শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দুঃসাহসিক অভিযান ফিরে আসে না, কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

হ্যাঁ, এই আমি চেয়েছিলাম—এখনও চাই। আমি আনন্দিত হই, যখন কোন নিগ্রো রমণী গান গায়; কি শিখরদেশেই না আমি উঠতে পারব যদি আমার জীবন সঙ্গীতের বিষয় হয়।

চিন্তাটা এখনও আছে, অনায়ত্ত হয়ে! তা অপেক্ষা করছে, শান্তভাবে। এখন যেন তা বলছে,

"হ্যাঁ? এইটেই কি তুমি চেয়েছিলে? অবশ্য, এটা ঠিক কখনও তুমি পাওনি (মনে রেখো, কথা দিয়ে নিজেকে বোকা বানিয়েছিলে, ভ্রমণের চাকচিক্য, মেয়ের ভালবাসা, ঝগড়া, জড়োয়া গহনাকে তুমি দুঃসাহসিক অভিযান ভেবেছিলে), এবং তা তুমি কখনও পাবে না—এবং তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়।"

কিন্তু **কেন** ? কেন ?

শনিবার মধ্যাহ্ন

স্বশিক্ষিত লোকটি আমাকে পাঠকক্ষে আসতে দেখেনি। সে পেছনে একটা টেবিলের শেষে বসেছিল; তার সামনে বই নামান ছিল, কিন্তু সে পড়ছিল না। সে একটি জরাজীর্ণ পোষাক পরা ছাত্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল, ছাত্রটি লাইব্রেরীতে প্রায়ই আসে। ছাত্রটি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকা এক মুহূর্ত হতে দিল, তারপর জিভটা বার করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করল। স্ব-শিক্ষিত লোকটি লজ্জা পেল, তাড়াতাড়ি বই এর মধ্যে নাকটা ডুবিয়ে দিল এবং পড়ায় মগ্ন হয়ে গেল।

আমি গতকালের চিন্তাগুলো আবাব ভেবেছি। আমি পুরোপুরি শুকনো ছিলাম; কোন দুঃসাহসিক অভিযান হয়েছে কিনা, এতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার শুধু জানতে আগ্রহ ছিল, এরকম হতে পারত কিনা।

এইটেই আমি ভাবলাম; সাধারণ ঘটনা দুঃসাহসিক হতে গেলে, সেটাকে আবার পুনর্বিবেচনা করতে হবে, (এবং সেইটেই যথেষ্ট)। এইটেই লোকদের বোকা বানায়। একজন মানুষ গল্প বলে; সে তার নিজের গল্পের দ্বারা, অন্যদের গল্পের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাঁচে, সে তাদের মধ্য দিয়ে যা তার নিজের কাছে ঘটে তাই দেখে, এবং সে যেন গল্প বলছে, এই ভাবে নিজের জীবন যাপন করে।

কিন্তু তোমাকে বেছে নিতে হবে ; বাঁচতে হবে অথবা গল্প বলতে হবে। যেমন আমি যখন হামবুর্গে ছিলাম, ঐ এরমা মেয়েটা যাকে আমি বিশ্বাস করতাম না আমার সঙ্গে ছিল এবং ও আমাকে ভয় পেত, আমার জীবনটা মজার ছিল। কিন্তু আমি তার মধ্যে ছিলাম, কখনও সে সম্বন্ধে ভাবিনি। একদিন এক সন্ধ্যায় সান পাউলিতে একটা ছোট কাফেতে আমাকে রেখে সে মেয়েদের কক্ষে গেল ; আমি একা ছিলাম, একটা ফনোগ্রাফে "ব্লু স্কাইজ" বাজছিল। আমি এখানে আসার পর থেকে কি কি করেছি নিজেকে বলতে লাগলাম। "তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমি যখন লা গ্রোতো ব্লু নামে নাচের হলে যাচ্ছিলাম, এক বিরাট বপুওয়ালা মহিলাকে দেখলাম, অনেক বয়েস হয়ে গেছে। এবং সেই মহিলার জন্য ব্লু স্কাইজ শুনতে শুনতে আমি এখন অপেক্ষা করছি। মহিলাটি ফিরে আসবে, আমার ডান দিকে বসবে এবং তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। তখন তীব্রভাবে আমার মনে হল, একটা দুঃসাহসিক কিছু ঘটতে চলেছে। কিন্তু এরমা ফিরে এল, এবং কেন জানিনা তাকে আমার ঘৃণা হোল। আমি এখন বুঝতে পারছি ; আবার জীবন যাপন শুরু করতে হবে এবং দুঃসাহসিক ঘটনা মিলিয়ে যাচ্ছে।

যখন তুমি জীবন কাটাও, কিছুই ঘটে না। দৃশ্য পাল্টায়, লোকেরা আসে যায়, এই সব। কোন আরম্ভ নেই। দিনগুলো একে অপরের সঙ্গে অর্থ ছন্দ ছাড়া বাঁধা থাকে, একটা সমাপ্তিহীন ক্লান্তিকর সংযোজন। মাঝে মাঝে তুমি অর্ধেক যোগ কর ; তুমি বল, তিন বছর ধরে আমি ভ্রমণ করছি। বোভিলে আমি তিন বছর আছি। এর কোন শেষ নেই, একবারের চেষ্টায় তুমি একজন মেয়ে, বন্ধু, শহর পরিত্যাগ করতে পারো না। এবং তখন সব কিছুই একরকম মনে হয় ; সাংহাই, মস্কো, অ্যালজিয়ার্স। সব কিছুই দু-সপ্তাহ পরে একরকম। কোন কোন মুহূর্ত আছে—খুব কম—যখন তুমি একটা দিকচিহ্ন তৈরী কর, তুমি বুঝতে পার, তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে খুব একটা খারাপ কাজে যাচ্ছ। একটা চকিৎ দৃষ্টির ক্ষণ। এরপরে আবার দৃশ্যের যাত্রা শুরু হয়, তুমি দিন, ঘণ্টা যোগ করতে শুরু কর। সোমবার, মঙ্গলবার বুধবাব, এপ্রিল, মে, জুন, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬।

এইটেই বাঁচা। কিন্তু যখন তুমি জীবন সম্বন্ধে বল, সব পাল্টে যায়! এটা একটা পরিবর্তন কারও নজরে আসেনা ; প্রমাণ-হচ্ছে লোকেরা সত্য গল্প সম্বন্ধে বলে। যেন, সত্যিই সেরকম গল্প আছে, জিনিষগুলো এক রকম ভাবে ঘটে। এবং আমরা সেগুলো বিপরীত ভাবে বলি। তুমি আরম্ভে শুরু কর।" ১৯২২

এর শরৎকালের এক সুন্দর সন্ধ্যা। আমি মারোমেসের আদালতের অধিকার প্রাপ্ত কেরাণী ছিলাম।" এবং আমি শেষ থেকে শুরু করেছি। এটা ওখানে ছিল, অদৃশ্য এবং উপস্থিত, এইটেই শব্দগুলিকে শুরু হওয়ার জাঁকজমক এবং মূল্য দেয়। "আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আমি না বুঝেই শহর ছেড়ে বেরিয়েছি, আমার টাকার সমস্যার কথা ভাবছিলাম।" এই বাক্যটা যা সেরকম নিলে এইটেই মনে হয়; মানুষটি মগ্ন ছিল, বিষণ্ণ, এবং দুঃসাহসিক অভিযান থেকে শত যোজন দূরে ছিল, এমন একটা ভাবে ছিল, যাতে ঘটনাগুলো বিনা নজরেই যেন ঘটে যায়। কিন্তু শেষটা সেখানে রয়ে গেছে, সব কিছুকে পাল্টে দিচ্ছে। আমাদের কাছে, লোকটি গল্পের নায়ক। তাব বিষণ্ণতা, তার আর্থিক সমস্যা আমাদের থেকেও মূল্যবান, সব কিছু ভবিষ্যৎ আবেগের দ্বারা সোনা বাঁধান। এবং গল্পটা উল্টো দিকে যায়ঃ মুহূর্তগুলো একের ওপর এক স্তূপ হতে গিয়ে হালকা হৃদয়ে থেমে গেছে, সেগুলিকে গল্পের শেষ দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথা হয়েছে, যা সেগুলোকে কাছে টেনে নিচ্ছে, একটার পর আর একটা, আগের মুহূর্তকে টেনে বার করছে। "তখন রাত্রি ছিল, এবং পথ ছিল জনহীন।" শব্দগুচ্ছ অবহেলাভরে সাজান হয়েছে, এটা বাড়তি মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা নিজেদের ধরা পড়তে দিই না এবং ওটা আলাদা রেখে দিই। এটা এমন একটা সংবাদ, যার মূল্য আমরা পরে তারিফ করব। এবং আমরা অনুভব করি নায়ক রাত্রির সমস্ত খুঁটি নাটি জীবন যাপন করেছে, যেমন ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি অথবা এমন কি, সে শুধু প্রতিশ্রুতিগুলি যাপন করেছে, যা দুঃসাহসিক ঘটনাকে আনেনি, তার প্রতি অন্ধ এবং বধির থেকেছে। আমরা ভুলে যাই যে, ভবিষ্যৎ তখনও সেখানে ছিল না। লোকটি কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই রাত্রে হাঁটছিল। যে রাত্রি তাকে একঘেয়ে মূল্যবান উপহার পছন্দ করতে দিয়েছিল এবং সে তার পছন্দ করেনি। আমি আমার জীবনের ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম এবং স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত জীবনের মত তাকে রীতিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। তুমি এরকম চেষ্টা করতে পার এবং সময়কে পেছন থেকে ধরতে পার।

রবিবার

আমি ভুলে গেছি যে, আজকের সকালটা রবিবার। আমি বেরিয়ে গেলাম এবং রাস্তায় যেমন হাটি, তেমনি হাঁটলাম। ইউজিন গ্রাঁদে সঙ্গে নিয়েছি। তারপর, হঠাৎ একটা পাবলিক পার্কের গেট খুলে আমার মনে হল, কিছু যেন আমাকে সঙ্কেত করছে। পার্কটা খালি এবং জনহীন ছিল। কিন্তু…কি করে

আমি এটা ব্যাখ্যা করব? এর চেহারাটা রোজকারমত ছিল না, সে যেন আমার দিকে মৃদু হাসল। আমি রেলিংএর ধারে এক মুহূর্ত ঝুঁকে দাঁড়ালাম, তখন হঠাৎ মনে পড়ল, আজ রবিবার। সেটা সেখানে ছিল—গাছের ওপরে, ঘাসের ওপর, একটা স্তিমিত হাসির মত। এটা বর্ণনা করা যায় না, তোমাকে আবার তাড়াতাড়ি বলতে হবে, "এটা একটা পাবলিক পার্ক, এখন শীতকাল, আজ রবিবার সকাল।"

আমি রেলিংটা ছেড়ে দিলাম, পেছন ফিরে বাড়িগুলোর দিকে, শহরের রাস্তার দিকে দেখলাম, এবং একটু জোরে উচ্চারণ করলাম, "আজ রবিবার।"

আজ রবিবার; ডকের পেছনে, সমুদ্রের তটের কাছে, মালতোলা স্টেশনের কাছে, সমস্ত, শহরে গুদামগুলো খালি ছিল, আর যন্ত্রগুলো নিশ্চলভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। সব বাড়িতে পুরুষরা জানালার পেছনে দাড়ী কামাচ্ছে, তাদের মাথাগুলো পেছনে হেলান, কখনও কখনও তারা আয়নার দিকে তাকায়, কখনও বা আকাশের দিকে ওটা দেখতে দিনটা সুন্দর ভাবে যাবে কিনা। বেশ্যালয়ের দরজা খুলছে তাদের প্রথম ক্রেতাদের জন্য, গ্রামের লোক ও সৈন্যদের জন্য। গীর্জায় বাতির আলোয় একটি লোক প্রার্থনারত মেয়েদের দৃষ্টির সামনে মদ খাচ্ছে। সমস্ত শহরতলীতে কারখানার অন্তহীন দেয়ালগুলোর মধ্যে দীর্ঘ কালো পদযাত্রা শুরু হয়ে গেছে, তারা ধীরে ধীরে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগুচ্ছে।. তাদের বরণ করে নিতে রাস্তাগুলো গোলমালের আশঙ্কার সময় যে রকম চেহারা নেয়, সেই রকম চেহারা নিয়েছে, র‍্যু টুর্নব্রাইড ছাড়া অন্য রাস্তায় দোকানগুলো তাদের লোহার দরজা নামিয়ে দিয়েছে। শীঘ্রই, নীরবে এই সমস্ত কালো সারিগুলি এই সমস্ত মৃত্যু-ভাণ করা রাস্তাগুলি আক্রমণ করবে। প্রথমে টুর্নভিলের রেলরাস্তার শ্রমিকরা এবং তাদের বৌরা, যারা সেণ্ট সিম্পফোরিন সাবান কারখানায় কাজ করে; তারপর নানা ধরনের কাজ যারা করে, সেণ্ট মাসেক্স এলাকার সেই সব লোকেরা; থিয়েরাশের লোকেরা শেষে আসবে এগারটার ট্রলি বাসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ দোকান এবং বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে রবিবারের জনতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

একটা ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজল এবং আমি যেতে যেতে চমকে উঠি; রবিবার দিন। এই সময়ে বোভিলে তুমি একটা সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাও, কিন্তু সমবেত প্রার্থনার খুব বেশি পরে এলে চলবে না। র‍্যু জোসেফিন-সৌলারির ছোট রাস্তা মৃত, মদের পিপের গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক রবিবারের মতই, একটা হৈ-হৈ শব্দে ভর্তি; শব্দটা যেন ঢেউ এর মত। আমি র‍্যু হু প্রেসিডেন্ট-

শামার্তএ ঢুকি, যেখানে বাড়িগুলো চারতলা আর লম্বা শাদা ভেনিশিয়ান জানালা আছে। আদালতের কর্মচারীদের এই রাস্তা রবিবারের শব্দে পরিপূর্ণ। শব্দটা প্যাসেজ জিলেতে বেড়ে যায় এবং আমি সেটা বুঝি। এই শব্দটা পুরুষরা করে। তারপর হঠাৎ, বাঁ দিকে আলো এবং শব্দের একটা বিস্ফোরণ আসে; এখানেই র‍্যু টুর্নব্রাইড, আমাকে যা করতে হবে তা হোল সঙ্গীদের মাঝে বসতে হবে এবং তাদের পরস্পরের প্রতি টুপি তুলে অভিবাদন করা দেখতে হবে।

ষাট বছর আগে কেউ ভাবতে পারেনি র‍্যু টুর্নব্রাইডের এরকম অলৌকিক ভাগ্য হবে, বোভিলের অধিবাসীরা আজ একে তাদের "লিটল প্রাডো" বলে। আমি ১৮৪৭ একটা ম্যাপ দেখেছি, তাতে রাস্তাটির উল্লেখই নেই। ঐ সময় এটা নিশ্চয়ই একটা অন্ধকার দুর্গন্ধওয়ালা নর্দমা ছিল, যেখানে মাছের মাথা আর নাড়ী ভুঁড়ি জমা হত। কিন্তু ১৮৭৩ এর শেষে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্ব্লি মনমার্তের ঢালু জায়গায় একটা গীর্জা তৈরীর কথা ঘোষণা করল, যাতে জনসাধারণের মঙ্গল হবে। কয়েক মাস পরে মেয়রের স্ত্রীর একটা প্রত্যাদেশ হোল; সেন্ট সেসিল, তার উপদেষ্টা সন্ত তার কাছে নালিশ জানালেন; আলোকপ্রাপ্ত লোকদের প্রত্যেক রবিবার যে সেন্ট রেণু কিংবা সেন্ট ক্লডিয়েনে দোকানীদের সঙ্গে নিজেদের মলিন করতে প্রার্থনা শুনতে যাবে এটা কি সহ্য করা যায়? ন্যাশন্যাল এ্যাসেমব্লি একটা উদাহরণ স্থাপন করে নি? বোভিলের, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন আর্থিক অবস্থা খুব ভাল। একটা গীর্জা করাই কি উপযুক্ত হবেনা যেখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়?

এই সব প্রত্যাদেশ মেনে নেওয়া হয়েছে। সিটি কাউন্সিল একটি ঐতিহাসিক সভা করল এবং বিশপ চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন। বাকী রইল শুধু এলাকাটা নির্বাচন করা। পুরানো ব্যবসাদাররা এবং জাহাজের মালিকদের মত হোল, ক্যোতু ভের্তের ওপরে যেখানে তারা থাকে সেখানে বাড়িটা হবে" "যাতে সেন্ট সেসিল বোভিলের ওপর পারীর স্যাকরে-ক্যুর দ্য জিসাসের মত দৃষ্টি রাখতে পারেন।" বুলেভার মারিটাইমের নতুন বড়লোক ভদ্রসম্প্রদায় মাথা নাড়লেন, অবশ্য তারা অল্প কয়েকজন ছিলেন, তারা যা দরকার তা দেবেন, কিন্তু গীর্জাটা প্লাস্‌মারিগনানে হতে হবে। তারা যদি কোন গীর্জার জন্য খরচ করেন, তাহলে তারা তা ব্যবহার করতে পারবেন, এই আশা করেন। তারা অভিজাতদের তাদের ক্ষমতা উপলব্ধি করাতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, যারা তাদেয় হঠাৎ নবাব মনে করেন। বিশপ একটা রফার প্রস্তাব রাখলেন: গীর্জাটা তৈরী হল ক্যোতু ভের্ত এবং বুলেভার মারিটাইমের

মাঝামাঝি জায়গায় প্লাস দ্য লা হল-অ-মরুগতে, যার নতুন নাম হল, সেন্ট সেসিল দ্য লা মের। এই দৈত্যাকার প্রাসাদ ১৮৮৭তে সমাপ্ত হল, চোদ্দ মিলিয়ন ফ্রাঁর কম খরচ হয়নি।

রু্য টুর্নব্রাইড চওড়া হলেও নোংরা ছিল, সুনাম ছিল না, পুরোটা নতুন করে তৈরী করতে হল এবং অধিবাসীদের প্লাস সেন্ট সেসিলের পেছনে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। লিট্‌ল প্রাডো—তখন বিশেষ করে রবিবারের দিন—সুসজ্জিত এবং সম্মানিত লোকদের মিলনকেন্দ্র। আলোকপ্রাপ্ত এলাকার ধারে একের পর এক সুন্দর দোকান খুলতে লাগল। সেগুলি ইস্টার মনডেতে খোলা থাকত, খ্রীষ্টমাসে সমস্ত রাত্রি এবং প্রত্যেক রবিবার দুপুর পর্যন্ত। জুলিয়েনের পাশে, শূয়োরের মাংসের কসাইএর দোকান, তার গরম রোস্ট বিখ্যাত ছিল। ফুলঁ প্যাস্ট্রি নির্মাতা তার বিশেষ সামগ্রীগুলি প্রদর্শন করে; তার লম্বা চার-কোণাওয়ালা প্যাস্ট্রি, যা নরম মাখন দিয়ে তৈরী, ওপরটা বেগুনি রঙের চিনি দেওয়া। দুপাটির লাইব্রেরীর জানালায় তুমি প্লঁর শেষ প্রকাশিত বই দেখতে পাবে কিছু কিছু কারিগরী বিদ্যার বই, যেমন নৌচালনাতত্ত্ব, অথবা, পালের ওপর এবং পালতোলার ওপর একটি আলোচনা, বোভিলের একটা বিরাট উদাহরণ সহ ইতিহাস, এবং দ্য লুকেসর সাজান বাঁধান সংস্করণগুলি। কৌইনিসমার্ক নীল চামড়ায় বাঁধান, পল দুমের লিভরস্ দ্য মে ফিল ফিকে লাল ফুল দেওয়া শুকোনো চামড়ায় বাঁধান। ঘিসলেন (প্যারিসিয়ান মডেলে নিপুন সেলাইএর কাজ) পুরানো জিনিষের বিক্রেতা পাকুয়িন থেকে ফুলের ব্যবসায়ী পিয়েজোয়কে আলাদা করেছে। গুস্তাভ, কেশ-রচনাকার যে চারজন নখ-সজ্জাকারীকে নিযোগ করেছে একটা নতুন হলদে রঙ্ করা বাড়ির পুরো দোতলাটি দখল করে আছে।

দু বছর আগে অ্যাঁপাস দ্যে মুল্যা গেমো এবং রু্য টুর্নব্রাইডের কোণে একটা উদ্ধত ছোট দোকান পোকা মারার ওষুধের বিজ্ঞাপন দিত। দোকানটা বেড়ে উঠেছিল, যখন প্লাস সেন্ট সেসিলে কড্‌মাছ ফেরী করা হত। তা একশ বছর আগের কথা। জানালাগুলো খুব কমই ধোওয়া হত ধুলো আর কুয়াশার মধ্যে খুব কষ্ট করে গোলাপী রঙে দুটো দুটো করে সাজান মোম দিয়ে তৈরী ছোট এক রাশ ধাড়ী ও ছোট ইদুঁরকে চিনে নিতে হত। এই জন্তুগুলো একটা উচুঁ ডেকওয়ালা জাহাজ থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে নামছে; তারা মাটিতে যেই এসেছে, অমনি একটি চাষী মেয়ে, আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত হলেও, নোংরা এবং ধূলোতে বসল, তাদের যুদ্ধে লাগিয়ে দিত, তাদের ওপরে তু-পু-নে ওষুধ

ছড়িয়ে দিয়ে। আমার দোকানটা খুব পছন্দ ছিল, এর একটা একরোখা অবজ্ঞার চেহারা ছিল, রাগীভাবে নোংরা এবং বীজাণুর দাবি ঘোষণা করত, ফ্রান্সের সবচেয়ে মহার্ঘ গীর্জার দু পা দূর থেকে।

পুরানো চারাগাছ বিক্রেতা মারা গেছে এবং তার ভাইপো বাড়িটা বিক্রী করে দিয়েছে। কয়েকটা দেয়াল ভেঙে ফেলার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। ওটা এখন একটা ছোট লেকচার-হল—"লা বঁবনিয়ের।" গত বছর আঁরি বোর্ডো আল্লাইন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওখানে একটা বক্তৃতা দেয়।

রুা টুর্নব্রাইডে তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই, পরিবারের সবাই মিলে আস্তে আস্তে হাঁটে। কখনও হয়ত তুমি একটু তাড়াতাড়ি হাঁট, কারণ কোন পরিবারের লোক ফুওলেঁা কিংবা পিয়ে জোয়াতে ঢুকেছে। অন্য সময় তোমাকে থামতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে, কারণ দুটো পরিবার, একটা রাস্তার ওপর দিক দিয়ে আসছে অপরটা নীচের দিক দিয়ে আসছে, পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে এবং বেশ জোরে হাত ধরে আছে। আমি আস্তে আস্তে এগোই। আমি দুই সারির অনেক আগে গিয়ে দাঁড়াই এবং খালি টুপি, টুপির সমুদ্র দেখি। বেশির ভাগই কাল এবং শক্ত। মাঝে মাঝে একটা হয়ত হাতের শেষে ভেসে উঠতে দেখ, এবং খালি মাথার ঝলক দেখতে পাও! তারপর, কয়েক মুহূর্ত জোর পালিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসে। ১৬নং রুা টুর্নব্রাইডে টুপিওয়ালা উরবেঁ, যে বিদেশী টুপিতে খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রতীক হিসাবে আর্চবিশপের বিরাট লাল টুপি ঝুলিয়ে রেখেছে, যার সোনার জরী মাটি থেকে ছ ফুট ওপরে ঝুলে আছে।

থামি; একটা দল জরীর নীচে জড় হয়েছে। আমার পাশের লোকটি অধীরভাবে অপেক্ষা করছে; তার হাতগুলো দুলছে। এই ছোটখাটো বুড়ো মানুষটি, চীনেমাটির মত পাণ্ডুর এবং ভঙ্গুর—আমার মনে হয় লোকটি বাণিজ্য সমিতির অর্থ-সভাপতি। মনে হচ্ছে, সে ভয় দেখাচ্ছে, কারণ সে কখনও কথা বলে না। সে ক্যোতু র্ভেত এর ওপরে একটা বিরাট ইটের বাড়িতে থাকে, যার জানালাগুলো হাট করে খোলা। ওটা শেষ হয়ে গেছে; দলটা ভেঙে গেছে। আর একটা দল জড় হচ্ছে, কিন্তু এটা কম জায়গা নিচ্ছে। তৈরী হওয়ার আগেই ঘিস্ লেনের জানালার দিকে সরে গেছে। জনতার সারি কখনও থামে না; কোনও একটা দিকে সরে যাবারও চেষ্টা করে না। আমরা ছ'জন লোকের সামনে হাঁটছি, তারা হাত ধরাধরি করে আছে। "শুভদিন, মসিয়ঁ, খুব সুন্দর দিন, মসিয়ঁ, কেমন আছেন? টুপিটা

পরে নিন, ঠাণ্ডা লাগবে। ধন্যবাদ, মাদাম, বাইরে খুব মোটে গরম নয়, তাই না? প্রিয় বন্ধু, ইনি হচ্ছেন ডক্টর লেফ্রাঁসোয়া; ডক্টর, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি খুব খুশি। আমার স্বামী সব সময় ডক্টর লেফ্রাঁসোয়ার কথা বলেন, তিনি তাঁর খুব যত্ন নিয়েছিলেন। কিন্তু, ডক্টর, টুপিটা পরে নিন, আপনার ঠাণ্ডা লাগবে। অবশ্য ডাক্তার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। হায়! মাদাম, ডাক্তারদেরই অবস্থা সবচেয়ে খারাপ. ডাক্তার হচ্ছে একজন বিখ্যাত গাইয়ে। সত্যিই, ডক্টর? কিন্তু আমি তা জানতাম না, আপনি বেহালা বাজান? ডাক্তার অত্যন্ত গুণী।"

আমার পাশের লোকটি নিশ্চয়ই অর্থ-সভাপতি। দলের একটি মেয়ে, বাদামী চুলওয়ালা তাকে চোখ দিয়ে গিলছে, সব সময়ে ডাক্তারের প্রতি মৃদু হেসে। সে হয়ত ভাবছে, "ঐ হচ্ছে মসিয়ঁ কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সমিতির সভাপতি, দেখতে কিরকম ভয় করে, লোকেরা বলে, উনি নাকি খুব যৌন-শীতল।" কিন্তু অর্থ-সভাপতি কিছুই দেখা ঠিক মনে করছে না। এই লোকগুলি বুলেভার মারিটাইম থেকে এসেছে, এরা তার জগতের লোক নয়। যেহেতু আমি রবিবার এই রাস্তায় টুপি-তোলা অভিবাদন দেখতে আসি, তাই বুলেভার আর ক্যোতুর লোকদের তফাৎ করতে পারি। যখন কোন লোক নতুন ওভার-কোট পরে, নরম ফেল্ট্ হ্যাট মাথায় দেয়, চক্চকে সার্ট গায়ে দেয়, খেতে খেতে একটা শূন্যতা তৈরী করে, ভুল হবার কিছু নেই। সে নিশ্চয়ই বুলেভার মারিটাইম থেকে এসেছে। ক্যোতু ভের্তের লোকদের চেনা যায় তাদের জীর্ণ ও অবসন্ন চেহারায়। তাদের কাঁধগুলো সরু এবং ক্লান্ত মুখে ঔদ্ধত্য আছে। ঐ যে দূরে ভদ্রলোকটি একটি শিশুকে হাতে ধরে আছে, আমি শপথ করে বলতে পারি, ও ক্যোতু থেকে এসেছে; তার মুখটা ছাই-ছাই, টাইটা দড়ির মত বাঁধা।

মোটা লোকটি আমাদের কাছে আসে; সে অর্থ-সভাপতির দিকে তাকায়। কিন্তু রাস্তা পার হবার আগে সে মাথাটা অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। এবং তার ছোট ছেলের সঙ্গে বাবার কায়দায় ঠাট্টা শুরু করে; তার চোখদুটো ছেলের দিকে ফেরানো, বাবা ছাড়া আর কিছু নয়, তারপর হঠাৎ সে আমাদের দিকে ফেরে, ছোটখাট বৃদ্ধ লোকটির দিকে দ্রুত তাকায়, এবং তার হাতের ঘোরানতে একটা উদার নমস্কার করে। বিব্রত হয়ে ছোট ছেলেটি টুপিটি তোলে নি; ওটা বড়দের ব্যাপার।

র্যু বাস্ দ্য ভিয়েইর কোণে আমাদের সারিটা প্রার্থনা সেরে আসা বিশ্বাসী-দের সারির সঙ্গে মিশে যায়; একডজন লোক পরস্পরের করমর্দন করতে করতে,

এবং ঘুরতে ঘুরতে সামনে এগিয়ে যায়, কিন্তু টুপি তোলার ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, আমি খুঁটি-নাটি ধরতে পারি না। সেন্ট সেসিলের গীর্জাটা দৈত্যাকৃতি নিয়ে মোটা বিবর্ণ লোকদের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। গম্ভীর আকাশের পাশে খড়ির মত সাদা; পাশগুলোয় ঐ উজ্জ্বল দেয়ালগুলোর পেছনে রাতের অন্ধকার ধরা আছে। আমরা আবার সংশোধিত ভাবে এগোই। অর্থ-সভাপতিকে আমার পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। একজন মহিলা, নেভী নীল পোষাক পরা, আমার বাঁ দিকে সেঁটে আছে। প্রার্থনা থেকে এসেছে। তার চোখ কুঁচ কুঁচ করছে, সকালের আলোয় চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে আছে। তার সামনে যে ভদ্রলোকটি হাঁটছে, শরু ঘাড, তার স্বামী।

রাস্তার অন্যদিকে একজন ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে হাত দিয়ে ধরে কিছু কথা তার কানে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে, এবং মৃদু হাসতে আরম্ভ করেছে। মহিলা তার সাদা, ক্রীম-রঙীন মুখ থেকে সমস্ত ভঙ্গী মুছে ফেলেছে, এবং না দেখে কয়েক পা এগিয়েছে। এই ভঙ্গীগুলোয় ভুল করার কিছু নেই; তারা কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছে। বাস্তবিক, ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ পরে মাথাটা তোলে। তার আঙ্গুলগুলো এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করে ফেল্ট হ্যাট স্পর্শ করার আগে তারপর মাথায় আলতো ভাবে আসে। সে যখন ধীরে টুপিটি তোলে, মাথাটা একটু নুয়ে যাতে টুপিটা সরান যায়, তার স্ত্রী একটু চমকে যায়, এবং মুখে একটু ছোট সতেজ হাসি আনে। একটা নতমাথার ছায়া তাদের অতিক্রম করে যায়; কিন্তু তাদের দুজনের হাসি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয় না। একটা চুম্বকের আকর্ষণীতে তা তাদের ঠোঁটে থাকে। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক তাদের গম্ভীর ভাবটা আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিরে পেয়েছে, কিন্তু একটা খুশির হাওয়া তাদের মুখে তখনও লেগে রয়েছে।

শেষ হয়ে গেছে; ভীড বেশ পাতলা টুপী তোলা অনেক কমে গেছে; দোকানের জানালায় তাদের কম দামী কিছু ঝুলছে, আমি রূ্য টুর্নব্রাইডের শেষে। আমি কি রাস্তা পার হব এবং রাস্তা দিয়ে উঠে অন্য দিকে যাব? আমার মনে হয়, যথেষ্ট হয়েছে; আমার মনে হয়, আমি অনেক মাথা দেখেছি, লাল রোগা, সম্মানিত এবং বিবর্ণ চেহারাও। আমি প্লাস মারিগনান পার হতে যাচ্ছি। আমি যখন সাবধানে জনতার সারি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি, তখন কালো টুপি পরা একজন যথার্থ ভদ্রলোকের মুখ আমার পাশে ভেসে উঠল। ইনি যে মহিলা লেভী নীল পোষাক পরে ছিলেন, তার স্বামী। আঃ, সুন্দর লম্বা সরু মাথা, ছোট ছোট তারের মত চুল, সুশ্রী আমেরিকান গোঁফ রূপালী

সুতো দিয়ে বাঁধা। এবং সবার ওপরে হোল, মৃদু হাসি, প্রশংসনীয় অনুশীলন করা হাসি। চশমাও আছে, কোথাও নাকের ওপরে।

স্ত্রীর দিকে ফিরে তিনি বললেন।

"লোকটি ফ্যাক্টরীর নতুন ডিজাইনার। এখানে কি করছে ভেবে অবাক হচ্ছি। লোকটা ভাল, একটু ভীতু এবং আমার মজা লাগে।"

জুলিয়েনের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, শূয়োরের মাংসের কসাই এর দোকানের ধারে তরুণ ডিজাইনার সবে কেশ বিন্যাস করেছে, এখনও লাল রয়েছে, চোখ দুটো নামান, একটা জেদী দৃষ্টি তার মুখে, চেহারায় একটা কামুক ভাব রয়েছে এইটে নিশ্চয় প্রথম রবিবার, সে র‍্যু টুর্নব্রাইড সাহস করে পার হয়ে এসেছে। চেহারাটা একজন কিশোরের মত যে প্রথম গীর্জায় স্বীকারোক্তির জন্য এসেছে। হাত দুটো পেছনে আড়াআড়ি করা, মুখটা জানালার দিকে কিছুটা উত্তেজক নম্রতা নিয়ে। দেখছে না এরকম ভাবে সে পারসলে পাতায় বসান জিলেটিনে জ্বলজ্বল করে চারটে সসেজের দিকে তাকাচ্ছে।

একজন মহিলা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরল। তার স্ত্রী। সেও বেশ অল্প বয়সী, চামড়ায় দাগ সত্ত্বেও। সে র‍্যু টুর্নব্রাইডের রাস্তা দিয়ে যতখুশি হাঁটতে পারে, কেউ তাকে অভিজাত মহিলা বলে ভুল করবে না। তার চোখে একটা বিদ্রুপের ঝলক, তার রুচিবান দৃষ্টি তাকে প্রতারিত করছে। আসল অভিজাত মহিলারা জিনিষের দাম জানে না ; তারা যে সব ভুলকে পূজো করা যায়, তাই ভালবাসে। তাদের চোখগুলো কাঁচের ঘরের সুন্দর ফুলের মত। বেলা একটায় আমি ব্রাসারি ভেজে লিনে পৌছাই। বুড়ো লোকেরা সেখানে যথারীতি রয়েছে। দুজন এর মধ্যেই খেতে আরম্ভ করেছে। চারজন তাস খেলছে, এবং হজমের ওষুধ খাচ্ছে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে, খেলা দেখছে, তাদের টেবিল সাজান হচ্ছে। সবচেয়ে বিরাট লোকটি, যার ঢেউ খেলান দাড়ী আছে, একজন স্টক্ ব্রোকার। অন্যজন নৌসেনা থেকে অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার। তারা খাচ্ছে এবং পান করছে, কুড়ি বছরের ছেলেদের মত। তারা রবিবার সাওয়ারক্রোত্ খায়। যারা পরে আসে, আগে যারা এসেছে, তাদের প্রশ্ন করে, "যথারীতি বোরবারে সাওয়ারক্রোত ?"

তারা বসে এবং আরামের নিশ্বাস ছাড়ে।

"মারিয়েত ডিয়ার, বোতল খুলে একটা বীয়ার, আর সাওয়ারক্রোত।"

এই মারিয়েত একটা মোটা-সোটা মেয়ে। আমি একটা টেবিলে বসার সময় পেছনে লাল-মুখ এক বুড়ো ভদ্রলোক বেশ জোরে কাশতে শুরু করে তাকে ভার-

মুখ দেওয়া হচ্ছিল।
"এস, আর একটু ঢেলে দাও" কাশতে কাশতে লোকটি বলে।
কিন্তু মেয়েটা রেগে যায়; সে তখনও ঢালা শেষ করে নি।
"বেশ, আমাকে ঢালতে দাও, দেবে কি? কে তোমাকে কি বলেছে? লাগবার আগেই তুমি চেঁচাতে শুরু কর?"
অন্যরা হাসতে শুরু করে।
"লেগেছে!"
স্টকব্রোকার তার জায়গায় যাবার আগে মারিয়েতের কাঁধ ধরে।
"আজ রোববার, মারিয়েত। আমার অনুমান, আমাদের সিনেমায় নিয়ে যাবার বয়ফ্রেণ্ড আছে?"
"ওঃ, নিশ্চয়ই। আজ আঁতোয়ানেতের ছুটী। সুতরাং আজ সারাদিন আমার এখানেই ডেট।"
স্টকব্রোকার পরিষ্কার কামানো বিষাদ-দৃষ্টির লোকটির উল্টো দিকে বসেছে। নিখুঁত কামানো লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই একটা সতেজ কাহিনী শুরু করে। স্টক-ব্রোকার তার কথা শোনে না। সে মুখভঙ্গী করতে থাকে এবং দাঁড়ি টানে। এরা কেউ কারও কথা শোনে না। আমি আমার প্রতিবেশীদের চিনতে পারি; এরা এলাকার ছোট খাট ব্যবসায়ী। রবিবারে তাদের কাজের মেয়েটির ছুটী। তাই তারা এখানে আসে, একই টেবিলে বসে। স্বামীটি নরম বানান বীফের একটা খণ্ড নেয়। খণ্ডটার দিকে ভালভাবে তাকিয়ে মাঝে মাঝে গন্ধ নিচ্ছে। তার স্ত্রী প্লেটে খুঁটছে। চল্লিশ বছরের মহিলা, লাল নীচু হয়ে যাওয়া গাল। সাটিনের ব্লাউজের নীচে তার সুন্দর দৃঢ় স্তন। পুরুষদের মত, সে এক বোতল বোর্দো খাওয়ার সময় নিয়ে থাকে।
আমি **ইউজিন গ্রাঁদে** পড়তে যাচ্ছি। এরকম কিছু নয় যে আমি এর থেকে খুব একটা আনন্দ পাব; কিন্তু আমাকে কিছু করতে হবে। বইটা এলোমেলো ভাবে খুলি। মা এবং মেয়ে ইউজিনির গড়ে ওঠা প্রেম সম্বন্ধে কথা বলছে:
"ইউজিনি তার হাত চুম্বন করে বলল
'আমার মা, তুমি কত ভাল!
এই কথায় মায়ের বুড়ো মুখ, বহু দুঃখে ক্লান্ত, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
ইউজিনি জিজ্ঞাসা করে।
'তোমার কি মনে হয় না সে চমৎকার?'
মাদাম গ্রাঁদে শুধু মৃদু হাসি দিয়ে উত্তর দেন। তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে

তিনি গলা নামিয়ে বললেন ;

'তুমি কি তাকে এরই মধ্যে ভালবাসতে পারতে ? এটা অন্যায় হবে।'

অন্যায় ?' ইউজিনি কথাটা আবার বলে', কেন ? তুমি তাকে পছন্দ কর, ন্যানো তাকে পছন্দ করে, আমি কেন তাকে পছন্দ করব না ? মা, এখন তার দুপুরের খাওয়ার জন্য টেবিলটা সাজাই।

সে কাজ থামায়, মাও তাই করে, বলে,

'তুমি পাগল।'

কিন্তু মা মেয়ের পাগলামিকে যুক্তি দিতে চাইছিল সেটায় অংশে নিয়ে।

ইউজিনি ন্যানোকে ডাকল।

'মাদামোয়াজেল, কি চাই ?'

'ন্যানো, দুপুরের জন্য ক্রীম আছে ?'

'আঃ, দুপুরের জন্য—হ্যাঁ', বৃদ্ধ ভৃত্য উত্তর দিল।

'বেশ, ওর কফিটা কড়া কোরো। আমি মসিঁয় দ্য গ্রাসিনস্‌কে বলতে শুনেছি, পারীতে খুব কড়া কফি খায়। একটু বেশি দিও।'

'কোথা থেকে নিতে বলছ ?'

'কিনে নাও।'

'আর যদি মসিঁয় দেখে ফেলে।'

'উনি ক্ষেতে গেছেন।'"

আমার পাশে যারা ছিল আমি আসার পর থেকেই চুপ করে আছে, কিন্তু, হঠাৎ স্বামীটির কণ্ঠস্বর আমাকে পড়া থেকে মনটা সরিয়ে দিল।

স্বামী, কিছুটা মজা করে এবং রহস্যজনকভাবে :

"বল, তুমি ওটা দেখেছ ?"

মহিলা চমকে ওঠে এবং এমনভাবে তাকায় যেন স্বপ্ন থেকে উঠে আসছে। লোকটি খায়, মদ্যপান করে আবার সেই একই রকম হিংসুটেভাব নিয়ে শুরু করে।

"হা : হা :।"

এক মুহূর্ত নীরবতা। মহিলা আবার স্বপ্নে চলে গেছে।

হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে এবং প্রশ্ন করে ;

"তুমি কি বললে ?"

"সুজান, গতকাল"

"ওঃ, হ্যাঁ, "মহিলা বলল," সে ভিক্তরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।"

"আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ?"

মহিলা অধীরভাবে তার প্লেটটা সরিয়ে দেয়।

"এটা ভাল নয়।"

তার প্লেটের ধারগুলো খাবারের ফেলে দেওয়া অংশে ভরে গেছে, সেগুলো সে মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে। স্বামী তার ধারণাটা ধরে আছে।

"ওখানে ওই যে ছোট মহিলা..."

সে থামে এবং অস্পষ্টভাবে হাসে। আমাদের উল্টো দিকে বুড়ো স্টকব্রোকার মারিয়েতের বাহুতে হাত বুলোচ্ছে এবং ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। একটুক্ষণ পরে :

"ওদিন তোমাকে আমি এই কথাই বলেছিলাম।"

"কি বলেছিলে ?"

"ভিক্তর—সেও যাবে এবং দেখা করবে। কি হয়েছে ?" সে হঠাৎ সোজাসুজি ভয়-ভয় ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার এটা ভাল লাগছে না ?"

"এটা ভাল না।"

"আর আগের মত নেই," একটু জোর দিয়ে সে বলে, "হেকার্তের সময় যেমন ছিল, তেমন নেই। তুমি কি জান সে কোথায় আছে, হেকাত ?"

"ডমরেমি, তাই না ?"

"হ্যাঁ, তোমায় কে বলল ?"

"তুমি বলেছ। রবিবার বলেছ।"

সে রুটীর একটা টুকরো নেয়, কাগজের টেবিলক্লথে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে সে কাগজটা টেবিলের ধারে সমান করতে করতে ইতস্ততঃ ভাবে বলে ;

"তুমি জান, তুমি ভুল করেছ। সুজান অনেক..."

"তা হতে পারে, প্রিয়তমা, তা হতে পারে" অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দেয়। সে মারিয়েতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাকে একটা ইঙ্গিত করে।

"গরম হচ্ছে।"

মারিয়েত পরিচিত ভঙ্গীতে টেবিলের ধারে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ, গরম হচ্ছে" মহিলা গভীর শ্বাস নিয়ে বলে, "এখানে দম আটকে আসছে, তাছাড়া বীফটা মোটেই ভাল না। আমি ম্যানেজারকে বলতে যাচ্ছি, আগের মত নেই। মারিয়েত, জানালাটা একটু খুলে দাও।"

মজা পেয়ে স্বামীটি বলে :

"বল, তুমি ওর চোখটা দেখনি ?"

"কখন, প্রিয়তম ?"

স্বামী তাকে অধৈর্য হয়ে ভেঙায়।

"কখন প্রিয়তম ? আবার শুরু করতে হবে , গ্রীষ্মে, যখন বরফ পড়েছিল।"
"ওঃ, তুমি গতকালের কথা বলছ ?"
স্বামী হাসে; দূরে তাকায় এবং একটু ভাব দিয়ে আবৃত্তি করে :
"জ্বলন্ত কয়লার ওপরে বেড়ালের চোখ।"
সে এত খুশি যে কি বলতে চেয়েছিল ভুলে গেছে।
স্ত্রী পরিবর্তে হাসে, তাতে কোন বিদ্বেষ নেই।
"হাঃ হাঃ, বুড়ো শয়তান।"
সে স্বামীর ঘাড়ে মৃদু চাপড় দেয়।
"বুড়ো শয়তান ; বুড়ো শয়তান।"
স্বামী নিশ্চিত হয়ে আবার বলে ;
"জ্বলন্ত কয়লার ওপরে বেড়ালের চোখ।"
কিন্তু সে হাসি বন্ধ করে।
"না, সত্যি, তুমি জান, সে বাস্তবিকই সম্ভ্রান্ত"
স্বামী ঝুঁকে পড়ে তার কানে একটা দীর্ঘ গল্প বলে। তার মুখটা একটুক্ষণ হাঁ হয়ে যায়, মুখটা একটা টেনে বন্ধ করা যেন সে যেন হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছে, তারপর সে পেছন দিকে হেলে পড়ে এবং স্বামীর হাতে নখের আঘাত করে।
"এটা সত্যি নয়, সত্যি নয়।"
স্বামী বিবেচনার সঙ্গে বলে :
"আমার পুষি, আমার কথা শোন, শুনবে ; সে নিজে এ রকম বলেছে।
সত্যি না হলে বলবে কেন ?"
"না, না।"
"কিন্তু সে এরকম বলেছে। শোন, মনে কর…"
স্ত্রী হাসতে আরম্ভ করে।
"আমি হাসছি রেনের কথা ভেবে।"
"হ্যাঁ।"
স্বামীও হাসে। স্ত্রী অনুনয়ের স্বরে বলে চলে :
"তাহলে মঙ্গলবার দিন ও লক্ষ্য করেছে।"
"বৃহস্পতিবার"
"না, মঙ্গলবার। তুমি জান এই ব্যাপারটার জন্য…"
স্ত্রী বাতাসে একটা ডিমের মত ছবি আঁকে।
দীর্ঘ নীরবতা। স্বামী রুটীটা ঝোলে ডুবিয়ে নেয়। মারিয়েত প্লেট পাল্টায়,

আপেল পাই নিয়ে আসে। আমিও একটা আপেল পাই নেব। হঠাৎ মহিলা একটু স্বপ্নিল, গর্বিত এবং কিছুটা আহত হাসি ঠোঁটে নিয়ে ধীরে টেনে টেনে বলে।

"না, মোটেই না, এবার বল।"

তার কণ্ঠে কামোদ্দীপক কিছু নেই যা স্বামীকে উত্তেজিত করতে পারে। স্বামী তার মোটা হাত নিয়ে পিঠে বুঝিয়ে দেয়।

"শার্ল, থাম। তুমি আমাকে উত্তেজিত করছ, প্রিয়তম।" সে অল্প হেসে, মুখ ভর্তি। গুন্ গুন্ করে।

আমি আবার পড়ায় ফিরে যাই।

'কোথা থেকে নিতে বলছ?'

'কিনে নাও।'

'আর যদি মর্সিঁয় দেখে ফেলে।'

কিন্তু আমি এখনও মহিলার কথা শুনতে পাচ্ছি, সে বলছে।

"বল তাহলে, আমি মার্থাকে হাসাতে যাচ্ছি। আমি তাকে বলব···"

আমার পাশের লোকেরা চুপ করে আছে। আপেল-পাই এর পরে মারিয়েত তাদের প্রুন দিল এবং মহিলা ব্যস্তভাবে, সুন্দর করে বীচিগুলো চামচের ওপর রাখছে। স্বামী ছাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলে একটা তাল বাজিয়ে নিল। মনে হতে পারে চুপ করে থাকাটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক আর কথা বলাটা তাদের অসুখ, যা তাদের মাঝে মাঝে পেয়ে বসে।

"কোথা থেকে নিতে বলছ?'

'কিনে নাও।'

বইটা বন্ধ করি। আমি বেড়াতে যাচ্ছি।

ব্রাসারি ভেজেলিন থেকে যখন বেরুলাম, তখন প্রায় তিনটে বাজে। আমার ভারী শরীরে বিকেলটা অনুভব করলাম। আমার বিকেল নয়, ওদের যে বিকেলটা একলাখ বোভিলবাসী এরকমভাবে কাটাচ্ছিল। এই সময় রবিবারের দীর্ঘ এবং প্রচুর মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে, তারা টেবিল থেকে উঠছিল, তাদের জন্য কিছু একটা মরে গেছে। রবিবার তার পলাতক যৌবনকে খরচ করে ফেলেছে। তোমাকে চিকেন, আপেল পাই হজম করতে হবে, সেজেগুজে বাইরে যেতে হবে।

সিনে এলডোরাডোর ঘণ্টা স্বচ্ছ বাতাসে ধ্বনিত হোল। এটা রবিবারের পরিচিত শব্দ, দিনের প্রকাশ্য আলোয় এই ঘণ্টা ধ্বনি। একশ জনের বেশি সবুজ দেয়ালের

ধারে লাইন দিয়ে আছে। তারা লোভীর মত নরম ছায়ার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে, আরামের, নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার সময়, সেই সময় যখন, পর্দাটা জলের তলায় সাদা পাথরের মত জ্বলে, কথা বলবে এবং তাদের জন্য স্বপ্ন দেখবে। ব্যর্থ আশা; তাদের মধ্যে কিছু যেন শক্ত হয়ে থাকছে, তারা খুব ভয় পেয়েছিল কেউ হয়ত তাদের মনোরম রবিবারটা নষ্ট করে দেবে। শীঘ্রই, প্রত্যেক রবিবারের মতই তারা হতাশ হবে; ছবিটা হাস্যকর হবে। পাশের লোক পাইপ টানবে কিংবা হাঁটুর মাঝখানে থুথু ফেলবে। অথবা, লুসিয়েনকে ভাল লাগবে না, তার বলার মত কোন ভাল কথা থাকবে না। অথবা যেন ইচ্ছে করেই, আজকের জন্য যখন তারা ছবি দেখতে এসেছে, পাঁজরের ব্যথাটা শুরু হবে। শীঘ্রই যেমন প্রত্যেক রবিবারে হয়, ছোটখাট বোবা রাগগুলো অন্ধকার হলে জমে উঠবে।

আমি শান্ত র‍্যু ব্রোসাম ধরলাম। সূর্য মেঘ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। দিনটা সুন্দর। "দি ওয়েভ" নামে একটি ভিলা থেকে একটি পরিবার এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির মেয়েটি ফুটপথে দাঁড়িয়ে গ্লাভসের বোতাম লাগাচ্ছিল। বয়েস ত্রিশ হতে পারে। মা, প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। নিশ্চিত হয়ে মুক্ত ভাবে নিশ্বাস নিতে নিতে সোজা তাকিয়ে ছিল। আমি শুধু বাবার বিরাট পিঠটা দেখতে পাচ্ছিলাম। চাবির ছিদ্রের ওপর নীচু হয়ে তিনি দরজা বন্ধ করছিলেন এবং তালা লাগাচ্ছিলেন। বাড়িটা খালি এবং অন্ধকার থাকবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসবে। পাশের বাড়িগুলো, আগেই বন্ধ এবং জনহীন, মেঝে এবং আসবাবপত্রে মৃদু শব্দ হচ্ছিল। বেরুনোর আগে ওরা খাবার ঘরের আগুন পোহাবার জায়গা বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা মেয়ে ও মার সঙ্গে এক হোল এবং পরিবারটি কোন কথা না বলে চলে গেল। কোথায় যাচ্ছে ওরা? রবিবারে তোমরা স্মৃতি-সমাধিতে যেতে পার কিংবা বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পার, আর যদি একেবারে কিছু করার না থাকে, জেটি দিয়ে হেঁটে আসতে পার। আমি র‍্যু ব্রোসাম ধরে এগোলাম, জেটিতে বেড়ানর জায়গায় যাওয়া যাবে।

আকাশ পাতলা নীল ছিল; কিছু ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর মাঝে মাঝে, ভেসে যাওয়া মেঘ সূর্যের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করছিল। দূর থেকে আমি সাদা সিমেন্টের রেলিং দেওয়া থামগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। জেটিতে বেড়ানর জায়গা দিয়েই ওটা গেছে। মাঝের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। পরিবারটি র‍্যু লীমেনিয়ের হিলেইরের ডান দিকে গেল, রাস্তাটা ক্যোতু ভের্তের দিকে গেছে। আমি দেখলাম তারা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। জলজ্বলে অ্যাস্ফলেটের পাশে তাদের তিনটে কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। আমি বাঁদিকে মোড় নিলাম

এবং সমুদ্রের দিকে বহমান জনতার সঙ্গে যোগ দিলাম।

সকালের তুলনায় একটু বেশি মিশ্রণ ছিল। মনে হোল মধ্যাহ্ন ভোজের আগে সামাজিক স্তর বজায় রাখতে তারা যতটা গর্বিত ছিল, তা রাখবার মত শক্তি এই লোকেদের আর নেই। ব্যাবসায়ী এবং সরকারী অফিসাররা পাশা পাশি হাঁটছিল ; তাদের কনুই দিয়ে গুতো মারতে তারা দিচ্ছিল, এমন কি, ময়লা কাপড় জামা পরা কর্মচারীরা তাদের রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াতেও কোন বাধা ছিল না। অভিজাত, বুদ্ধিজীবী, পেশাদারী দল সব মিলেমিশে এক উষ্ণ জনতায় পরিণত হয়েছে। কেবল কিছু বিক্ষিপ্ত লোক ছিল, যারা কারও প্রতিনিধি ছিল না।

দূরে একটা আলোর দীঘি-মৃদু জোয়ারের সমুদ্র। কয়েকটা পাথর স্বচ্ছ তীরকে আলদা করেছে। পাথরের আটকানো স্তুপ থেকে অদূরে মাছ ধরার নৌকাগুলো পড়ে আছে, পাথরগুলো এলোমেলো জেটির পাদদেশে ছড়ানো রয়েছে ঢেউ থেকে রক্ষা করবার জন্য। ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের গর্জন আসছে। বাইরের বন্দরের প্রবেশ পথে রৌদ্র দগ্ধ আকাশের গায়ে ঝিনুক তোলার যন্ত্র ছায়া ফেলেছে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এর চীৎকার এবং কাতরানো শোনা যায় এবং অসম্ভব শব্দ করে। কিন্তু রবিবার শ্রমিকরা তটে বেড়ায়, শুধু একজন প্রহরী ওপরে আছে, নিস্তব্ধ।

সূর্য স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট, সাদা মদের মত। এর আলো চলন্ত মূর্তিগুলোকে শুধু স্পর্শ করছে। কোন ছায়া দিচ্ছে না, কোন আবাম নেই ; মুখ এবং হাত গুলো বিবর্ণ সোনার বিন্দুর মত। ওভারকোট পরা এই লোকগুলো অলসভাবে মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে যেন ঘুবছিল। মাঝে মাঝে বাতাস আমাদের বিপরীতে ছায়া ফেলছিল, জলের মত তা নড়ছিল। মুখগুলো এক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল, চকের সাদা দাগ যেন মুছে গেল।

রবিবার, থামগুলো এবং বাসিন্দাদের বাড়ির গেটের মাঝে জমা হয়ে ভীড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। "গ্রাঁদ হোতেল দ্য লা কোম্পানী ট্রানসআতলান্তিকের পেছনে হাজার হাজার ছোট ছোট নদীতে বিভক্ত হয়ে গেল। আর বাচ্চারা। গাড়িতে বাচ্চারা, কোলে বাচ্চারা, হাতে ধরা কিংবা দুজন তিনজন হাঁটছে তাদের বাবা মার সামনে। এই সব মুখ একটু আগে আমি এক রবিবারের সকালের তারুণ্যের জয়ে উদ্দীপ্ত দেখেছি। এখন, রোদে স্নাত হয়ে তারা শান্তি, আরাম আর একধরনের জেদী ভাব প্রকাশ করছিল।

অথবা চলা ফেরা তখনও এখানে টুপি তোলা চলছে। তবে সেরকম ঔদার্য

নেই। সকালের অস্থির আনন্দের মত। লোকেরা একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, মাথা উচুঁতে, দৃষ্টি দূরে, বাতাসে তারা পরিত্যক্ত, এবং বাতাস তাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কোটগুলো ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে ছোট হাসি, তাড়াতাড়ি থেমে যাচ্ছে কোন মায়ের ডাক "জিঁয়ানো জিঁয়ানো এখানে এস।" আবার নীরবতা হালকা তামাকের মৃদু গন্ধ, ব্যবসায়ী ভ্রমণকারীরা ধুমপান করছে। সালাম্বো আইচা রবিবারের সিগারেট। আমার মনে হোল, কয়েকটা শান্ত মুখে আমি বিষাদ দেখতে পেলাম। কিন্তু না এই লোকগুলি বিষণ্ণ কিংবা আনন্দিত ছিল না; তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের বড় বড় খোলা তাকিয়ে থাকা চোখ নিষ্ক্রিয়ভাবে সমুদ্র এবং আকাশকে প্রতিবিম্বিত করছিল। এরা শীঘ্র ফিরে যাবে একসঙ্গে খাবার টেবিলের চারধারে বসে চা খাবে। এই সময়টা তারা কোন খরচ না করে কাটাতে চাইছিল। কথা কম বলে, চিন্তা, নডাচডা করা, ভেসে বেড়ান কম করে: একটাই মাত্র দিন তাদের যাতে তারা তাদের ক্লান্তির দাগগুলো সমান করতে পারে, তাদের পায়ের শিরাগুলো ঠিক করতে পারে, এক সপ্তাহের কঠিন শ্রম যে তিক্ত রেখা সৃষ্টি করেছে তা মেলাতে পারে। তারা অনুভব করছে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে, আর কি তাদের সময় আছে যথেষ্ট যৌবনকে জমিয়ে রাখতে যাতে তারা সোমবার নতুন করে শুরু করতে পারে? তারা ফুসফুস ভরে নিল, কারণ সমুদ্রের বাতাস সজীব করে; তাদের নিশ্বাস ঘুমন্ত লোকদের মত গভীর এবং নিয়মমত সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে তারা বেঁচে আছে। আমি চুপিসাড়ে হেঁটে বেড়ালাম। আমি জানতাম না আমার শক্ত স্বাস্থ্যবান শরীর নিয়ে এই বিষণ্ণ, শান্ত জনতার মাঝে আমি কি করব।

সমুদ্রের রঙ এখন শ্লেটের মত, তা আস্তে আস্তে উঠছিল। রাত্রের মধ্যে উচুঁ হবে; আজ রাতে জেটির ভ্রমণ স্থান বুলেভার ভিক্তর নোয়ারের থেকে অনেক নির্জন হবে। সামনে এবং পেছনে, সমুদ্রের খাড়িতে একটা লাল আগুন জ্বলবে।

সূর্য সমুদ্রের ওপরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। যাবার সময়, একটা নরম্যান কুটীরের জানালাকে আলোকিত করল। একজন মহিলা আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় ক্লান্তভাবে হাতটা চোখের কাছে আনল এবং মাথা নাড়ল।

"গ্যাস্টন্, আমাকে অন্ধ করে দিচ্ছে; সে একটু হেসে বলল।

"ওঃ রোদটা ঠিক আছে' তার স্বামী বলল "তোমাকে তাপ দেয় না। কিন্তু তাকাতে ভাল লাগে।"

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মহিলা আবার বলেঃ
"আমার মনে হয় আমরা এটা দেখেছি।"
"মোটেই না লোকটি বলে "এটা রোদে রয়েছে।"
ওরা ক্যাইলিবোট দ্বীপ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা বলছিল দ্বীপটার দক্ষিণ বিন্দুটা কখনও কখনও ঝিনুক ধরার যন্ত্র এবং বাইরের বন্দরের অবতরণের জায়গার মধ্য দিয়ে দেখা যায়।
আলো নরম হয়ে আসছে। এরকম অনিশ্চিত সময়ে এটা অনুভব করা যায় সন্ধ্যা নেমে আসছে রবিবার প্রায় চলে গেছে ভিলাগুলো এবং থামগুলো গতকালের মনে হল। একে একে মুখগুলো থেকে অবসরের চাহনি চলে গেল। কিছু মুখ নরম হয়ে এল।
একজন গর্ভবতী মহিলা একটি হিংস্র দর্শন তরুণের পাশে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।
"ওখানে,···ওখানে···ওখানে, দেখ" সে বলল।
"কি ?"
"ওই যে ওখানে সমুদ্র-চিল।"
ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকাল ; কোন সমুদ্র-চিল সেখানে ছিল না। আকাশ প্রায় শুদ্ধ হয়ে গেছে দিগন্তে একটা লাজুক আভা।
"আমি ওদের শুনতে পেলাম। শোন ওরা কাঁদছে।"
"ছেলেটা উত্তর দিল,
"কিছু একটা শব্দ হচ্ছে, আর কিছু নয়।"
একটা গ্যাস বাতি জ্বলল। আমার মনে হোল, বাতিজ্বালায় যে লোকটি সে চলে গেছে। বাচ্ছারা ওর জন্য নজর রাখে, কারণ ও হল তাদের বাড়ি যাবার সঙ্কেত। কিন্তু এটা অস্তসূর্যের শেষরশ্মি। আকাশ এখনও পরিস্কার। কিন্তু পৃথিবী ছায়ায় স্নান করছিল। ভীড় পাতলা হয়ে যাচ্ছিল, তুমি সমুদ্রের মৃত্যু-ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পেতে। একটি তরুণী থামের ওপর দুহাত দিয়ে ঝুঁকে, তার নীল মুখ আকশের দিকে তুলল, লিপ-স্টিকে কালো আবদ্ধ। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল, আমি কি মানুষকে ভালবাসতে যাচ্ছি না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, এটা ওদের রবিবার, আমার নয়।
ক্যাইলিবোট দ্বীপের লাইট-হাউসে প্রথম আলো জ্বলল ; একটা ছোট ছেলে আমার কাছে থামল এবং আনন্দে অস্ফুটভাবে বলল, "ওঃ, লাইট হাউস।"
তখন আমার হৃদয় দুঃসাহসিকতার বিরাট• অনুভূতিতে ভরে উঠেছে, অনুভব করলাম:।

*　　　*　　　*　　　*

আমি বাঁ দিকে ফিরি রু্য দ্য ভোয়ালিয়ের ভেতর দিয়ে, লিট্‌ল প্রাডোতে গিয়ে পড়ি। সমস্ত দোকানের জানালায় লোহার শাটারগুলো নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। রু্য টুর্নব্রাইড আলোকিত, কিন্তু জনহীন, সকালের ক্ষণস্থায়ী গৌরব হারিয়ে গেছে। অন্য রাস্তার সঙ্গে এর আর কোন পার্থক্য নেই। বেশ জোর বাতাস বইছে। আর্চবিশপের ধাতুর টুপির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি একা, বেশির ভাগ লোক বাড়ি ফিরে গেছে। তারা সান্ধ্য খবরের কাগজ পড়ছে, রেডিও শুনছে। রবিবার তাদের যে আস্বাদ দিয়ে গেছে তা যেন ভস্মময়, এবং তাদের মন আবার সোমবারের দিকে চলে গেছে। আমার কাছে রবিবারও নেই, সোমবারও নেই। শুধু দিনগুলো আছে। এলেমেলো ভাবে আসে যায়। এবং তারপর, আজকের মত আকস্মিক উজ্জল দিন।

কিছুই বদলায় নি, অথচ সব কিছুই আলাদা। আমি এটা বর্ণনা করতে পারছিনা, এটা সেই বমি-ভাবের মত। এবং আবার তার বিপরীত। অবশেষে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে, এবং যখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করি আমি দেখি এইটেই ঘটেছে যে আমি আমিই এবং আমি এখানে, আমিই সে, যে রাতকে বিভক্ত করেছে, আমি উপন্যাসের নায়কের মত সুখী।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, রু্য দ্য বাস-দ্য-ভিয়েই তে অন্ধকারে আমার জন্য কিছু অপেক্ষা করছে। ওটা ওখানে, ঠিক এই শান্ত রাস্তার মোড়েই আমার জীবন শুরু হতে চলেছে। আমি নিজেকে নিয়তির অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে যেতে দেখছি। রাস্তার মোড়ে একটা শাদা মাইল চিহ্নের মত কিছু রয়েছে। বহুদূর থেকে এটা কাল মনে হচ্ছিল এবং প্রতি পদক্ষেপে এটা সাদা রঙ ধরছে। এই কালো বস্তু যা ধীরে ধীরে আলোকিত হচ্ছে আমার ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে, যখন এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সম্পূর্ণ সাদা হবে, আমি ওর পাশে থাকব এবং দুঃসাহসিক ঘটনাটা শুরু হবে। এটা এখন এত কাছে, এই সাদা আলোকচ্ছটা যা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে যে, আমি প্রায় ভীত হয়ে পড়েছি; এক মুহূর্ত আমি ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু এই মুগ্ধভাবটা কাটান অসম্ভব। আমি এগিয়ে যাই, আমার হাত প্রসারিত করি এবং পাথরটাকে স্পর্শ করি।

এখানে রু্য-বাস-দ্য-ভিয়েই এবং সেণ্ট সেসিলের বিরাট পুঞ্জ অন্ধকারে শুয়ে আছে, জানালাগুলো আলেকিত। ধাতুর টুপিতে শব্দ উঠছে। আমি জানিনা সমস্ত জগত হঠাৎ ছোট হয়ে গেছে কিনা, অথবা আমি কি একজন কে সমস্ত শব্দ ও আকারকে এক করছে; আমি আমার চারপাশে যা রয়েছে তা আর কিছু হবে এমন

ভাবতে পারছি না।

এক মুহূর্ত থামি আমি, অপেক্ষা করি, আমার হৃৎপিণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে, অনুভব করি ; আমার চোখ শূন্য চত্বরটাকে খোঁজে আমি কিছুই দেখতে পাই না। একটা বেশ জোর বাতাস উঠেছে। আমি ভুল করেছি। রু্য-বাস-দ্য-ভিয়েই শুধু একটা মঞ্চ ছিল ; বস্তুটা প্লাস দুকোতনের শেষে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আবার হাঁটবার জন্য আমার ব্যস্ততা নেই। মনে হচ্ছে, আমার সুখের লক্ষ্যকে আমি স্পর্শ করেছি। মার্সেই সাংহাই মেকনেস-এ আমি এরকম তৃপ্তি পেতে কি না করতাম ? আজ আমি আর কিছু চাইনা। আমি এক শূন্য রবিবারের শেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ওটা ওখানে আছে।

আবার চলে যাই। বাতাসে সাইরেনের কান্না ভেসে আসে। আমি একেবারে একা, আমি একটা সৈন্যদল যেমন শহরের ওপর নামে, সেই রকমভাবে মার্চ করে যাই। এই মুহূর্তে সমুদ্রের জাহাজে সঙ্গীতের ধ্বনি ইয়োরোপের সব শহরে আলো জ্বালা হয়েছে ; কম্যুনিস্টরা আর নাৎসীরা বার্লিনের রাস্তায় গুলি ছুঁড়ছে ; বেকাররা নিউইয়র্কের রাস্তায় পদধ্বনি তুলছে , মেয়েরা উষ্ণ কক্ষে তাদের সাজবার টেবিলে চোখের পাতায় ম্যাসকারা লাগাচ্ছে। এবং আমি এখানে এই জনহীন রাস্তায় এবং নিউকোলনে একটি জানালায় প্রতিটি গুলী প্রতিটি বয়ে নিয়ে যাওয়া আহতের শ্বাস ওঠা মেয়েদের প্রসাধনের প্রতিটি নির্দিষ্ট ভঙ্গী আমার প্রতি পদক্ষেপে , প্রতিটি হৃৎস্পন্দনে উত্তর দিচ্ছে।

প্যাসেজ জিলেটের সামনে কি করতে হবে আমি জানিনা। প্যাসেজের শেষে কেউ কি আমার জন্য অপেক্ষা করছে না ? কিন্তু রু্য টুর্নবাইডের শেষে প্লাস দুকোতনেও এমন কিছু আছে যার জীবিত হওয়ার জন্য আমাকে দরকার। আমি উদ্বেগে অস্থির , একটু শব্দ আমার বিরক্তি ঘটায়। আমি জানিনা ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায়। তবু আমাকে বেছে নিতে হবে ; আমি প্যাসেজ জিলেট ছেড়ে দিই। আমি জানিনা আমার জন্য কি সঞ্চিত ছিল।

প্লাস দুকোতন জনহীন। আমি কি ভুল করেছি ? আমার মনে হয় না আমি এটা সহ্য করতে পারি। কিছুই কি ঘটবে না ? আমি কাফে ম্যাবলির আলোর দিকে যাই। আমি হতবুদ্ধি, আমি জানি না আমি ভেতরে যাচ্ছি কিনা। আমি বড় বাষ্পময় জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে তাকাই।

জায়গাটা ভর্তি। বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা আর ভিজে কাপড় থেকে বাষ্প উঠছে। ক্যাশিয়ার তার কাউন্টারে। আমি মেয়েটিকে ভাল করে জানি ; তার চুল লাল আমারই মত, তার কিছুটা পেটের রোগ আছে। তার স্কার্টের

নীচে সে শান্তভাবে পচছে বিষণ্ণ হাসি নিয়ে, যেমন একটা পচা শরীর থেকে বেগুনি গন্ধ ওঠে। আমার মধ্যে একটা কাঁপন বয়ে যায়…সে…সেইত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে ওখানে ছিল, কাউন্টারের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে, অল্প হাসছিল। কাফের শেষ থেকে কিছু একটা ফিরে আসছে যা রবিবারের ছড়ান মুহূর্তগুলোকে যুক্ত করতে পারে, আবদ্ধ করতে পারে এবং যা সেগুলিকে একটা অর্থ দেয়। আমি আমার সমস্ত দিন কাটিয়েছি ওখানে শেষ করার জন্য, জানালায় নাকটা সেঁটে এই দুর্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। যে মুখটা লাল পরদার পাশে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সব থেমে গেছে ; আমার জীবন থেমে গেছে ; এই বড় জানালা, এই ভারী বাতাস, যা জলের মত নীল, জলের নীচে এই শরীরি চারগাছ আর আমি, 'আমরা একটা পূর্ণ' এবং স্থির সমগ্র রচনা করছি ; আমি সুখী।

আমি যখন আবার বুলেভার দ্য লা রিদ্যুতে নিজেকে দেখতে পেলাম, তিক্ত অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি নিজেকে বললাম: হয়ত জগতে কিছুই নেই যা আমি এই দুঃসাহসিকতার অনুভূতির থেকে বেশি আঁকড়ে ধরতে পারি। কিন্তু এটা খুশিমত আসে যায় ; এটা এত তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং একবার এটা চলে গেলে আমি কেমন শূন্য হয়ে পড়ি। এটা কি, বিদ্রুপ করার জন্য এই সব ক্ষণস্থায়ী দর্শন দেয় আমাকে এইটে দেখাতে যে আমি আমার জীবন নষ্ট করেছি ?

আমার পেছনে, শহরে, বড় লম্বা রাস্তাগুলিতে আলোগুলির শীতল প্রতিবিম্বিত আলোয় একটা বিরাট সামাজিক ঘটনা মিলিয়ে গেল। রবিবার শেষ হয়ে গেছে।

সোমবার

গতকাল ওরকম একটা আড়ম্বর-ভরা অর্থহীন বাক্য আমি কি করে লিখেছিলাম: "আমি একা ছিলাম, কিন্তু একটা শহরের ওপর নেমে আসা সৈন্যদলের মত আমি মার্চ করে গেলাম।"

আমার শব্দ-গুচ্ছ তৈরী করার দরকার নেই। আমি কিছু কিছু ঘটনাকে আলোকিত করতে লিখি। সাহিত্য থেকে সাবধান, আমি শব্দের দিকে না তাকিয়ে কলমকে অনুসরণ করব।

মনের অভ্যন্তরে কাল সন্ধ্যায় এতটা মহান সুন্দর হাওয়া আমাকে বিরক্তিতে ভরে দিয়েছে। আমার যখন বয়স কুড়ি ছিল আমি মাতাল হতাম এবং ব্যাখ্যা দিতাম যে, আমি দের্কাতের মত ব্যক্তি। আমি জানতাম আমি নিজেকে বীরত্বে

ফুলিয়ে তুলছি, কিন্তু এটা হতে দিতাম, আমাকে খুশি করত। পরে, পরের দিন সকালে এত অসুস্থ্য মনে হত যে আমি যেন বমি ভর্তি বিছানায় জেগে উঠেছি। আমি মদ খাবার সময় কখনও বমি করিনা, কিন্তু সেটা আরও ভাল হত। গতকাল আমার মাতাল হবার দোহাইও ছিল না। আমি একটা নির্বোধের মত উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমাকে বিমূর্ত চিন্তা যা জলের মত স্বচ্ছ, তাই দিয়ে নিজেকে ধুতে হবে।

দুঃসাহসিকতার এই অনুভূতি, ঘটনা থেকে আসে না: আমি এটা প্রমাণ করেছি। এটা বরং এমন কিছু যেভাবে মুহূর্তগুলো যুক্ত থাকে। আমার মনে হয়, এটাই ঘটে: তোমার মনে হবে, সময় চলে যাচ্ছে, একটা মুহূর্ত আর একটা মুহূর্তে যাচ্ছে, এটা আবার আর একটায়, এবং এই রকম, প্রতিটি মুহূর্ত ধ্বংস হয়, এবং তাকে ধরে রাখার কোন মূল্য নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং তুমি এই গুণটা যে সমস্ত ঘটনা মুহূর্তগুলির মধ্যে তোমার সামনে আসে, তাদের প্রতি আরোপ কর। একজন মহিলাকে তুমি দেখ, তুমি ভাব একদিন তার বয়স হবে, কেবল তার বয়স বাড়াটা দেখতে পাওনা। কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত আছে, যখন তুমি মনে কর, তুমি তার বয়স বাড়াটা দেখতে পাচ্ছ এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বয়স বাড়াটা বুঝতে পার: এইটেই দুঃসাহসিকতার অনুভূতি।

যদি ঠিক ঠিক মনে করতে পার একে ওরা সময়ের বিপরীত দিকে না যাওয়া বলে। দুঃসাহসিকতার অনুভূতি এই সময়ের বিপরীত দিকে না যাওয়াটা বোঝায়। কিন্তু সব সময় এটা পাই না কেন? এরকম কি যে সময় সব সময় বিপরীত মুখী নয়? কখনও কখনও এরকম ধারণা হয় যে, তুমি যা চাও তা করতে পার, পেছনে যেতে পার অথবা সামনে যেতে পার, এর কোন গুরুত্ব নেই। এবং আবার অন্য সময় তুমি বলতে পারতে যোগসূত্রগুলো জোরদার হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে, প্রশ্নটা তোমার সুযোগ হারানর নয়, কারণ তুমি আবার শুরু করতে পারতে।

অ্যানী সময়ের বেশির ভাগ ব্যবহার করত। সে যখন দিঝুতিতে ছিল আর আমি ছিলাম এডেনে, আমি তাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দেখতে যেতাম, সে আমাদের ভুল বোঝাবুঝিগুলিকে এমন বাড়িয়ে তুলত যে আমার চলে আসার আগে মাত্র ষাট মিনিট থাকত; ষাট মিনিট, তোমাকে এটা বোঝাতে যথেষ্ট লম্বা যে সেকেণ্ডগুলো একের পর এক চলে যাচ্ছে! ঐসব ভয়ঙ্কর সন্ধ্যার একটা আমার মনে আছে। আমার মাঝরাত্রে যাওয়ার কথা ছিল। আমরা একটা মুক্ত সিনেমায় গিয়েছিলাম; আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, সেও আমার মত।

তবে খেলাটা সে চালাচ্ছিল। এগারটার সময় মূল ছবির শুরুর সময় সে আমার হাতটা নিল এবং তার হাতের মধ্যে কোন কথা না বলে ধরে রাখল। একটা তেতো আনন্দে আমি প্লাবিত হয়ে গেলাম এবং ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই বুঝলাম যে, এগারটা বাজে। ঐ সময় থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সময় চলে যাচ্ছে। সেই সময় আমরা পরস্পরকে তিনমাসের জন্য ছেড়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় পর্দায় কোন ছবি ছিল না, অন্ধকারটা উঠে গেল, এবং আমি দেখলাম, অ্যানী কাঁদছে। তারপর, মাঝরাতে আমার হাতটা জোরে চেপে সে ছেড়ে দিল। আমি উঠে পড়লাম এবং ওকে কোন কথা না বলে চলে গেলাম। কাজটা ভাল ছিল।

সন্ধ্যা ৭টা

আজ কাজ হয়েছে। খুব খারাপ হয়নি ; খানিকটা খুশি নিয়ে ছ'পাতা লিখেছি। এরকম বেশি কারণ প্রশ্নটা ছিল প্রথম পলের রাজত্ব বিষয়ে বিমূর্ত আলোচনা। গতকাল সন্ধ্যার উত্তেজনাময় আনন্দের পর সারাদিন কড়াভাবে নিজেকে বন্ধ রেখেছিলাম। এটা আমার হৃদয়ে সাড়া জাগাবে না। কিন্তু রাশিয়ান স্বৈরতন্ত্রের মূল কলকব্জা খুলতে আমার অস্বস্তি লাগছিল।

কিন্তু এই রোলেবঁ আমার বিরক্তি ঘটাচ্ছে। ক্ষুদ্রতম বিষয়ে তিনি রহস্যময়। কিন্তু ১৮০২ তে তিনি ইউক্রেইনে কি করছিলেন ? গোপন ভাষায় তিনি তাঁর ভ্রমণের কথা বলেছেন :

"ভবিষ্যৎ বংশ বিচার করবে আমার প্রচেষ্টা, যা কোন সাফল্যই প্রতিদান দিতে পারে না, ক্রুদ্ধ অস্বীকৃতি ছাড়া আরও কিছু ভাল পেতে পারে কিনা এবং যে সমস্ত অবমাননা আমাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে, যারা আমাকে বিদ্রূপ করেছে তাদের চুপ করাতে যা আমি হৃদয়ে রেখে দিয়েছি, তাও তারা বিচার করবে।"

আমি একবার নিজেকে ধরা পড়তে দিলাম তিনি নিজেকে একটা আড়ম্বরময় নীরবতায় গোপন রাখলেন ১৭৯০-তে তিনি বোভিলে যে অল্প দিনের জন্য ভ্রমণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে। তাঁর বক্তব্য যাচাই করতে আমার একটা মাস নষ্ট হল। শেষে প্রকাশ পেল যে তিনি তাঁর ভাড়াটের একজনের মেয়েকে গর্ভবতী করেছিলেন। এরকম কি হতে পারে যে তিনি নীচুস্তরের একজন কৌতুক অভিনেতা ছাড়া আর কিছু নয় ?

আমি এই মিথ্যাবাদী ক্ষুদ্র বিলাসীর প্রতি অশুভ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ ; হয়ত তা ঈর্ষা ; অন্যদের কাছে যে তিনি মিথ্যা বলেছেন, তাতে আমি খুশি ছিলাম। কিন্তু আমি চাইছিলাম, আমার বেলায় ব্যতিক্রম হোক। আমার মনে হল

আমাদের সবাই চোর এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে সত্য কথা বলবেন। তিনি আমাকে কিছুই বলেন নি ; আলেকজান্দার অথবা অষ্টাদশ লুইকে যা বলেছেন, যাদের তিনি ঠকিয়েছিলেন তার বেশি কিছু বলেন নি। বোলেবঁর ভাল লোক হওয়া উচিত ছিল এর মূল্য আমার কাছে অনেকখানি। নিঃসন্দেহে একজন দুরাত্মা : কে নয় ? কিন্তু বড় বা ছোট বদমাস ? আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট উঁচু ধারণা নেই যে আমি একজন মৃত ব্যক্তির জন্য, যে বেঁচে থাকলে যার হাত স্পর্শ করতেও আমি রাজী থাকতাম, সময় নষ্ট করব। আমি তার সম্বন্ধে কি জানি ? তুমি তার জীবন থেকে ভাল কিছু স্বপ্নে ভাবতে পার না। কিন্তু তিনি কি তা যাপন করতেন ? কেবল তাঁর চিঠিগুলি যদি অত নৈর্ব্যক্তিক না হত……আঃ, আমার ইচ্ছা আমি যদি তাঁকে কি রকম দেখতে জানতাম, হয়ত কাঁধের ওপর মাথাটা রাখবার তাঁর একটা অপরূপ ভঙ্গী ছিল, অথবা দুষ্টুমি করে লম্বা অনামিকা নাকের উপর রাখতেন অথবা দুটি নির্ভেজাল মিথ্যার মাঝে হঠাৎ রেগে উঠতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা দমন করতেন। কিন্তু তিনি মৃত : তাঁর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তা হল" কৌশলের উপর সন্দর্ভ", এবং "ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা"।

আমি নিজেকে ছেড়ে দিলে তাঁকে আরও ভালভাবে কল্পনা করতে পারতাম। তাঁর অসাধারণ বক্রোক্তি যার শিকার অনেকেই হয়েছিল, সত্ত্বেও তিনি সরল এবং প্রায় সাদাসিধে ছিলেন। তিনি চিন্তা করেন কম, কিন্তু সব সময় গভীর বোধের সাহায্যে যা করবার দরকার তাই করেন। তাঁর দুর্জনতা স্পষ্ট। স্বতঃস্ফূর্ত, উদার এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগের মত অকৃত্রিম। এবং যখন তিনি তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুদের বিশ্বাস হনন করেন, তিনি গম্ভীরভাবে যা ঘটছে, তাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তা থেকে একটা নীতি আহরণ করেন। তিনি কখনও ভাবেন নি অন্যের ওপর তাঁর কোন অধিকার আছে, যেমন অন্যদেরও তাঁর ওপর নেই। জীবন তাঁকে যে সমস্ত উপহার দিয়েছে তিনি সেগুলিকে অযৌক্তিক এবং অকারণ মনে করেছেন। তিনি সব কিছুর প্রতি নিজেকে সজোরে আকৃষ্ট করতেন এবং অনায়াসেই মুক্ত করে নিতেন। তিনি কখনও তাঁর নিজের চিঠি বা লেখা লেখেন নি ; তিনি সেগুলি সরকারী লিপিকারকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন।

কিন্তু এইখানেই যদি আমাকে যেতে হয়, মারকুইস দ্য রোলেবঁর ওপর উপন্যাস লেখা আমার ছেড়ে দেওয়া ভাল।

রাত্রি এগারটা

বাঁদেভ্যু দ্যে শেমিনোতে আমি রাতের খাওয়া সারলাম। কর্ত্রী ছিলেন এবং

আমার তাকে চুম্বন দিতে হল, তবে ওটা প্রধানতঃ ভদ্রতার খাতিরে। ও আমার একটু বিরক্তি উৎপাদন করে, ও খুব সাদা। আর তাছাড়া, ওর গন্ধ সদ্যোজাত শিশুর মত। সে আমার মাথাটা তার বুকে আবেগের জোয়ারে চেপে ধরল ; সে মনে করে, এইটেই ঠিক কাজ। আমি ঢাকনার তলায় অন্যমনস্ক-ভাবে তার যোনি নিয়ে খেলা করলাম ; তারপর আমার হাত ঘুমোতে গেল। আমি দ্য রোলেবঁ সম্বন্ধে চিন্তা করলাম : শেষ মেষ, আমি তাঁর জীবন নিয়ে কেন উপন্যাস লিখব না ? আমি মেয়েটির উরুর ওপর আমার বাহুকে চলতে দিলাম এবং হঠাৎ একটা ছোট বাগান দেখতে পেলাম, নীচু বড় গাছ রয়েছে যার ওপরে বড় রোমশ পাতা ঝুলছে। পিঁপড়েরা চারদিকে ঘুরছে, বহু পাওয়ালা পোকারা, গোল পোকারা। আরও অনেক ভয়ঙ্কর প্রাণী ছিল, তাদের শরীরগুলো টোস্টের অংশ থেকে বানান, যেমনটা তুমি পায়রা রোস্টের নীচে দেও ; তারা পাশে পা দিয়ে কাঁকড়ার মত হাঁটছে। বড় পাতাগুলো জানোয়ারে কাল হয়ে গেছে। ক্যাকটাস এবং বাররারি ডুমুর গাছের পেছনে, সরকারী পার্কের ভেলেডা গাছ তার যোনির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। "এই পার্কে বমির গন্ধ আসছে", আমি চিৎকার করে উঠলাম।

মহিলাটি বলল, "আমি তোমাকে জাগাতে চাইনি। কিন্তু চাদরটায় আমার পিঠের নীচে ভাঁজ পড়ে গেছে আর তাছাড়া আমাকে নীচে যেতে হবে, পারীর ট্রেনে যে সব খদ্দের আসবে, তাদের দেখা শোনা করতে হবে।"

পবিত্র মঙ্গলবার

আমি মরিস বারেসের পাছায় এক চাপড় দিলাম! আমরা তিনজন সৈন্য ছিলাম এবং আমাদের একজনের মুখে একটা ছিদ্র ছিল। মরিস বারেস আমাদের কাছে উঠে এল এবং বলল, "এটা ভাল" এবং সে আমাদের প্রত্যেককে ভায়োলেটের একটা ছোট তোড়া দিল। যে সৈন্যের মাথায় ছিদ্র ছিল সে বলল' "কোথায় লাগাব জানি না।" তখন মরিস বারেস বলল, "তোমার মাথার ছিদ্রে রেখে দাও।" সৈন্যটা উত্তর দিল. "আমি তোমার পাছার ছিদ্রে ওগুলো গুঁজে রাখছি।" আমরা মরিস বারেসকে নিয়ে পড়লাম এবং তার প্যাণ্ট খুলে নিলাম। তার প্যাণ্টের নীচে কার্ডিনালের লাল পোষাক ছিল। আমরা পোষাকটা তুললাম এবং মরিস চেঁচাতে শুরু করল, "দেখো ! আমি পায়ের দড়ি দিয়ে প্যাণ্ট পরেছি।" কিন্তু আমরা তার পাছায় থাপ্পড় দিতে লাগলাম, যতক্ষণ না রক্ত বেরুল। আর, তারপরে ভাওলেটের পাপড়িগুলো নিয়ে তার পিঠে

দেরুলেদের মুখ এঁকে দিলাম।

কিছুকাল ধরে আমি প্রায়ই আমার স্বপ্নগুলোকে মনে করছি। তাছাড়া, আমি নিশ্চয়ই বেশি নড়াচড়া করি, কারণ প্রত্যেকদিন সকালে কম্বল মেঝেয় পড়ে আছে দেখি। আজ পবিত্র মঙ্গলবার, কিন্তু বোভিলে তার বিশেষ অর্থ নেই। সমস্ত শহরে একশ জনের বেশি সাজ করার মত নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়িওয়ালী আমাকে ডাকল:

"তোমার একটা চিঠি আছে।"

একটা চিঠি: শেষ চিঠি পেয়েছি রুয়েঁ পাবলিক লাইব্রেরীর অধিকর্তার কাছ থেকে গত মে মাসে। বাড়িওয়ালী তার অফিসে নিয়ে যায় এবং একটা লম্বা মোটা খাম দেয়: অ্যানী আমাকে চিঠি লিখেছে। আমি পাঁচ বছর তার চিঠি পাইনি। চিঠিটা আমার পারীর পুরানো ঠিকানায় পাঠান হয়েছিল, ডাক-ঘরের ছাপ ছিল ১লা ফেব্রুয়ারী।

আমি বাইরে যাই, আঙ্গুলের মাঝখানে খামখানা ধরে রাখি, খুলতে সাহস করছি না; অ্যানী তার চিঠির কাগজ বদলায় নি; আমি অবাক হয়ে ভাব-ছিলাম সে কি এখনও পিক্যাডিলির ছোট স্টেশনে চিঠির কাগজ কেনে। মনে হয় তার কেশ-সজ্জাকারী এখনও আছে, তার ভারী সোনালী কেশদাম সে কাটতে চাইত না। আয়নার সামনে ধৈর্যসহকারে তাকে পরিশ্রম করতে হয় মুখটা ঠিক রাখতে; এটা অহঙ্কার বা বুড়ো হবার ভয় নয়। সে যেমন সেরকম থাকতে চায়, ঠিক সে রকম। বোধহয় এইটেই তার মধ্যে আমি সব চেয়ে ভালবাসতাম, নিজের তুচ্ছ দিকগুলোর প্রতি সংযত বিশ্বস্ততা।

ঠিকানার সোজা অক্ষরগুলো বেগুনী কালিতে লেখা (সে তার কালি বদলায়নি) এখনও একটু জ্বলজ্বল করছে:

"মসিয় আঁতোয়ান রেঁাকেঁত"

খামের ওপর আমার নাম পড়তে আমি কি রকম ভালবাসি। কুয়াশার মধ্যে আমি তার একটা মৃদু হাসিকে আবার পেয়েছি, তার চোখগুলো, একটু ঝোঁকা মাথা; আমি যখনই বসে থাকতাম, সে আসত এবং আমার সামনে একটু হেসে বসত। সে আমার থেকে আধ মাথা উঁচু হয়ে থাকত, আমার কাঁধ ধরে দুটি প্রসারিত বাহু দিয়ে আমাকে নাড়াত।

খামটা ভারী, এর মধ্যে অন্ততঃ ছটা পৃষ্ঠা আছে। আমার পুরানো দারোয়ান এই সুন্দর লেখার ওপরে ছবি এঁকে দিয়েছে:

"হোটেল প্রিঁতানিয়া—বোভিল"

এই ছোট অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছিল না।

চিঠিটা যখন খুললাম, আমার হতাশা আমাকে ছ বছর বয়স কমিয়ে দিল :

আমি জানিনা অ্যানী কি করে খাম ভর্তি করে; ভেতরে কখনই কিছু থাকে না। এই বাক্যটা—আমি ১৯২৪-এর বসন্তে একশ বার বলেছি, আজকের মত কষ্ট করে, সেলাই থেকে চার ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে আনতে। সেলাইটা চমৎকার; সোনালী তারা দিয়ে গাঢ় সবুজ; মনে হবে কড়া মাড় দেওয়া ভারী কাপড়। এতেই খামের তিন চতুর্থাংশ ওজন হয়েছে।

অ্যানী পেন্সিলে লিখেছে :

"আমি কয়েক দিনের মধ্যে পারী দিয়ে যাচ্ছি। হোটেল দ্য এসপারেতে ২০শে ফেব্রুয়ারী এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। ভুলো না! (সে লাইনের ওপরে 'আমি অনুনয় করছি' যোগ করেছে এবং 'দেখা কর' কথাটার সঙ্গে অদ্ভুত ঘোরান সিঁড়ি করে জুড়ে দিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে, অ্যানী।" মেকনেস, ট্যান-জিয়ার্স-এ আমি যখন সন্ধ্যায় ফিরে যেতাম, কখনও কখনও বিছানায় একটা ছোট চিঠি পেতাম। "আমি তোমাকে এখখুনি দেখতে চাই।" আমি দৌড়তাম। অ্যানী আমার জন্য দরজা খুলে দিত, তার ভ্রূ তোলা, বিস্মিত দৃষ্টি। তার আমাকে আর কিছু বলার ছিল না। সে আমি এসেছি বলে যেন একটু বিরক্তও। আমি যাব; সে হয়ত নাও দেখা করতে পারে। অথবা, অফিসে তারা বলতে পারে "ঐ নামে কেউ এখানে আসে নি।" আমি বিশ্বাস করিনা সে ওরকম করবে। কেবল সে এই এক সপ্তাহ আগে আমাকে লিখতে পারে এবং বলতে পারে, সে তার মত পাল্টেছে এবং অন্য কোন সময় হবে।

লোকেরা কাজে গেছে। এই পবিত্র মঙ্গলবার আকর্ষণহীন এবং বিস্বাদ। র‍্যু দ্য মুতিলেতে ভিজে কাঠের গন্ধ, যেমন যখনই বৃষ্টি হবে, তখনই এরকম হয়। এই অদ্ভুত দিনগুলো আমার ভাল লাগে না; সিনেমায় বিকেলের শো আছে, স্কুলের ছেলেদের ছুটী আছে; বাতাসে ছুটীর একটা অস্পষ্ট অনুভূতি পাচ্ছি, যা অবিরত মনোযোগ আকৃষ্ট করছে, কিন্তু যেই লক্ষ্য করা যায়, অমনি অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি নিশ্চয়ই অ্যানীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তবে ব্যাপারটা আমাকে ঠিক আনন্দিত করছে না। যখন থেকে তার চিঠি পেয়েছি আমার আলসেমি লাগছে। সৌভাগ্যবশতঃ এখন দুপুর; আমার ক্ষিধে লাগেনি, কিন্তু সময় কাটাতে খেতে যাচ্ছি। র‍্যু দ্য হোরলগার্সে ক্যামিলের ওখানেই যাচ্ছি।

জায়গাটা শান্ত; তারা সব রাত্রে সাওয়ারক্রোত্ কিংবা ক্যাসুলেত পরিবেশন

করে। লোকেরা থিয়েটারের পরে ওখানে খেতে যায়। পুলিশ আর ভ্রমণকারীরা যারা অনেক রাত্রে আসে ক্ষুধার্ত থাকে।

আটটা মারবেল টেবিল। দেয়াল ঘেঁষে একটা চামড়ার বেঞ্চি। মরচে লেগে ছুটো আয়নার খানিকটা খাওয়া। জানালার কপাট আর দরজায় ধূসর কাঁচ। কাউন্টার একটু আড়ালে পেছন দিকে। পাশে একটা ঘরও আছে। কিন্তু আমি ওখানে কখনও যাইনি। ওটা জোড়াদের জন্য আলাদা করা থাকে।

"আমাকে একটা হ্যাম ওমলেট দাও"

ওয়েট্রেস লালগালের এক বিশাল মেয়ে, যখন কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলে জোরে না হেসে থাকতে পারে না।

"আমি দুঃখিত, দিতে পারছি না। আপনি একটা আলুর ওমলেট নেবেন? হ্যাম তালা দেওয়া রয়েছে: কর্তাই ওটা কাটেন।"

আমি একটা ক্যাস্যুলেত বলি। মালিকের নাম ক্যামিল, শক্ত লোক। ওয়েট্রেস চলে যায়। এই পুরানো অন্ধকার ঘরে আমি একা। আমার ব্রীফকেসে অ্যানীর চিঠি আছে। মিথ্যে লজ্জার জন্য ওটা পড়তে পারছি না। আমি শব্দগুলো এক এক করে মনে করার চেষ্টা করি।

"আমার প্রিয় আঁতোয়ান—"

আমি একটু হাসি: নিশ্চয়ই না। অ্যানী নিশ্চয়ই "আমার প্রিয় আঁতোয়ান" লেখেনি।

ছ বছর আগে—পারস্পরিক সম্মতিতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়-আমি টোকিও যাওয়া স্থির করলাম। আমি তাকে কয়েকটা কথা লিখি। আমি তাকে বলতে পারতাম "আমার প্রিয় প্রেম, একেবারে নির্দোষভাবে শুরু করলাম "আমার প্রিয় অ্যানী" "তোমার নির্লজ্জতার প্রশংসা করি" সে লিখল, "আমি কখনও তোমার প্রিয় অ্যানী ছিলাম না, এখনও নই। আর আমি তোমাকে এটা বিশ্বাস করতে বলছি, তুমি আমার প্রিয় আঁতোয়ান নও। আমাকে কি বলে ডাকবে যদি না জান, কিছুই বোলো না। সেইটেই ভাল হবে।"

আমি ব্রীফকেস থেকে চিঠিটা নিই। সে "আমার প্রিয় আঁতোয়ান লেখেনি। চিঠির শেষেও কিছু ছিল না। "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব, অ্যানী" তার অনুভূতির কোন ইঙ্গিতই ছিল না। আমি অভিযোগ করতে পারিনা: তার পূর্ণতার জন্য ভালবাসা দেখতে পাচ্ছি। সে সব সময় নিখুঁত মুহূর্ত চেয়েছে। সময় উপযুক্ত না হলে সে কোন কিছুতেই আগ্রহ দেখাত না, তার চোখগুলো প্রাণহীন হয়ে যেত, একটা খাপছাড়া মেয়ের মত অলসভাবে সে নিজেকে টেনে

নিয়ে যেত। নাহলে, আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করত।

"তুমি বুর্জোয়ার মত গম্ভীর হয়ে নাক ঝাড় আর রুমালে বেশ সতর্কতার সঙ্গে কাশ।"

উত্তর না দেওয়াই ভাল হবে, শুধু অপেক্ষা করা; হঠাৎ কোন সঙ্কেতে যা আমি এখন মনে করতে পারছি না, সে কেঁপে উঠত তার সুন্দর অলস ভঙ্গিমা শক্ত হয়ে যেত, আর সে তার পিঁপড়ের কাজ শুরু করে দিত। তার একটা উদ্ধত এবং মধুর যাদু ছিল। দাঁতের ফাঁকে সে গুন্‌গুন্ করত, আশেপাশে তাকাত, তারপর একটু হেসে সোজা হত, এসে আমার কাঁধ ঝাঁকাত এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য চারপাশের বস্তুগুলোকে আদেশ দিত। নীচু দ্রুত গলায় সে বলত, আমার কাছে কি চায়।

"শোন, তুমি কি চেষ্টা করতে চাও, না চাও না? গতবার তুমি এত বোকা ছিলে। দেখতে পাচ্ছ না আজকের এই মুহূর্ত কত সুন্দর হতে পারে? আকাশের দিকে তাকাও, কার্পেটের ওপর সূর্যের রঙ দেখ। আমার সবুজ পোষাকটা পরেছি আর মুখে রূপ-টান দিই নি। আমি বেশ পাণ্ডুর। ফিরে যাও, নিয়ে ছায়াতে বস। তোমায় কি করতে হবে বুঝেছ? এস, তুমি কি বোকা। আমাকে বল।"

আমার মনে হল, এই প্রচেষ্টার সাফল্য আমার হাতে রয়েছে; মুহূর্তটার একটা ধোঁয়াটে অর্থ ছিল যা ছেঁটে কেটে নিখুঁত করতে হবে; কিছু নাড়াচাড়া করতে হবে, কিছু কথা বলতে হবে, আমার দায়িত্বের বোঝায় আমি টলমল করছিলাম, আমি তাকিয়ে থাকলাম এবং কিছুই দেখলাম না অ্যানী যেসব রীতি তখন তৈরী করল, আমি তার মধ্যে ছটফট করলাম এবং সেগুলোকে আমার শক্ত হাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। ঐ সময়গুলোতে অ্যানী আমাকে ঘৃণা করত।

আমি নিশ্চয়ই তাকে দেখতে যাব। আমি এখনও তাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে মর্যাদা দিই এবং ভালবাসি। আমার ধারণা অন্য কারও নিখুঁত মুহূর্তের খেলায় আরও ভাল ভাগ্য এবং দক্ষতা ছিল।

"তোমার বিশ্রী চুল সব নষ্ট করে দেয় "সে বলল," লাল-মাথা নিয়ে তুমি কি করতে পার?"

সে হাসল। প্রথমে আমি তার চোখের স্মৃতি হারিয়েছি, তারপরে তার দীর্ঘ দেহের স্মৃতি। তার হাসিটা যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখলাম এবং তারপরে তিন বছর আগে তাও হারিয়েছি। ঠিক এখুনি, আমি যখন আনাড়ীর মত বাড়িওয়ালীর

কাছ থেকে চিঠিটা নিচ্ছিলাম, তা মনে পড়ল ; মনে হল অ্যানীকে হাসতে দেখলাম। স্মৃতিটাকে পুর্নজীবিত করতে চেষ্টা করি ; যে পেলবতা অ্যানী জাগিয়ে তোলে তা অনুভব করা আমার দরকার। এটা এখানে আছে, এই পেলবতা, এটা আমার কাছে, শুধু আবার জন্ম নিতে চাইছে। কিন্তু হাসিটা ফিরে আসছে না ; তা শেষ হয়ে গেছে। আমি শুষ্ক এবং শূন্যে থাকি। একটি লোক কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে এল !

"ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহিলারা, শুভ দিন।

সে তার সবুজ-মত ওভারকোট না খুলে বসে পড়ে। সে লম্বা হাতদুটো ঘষে, আঙ্গুলগুলো মুঠি করে আবার মুঠি খোলে।

"আপনি কি নেবেন ?"

একটু চমকে ওঠে, তার চোখ দুটো উদ্বিগ্ন।

"ওঃ, আমাকে বির্ এবং জল দাও।"

ওয়েট্রেস নড়ে না। আয়নার তার মুখ যেন ঘুমোচ্ছে। তার চোখগুলো খোলা. কিন্তু তা শুধু চেরা জায়গাটা। মেয়েটি ওরকম সে খদ্দেরদের কাছে তাড়াতাড়ি করে না, সে তারা যা অর্ডার দেয় তার ওপরে সব সময় এক মুহূর্ত সময় নিয়ে স্বপ্ন দেখে। নিশ্চয়ই সে কল্পনার আনন্দে নিজেকে ছেড়ে দেয় ; আমার বিশ্বাস সে কাউণ্টারের ওপর থেকে যে বোতলটা নিতে হবে তার কথা ভাবছে, যার গায়ে সাদা লেবেল এবং লাল অক্ষর আছে, যাতে ঘন কাল সিরাপ আছে, তাকে তা ঢালতে হবে , একটু যেন সে নিজেই খাচ্ছে।

অ্যানীর চিঠিটা আবার ব্রীফকেসে ঢুকিয়ে দিই : সে যা পারে করেছে ; যে মহিলা এটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়েছে তার কাছে আমি যেতে পারছি না। অতীতে কাউকে ভাবা কি একেবারেই সম্ভব ? আমরা যখন পরস্পরকে ভালবেসেছি কখনও তুচ্ছ মুহূর্তগুলোকে, ক্ষুদ্রতম শোককে, আলাদা করতে এবং ভুলতে পেছনে ফেলে রাখতে দিইনি। শব্দগুলো, গন্ধ, আলোর ভঙ্গী, এমনকি যে সব চিন্তা আমরা পরস্পরকে বলিনি , আমরা সেগুলিকে বহন করেছি এবং সেগুলি সজীব থেকেছে ; এমনকি, এখনও তাদের ক্ষমতা আছে আমাদের আনন্দ এবং বেদনা দেবার। একটা স্মৃতি নয়, অপ্রশমিত উত্তপ্ত প্রেম, যার কোন ছায়া নেই, যা থেকে পরিত্রাণ নেই, যা আশ্রয়হীন। তিন বছর একটায় পরিণত হয়েছে। এই কারণেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। ভারটা বহন করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। এবং তারপর, অ্যানী যখন আমাকে ছেড়ে গেল, তিনটে বছর অতীতে গুঁড়িয়ে গেল। আমার এমনকি কষ্ট হয়নি।

আমার ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে মনে হল। আবার সময় বইতে শুরু করল এবং শূন্যতা বড় হয়ে উঠল। তারপর সায়গনে আমি যখন ফ্রান্সে ফিরে ঠিক করলাম, যা কিছু বাকী ছিল—অদ্ভুত মুখ, জায়গা, লম্বা নদীর তীরে স্টীমার ঘাট—সব মুছে গেল। এখন আমার অতীত একটা বিরাট শূন্যতা ছাড়া কিছু নয়। আমার বর্তমান : কাল ব্লাউজে কাউন্টারের স্বপ্ন দেখা এই পরিচারিকা, এই লোকটি। মনে হয় আমি যেন জীবন সম্বন্ধে সব কিছু বই থেকে শিখেছি। বারানসীর প্রাসাদ-গুলো, কুষ্ঠ-রোগী, বাজার অলিন্দ, জাভার মন্দির, যার বড় সিঁড়িগুলো ভাঙ্গা, আমায় চোখে এক মুহূর্ত প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, কিন্তু তারা সেগুলো যেখানে ছিল, সেই জায়গায় আছে। যে ট্রামরাস্তাটা হোটেল প্রিঁতানিয়ার সামনে দিয়ে গেছে, সন্ধ্যায় নিওন নির্দেশ-ফলকের ছবিকে ধরে না, এক মুহূর্ত তা জ্বলে ওঠে, তারপর কালো জানালা নিয়ে চলে যায়।

এই ক্ষুদে লোকটা আমার দিকে তাকান বন্ধ করেনি, আমার অস্বস্তি হচ্ছে। সে নিজেকে গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করছে। পরিচারিকা শেষ অবধি তাকে 'সার্ভ' করবে ঠিক করছে। সে তার বিশাল কাল হাত অলসভাবে তোলে, বোতলটা নেয় এবং লোকটির কাছে একটি গেলাস নিয়ে আসে।

"এই যে, মসিঁয়।"

"মসিঁয় অ্যাকিল", সে শহুরেভাব নিয়ে বলে।

পরিচারিকা কথা না বলে ঢালে, হঠাৎ লোকটি নাক থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নেয়, হাত দুটো সোজা করে টেবিলে রাখে। সে মাথাটা পেছনে ঠেলে দেয় এবং তার চোখগুলো জ্বলে। সে ঠাণ্ডা গলায় বলে।

"বেচারা মেয়েটা।"

পরিচারিকা চমকে ওঠে, আমিও, লোকটির মুখের ভাব বর্ণনা করা যায় না, হয়ত বিস্ময়ের, যেন অন্য কেউ কথা বলেছে। আমরা তিনজনেই অস্বস্তি-বোধ করছি।

মোটা পরিচারিকা প্রথমে সামলে ওঠে : তার কোন কল্পনা নেই। সে সম্ভ্রমের সঙ্গে মসিয়ঁ অ্যাকিলকে দেখে ; সে ভাল করে জানে, একটা হাতই তাকে সিট থেকে তুলে বাইরে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

"আপনার কিসে মনে হচ্ছে আমি বেচারা মেয়ে।" লোকটি ইতস্ততঃ করে। সে অবাক হয়ে দেখে, তারপর হাসে। তার মুখ কুঁকড়ে হাজার ভাঁজ পড়ে, সে কনুই দিয়ে অস্পষ্ট ভঙ্গী করে।

"ও বিরক্ত হয়েছ। এটা কিছু বলার জন্য বলা ; আমি আঘাত করতে চাই নি।"

কিন্তু মেয়েটি তার দিকে পেছন ফেরে এবং কাউন্টারের পেছনে চলে যায় ; সে সত্যিই আহত হয়েছে। লোকটি আবার হাসে। "হাঃ হাঃ! তুমি জান কথাটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। তুমি রাগ করেছ ? ও আমার ওপর রাগ করেছে।" আমাকে উদ্দেশ্য করে অস্পষ্টভাবে বলে।

আমি মাথাটা সরিয়ে নিই। লোকটি গেলাসটা একটু তোলে, কিন্তু সে পান করার কথা ভাবছে না ; সে চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে, বিস্মিত এবং ভীত হয়ে ; তাকে দেখে মনে হয় কিছু যেন ভাববার চেষ্টা করছে। পরিচারিকা কাউন্টারে বসে আছে ; সে সেলাইটা তুলে নিয়েছে। আবার সব শান্ত : কিন্তু একই রকম শান্ত নয়। বৃষ্টি হচ্ছে, ধূসর কাঁচের জানালায় টুপটাপ শব্দ হচ্ছে। রাস্তায় যদি আর কোন মুখোসপরা বাচ্ছা থাকে, বৃষ্টিতে তাদের কার্ডবোর্ডের মুখোসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পরিচারিকা আলো জ্বালিয়ে দেয় ; বেলা দুটোর বেশি হয়নি, কিন্তু আকাশ একেবারে কাল, সে সেলাই করতে দেখতে পাচ্ছে না। মৃদু আভা : লোকেরা তাদের বাড়িতে আছে, তারা নিঃসন্দেহে আলো জেলে দিয়েছে। তারা পড়ছে, জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে। তাদের কাছে এর আলাদা অর্থ আছে। তারা আলাদাভাবে বড় হয়েছে। তারা উত্তরাধিকার দান, এ সবের মধ্যে বাঁচে, প্রতিটি আসবাব তাদের কাছে একটা স্মৃতি বহন করে। ঘড়ি, মেডেল, ছবি, ঝিনুক, কাগজ চাপা, পর্দা শাল। তাদের আলমারী ভর্তি বোতল, জিনিষ, পুরানো পোষাক-পত্তর, খবরের কাগজ ; তারা সব কিছু রেখে দিয়েছে। অতীত বাড়িব মালিকেব বিলাস।

আমার জিনিষ কোথায় রাখব ? তোমার অতীত তোমার পকেটে রাখতে পার না ; তোমার একটা বাড়ি থাকা দরকার। আমার শুধু একটা দেহ আছে ; একেবারে একা মানুষ, তার নিঃসঙ্গ শরীর ; সে কোন স্মৃতিতে নিমগ্ন থাকতে পারে না : সেগুলি তার মধ্য দিয়ে চলে যায়। আমার অভিযোগ করা উচিত নয় ; আমি কেবল মুক্ত হতে চেয়েছিলাম।

ক্ষুদে লোকটি নড়ে চড়ে বসে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার সর্বশরীর ওভার-কোটে ঢাকা কিন্তু মাঝে মাঝে সে সোজা হয়ে উঠছে এবং চোখে একটা উদ্ধত ভাব আনছে। তার কোন অতীত নেই। ভাল করে দেখলে তুমি তার কোন ভাই এর বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা ফটোগ্রাফ দেখতে পাবে, যাতে তাকে বিয়ের পোষাকে দেখা যাচ্ছে, পরণে উইং কলার, শক্ত সার্ট এবং তরুণের অল্প গোঁফে। আমার নিজের ক্ষেত্রে তাও আছে বলে মনে হয় না।

এবার সে আবার আমার দিকে দেখছে। এবার সে আমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে, এবং আমি ভেতরে ভেতরে অনমনীয় হচ্ছি। আমাদের মধ্যে কোন সহানুভূতি নেই ; আমরা একই রকম, এইটেই যা। সে একাকী, আমারই মত, কিন্তু আমার থেকে নিঃসঙ্গতায় আরও নিমজ্জিত। সে নিশ্চয়ই তার বমির ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে কিংবা ওরকম কিছু। এখন, কিছু লোকজন আছে যারা আমাকে চিনতে পারে, যারা আমাকে দেখে ভাবে, "এ আমাদের একজন।" তাহলে ? লোকটা কি চায় ? সে নিশ্চয়ই জানে, আমরা পরস্পরের জন্য কিছু করতে পারি না। পরিবারগুলো তাদের বাড়িতে স্মৃতির মধ্যে রয়েছে। আর এখানে আমরা, দুই ভবঘুরে, যারা স্মৃতিহীন। ও যদি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এবং আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি বাতাসে লাফ দেব।

দরজাটা বিরাট শব্দে খুলে যায়, ডাক্তার রোগে।

"সকলকে শুভদিন জানাই।"

তিনি হিংস্রভাবে এবং সন্দিগ্ধভাবে ভেতরে আসেন, তার লম্বা পায়ের ওপর একটু দুলে দুলে, পাগুলো তার দেহটাকে সামলাতে পারছে না। আমি তাঁকে প্রায়ই দেখি, রবিবারের, ব্রাসারি ভেজেলিসে, কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁর গডনটা জোয়াঁভিলের পুরানো ভৎর্সনাকারীদের মত, হাতগুলো উরুর মত, বুকের ছাতি ১১০ এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না।

"জিয়ান, আমার ছোট্ট জিয়ান।"

তিনি কোট রাখার জায়গার দিকে এগিয়ে যান, তাঁর বড় টুপিটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখেন। পরিচারিকা তার সেলাই সরিয়ে ফেলেছে, ব্যস্ত না হয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে আসে ডাক্তারের রেনকোটটা খুলতে সাহায্য করতে।

"ডক্টর, আপনি কি নেবেন ?"

তিনি গম্ভীরভাবে তাকে নজর করেন। আমি ঐ মুখটাকে পুরুষের সুশ্রী মুখ বলতে পারি, জীবন এবং আবেগের গভীর দাগে ক্লান্ত। কিন্তু ডাক্তার জীবনকে বুঝেছে, আবেগকে বশে এনেছে।

তিনি গভীর স্বরে বললেন, "কি চাই আমি ঠিক জানি না।"

আমার উল্টো দিকের বেঞ্চে তিনি বসে পড়েছেন ; তিনি কপালটা মুছছেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেই আরাম বোধ করেন। তাঁর বড় বড় কান এবং রাগী চোখ ভয় পাইয়ে দেয়।

"আমি নেব……আমি, ওঃ, কালভাদোস নেব।"

পরিচারিকা একটুও না নড়ে, বিশাল বসান মুখখানাকে লক্ষ্য করে। সে

স্বপ্পাল্। ক্ষুদে লোকটা পরিত্রাণের হাসি হেসে মাথা তোলে। এবং এটা সত্যি ; বিরাট মূর্তি আমাদের মুক্ত করেছে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু আমাদের ধরে ফেলছিল। আমি মুক্তভাবে নিশ্বাস নিচ্ছি। আমরা এখন মানুষের মধ্যে।

"বেশ, কালভাদোস কি আসছে?"

পরিচারিকা চমকে চলে যায়। ডাক্তার তার সবল হাত দুটো মেলে দিয়ে টেবিলের দুই প্রান্ত ধরেছেন। মসিঁয় অ্যাকিল আনন্দিত ; সে ডাক্তারের চোখে পড়তে চায়। কিন্তু পা দোলাচ্ছেন সে তার এবং বেঞ্চে বৃথাই এপাশ ওপাশ করছেন। সে এতই রোগা যে কোন শব্দ হচ্ছেনা।

পরিচারিকা কালভাদোস নিয়ে আসে। মাথা নাড়িয়ে সে ডাক্তারকে ক্ষুদে লোকটা দেখিয়ে দেয়। ডাক্তার রোগে ধীরে ধীরে ঘোরেন, তিনি তাঁর ঘাড় নাড়াতে পারেন না।

"তাহলে এটা তুমি, বুড়ো শুয়োর" তিনি চীৎকার করেন, তুমি কি এখনও মরনি?

তিনি পরিচারিকাকে সম্বোধন করেন:

"তোমরা এরকম লোককে এখানে আসতে দেও?"

তিনি ক্ষুদে লোকটার দিকে হিংস্রভাবে তাকান। সোজাসুজি দৃষ্টি সবকিছুকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়। তিনি বলেন, "ও লোকটা পাগলা। হতছাড়া, এইটেই যা।

তিনি এটাও বুঝতে দেবার কষ্ট করেন না যে, তিনি ঠাট্টা করছেন। তিনি জানেন, হতছাডাটা রাগ করবে না, সে একটু হাসবে। এবং তাই: লোকটা বিনয়ের সঙ্গে হাসে। পাগলা হতছাড়া সে আরাম করে, সে নিজের কাছ থেকে সুরক্ষিত মনে করে। আজ আর তার কপালে কিছু ঘটবে না। আমিও নিশ্চিন্ত। একটা বুড়ো পাগলা হতছাড়া ; তাহলে এই ছিল, এই সব।

ডাক্তার হাসে, আমার দিকে ষড়যন্ত্রকরার নিবদ্ধ দৃষ্টি দেয়। নিশ্চয়ই আমার আকারের জন্য—তাছাড়া, আমার শার্টটা পরিস্কার—তিনি আমাকে তাঁর ঠাট্টায় নিতে চান।

আমি হাসিনা, তাঁর এগিয়ে আসা ভাবে আমি সাড়া দিইনা ; তখন হাসি বন্ধ না করে, তাঁর চোখের সাংঘাতিক আগুন আমার দিকে ফেরান। আমরা পরস্পরের দিকে নীরবে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকি ; তিনি আমাকে মেপে নেন, আমার দিকে আধবোঁজা চোখে তাকিয়ে, ওপরে নীচে তিনি আমাকে দেখে নেন। পাগলা হতচ্ছাড়ার দলেই? ভবঘুরের দলে?

তবু, তিনিই তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন ; নিজেকে একজন নিঃসঙ্গ হতভাগ্যের সামনে, যার কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই, গুটিয়ে নেন ; এটা বলার মত কিছু নয়—সঙ্গে সঙ্গে তা ভুলে যাওয়া যেতে পারে। তিনি একটা সিগারেট পাকান, সেটা জ্বালান, তারপর কঠোর চোখে নীরব হয়ে থাকেন, বৃদ্ধ ব্যক্তির মত তাকিয়ে থাকেন।

সুন্দর ভাঁজগুলি ; তার সবগুলোই আছে ; সমতলীয়গুলি কপালের ওপর দিয়ে গেছে, দড়ির মত পা, মুখের প্রত্যেকটা কোণে তেতো রেখা, চিবুক থেকে যে হলুদ দড়িগুলো ঝুলছে, সেগুলো বাদ দিয়ে। একজন ভগ্যবান ব্যক্তি ; যখন তুমি তাঁকে দেখ, তুমি বলতে পার, তিনি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন, তিনি একজন যিনি জীবনযাপন করেছেন। তাঁর মুখের যোগ্যতা তাঁর আছে, কারণ তিনি এক মুহূর্তের জন্য তাঁর অতীতকে তাঁর সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী কাজে লাগাতে সুযোগ নষ্ট করেন নি , তিনি তা পূর্ণ করেছেন, মেয়েদের এবং শিশুদের ওপর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেন, তাদের শোষণ করেছেন।

মসিয়ঁ অ্যাকিল হয়ত যে রকম আগে ছিল তার থেকে বেশি সুখী। তার মুখ প্রসংশায় হাঁ হয়ে গেছে , সে বির অল্প মুখভর্তি করে খাচ্ছে এবং গাল ফোলাচ্ছে। ডাক্তার জানেন কি করে তাকে টিট্ করতে হয়। তিনি নিজেকে একটা বুড়ো পাগলের দ্বারা সম্মোহিত হতে দিতে চাননি, যার অবস্থা মূর্ছা যাবার মত। একটা জোরালো ঘুষি, কিছু রুক্ষ চাবুকের মত কথা, এই তারা চায়। ডাক্তারের অভিজ্ঞতা আছে। অভিজ্ঞতায় তিনি পেশাদারী। ডাক্তার, পাদরী, প্রশাসক এবং সেনাদলের অফিসাররা লোকদের ভাল করে চেনে, যেন তারা তাদের তৈরী করেছে।

মসিয়ঁ অ্যাকিলের জন্য আমি লজ্জিত। আমরা একই দিকে এবং আমাদের উচিত ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিন্তু সে আমাকে ত্যাগ করেছে, সে ওদের দিকে গেছে। সে অভিজ্ঞতায় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে। তার নিজের নয়, আমারও নয়। ডাক্তার রোগের অভিজ্ঞতায়। একটু আগে মসিয়ঁ অ্যাকিলের অদ্ভুত লাগছিল ; সে নিঃসঙ্গ অনুভব করছিল। এখন সে জানে, তার মত অন্যেরা আছে, আরও অনেকে। ডাক্তার রোগে, তাদের দেখেছেন, তিনি মসিয়ঁ অ্যাকিলকে তাদের প্রত্যেকের অসুখের ইতিহাস বলতে পারেন এবং ওকে বলতে পারেন, কিভাবে তারা শেষ হয়েছে। মসিয়ঁ অ্যাকিলও সে রকম একটি কেস এবং খুব সহজে গৃহীত ধারণায় নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে।

আমি কি করে তাকে বলব যে সে প্রতারিত হচ্ছে, যে সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

শিকার। অভিজ্ঞ পেশাদারীদের? তারা আধ-তন্দ্রায় এবং আধ-নিদ্রায় তাদের জীবন টেনে নিয়ে গেছে, তারা দ্রুত বিয়ে করেছে, অধৈর্যের মাঝে তারা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। অন্য লোকদের সঙ্গে তাদের কাফে, বিয়ের এবং শোকের অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। মাঝে মাঝে, জীবন স্রোতে আটকা পড়ে তারা তাদের প্রতি কি ঘটছে না বুঝে লড়াই করেছে যা তাদের চারপাশে ঘটেছে তাদের এড়িয়ে গেছে; লম্বা অদ্ভুত আকারগুলো, দূরাগত ঘটনা, তারা দ্রুত পাশ কাটিয়ে গেছে এবং যখন তারা তাকাবার জন্য দৃষ্টি ফিরিয়েছে, সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবং তারপর চল্লিশে, তারা তাদের ছোট একগুয়েমিকে ধর্মের স্তরে তোলে। কিছু প্রবাদকে তারা অভিজ্ঞতা বলে, তারা স্বয়ংক্রিয়যন্ত্রের অনুকরণ করে; বাঁদিকের খোপে একটা মুদ্রা ফেলে দেয় এবং তুমি রুপোলী কাগজে গল্প পেয়ে যাও। ডান দিকে একটা মুদ্রা ফেল, এবং তুমি মূলব্যান উপদেশ পাও, যা ক্যারামেলের মত তোমার দাঁতে আটকে থাকে। যতদূর এটা যায়, আমি লোকেদের বাড়ি আমন্ত্রিত হতে পারি, এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে যে আমি ছিলাম "অনন্তের দিকে একজন মহান যাত্রী।" হ্যাঁ; মুসলমানরা পায়ের ওপর বসে প্রাকৃতিক কাজ করে, হিন্দু ধাত্রীরা পোকালাগা রুটী ব্যবহার না করে গোবর মাখা গেলাস ব্যবহার করে; বোর্নিওতে যখন কোন মেয়ের ঋতুকাল আসে, তিন দিন রাত্রি সে ছাতের ওপর কাটায়। ভেনিসে আমি গণ্ডোলায় কবর দেখেছি, সেভিলে পবিত্র সপ্তাহের উৎসব। আমি ওবেরামারগ্যানে প্যাশন প্লে দেখেছি। স্বভাবতঃই, আমি যা জানি তার একটি ছোট উদাহরণ। আমি একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিতে পারি এবং মজার সঙ্গে শুরু করতে পারি। "মাদাম, আপনি কি জিহ্লাভা জানেন? এটা একটা সাড়া জাগান ছোট শহর, মোরাভিয়াতে যেখানে ১৯২৪এ আমি ছিলাম।' এবং বিচারক যিনি বহু মামলা দেখেছেন, আমার কাহিনীর শেষে বলবেন।

"এটা কত সত্যি মসিয়ঁ, কত মানবিক। আমার পেশার প্রথম দিকে এরকম একটি মামলা পেয়েছিলাম। সেটা ১৯০২-এ। আমি লিমোজেসে ডেপুটী জর্জ ছিলাম..."

কিন্তু আমি যখন অল্প বয়সের ছিলাম তখন আমার এতে খুব বিরক্ত লাগত। আমি পেশাদার পরিবারের লোক ছিলাম না। অপেশাদারও আছে। এরা হল সেক্রেটারী, অফিস কর্মচারী, দোকানদার, যে সব লোকেরা কাফেতে অন্যদের কথা শোনে। চল্লিশের কাছাকাছি তারা অভিজ্ঞতায় এত ফুলে যায় যে তা থেকে মুক্তি পায় না। সৌভাগ্যের বিষয় তারা যে সব সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাদের

সেগুলো দিয়ে যেতে পারে। তারা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে অতীত হারিয়ে যায় না, তাদের স্মৃতি ঘনীভূত হয়, ধীরে ধীরে প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়। সুবিধামত অতীত। পকেট থেকে বার করা অতীত। ছোট অপরাধের বই, যাতে ভাল ভাল কথা আছে। "আমাকে বিশ্বাস কর, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি সব কিছু অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি।" জীবন কি তাদের চিন্তার ভার নিয়েছেন ? তারা পুরানোকে নতুন দিয়ে ব্যাখ্যা করে—পুরানোকে আরও পুরানো দিয়ে, সেই সব ঐতিহাসিকদের মত, যা লেনিনকে রাশিয়ান রোবাস-পিয়েরে পরিণত করে, আর রোবাসপিয়েরকে ফরাসী ক্রমওয়েল বানায়। যখন সব কিছু বলা এবং করা হয়ে যায়, তারা কোন কিছুই বোঝেনি।···তাদের গুরুত্বের পেছনে তুমি একটা বিষণ্ন অলসতা কল্পনা করতে পার ! তারা ভান করার দীর্ঘ শোভাযাত্রা দেখে, তারা হাই তোলে, তারা মনে করে সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই। "পাগল হতছাড়া"—ডাক্তার রোগে আরও অনেক পাগল হতছাড়াকে মনে করেন, বিশেষ কাউকে মনে না রেখে। এখন, মসিয়ঁ অ্যাকিল যা করতে পারে তা আমাকে বিস্মিত করবে না, কারণ সে পাগল হতছাড়া।

সে একজন ব্যক্তি নয় ; সে ভীত। কিসে সে ভীত ? যখন তুমি কোন কিছু বুঝতে চাও, তখন তুমি একা তার সামনে দাঁড়াও, কোন সাহায্য না নিয়ে, জগতে যত অতীত আছে কোন কাজে লাগে না। তারপর তা অদৃশ্য হয় এবং তুমি যা বুঝতে চাও, এর সঙ্গে অদৃশ্য হয়।

সার্বিক ধারণাগুলো বেশি তোষামোদ করে। এবং তারপর পেশাদার ও অপেশাদাররা ঠিক, এইভাবে শেষ হয়। তাদের জ্ঞান তাদের সম্ভাব্য ন্যূনতম শব্দ করতে দেয়, খুব কম বাঁচতে, এবং তাদের ভুলে যেতে দেয় তাদের ভাল গল্প হল হঠকারীদের এবং উদ্ভাবনকারীদের সম্বন্ধে, যারা তিরস্কৃত হয়। হ্যাঁ, এরকমই ঘটে এবং কেউ উল্টো বলবে না। হয়ত, মসিয়ঁ অ্যাকিলের বিবেক সহজ নয়। সে হয়ত বলবে, সে বাবার উপদেশ শুনলে ওখানে থাকত না, কিংবা যদি তার বড় বোনের কথা শুনত। ডাক্তারের কথা বলার অধিকার আছে, তিনি তাঁর জীবন নষ্ট করেননি। তিনি জানেন কি করে নিজেকে কাজে লাগান যায়। তিনি শান্তভাবে এবং শক্তি নিয়ে এই ভাঙা এবং ফেলে দেওয়া জিনিষের ওপর উঠেছেন। তিনি পাথর।

ডাক্তার রোগে তার কালভাদোস শেষ করেছেন। তাঁর বিশাল বপু আরাম করছে এবং চোখের পাতা ভারী হয়ে নেবে গেছে। এই প্রথম আমি চোখ ছাড়া তার মুখ দেখলাম ; কার্ডবোডের মুখোসের মত, যা আজ দোকানে

বিক্রী করছে। তার গালগুলো অস্বাভাবিক লাল…সত্যটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ; এই লোকটি শীঘ্রই মারা যাবে। ইনি নিশ্চয়ই জানেন, তাঁকে শুধু আয়নায় দেখতে হবে। প্রত্যেকদিন তাকে একটু একটু করে যে মৃতদেহ তিনি হবেন, তার মত দেখাচ্ছে। তাদের অভিজ্ঞতা সেদিকেই নিয়ে যায়, তাই আমি প্রায়ই বলি, এরা, মৃত্যুর গন্ধ ছড়ায়। এইটেই তাদের শেষ প্রতিরোধ। ডাক্তার বিশ্বাস করতে চান, তিনি রূঢ় সত্যকে গোপন করতে চান, যে তিনি একা, তাঁর কোন লাভ নেই, অতীত নেই, যে বুদ্ধি আছে তা মেঘাচ্ছন্ন, দেহে ভেঙে যাচ্ছে। এই কারণে তিনি সতর্কতার সঙ্গে তার রাতের বিভিষীকার ক্ষতিপূরণকে গড়ে তুলেছেন, সাজিয়েছেন, মোটা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর উন্নতি হচ্ছে। তাঁর চিন্তার মুহূর্তে কি ফাঁক আছে, যখন সব কিছু তাঁর মাথায় আবর্তিত হয় ? এর কারণ তাঁর বিচারে আব তারুণ্যের আবেগ নেই। তিনি আর বইতে কি পড়েন তা বোঝেন না ? এর কারণ তিনি এখন বই থেকে অনেক দূরে। তিনি আর ভালবাসতে পারেন না ? কিন্তু অতীতে তিনি ভালবেসেছেন। ভালবেসে থাকা এখনও ভালবাসার থেকে অনেক ভাল। পেছনে তাকিয়ে তিনি তুলনা করেন, ভাবেন। আর এই ভয়ঙ্কর মৃতদেহ মুখ। আয়নায় এটাকে সহ্য করতে তিনি নিজেকে বিশ্বাস করান যে অভিজ্ঞতার শিক্ষা এতে আঁকা আছে।

ডাক্তার মাথাটা একটু সরান। তাঁব চোখের পাতা আধ-খোলা এবং তিনি আমাকে ঘুমের লাল চোখ নিয়ে লক্ষ্য করছেন। আমি তাঁর দিকে একটু হাসি। এই মৃদু হাসি দিয়ে তিনি নিজের কাছ থেকে যা গোপন করছেন, আমি তার সব কিছু প্রকাশ করতে চাই। তিনি যদি নিজেকে এটা বলতে পারেন, তবে একটা ধাক্কা খাবেন, "একজন আছে যে জানে আমি মারা যাচ্ছি।" কিন্তু তাঁর চোখের পাতা নেমে এসেছে ; তিনি ঘুমোচ্ছেন। আমি চলে যাই, মসিঁয় অ্যাকিল তাঁর নিদ্রা পাহারা দিক।

বৃষ্টি থেমে গেছে, বাতাস মৃদু, আকাশ ধীরে ধীরে কাল ছবি তুলে ধরছে, একটা নিখুঁত মুহূর্তকে ধরে রাখার পক্ষে যা যথেষ্ট এটা তার চেয়ে বেশি। ছবিগুলো নিয়ে ভাবা যাক অ্যানী আমাদের হৃদয়ে ছোট ছোট ঢেউ জাগাবে। আমি সময়ের সুযোগ কি করে নিতে হয় জানিনা। আমি এলোমেলো হাঁটি, শান্ত এবং শূন্য, এই অপচায়িত আকাশের নীচে।

বুধবার

আমি নিশ্চয়ই ভয় পাব না।

বৃহস্পতিবার

চারপাতা লেখা হয়েছে তারপর সুখের দীর্ঘ মুহূর্ত। ইতিহাসের মূল্য নিয়ে বেশি ভাবব না। এতে বিরক্ত হবার ঝুঁকি আছে। আমার নিশ্চয়ই একথা ভোলা যাবে না যে দ্য রোলেবঁ আমার অস্তিত্বের একমাত্র যুক্তি।
আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে অ্যানীর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

শুক্রবার

বুলেভার দ্য লা রিদ্যুতে কুয়াশা এত ঘন ছিল যে কাসার্নের দেয়াল ঘেঁষে থাকাটা বুদ্ধির কাজ হবে ভাবলাম। আমার ডান দিকে গাড়ির হেডলাইটগুলো তাদের সামনে একটা কুয়াশাচ্ছন্ন আলোকে ধাওয়া করছে। আর ফুটপাথগুলোর শেষ লেখা এতে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। আমার চারদিকে লোকেরা ছিল। তাদের পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, তাদের কথার মৃদু গুঞ্জন; কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একবার, আমার কাঁধের সমান উঁচুতে একজন মহিলার মুখ আকার নিচ্ছিল, কিন্তু কুয়াশা তা সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলল। এবং আর একবার কেউ আমার নিশ্বাসকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল। আমি জানতাম না কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি খুব বেশি ভাবনায় ডুবে ছিলাম। তোমাকে সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে, মাটি তোমার পায়ের ডগা দিয়ে স্পর্শ করতে হবে এবং এমনকি, সামনে হাত প্রসারিত করতে হবে। এই অনুশীলন থেকে আমি কোন আনন্দ পাচ্ছিলাম না। অথচ আমি ফিরে যাবার কথা ভাবছিলাম না, আমি আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে, আধঘণ্টা পরে, দূরে একটা নীল বাষ্প দেখতে পেলাম। এটাকে লক্ষ্য করে আমি শীঘ্র একটা বিরাট আলোর প্রান্তে এসে পৌছালাম। মাঝখানে, কুয়াশাকে আলোয় ভেদ করা কাফে ম্যাবলিকে আমি চিনতে পারলাম।
কাফে ম্যাবলির বারটা ইলেকট্রিক আলো আছে, কিন্তু দুটো জ্বালান ছিল, একটা কাউণ্টারের ওপরে, আর একটা ছাদের নীচে। একমাত্র পরিচারক আমাকে জোরে একটা অন্ধকার কোণে পাঠিয়ে দিল।
"এদিকে মসিয়ঁ, আমি পরিষ্কার করছি।"
তার একটা কোট পরা ছিল, সোয়েটার বা কলার ছিল না, একটা সাদা বেগুনি স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট ছিল। সে হাই তুলছিল, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আমার দিকে রাগতভাবে তাকাচ্ছিল।
"কালো কফি আর রোল।"

উত্তর না দিয়ে সে চোখ মুছল এবং চলে গেল। আমার চোখ পর্যন্ত ছায়ায় ছিল, বরফ-শীতল, নোংরা ছায়া। রেডিয়েটরটা বোধ হয় কাজ করছিল না। আমি একা ছিলাম না। মোমের রঙের একজন মহিলা আমার বিপরীত দিকে ছিলেন এবং অবিরত তার হাত কাঁপছিল, কখনও ব্লাউজ সমান করছিল, কখনও কালো টুপিটাকে সোজা করছিল। তার সঙ্গে সোনালী চুলের একজন লোক ছিল, সে কথা না বলে বান রুটী খাচ্ছিল। নীরবতা আমার ওপর চেপে বসল। আমি পাইপ ধরাতে চাইলাম, কিন্তু দেশলাই জ্বালালে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে আমার অস্বস্তি হবে। টেলিফোনটা বাজছে। হাত দুটো থেমে গেল; ব্লাউজ ধরে রইল। পরিচারক সময় নিল। সে শান্তভাবে ঝাঁট দেওয়া সেরে টেলিফোনটা ধরল। "হ্যালো, এটা কি মসিঁয় জর্জ? সুপ্রভাত, মসিঁয় জর্জ। হ্যাঁ, মসিঁয় জর্জ…মালিক এখানে নেই—হ্যাঁ, তিনি নামবেন: কিন্তু এরকম কুয়াশায়…তিনি সাধারণত আটটায় আসেন…হ্যাঁ, মসিঁয় জর্জ, আমি তাকে বলব, বিদায়, মসিঁয় জর্জ।"

ধূসর ভেলভেটের মত কুয়াশাটা জানালায় চেপে বসল। কাঁচে একটা মুখ ভেসে উঠে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহিলা কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল, "জুতোটা বেঁধে দাও।" "বাঁধাই আছে।" লোকটি না তাকিয়ে বলল।

মহিলা অস্থির হয়ে উঠল। তার হাত ব্লাউজের ওপরে ঘাড়ের ওপরে মাকড়সার মত নড়ল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার জুতোটা ঠিক কর।"

লোকটা ঝুঁকে বসল, বিরক্ত দেখাচ্ছিল আর টেবিলের তলায় মহিলার পা ছুঁল।

"হয়েছে।"

মহিলা তৃপ্তিতে হাসল। লোকটা পরিচারককে ডাকল।

"কত পাওনা হয়েছে"

"কটা বান রুটী?" পরিচারক জিজ্ঞাসা করল।

আমি চোখ এত নীচু করেছি যাতে ওদের দিকে না তাকাতে হয়। একটুক্ষণ বাদে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনলাম এবং একটা স্কার্টের প্রান্ত এবং শুকনো কাদা লাগা একজোড়া জুতো দেখতে পেলাম। লোকটির জুতো অনুসরণ করল, পালিশ করা এবং ছুঁচোলো। তারা আমার দিকে এল, থামল এবং পাশের দিকে চলে গেল। লোকটি কোট পরেছিল। এই সময় একটা শক্ত বাহুর শেষের হাত নীচের দিকে নামল; এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তারপর স্কার্টটা খামচে ধরল।

"রেডি ?" লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

হাতটা খুলে গেল এবং ডান জুতোর একটা বড় কাদার ছাপ স্পর্শ করল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোট রাখবার জায়গা থেকে লোকটি একটা স্যুটকেস তুলে নিয়েছে। তারা বেরিয়ে গেল, তারপর কুয়াশায় ডুবে গেল।

পরিচারক কফি নিয়ে এসে বলল, "ওরা থিয়েটারে আছে।"

"ওরা সিনে-পালেসে গুরুর অংশ অভিনয় করে। মহিলা চোখ বেঁধে নেয় এবং দর্শকদের মধ্যে লোকদের নাম বয়স বলে দেয়। ওরা আজ চলে যাচ্ছে। কারণ আজ শুক্রবার এবং প্রোগ্রাম পাল্টে যাচ্ছে।"

সে টেবিল থেকে যারা চলে গেছে তাদের রোলের প্লেটটা নেয়।

"বাদ দেও।"

আমার ঐ রোলগুলো খেতে ইচ্ছা ছিল না।

"আমাকে আলো নেভাতে হবে। একজন খদ্দেরের জন্য সকাল ৯ টায় দুটো আলো; মালিক আমাকে গালাগাল করবে।"

কাফেতে ছায়ার প্লাবন। মৃদু আলো, ধূসর আর বাদামী মিশে, ওপরের জানালায় পড়েছে।

"আমি মসিয়ঁ ফাসকেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি বৃদ্ধা মহিলাকে আসতে দেখিনি। ঠাণ্ডা বাতাসের এক দমক আমাকে কাঁপিয়ে দিল।

"মাদাম ফ্লোরেঁত আমাকে পাঠিয়েছেন "তিনি বললেন, "তিনি ভাল নেই। তিনি আজ আসবেন না।"

মাদাম ফ্লোরেঁত, লাল চুল মেয়েটি ক্যাশিয়ার।

"এই আবহাওয়া" বৃদ্ধা মহিলা বলল, "তার পেটের পক্ষে খারাপ।" পরিচারক ভারিক্কীর ভাব নেয়।

"কুয়াশা হয়েছে" সে উত্তর দিল, "মসিঁয় ফাসকেলের ঐ একই অসুবিধা। তিনি যে অসুস্থ হননি এতেই আমি অবাক হচ্ছি। কেউ ওকে টেলিফোন করেছিল। সাধারণতঃ তিনি আটটায় নাবেন।"

যান্ত্রিকভাবে বৃদ্ধা ছাদের দিকে তাকাল।

"তিনি কি উঠেছেন ?"

"হ্যাঁ, ওইটে তাঁর ঘর।"

একটানা স্বরে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, বৃদ্ধা বলল,

"ধর, তিনি মারা গেছেন…"

"তাহলে…" পরিচারকের মুখে স্পষ্ট রাগ ফুটে উঠল।

"এরকম কখনও না।"

ধর তিনি মারা গেছেন…এই ধারণা আমি ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

এরকম ধারণা কুয়াশা-ঘন দিনগুলিতেই মাথায় আসে।

বৃদ্ধা মহিলা চলে গেল। আমারও এরকম করা উচিত ছিল, ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার ছিল। কুয়াশা দরজার নীচে পরিশ্রুত হয়ে আসছিল, আস্তে আস্তে উঠছিল এবং সব কিছুকে বিদ্ধ করছিল। লাইব্রেরীতে আলো এবং উত্তাপ পেতাম।

আবার একটা মুখ এল এবং জানালায় ঠেসে রইল, একটা ভঙ্গী করল।

"দাঁড়াও," পরিচারক রেগে বলল এবং দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি একা ছিলাম। ঘর থেকে বেরুনোর জন্য নিজেকে তিরস্কার করলাম। কুয়াশা এর মধ্যে তাকে ভর্তি করে দিত; ফিরে যেতে আমার ভয় হত।

ক্যাশিয়ারের টেবিলের পেছনে ছায়াতে একটা শব্দ হল। ওটা 'প্রাইভেট' সিঁড়ি থেকে এল; ম্যানেজার কি শেষে নেমে আসছে? না; কেউ না, সিঁড়িগুলো নিজেরাই শব্দ করছিল। মসিয়ঁ ফাসকেল এখনও ঘুমোচ্ছেন। নাহলে তিনি মারা গেছেন, ওখানে মাথার ওপরে। এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে বিছানায় মৃত—কাগজের ছোট শিরোনামা; কাফেতে খদ্দেররা কিছু সন্দেহ না করে খেয়ে চলেছে।

কিন্তু তিনি কি এখনও বিছানায়? তিনি কি চাদরগুলো সঙ্গে নিয়ে পড়ে যাননি, মেঝেতে তার মাথা ঠুকে যায়নি?

আমি মসিয়ঁ ফাসকেলকে ভাল চিনি, তিনি মাঝে মাঝে আমার স্বাস্থ্যের খবর নেন। মোটাসোটা স্ফূর্তিবাজ মানুষ, দাড়িটা যত্নে আঁচড়ান; যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন, 'স্ট্রোকে' মারা যাবেন। তার মুখ থেকে জিভটা বেরিয়ে থাকবে, বেগুনের মত তার রঙ হবে। দাড়িটা বাতাসে, কাঁধটা কোঁকড়া চুলের নীচে বেগুনী।

'প্রাইভেট' সিঁড়িটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আমি সিঁড়ির মাঝের থামটা দেখতে পাচ্ছিনা। এই ছায়াটা পেরুতে হবে। সিঁড়িতে শব্দ হবে। ওপরে, আমি ঘরের দরজাটা দেখতে পাব।

দেহটা আমার মাথার ওপরে। আমি সুইচটা 'অন' করে দেব, আমি তার উষ্ণ চামড়া স্পর্শ করব দেখতে…আর ভাবতে পারছিনা। আমি উঠি। পরি-

চারক সিঁড়িতে আমাকে দেখলে, তাকে বলব, আমি একটা শব্দ শুনেছি।
পরিচারক হঠাৎ ঢুকল, তার শ্বাসরুদ্ধ।
"হ্যাঁ, মসিয়ঁ" সে চীৎকার করল।
গবেট ! সে আমার দিকে এগিয়ে এল।
"ছ ক্রাঁ।"
"আমি ওপরে একটা শব্দ শুনলাম।" আমি তাকে বললাম।
"সময় হয়ে এল।"
"হ্যাঁ, কিন্তু মনে হয়, খারাপ কিছু হয়েছে ; দম বন্ধ হয়ে আসছে এরকম শোনা গেল, তারপর পড়ার শব্দ।"
অন্ধকার কাফেতে, জানালার পেছনে কুয়াশা আছে, এরকম অবস্থায় এটা স্বাভাবিক মনে হল।
আমি চালাকি করে বললাম, "তোমার ওপরে গিয়ে দেখা উচিত !"
"ওঃ, না !" সে বলল, তারপর "আমার ভয়, আমাকে গালাগাল দেবে। কটা বাজে ?"
"দশটা"
"সাড়ে দশটায় যদি তিনি নীচে না নামেন, আমি ওপরে যাব।"
আমি দরজার দিকে এগোলাম।
"আপনি যাচ্ছেন ? আপনি থাকছেন না ?"
"না।"
"শব্দটা কি মারা যাওয়ার মত হল ?"
"আমি জানি না," আমি বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, "হয়ত আমি এ রকম ভাবছিলাম।"
কুয়াশা একটু পাতলা হয়েছে। আমি রু্য টুর্নব্রাইডের দিকে দ্রুত গেলাম। আমি এর আলো চাইছিলাম। হতাশ হলাম ; আলো ছিল, দোকানের জানালাগুলো থেকে বিন্দু বিন্দু আসছিল। কিন্তু এটা আনন্দের আলো ছিল না। সবটাই পুরো সাদা ছিল কুয়াশার জন্য এবং তোমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝর ঝর করে পড়ছিল।
চারধারে অনেক লোক, বিশেষ করে মহিলারা, চাকরানী, ঠিকে কাজের লোক, বাড়ির কর্ত্রীরাও, যারা বলে, "আমরা নিজেরাই কেনা কাটা করি, এটাই বেশি নিরাপদ।" জানালায় প্রদর্শিত বস্তু গুলো তারা ঘ্রাণ নিল এবং শেষে ভেতরে গেল।

আমি জুলিয়েনের মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। কাঁচের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে দেখলাম একটা হাত শূয়োরের পাগুলোকে সজ্জি দিয়ে তৈরী করছে ও সসেজ বানাচ্ছে। তারপর একটা মোটা সোনালী চুলের মেয়ে নীচু হল, তার বুক দেখা যাচ্ছিল, মৃত মাংসের একটা খণ্ড তার আঙ্গুলের মধ্যে তুলে নিল। ওখান থেকে পাচ মিনিটের পথ, মসিয়ঁ ফাস্কেল তার ঘরে মরে আছেন।
চারদিকে একটা সাহায্যের জন্য তাকালাম, আমার চিন্তার আশ্রয়। কেউ ছিল না; আস্তে আস্তে কুয়াশা সরে গেল, কিন্তু পেছনে রাস্তায় কিছু অস্থির জিনিষ রয়ে গেল। হয়ত বাস্তব কোন ভয় নয়; ওটা পাণ্ডুর স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু এইটেই আমাকে শেষ পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দিল। আমি জানালায় মাথাটা রাখলাম, ভরা ডিমের মেয়োনিজের ওপরে আমি একটা কাল লাল ফোঁটা দেখতে পেলাম; ওটা রক্ত। হলুদের ওপরে লাল আমাকে অসুস্থ্য করে দিল, পেটে তা অনুভব করলাম।
হঠাৎ আমার একটা সাক্ষাৎ দর্শন হল; কেউ একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে এবং ডিসের মধ্যে রক্ত ঝরছিল। ডিমটা রক্তে মাখা হয়ে গেছে; টমেটোর এক স্লাইস যা সব কিছুর ওপরে ছিল খসে গেছে এবং চিৎ হয়ে পড়ে গেছে, লালের ওপর লাল। মেয়োনিজ একটু গড়িয়ে গেছে; হল্‌দ স্রোত রক্তের ধারাকে দু হাতে ভাগ করেছে।
"এটা খুবই বাজে, আমাকে ঠিক হয়ে থাকতে হবে। আমি লাইব্রেরীতে কাজ করতে যাচ্ছি।"
কাজ? আমি খুব ভাল করে জানতাম আমার আর এক লাইনও লেখা উচিত নয়। আর একটা দিন নষ্ট হল। পার্কটা পার হয়ে আমি একটা বিরাট নীলরঙের খোলা কোট দেখতে পেলাম, আমি সাধারণতঃ যেখানে বসি সেখানে স্থির হয়ে আছে। ওখানে কেউ আছে। যার ঠাণ্ডা লাগছে না।
আমি যখন পাঠ কক্ষে প্রবেশ করলাম স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ঠিক তখুনি বেরিয়ে আসছে। সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল:
"মসিয়ঁ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার ছবিগুলো আমাকে বহু অবিস্মরণীয় প্রহর কাটাতে দিয়েছে।"
তাকে দেখে আমি আশার আলো পেলাম। আজকের দিন পেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে। কিন্তু স্বশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তোমাকে কেবল দুজন বলে মনে হবে।
সে একটা ভাঁজ করা বইএর ওপর শব্দ করছিল। বইটা ধর্মের ইতিহাস।
"মসিয়ঁ, নুকাপ্‌লের থেকে আরও বেশি যোগ্য কেউ এই সমন্বয় করতে পারত

না? তাই কি সত্য না?"
তাকে ক্লান্ত মনে হল, এবং তার হাত কাঁপছিল।
"আপনাকে অসুস্থ্য দেখাচ্ছে," আমি বললাম।
"আঃ মসিয়ঁ, সেরকম মনে হচ্ছে। একটা বিশ্রী জিনিষ ঘটে গেছে।"
পাহারাদার আমাদের দিকে এল ঝগড়াটে ছোট খাট কর্সিকান,ড্রাম মেজরের মত বড় গোঁফ। সে টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে পুরো সময়টা ঘুরে বেড়ায়। তার জুতোয় শব্দ ওঠে। শীতে রুমালে থুথু ফেলে। তারপরে স্টোভে শুকিয়ে নেয়।
স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আমার খুব কাছে এসে মুখের ওপর নিশ্বাস ফেলতে লাগল।
"আমি এ লোকটার সামনে কিছু বলব না, সে গোপনে বলল,
"মসিয়ঁ যদি…"
"যদি কি?'
সে লজ্জা পেল, আর তার ঠোঁট সুন্দরভাবে নডল।
"মসিয়ঁ, আঃ মসিয়ঁ ঠিক আছে, আমি টেবিলে সব তাস ফেলে দিচ্ছি। আপনি বুধবার মধ্যাহ্নভোজে আমার সঙ্গে আহার করে আমাকে সম্মানিত করবেন কি?"
"আনন্দের সঙ্গে।"
ওর সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছে আমার ততটাই ছিল, যতটা নিজেকে ঝোলানর।
"আমি এতে খুশি, স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বলল। সে তাড়াতাড়ি যোগ করল, "আপনার হোটেল থেকে আপনাকে তুলে নেব যদি আপনি চান।" তারপর চলে গেল, নিশ্চয়ই ভীত হয়ে যে, আমাকে সময় দিলে মত পাল্টে ফেলব।
এখন সাড়ে এগারটা। আমি পৌনে দুটো পর্যন্ত কাজ করলাম। আশানুরূপ কাজ নয়, আমার হাতে একটা বই ছিল। কিন্তু আমার চিন্তা বারে বারে কাফে ম্যাবলিতে ফিরে যাচ্ছে। মসিয়ঁ ফাস্‌কেল কি এর মধ্যে নীচে এসেছেন? মনে মনে আমি বিশ্বাস করিনি যে তিনি মারা গেছেন এবং এইটেই আমাকে বিরক্ত করছিল, এটা একটা ভাসমান ধারণা আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম অথবা অবিশ্বাস করতে। কর্সিকানের জুতো মেঝেয় শব্দ করছিল। কয়েক বার সে এসেছে এবং আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। যেন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু সে মত পাল্টাল এবং চলে গেল।
শেষ পাঠকরা একটা নাগাদ চলে গেছে। আমি ক্ষুধার্ত হইনি, তাছাড়া আমি যেতেও চাইনি। আমি একটু বেশি কাজ করলাম, তারপর উঠে দাঁড়ালাম।
নীরবতায় আবৃত মনে হল নিজেকে।
মাথা তুললাম, আমি একা। কর্সিকান নিশ্চয়ই নীচে তার স্ত্রীর কাছে গেছে

যে লাইব্রেরীর দেখা শোনা করে। তখন স্টোভে কয়লা দেওয়ার শব্দ শুনলাম। কুয়াশায় ঘরটা ভরে গেছে, আসল কুয়াশা নয়। তা অনেক আগেই চলে গেছে—আর একটা, যাতে রাস্তাগুলো ভর্তি, যা দেয়াল ও ফুটপাথ থেকে আসে। অচেতন বস্তুর অসঙ্গতি। বইগুলো সেখানে তখনও ছিল, বর্ণমালা অনুযায়ী শেলফে সাজান রয়েছে, তাদের বাদামী এবং কালো পৃষ্ঠদেশ নিয়ে আর ওপরে লেবেল লাগান আছে ইউ, পি, আই, এফ, ৭'৯১৬ (সাধারণের ব্যবহারের জন্য—ফরাসী সাহিত্য—) অথবা ইউ পি এস এন (সাধারণের ব্যবহারের জন্য—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)। কিন্তু…আমি এটা কি করে বোঝাব? সাধারণতঃ শক্তিশালী এবং গুছিয়ে রাখা, স্টোভের ধারে, সবুজ আলো, বড় জানালা, মইগুলো, সব ভবিষ্যতের বাঁধ। যতক্ষণ তুমি এই দেয়ালগুলোর মধ্যে আছ, যাই ঘটুক স্টোভের বাঁ দিকে বা ডান দিকে হবে। সেণ্টডেনিস নিজে হাতে মাথা নিয়ে আসতে পারতেন এবং তাকেও ডান দিক দিয়ে ঢুকতে হবে, ফরাসী সাহিত্যের শেলফগুলো এবং মহিলা পাঠিকাদের জন্য সংরক্ষিত টেবিলগুলির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হবে। এবং তিনি যদি মেঝে স্পর্শ না করেন, তিনি যদি মেঝে থেকে দশ ইঞ্চি ওপরে ভাসেন, তার রক্তাক্ত ঘাড় বইএর তৃতীয় সেলফের সমান স্তরে হবে। এই ভাবে এই বস্তুগুলো অন্ততঃ সম্ভাব্যতার সীমাকে স্থির করে।

আজ তারা কিছুই স্থির করছেনা; মনে হল, তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যেতে পারে, একক্ষণ থেকে অন্যক্ষণে অস্তিত্বে অব্যাহত থাকতে তাদের যেন সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হচ্ছিল। আমি যে বইটা পড়ছিলাম সেটা হাতে জোরে চেপে ধরে রাখলাম; কিন্তু তীব্রতম সংবেদনগুলো মৃত হয়ে গেল। কিছুই সত্য মনে হল না; আমার চারপাশে কাগজের দৃশ্য যা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। জগত শ্বাসরোধ করে অপেক্ষা করছিল। নিজেকে ক্ষুদ্র করে ফেলেছে—একটা আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছিল। এর বমিভাব, মসিঁয় অ্যাকিলের সেদিনের মত।

উঠে পড়লাম। এই সব অস্বাভাবিক বস্তুগুলোর মধ্যে আমি আর থাকতে পারছিলাম না। আমি জানালায় কাছে গেলাম, এবং ইমপেট্রাজের মাথার দিকে তাকালাম। বিড় বিড় করে বললাম: যা কিছু ঘটতে পারে, যা কিছু। কিন্তু স্পষ্টতঃ তা ভয়ঙ্কর কিছু হবে না, অন্তত মানুষ যে রকম আবিষ্কার করে সে রকম নয়। ইমপেট্রাজ নিশ্চয়ই পাদপীঠের ওপর নাচতে শুরু করবে না, এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার হবে।

সন্ত্রস্ত হয়ে এই সব অনিত্য সত্তার দিকে আমি তাকালাম যা এক ঘণ্টার মধ্যে,

এক মিনিটে হয়ত গুঁড়িয়ে যাবে ; হ্যাঁ, আমি ওখানে, বইগুলোর মধ্যে অবস্থান করছিলাম। জ্ঞানে সঙ্কিত যেগুলি পশু-প্রজাতির শাশ্বত প্রকারগুলি বর্ণনা করছিল, এইটে ব্যাখ্যা করছিল শক্তির যথাযথ পরিমাণ বিশ্বে ঐক্যবদ্ধ থাকে। আমি ওখানে ছিলাম, একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে যার কাঁচগুলোর একটা নির্দিষ্ট প্রতিসরণ ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কি দুর্বল বাধাগুলি। আমার মনে হয় আলসেমির জন্যই পৃথিবী দিনের পর দিন একই রকম। আজ যেন পরিবর্তিত হতে চাইছে। এবং তারপর, **যে কোন কিছু যা কিছু** ঘটতে পারে।

আমার নষ্ট করার সময় নেই। কাফে ম্যাবলির ঘটনাটা এই অস্বস্তির মূলে। আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে, মসিঁয় ফাসকেল বেঁচে আছেন দেখতে হবে। তার দাড়ি অথবা হাত প্রয়োজন হলে স্পর্শ করতে হবে। হয়ত তখন আমি মুক্ত হব।

আমি ওভারকোটটা নিলাম এবং কাঁধের ওপর ফেললাম। আমি দৌড়ে পালালাম। পাবলিক গার্ডেন পেরিয়ে আবার নীল কোটে ঢাকা সেই লোকটাকে দেখলাম। তার সে রকম মড়ার মত সাদা মুখ, দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা লাল কান ছিল।

কাফে ম্যাবলি দূরে জ্বলজ্বল করছিল : এবারে নিশ্চয়ই বারটা আলো জ্বলেছে। আমি দ্রুত এগোলাম। আমাকে এটা কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রথমে বড় জানালা দিয়ে ভিতরে তাকালাম, জায়গাটা জনশূন্য। ক্যাশিয়ার ছিল না, পরিচারকও না—কিংবা মসিয়ঁ ফাসকেল। ভেতরে যেতে বেশ কষ্ট করতে হল, আমি বসলাম না। চীৎকার করলাম, "ওয়েটার।" কেউ উত্তর দিল না। টেবিলের ওপর একটা খালি কাপ। প্লেটে খানিকটা চিনি।

"কেউ এখানে আছে ?"

একটা পেরেক থেকে একটা ওভারকোট ঝুলছে। একটা ছোট টেবিলে কাল কার্ডবোর্ডের বাক্সে ম্যাগ্যাজিনগুলো জমা করা ছিল। তুচ্ছতম শব্দের জন্য আমি সতর্ক হয়ে ছিলাম, শ্বাস বন্ধ করেছিলাম। প্রাইভেট সিঁড়িটা একটু একটু শব্দ করছিল। বাইরে কুয়াশার সতর্ক বাণী শুনলাম। পেছন ফিরে হেঁটে বেরিয়ে এলাম, চোখটা সিঁড়ি থেকে একবারও সরল না।

আমি জানি : বেলা দুটোয় খুব কম খদ্দেরই আসে। মসিয়ঁ ফাস্‌কেলের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। তিনি নিশ্চয়ই পরিচারককে কোন কাজে পাঠিয়েছেন—
—হয়ত ডাক্তার ডাকতে। হ্যাঁ, কিন্তু মসিয়ঁ ফাসকেলকে দেখা আমার দরকার ছিল। রু্য টুর্নব্রাইডে আমি পেছন ফিরলাম, গন্ধ ছড়ান জনহীন কাফেটাকে

বিরক্তির সঙ্গে দেখলাম। দোতালার জানালার ঢাকাগুলো নামান।

একটা সত্যিকারের ভয় আমাকে পেয়ে বসল। আমি কোথায় যাচ্ছিলাম জানি না। আমি ডকের ধারে দৌড়ালাম, কোভোয়াসিস জেলার জনহীন রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। বাড়িগুলো শোকার্ত চোখ নিয়ে আমার পালিয়ে যাওয়া দেখল। উদ্বেগের সঙ্গে আবার বললামঃ কোথায় যাব? যে কোন কিছু ঘটতে পারে। মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ডে শব্দ হওয়ায় আমি হঠাৎ ডানদিকে পেছন ফিরলাম। আমার পেছনে কি হচ্ছিল? হয়ত আমার পেছনে শুরু হবে এবং আমি যখন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াব, তখন দেরী হয়ে যাবে। যতক্ষণ আমি বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকব, ততক্ষণ কিছু হবে না।

আমি যতটা পারি তাদের দিকে তাকালাম, ফুটপাথ, বাড়ি, গ্যাসের আলো; আমার চোখ দ্রুত একটা থেকে আর একটায় যাচ্ছিল, তাদের অজানতে ধরে ফেলতে তাদের রূপ বদলের মাঝে থামিয়ে দিতে। তাদের খুব একটা স্বাভাবিক মনে হল না; কিন্তু জোরের সঙ্গে নিজেকে বললাম, এইটে গ্যাসলাইট এটা খাবার জলের ঝরণা, এবং আমার দৃষ্টি দিয়ে তাদের প্রতিদিনের চেহারায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। কয়েকবাব আমার চেষ্টায় আমি বাধা পেলাম। কাফে দেজ্ ব্রেঁত, বার দ্য লা মেরিন। আমি থামলাম, তাদের লালচে নেটের পর্দার সামনে ইতস্ততঃ করলাম। হয়ত এইসব সুরক্ষিত জায়গাগুলো বাদ গেছে, হয়ত গতকালের জগতের কিছু তারা এখনও আলাদাভাবে, বিস্মৃত হয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু আমাকে দরজা ঠেলতে হবে এবং ভেতরে ঢুকতে হবে। আমি সাহস করলাম না, আমি যেতে লাগলাম। বাড়ির দরজাগুলো আমাকে বিশেষভাবে ভয় দেখাতে লাগল। আমার ভয় হল সেগুলো আপনা থেকে খুলে যাবে। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে শেষ করলাম।

হঠাৎ কোয়ে দেজ বেসিন দ্যু নর্দ-এ এসে হাজির হলাম। মাছধরার নৌকা, এবং ছোট শালতি। পাথরে খোদাই একটা গোলকে পা রাখলাম। এখানে বাড়িগুলো থেকে দরজাগুলো থেকে অনেক দূরে আমি এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পাব। কালো বিন্দু বিন্দু শান্ত জলে একটা ছিপি ভাসছিল।

"আর জলের নীচে? তুমি এটা ভাবনি জলের নীচে কি হতে পারে?" একটা দৈত্য? বিরাট কচ্ছপের পিঠ? কাদায় ডোবা? এক ডজন থাবা কিংবা ডানা থকথকে কাদায় কষ্ট করছে। দৈত্যটা উঠছে। আমি কাছে গেলাম, জলের নীচে প্রত্যেকটা ঘূর্ণী এবং আলোড়নকে লক্ষ্য করতে। কালো বিন্দুগুলোর মাঝখানে ছিপিটা স্থির রইল।

তারপর কথাবার্তা শুনলাম। আমি ফিরলাম এবং আবার আমার দৌড় শুরু করলাম।

রু্য কাস্তিগ লিয়োনে দুটো লোক কথা বলছিল, তাদের ধরে ফেললাম। পায়ের শব্দে তারা ভীষণ চমকে উঠল এবং দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল। তাদের শঙ্কিত চোখ আমার ওপরে দেখতে পেলাম, আমার পেছনে তারা আরো কিছু আসছে কিনা দেখল। ওরা কি আমার মত? ওরাও কি ভীত? যেতে যেতে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আর একটু হলে আমরা কথা বলতাম। কিন্তু দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল, এরকম দিনে তুমি যার তার সঙ্গে কথা বলতে পার না।

রু্য বুলিবেতে আমি নিজেকে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে অবস্থায় দেখতে পেলাম। দান দেওয়া হয়ে গেছে। আমি লাইব্রেরীতে ফিরে যাচ্ছি, একটা উপন্যাস নেব এবং পড়বার চেষ্টা করব। টুপিঢাকা লোকটিকে পার্কের রেলিং এর ধার দিয়ে যাবার সময় দেখলাম। সে জনহীন পার্কে তখনও ছিল। তার নাকটা কানের মত লাল হয়ে উঠেছে।

আমি গেটটা ঠেলে খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার মুখের ভাব আমাকে থামিয়ে দিল। সে চোখ দুটো কোঁচকাল এবং বোকার মত ভান করে একটু হাসল। কিন্তু একই সময়ে সামনের কোন কিছুর দিকে সোজাভাবে তাকিয়ে থাকল। আমি হঠাৎ পেছনে ফিরে কঠোরভাবে এবং জোরালোভাবে তাকিয়েও তা দেখতে পেলাম না।

উল্টোদিকে একটি বছর দশেকের ছোট মেয়ে একটা পা তুলে, মুখটা একটু খোলা মুগ্ধভাবে তাকে লক্ষ্য করছিল, তার স্কার্টটা সে অস্থিরভাবে টানছিল, তার তীক্ষ্ণ মুখটা সামনের দিকে এগোন ছিল।

লোকটা নিজের মনে হাসছিল, যে সে একটা কৌতুক করতে যাচ্ছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তার কোটের পকেটে হাত ঢোকাল, কোটটা পা অবধি পড়েছে। দুপা সে এগিয়ে গেল, চোখ দুটো ঘুরছে। আমার মনে হল সে পড়ে যাবে। কিন্তু সে নিদ্রাচ্ছন্নের মত হাসতে থাকল।

আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম; কোটটা। আমি থামাতে চাইলাম। কাশি দেওয়া কিংবা গেট খোলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ছোট মেয়েটার মুখ আমাকে আবিষ্ট করল। তার শরীরটা যেন ভয়ে আঁকা রয়েছে এবং তার হৃৎপিণ্ড নিশ্চয়ই ভীষণভাবে কাঁপছিল; অথচ আমি ওই ইঁদুরের মত মুখে শয়তানি এবং শক্তিশালী কিছু পড়তেও পারলাম। এটা ঠিক কৌতুহল ছিল না, বরং একটা নিশ্চিত প্রত্যাশা ছিল। আমি নিজেকে ক্ষমতাহীন অনুভব করলাম; আমি

বাইরে ছিলাম, পার্কের প্রান্তে তাদের ছোট নাটকের বর্হিদেশে ছিলাম। কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি তাদের ইচ্ছার আশ্চর্য শক্তির বশে বদ্ধ ছিল, তারা যেন একটা যুগল তৈরী করেছিল। আমি শ্বাস বন্ধ করে থাকলাম। আমি দেখতে চাইলাম ঐ ক্ষুদে মুখে কিভাব ফুটে উঠবে, যখন লোকটা, আমার পেছনে, তার কোটের ডানাগুলোকে বিছিয়ে দেবে।

কিন্তু হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ছোট মেয়েটা মাথা নাড়ল এবং দৌড়াতে শুরু করল। কোট পরা লোকটা আমায় দেখেছে ; তাই তাকে থামিয়েছে। এক সেকেণ্ডের জন্য সে রাস্তার মাঝখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পিঠটা নুয়ে চলে গেল। তার কোটটা দুদিকে ঝাপটাতে লাগল।

আমি গেটটা খুললাম এবং এক লাফে তার পাশে গেলাম।

"ওহে" আমি চীৎকার করলাম।

সে কাঁপতে শুরু করল।

"শহরের ওপরে একটা বিরাট ভয় চেপে আছে," আমি শান্তভাবে বললাম এবং চলতে লাগলাম।

আমি পাঠ-কক্ষে গেলাম এবং একটা টেবিল থেকে "শাক্রস্ দ্য পারমে" নিলাম। আমি পড়ায় নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করলাম, স্তাঁদালের স্বচ্ছ ইতালিয়ানে আশ্রয় খুঁজলাম। মাঝে মাঝে আমি সফল হলাম, দমকে দমকে, ছোট কাল্পনিক প্রত্যক্ষে, তারপর আবার আজকের ভয়ের দিনে পড়ে গেলাম। উল্টো দিকে, একজন বৃদ্ধ তার গলা পরিষ্কার করছিল, একজন যুবক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে স্বপ্ন দেখছিল।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, জানালাগুলো কাল হয়ে গেছে। আমরা চারজন ছিলাম, কর্সিকানকে বাদ দিয়ে, সে লাইব্রেরীতে নতুন বইতে স্ট্যাম্প মারছিল। ছোট খাট বৃদ্ধটি ছিল। সোনালী চুলের যুবক, একটি মেয়ে তার ডিগ্রীর জন্য কাজ করছিল—আর আমি। মাঝে মাঝে আমাদের একজন চোখ তুলে তাকাবে, দ্রুত ঘৃণাভরে অন্য তিনজনকে দেখে নেবে, যেন সে তাদের ভয়ে ভীত। একবার বৃদ্ধ হাসতে শুরু করল ; আমি মেয়েটিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে দেখলাম। কিন্তু তার উল্টানো বই-এর নামটা দেখে নিয়েছি ; একটা হাল্কা উপন্যাস।

সাতটা বাজতে দশ মিনিট। হঠাৎ মনে হল, লাইব্রেরী সাতটায় বন্ধ হয়। আবার আমি শহরে পরিত্যক্ত হতে চলেছি। কোথায় যাব? কি করব?

বৃদ্ধ তার বইটা শেষ করেছে। কিন্তু সে গেল না। সে তীব্র নিয়মিত তালে টেবিলে টোকা মারতে লাগল।

আর পাদপীঠের ওপর একটা গ্রীক দেবতায় মূর্তি দেখলাম। এটা ছিল বানার্ড পালিসি কক্ষ। সেরামিক এবং গৌণ শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু সেরামিক্সে আমি আনন্দ পাই না। একজন মহিলা এবং ভদ্রলোক সকালে সম্ভ্রমের সঙ্গে পোড়া মাটির জিনিষগুলো দেখছিল।

প্রধান কক্ষের দরজার ওপরে—সালোঁ বোরজুরিন রেনোদাস—কেউ নিশ্চয়ই কিছু আগে একটা বড় ক্যানভাস ঝুলিয়ে দিয়েছে, আমি সেটা চিনতে পারলাম না। এটাতে সই ছিল, "রিচার্ড সেভেরাণ্ড" এবং ছবির নাম ছিল, "কুমারের মৃত্যু।" এটা রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়েছে।

কোমর পর্যন্ত নগ্ন, দেহটা মৃতের মত একটু সবুজ, কুমার শুয়েছিল এমন শয্যায় যা তৈরী হয়নি। চাদর এবং কম্বলগুলোর এলোমেলো অবস্থা একটা দীর্ঘ মৃত্যুর আর্তনাদের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। আমি মস্যিঁয় ফাসকেলের কথা ভেবে হাসলাম। কিন্তু তিনি একা ছিলেন না, তার মেয়ে দেখাশোনা করছে ক্যান-ভাসে, তার সঙ্গিনী কুমারী, তার চেহারায় পাপের চিহ্ন, একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেলেছে এবং টাকা গুনছিল। একটা গোলা দরজার টুপি পরা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে, তার নীচের কাছে একটা বেড়াল উদাসীনভাবে দুধ চাটছে।

লোকটা কেবল নিজের জন্য বেঁচেছে। একটা কঠোর এবং যথোচিত শাস্তির দরুন কেউ তার চোখ বন্ধ করতে শয্যাপার্শ্বে আসেনি। এই ছবিটা আমাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিল; এখনও সময় আছে, আমি আমার পথে ফিরে পেতে পারি। কিন্তু আমি যদি কান বন্ধ করে থাকি, আমাকে আগে সাবধান করা হয়েছে, যে ঘরে আমি ঢুকতে যাচ্ছি তার দেয়ালে একশ পঞ্চাশটার বেশি ছবি ছিল। কয়েকজন তরুণ বয়সীকে বাদ দিলে। যারা পরিবার থেকে অকালে বিচ্ছিন্ন হয়েছে—তাদের এবং একটি বোর্ডিং স্কুলের মাদার সুপিরিয়রকেও ধরতে হবে যাদের ছবি আঁকা হয়েছে, তারা কেউ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়নি, সন্তানহীন অবস্থায় বা উইল না করে মারা যায়নি। সকলেরই শেষকৃত্য হয়েছে। তাদের আত্মা সেদিন এবং অন্যদিন ঈশ্বরের সঙ্গে এবং জগতের সঙ্গে শান্তিতে ছিল, এই লোকগুলি চুপি চুপি মৃত্যুতে প্রস্থান করেছে সেই অনন্ত জীবনের অংশ দাবী করতে যাতে তাদের অধিকার ছিল।

কারণ তাদের সব কিছুতে অধিকার ছিল; জীবনে, কাজে, সম্পদে, আদেশে, সম্মানে, এবং শেষে, অমরত্বে।

এক মুহূর্ত সময় নিলাম নিজেকে গুছিয়ে নিতে এবং সংযত করতে। একজন

পাহারাদার জানালার কাছে ঘুমোচ্ছিল। একটা পাণ্ডুর আলো, জানালার ওপর থেকে পড়ে, ছবিগুলোর ওপর চকমক্ করছিল। এই বড় আয়তাকৃতি কক্ষে কিছুই সজীব ছিল না, একটি বেড়াল বাদ দিয়ে, আমার আসায় সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি দেড়শ জোড়া চোখের দৃষ্টি অনুভব করলাম। বোভিলের ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত সকলেই সেখানে ছিলেন, পুরুষ এবং নারী যত্নের সঙ্গে তাদের এঁকেছেন রেনোদাস এবং বোরদুরিন।
পুরুষরা সেন্ট সেসিল ছ লা মের গড়ে তুলেছে। ১৮৮২তে তারা জাহাজ মালিক-দের এবং বণিকদের এক সংস্থা গড়ে তোলে "শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত ব্যক্তিকে একটি শক্তিশালী সঙ্ঘে দলবদ্ধ করতে জাতীয় পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করার জন্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলগুলিকে আয়ত্তে রাখার জন্য...।" তারা বোভিলকে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযুক্ত বন্দরে পরিণত করেন কয়লা এবং কাঠ নামানর জন্য। জাহাজঘাটা লম্বা এবং চওড়া করা তাদের কাজ। তারা জাহাজ থামার শেষ স্থলটি প্রসারিত করে এবং অবিরত পরিষ্কার করে অল্প-জোয়ারে নোঙ্গর ফেলার গভীরতাকে ১০·৭ মিটারে পরিণত করল। কুড়ি বছরে, মাছধরার নৌকাগুলোর মাছের পরিমাণ ৫০০০ ব্যারেল থেকে বেড়ে ১৮০০০ এ বেড়ে গেল, তারা এর জন্য ধন্যবাদার্হ। কোন রকম আত্মত্যাগ করা বন্ধ না করে তারা নিজেদের উদ্যোগে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল তাদের উন্নতিতে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং পেশাগত কেন্দ্র গড়ে তুলল এগুলি, তাদের উন্নত সুরক্ষায় বিকাশলাভ করল। তারা ১৮৯৮ এর জাহাজ ধর্মঘট ভেঙে দিল এবং তাদের সন্ততিদের হাতে ১৯১৪তে দেশকে দান করল।
মহিলারা, এই সমস্ত সংগ্রামীদের যোগ্য সহায়ককারীনিরা, শহরের বেশির ভাগ দাতব্য এবং মানবকল্যাণমূলক সংগঠনগুলি গড়ে তুলল। কিন্তু সবার ওপরে, ছিল স্ত্রী এবং মা। তারা সন্তান পালন করল, তাদের অধিকার ও কর্তব্য ধর্ম এবং যে ঐতিহ্য ফ্রান্সকে মহান করেছে তার প্রতি সম্মান শেখান।
এই সব ছবিগুলোর সাধারণ রঙ কালো বাদামী ঘেঁষা। উজ্জ্বল রঙ বাদ দেওয়া হয়েছে রুচিবোধ থেকে। যাই হোক, রেনোদাসের ছবিগুলোতে, তার বৃদ্ধদের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল, তুষারশুভ্র কেশ এবং জুলফি গাঢ় কালো পটভূমির পাশে স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। হাত আঁকাতে তার কৃতিত্ব ছিল। বোরদুরিনতত্ত্বে কিছুটা দুর্বল ছিল, হাতগুলোর ওপর নজর দেয়নি, কিন্তু কলারগুলো শ্বেত-পাথরের মত জ্বলজ্বল করছিল।
খুব গরম ছিল; পাহারাদার আস্তে আস্তে নাক ডাকাচ্ছিল। আমি দেয়ালের

চারপাশে তাকালাম, আমি হাত এবং চোখ দেখতে পেলাম। এখানে ওখানে একটা আলোকবিন্দু একটা মুখকে মুখে দিয়েছিল। আমি যখন অলিভিয়ের ব্লেভিগণের ছবির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, কিছু আমাকে ধরে রাখল, কার্নিসের অনন্তকরণ থেকে কণিক প্যাসমে আমার ওপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানল। সে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, মাথাটা একটু পেছন দিকে নোয়ান ; এক হাতে একটা টপ্ হ্যাট এবং গ্লাভস্ তার মুক্তা-ধূসর প্যান্টের বিপরীতে ধরা ছিল। আমি একটু প্রশংসা না করে পারলাম না। তার মধ্যে সাধারণ কিছু দেখতে পেলাম না, এমন কিছু নয়, যা সমালোচনা করা যেতে পারে ; ছোট পা, সরু হাত, মল্লযোদ্ধার চওড়া কাঁধ, একটু খেয়ালীপনার ইঙ্গিত। দর্শকদের ভদ্রভাবে সে ভাঁজহীন মুখের পবিত্রতা তুলে দিত ; হাসির ছায়া ঠোঁটের ওপর খেলে যেত। কিন্তু তার ধূসর চোখে কখনও হাসি ছিল না। তার বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ কিন্তু ত্রিশের মত তার তারুণ্য এবং সজীবতা ছিল। সে সুন্দর ছিল। আমি তার দোষ খোঁজা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সে আমাকে ছাড়ল না। আমি তার চোখে একটা শান্ত এবং অপ্রশমিত বিচার দেখতে পেলাম।

তখন আমি বুঝতে পারলাম কি আমাদের আলাদা করে রেখেছে, আমি যা ভাবছিলাম তার কাছে পৌঁছাতে পারে না ; এটা মনস্তত্ত্ব, যে রকম বইতে লেখা থাকে। কিন্তু তার বিচার আমার মধ্যে তরবারির মত প্রবেশ করল এবং আমার অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলল। এবং এটা সত্য ছিল, আমি বরাবর যা উপলব্ধি করেছি। আমার অস্তিত্বের কোন অধিকার ছিল না। আমি অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছি, পাথরের মত, গাছের চারার মত অথবা ছোট কোন প্রাণীর মত আমার অস্তিত্ব ছিল। আমার জীবন প্রতিটি দিকে ছোট সুখের খোঁজে অনুসন্ধান পাঠাত। কখনও কখনও অস্পষ্ট সঙ্কেত পাঠাত ; অন্য সময় নির্দোষ গুঞ্জন অনুভব করতাম।

কিন্তু এই সুন্দর ত্রুটীহীন মানুষটির জন্য, যে এখন মৃত, জাঁ প্যাসমে, জাতীয় প্রতিরক্ষার প্যাসমের পুত্রের জন্য এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ছিল ; তার হৃৎস্পন্দন এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নীরব ধ্বনি তার ক্ষেত্রে অধিকারের রূপে নিয়েছিল, যা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে। ষাট বছর পর্যন্ত না থেমে সে তার জীবনের অধিকারকে ব্যবহার করেছে। এই আশ্চর্য ধূসর চোখগুলিতে কখনও সন্দেহ জাগেনি। প্যাসমে কখনও ভুল করেনি। সে সব সময় তার কর্তব্য করেছে, তার সমস্ত কর্তব্য, পুত্র হিসাবে স্বামী, পিতা নেতা হিসাবে কর্তব্য। তার যা পাওনা ছিল তা দাবি করতে সে কখনও দুর্বল ছিল না। শিশু হিসাবে,

ঐক্যবদ্ধ পরিবারে বড় হবার অধিকার, অমলিন নামকে, সমৃদ্ধ ব্যবসাকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়ার অধিকার; স্বামী হিসাবে যত্ন পাবার অধিকার, নমনীয় স্নেহ যা ঘিরে থাকবে ; পিতা হিসাবে শ্রদ্ধা পাবার অধিকার ; নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা পাবার অধিকার ; নেতা হিসাবে কোন কথা না বলে মান্য হবার অধিকার। কারণ অধিকার কর্তব্যের আর এক দিক ছাড়া কিছু নয়। তার অসাধারণ সাফল্য (আজ প্যাসমেরা বোভিলের সবচেয়ে ধনী পরিবার) তাকে কখনও বিস্মিত করেনি। সে কখনও নিজেকে বলেনি সে সুখী, এবং যখন সে আনন্দ করেছে, সংযমের সঙ্গে তা করেছে, এইটে বলে, "এটা আমার তাজা হওয়া।" তাই সুখও একটা অধিকার হয়ে তার আক্রমণাত্মক ব্যর্থতা হারিয়েছে। বাঁ দিকে, তার নীলচে-ধূসর চুলের ওপর আমি একটা বই-এর তাক দেখতে পেলাম। বাড়িগুলো সুন্দর, নিশ্চয়ই সেগুলো ধ্রুপদী। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ঘুমোতে যাবার আগে প্যাসমে নিশ্চয়ই "তার পুরাতন মঁাতেইনের" কয়েক পাতা পড়ত, কিংবা ল্যাটিন ভাষায় হোরেসের গীতিকবিতা। হয়ত কখনও সমসাময়িক বই নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে কালের সঙ্গে থাকতে। এইভাবে সে বারেস্ এবং বুর্জেত জানত। সে এক মুহূর্ত বাদে তার বই নামিয়ে রাখত। সে হাসত। তার দৃষ্টি, প্রশংনীয় সমীক্ষা হারিয়ে, প্রায় স্বপ্নিল হয়ে উঠত। সে বলত, "নিজের কর্তব্য করা কত সহজ এবং কত শক্ত।"

সে নিজের অন্তরে আর কোন দৃষ্টি দেয় নি ; সে একজন নেতা ছিল।

দেয়ালে আরও অনেক নেতা ছিল, নেতা ছাড়া আর কেউ নয়। এই দীর্ঘ, পোকায় ধূসর আরামকেদারায় বসা লোকটি একজন নেতা ছিল। তার সাদা ওয়েস্টকোট তাব রূপালী চুলের আনন্দিত স্মৃতি-জাগরণ। (এই ছবিগুলো থেকে শিল্পের প্রতি নজর বাদ দেওয়া হয়নি, যেগুলো সব কিছুর ওপরে নৈতিক উন্নতির জন্য আঁকা হয়েছে এবং কতটা নিখুঁত হল সেটা সতর্ককতার শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।) তার দীর্ঘ সরু হাত একটি বালকের মাথায় রাখা। তার হাঁটুর ওপরে কম্বলে ঢাকা একটা বই ছিল। কিন্তু বইটা দূরে সরে গেছে। সে তরুণদের কাছে যে সব জিনিষ অদৃশ্য সেগুলি দেখছে। তার নামটা তার ছবির নীচে সোনালী কাঠের ফলকে লেখা আছে। তার নাম হয়ত ছিল প্যাসমে, অথবা, প্যারেতিন, কিংবা শেইগন্যু। আমি দেখার কথা ভাবিনি ; তার আত্মীয়দের কাছে, এই শিশুর কাছে, নিজের কাছে সে ছিল পিতামহ। শীঘ্র যদি সে তার পৌত্রকে তার ভবিষ্যত কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা উচিত মনে করত, সে তৃতীয় পুরুষে নিজের কথা বলত।

"তুমি তোমার পিতামহকে ভাল হবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, প্রিয় বালক, আগামী বছর পরিশ্রম করবে। হয়ত আগামী বছর পিতামহ এখানে থাক্‌বে না।" তার জীবন সায়াহ্নে সে তার প্রশ্রয় দানকারী ভালত্ব সবার ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল। যদি সে আমাকে দেখতে পেত—যদিও তার কাছে আমি স্বচ্ছ ছিলাম—আমি তার চোখে করুণা দেখতে পেতাম; সে হয়ত ভাবত, আমারও হয়ত কখনও পিতামহ পিতামহী ছিল। সে কিছু দাবি করত না; এই বয়সে কারও কোন ইচ্ছা থাকে না। তার প্রবেশের সময় লোকেদের কণ্ঠস্বর নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু থাক না, সে যখন যাবে, কোমল স্পর্শ এবং হাসিমুখ ছাড়া আর কিছু থাকে না, পুত্র বধূর কখনও কখনও কিছু বলা ছাডা আর কিছু থাকে না;" বাবা বিস্ময়কর; আমাদের সকলের চেয়ে কম বয়স," পৌত্রের মাথায় হাত দিয়ে তার মেজাজ শান্ত করা এবং এইটে বলা "পিতামহ জানে কি করে সব কষ্টের ভার নিতে হয়" ছাড়া আর কিছুই থাকে না; তার পুত্রের কয়েকবার বছরে তার কাছে সূক্ষ্ম বিষয়ে উপদেশ নেওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না এবং শেষে নিজেকে প্রশান্ত, তৃপ্ত এবং অসীম প্রাজ্ঞ অনুভব করা ছাড়া আর কিছু থাকে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত শুধু তার পৌত্রের কুঞ্চিত কেশ স্পর্শ করেছিল! যেন আশীর্বাদের ভঙ্গী। কি ভাবছিল সে? তার সম্মানজনক অতীতের কথা যা তাকে সব কিছুতে কথা বলবার অধিকার দিয়েছে, এবং সব কিছুতে শেষ বক্তব্য রাখবার? আমি আগের দিন যথেষ্ট এগোইনি; অভিজ্ঞতা মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার চেয়ে বেশি; এটা একটা অধিকার; বৃদ্ধদের অধিকার।

দেয়ালের অলংকরণের পাশে রাখা জেনারেল আব্রি, তার বিরাট তলোয়ার নিয়ে, একজন নেতা ছিলেন। আর একজন নেতা; প্রেসিডেণ্ট হের্বার্ট, সুশিক্ষিত, ইমপেট্রাজের বন্ধু। তার মুখ দীর্ঘ এবং যথাযথ অনুপাতে, চিবুকটা বিরক্তিকর লম্বা, ঠিক ঠোঁটের নীচে শেষ হয়েছে ছাগলের মত দাড়ি দিয়ে, তার চোয়ালটা একটু এগিয়ে এসেছে, একটু পৃথক হবার কৌতুকে, নীতির ওপরে কোন আপত্তি তুলছে, মৃদু জড়ানো গলায়। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, হাতে পালকের কলম; তিনিও স্বর্গে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর কলমটা পদ্য লিখে যাচ্ছে। কিন্তু তার নেতার মত ঈগল চক্ষু ছিল।

আর সৈন্যরা? আমি কক্ষের মাঝখানে ছিলাম, ঐ সব গম্ভীর চোখের আকর্ষণের বস্তু। আমি পিতা বা পিতামহ ছিলাম না, এমন কি স্বামীও ছিলাম না। আমার ভোট ছিল না, আমি কদাচিৎ কর দিতাম; আমি করদাতা, নির্বাচক হবার গর্ব করতে পারি না। এমন কি, কুড়ি বছরের আজ্ঞাপালন

একজন কর্মচারীকে যে ক্ষুদ্র অধিকারের সম্মান দেয়, তাও ছিল না। আমার অস্তিত্ব আমাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমি কি একটা সামান্য দৃশ্য-বস্তু ছিলাম না? "ওহে", আমি হঠাৎ নিজেকে বলে ফেললাম, "আমি সৈন্য"। এতে বাস্তবিক আমার হাসি পেল।

একজন পঞ্চাশবর্ষীয় স্থূল ব্যক্তি নম্রভাবে একটি সুন্দর স্মিত হাসি ফিরিয়ে দিল। রেনোদাস সস্নেহ যত্নে তাকে এঁকেছে; ঐ মাংসল সূক্ষ্ম-টানা ছোট কানগুলোর জন্য কোন স্পর্শই খুব নরম ছিল না, বিশেষ করে লম্বা, অস্থির, ঢিলে আঙুল নিয়ে হাতগুলোর জন্য; একজন শিল্পী বা জ্ঞানীর হাত। তার মুখটা আমার অপরিচিত ছিল; ক্যানভাসের সামনে দিয়ে নিশ্চয়ই আগে গেছি, নজরে পড়েনি। আমি ছবিটার কাছে গেলাম এবং পড়লাম: রেমি প্যারোতিন, জন্ম বোভিল, ১৮৪৯, মেডিসিন স্কুলের প্রফেসর, পারী।

প্যারোতিন: ডক্টর ওয়েকফিল্ড আমার কাছে এর কথা বলেছে, "আমার জীবনে একবার এক মহৎ লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, রেমি প্যারোতিন। ১৯০৪ এর শীতে আমি তার কাছে কোর্স নিই (তুমি জান আমি পারীতে দু বছর প্রসূতিবিদ্যা শিক্ষা করি।) তিনিই আমাকে উপলব্ধি করান নেতা হওয়ার অর্থ কি! তার মধ্যে এটা ছিল। আমি শপথ করে বলতে পারি, এটা ছিল। তিনি আমাকে উদ্দীপিত করতেন, আমাদের তিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে পারতেন। এবং সব নিয়ে, তিনি একজন ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁর বিরাট সম্পদ ছিল—তার বেশ ভাল অংশ গরীব ছাত্রদের দান করেছেন।"

এইভাবে বিজ্ঞানের এই রাজপুত্র, প্রথম যখন তার কথা শুনলাম, আমার মধ্যে গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। আমি এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে, এবং তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তার হাসিতে বুদ্ধি এবং নম্রতার প্রকাশ! তার গোলগাল শরীরটা একটা বড় চামড়ার আরাম কেদারার গভীরে আরামের সঙ্গে বিশ্রাম করছিল। এই সরল জ্ঞানী ব্যক্তি অল্পক্ষণেই লোকেদের সহজ করে নিতেন। তাঁর দৃষ্টিতে যে তেজ ছিল, তা না থাকলে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ মনে হত।

তাঁর সম্মানের কারণ অনুমান করতে বেশিক্ষণ লাগল না: তাঁকে ভালবাসত, কারণ তিনি সব কিছু বুঝতেন; তুমি তাকে সব কিছু বলতে পারতে। তাকে সব মিলিয়ে রেনানের মত মনে হত, আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তাদের একজন যারা বলে: "সোশ্যালিস্ট! ভাল, আমি তারা যতদূর যায় তার থেকে বেশি দূর যেতে পারি।" তুমি যদি দুর্গম পথে তাকে অনুসরণ করতে, তাহলে

শীঘ্রই তোমাকে, একটুও না কেঁপে, পেছনে ফেলে আসতে হত, পরিবার, দেশ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অধিকার এবং পবিত্রতম মূল্যগুলি। তুমি এক সেকেণ্ডের জন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শাসন করার অধিকারকে সন্দেহ করতে। আর এক পদক্ষেপ এবং হঠাৎ সব কিছু পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, দৃঢ় যুক্তির ওপর, পুরানো সুযুক্তির ওপর অলৌকিকভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে। তুমি পেছনে ফিরে সোশ্যা-লিস্টদের দেখতে পেতে, তারা এরই মধ্যে তোমার পেছনে পড়ে গেছে, খুব ছোট দেখাচ্ছে, রুমাল নাড়িয়ে চীৎকার করছে," আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।"
ওয়েকফিল্ডের কাছ থেকেই আমি জেনেছি, মহৎ ব্যক্তি, যেমন তিনি নিজে একটু হেসে বলতেন, "আত্মার মুক্তিদান" পছন্দ করতেন। নিজের মুক্তিকে দীর্ঘায়িত করতে তিনি নিজেকে যৌবনের দ্বারা বেষ্টিত রাখতেন। অনেক সময় ভাল পরিবারের যে সব তরুণ মেডিসিন পড়তে আসত, তাদের তিনি গ্রহণ করতেন। ওয়েফ ফিল্ড অনেক সময় তার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের জন্য গেছে। খাওয়ার পরে তারা ধূমপানের ঘরে বসেছেন। মহৎ ব্যক্তি তার যেসব ছাত্ররা প্রথম সিগারেট খাচ্ছে, তাদের সঙ্গে বড়দের মতই ব্যবহার করতেন; তিনি তাদের সিগার দিতেন। তিনি একটা ডিভানে লম্বা হয়ে থাকতেন এবং অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতেন, চারপাশে ঘিরে থাকত কৌতূহলী শিষ্যের দল। তিনি পুরাতন স্মৃতি মনে করতেন, গল্প বলতেন, প্রত্যেকটি থেকে একটি উজ্জ্বল এবং গভীর নীতি তুলে ধরতেন। এবং যদি সেই সব সু-শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কাউকে খুব স্বাধীনচেতা মনে হত, তিনি তার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি তাকে বলতে দিতেন, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাকে ভাববার মত ধারণা এবং বিষয় দিতেন। সাধারণতঃ এরকম হত যে একদিন তরুণটি, যার মাথা কল্যাণকর চিন্তায় ভর্তি ছিল, পিতামাতার বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে নিজে নিজে চিন্তা করে ক্লান্ত হয়ে, সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাইত এবং লজ্জায় কথা আটকে তার কাছে নিজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ চিন্তা, নিজের রাগ, নিজের আশা ব্যক্ত করল। প্যারোতিন তাকে আলিঙ্গন করতেন। তিনি বলতেন, "আমি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই বুঝেছি, প্রথম দিন থেকেই বুঝেছি।" তারা কথা বলতে থাকত। প্যারোতিন আরও এগিয়ে যেতেন। এতদূর যে তরুণটি খুব কষ্টের সঙ্গে তাকে অনুসরণ করত। আরও কিছু এরকম কথাবার্তার পর তরুণ বিদ্রোহীর মধ্যে অনুকূল পরি-বর্তন লক্ষ্য করা যেত। সে নিজের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেত, সে জানতে শিখত কি গভীর বন্ধন তাকে পরিবারের সঙ্গে, তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল।

শেষে সে সংস্কৃতিবানের প্রশংসনীয় ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারত। এবং সবশেষে, যেন যাদুর দ্বারা নিজেকে আবার আবিষ্কার করত, আলোকপ্রাপ্ত অনুতপ্তভাবে। "তিনি আমি যা দেহের চিকিৎসা করেছি" ওয়েকফিল্ড বলতেন "তার থেকে বেশি আমাকে পরিশুদ্ধ করেছেন।"

রেমি প্যারোতিন আমার দিকে শান্তভাবে স্মিতহাসি হাসলেন। তিনি ইতস্ততঃ করলেন, আমার অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করলেন, ধীরভাবে আমাকে ফিরিয়ে তার দলে নিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তার ভয়ে ভীত নই। আমি মেষ নই। আমি তার দিকে তাকালাম, সুন্দর ললাট, শান্ত এবং কোন ভাঁজ পড়েনি, তার ছোট উদর, তার হাত হাঁটুর পাশে সমান করে রাখা। আমি তার হাসি ফিরিয়ে দিলাম এবং চলে গেলাম।

জাঁ প্যারোতিন, তার ভাই, এস, এ, বি-র সভাপতি ছুটে। হাত একটা কাগজ ভর্তি টেবিলের প্রান্তে রেখেছিলেন। তার সমস্ত ভঙ্গীটা দর্শনপ্রার্থীর কাছে এরকম ইঙ্গিত করছিল যে, দেখা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে। তার দৃষ্টি ছিল অসাধারণ . যদিও বিচ্ছিন্ন, তবু প্রচেষ্টায় তা উজ্জ্বল। তার জলজলে চোখ তার সমস্ত মুখটাকে গ্রাস করেছিল। এই উজ্জ্বলতার পেছনে আমি একজন সাধকের পাতলা নিবদ্ধ ঠোঁট আবিষ্কার করলাম। "এটা অদ্ভুত" আমি বললাম, "ওকে রেমি প্যারোতিনের মত দেখাচ্ছে।" আমি সেই মহা মনীষির দিকে ফিরলাম, এই সাদৃশ্যের আলোকে তাকে পরীক্ষা করে, শুষ্কতা এবং নিঃসঙ্গতার ধারণা, একটা পরিবারগত সাদৃশ্য তার মুখকে পেয়ে বসল। আমি জাঁ প্যারোতিনের কাছে গেলাম।

এই লোকটি এক ধারণার মানুষ ছিলেন। তার যা অবশিষ্ট ছিল তা হল হাড় মৃত মাংস এবং শুদ্ধ অধিকার। অধিকার করার একটি বাস্তব ক্ষেত্র আমি ভাবলাম। একবার যে মানুষকে অধিকার আয়ত্ত করেছে, তার থেকে তা বিতাড়ন সম্ভব নয়। জাঁ পারোতিন তার সমস্ত জীবন নিজের অধিকার সম্বন্ধে চিন্তায় উৎসর্গ করেছেন। আর কিছু না। প্রতিবার মিউজিয়াম দর্শন করার সময় আমি যে মাথাধরা অনুভব করি, তার পরিবর্তে তিনি তার কপালের পাশটা যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে কষ্টকর অধিকারের কথা অনুভব করতেন। তাকে খুব বেশি চিন্তা করতে হত না অথবা পীড়াদায়ক বাস্তবের দিকে তাকে দৃষ্টি দিতে হত না। মৃত্যুর দিকে, অন্যের কষ্টের দিকে নজর দিতে হত না। নিঃসন্দেহে তার মৃত্যু শয্যায়, যে মুহূর্তে সক্রেটিসের সময় থেকেই কিছু মহৎ কথা বলা সঙ্গত মনে করা হয়েছে, তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, আমার একজন কাকা তার স্ত্রীকে

বলেছেন, "আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না, থেরেস ; তুমি শুধু তোমার কর্তব্য করেছ।" কোন মানুষ যখন এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, তখন তোমার তাকে টুপি খুলে অভিনন্দিত করা উচিত।

তার চোখ, আমি বিস্ময়ে যে দিকে তাকিয়েছিলাম, আমাকে বলে দিল, আমাকে বিদায় নিতে হবে। আমি বিদায় নিলাম না। আমি দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে অভদ্র হচ্ছিলাম। লাইব্রেরীতে দ্বিতীয় ফিলিপের একটা ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে আমি জেনেছিলাম যে, যখন কেউ ঔচিত্যবোধ দ্বারা উদ্ভাসিত কোন মুখের সামনে দাঁড়ায়, এক মুহূর্ত পরে উজ্জ্বলতা মরে যায়, এবং কেবল ভস্মের মত শেষটুকু পড়ে থাকে : এই অবশিষ্টটুকুই আমাকে আগ্রহান্বিত করত।

প্যারোতিন ভালই লড়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার দৃষ্টি নিভে এল, ছবিটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কি বাকী ছিল? অন্ধ চোখ, একটা মরা সাপের সরু মুখ, এবং গাল। এগুলিই ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিল। এস, এ, বি র কর্মচারীরা কখনও এটা সন্দেহ করেনি। তারা প্যারোতিনের অফিসে খুব বেশি সময় থাকেনি। যখন তারা ভেতরে গেছে, ঐ দেয়ালের মত ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পেছন দিক থেকে গালগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল, সাদা এবং ফোলা ফোলা। তার স্ত্রীর কতদিন এটা লেগেছিল লক্ষ্য করতে? দু বছর? পাঁচ বছর? একদিন, আমি কল্পনা করতে পারি, যখন তার স্বামী পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছিল একটা আলোকরশ্মি তার নাকের ওপর মৃদু স্পর্শ দিচ্ছিল অথবা কোন এক গ্রীষ্মের দিনে, যখন তার হজমের গোলমাল হচ্ছিল, আরাম কেদারায় শায়িত ছিলেন, চোখ বন্ধ ছিল, চিবুকে এক ঝলক রোদ, সে তখন মুখের দিকে তাকাতে সাহস করল ; এই মাংস ফোলা, লালা গড়ান, তার কাছে অসহায় মনে হল ; কিছুটা অশ্লীল। সেইদিন থেকে মাদাম প্যারোতিন পরিচালনার ভার নিলেন।

আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম এবং এক নজরে এই সব বিরাট ব্যক্তিত্বদের দেখে নিলাম। প্যাসোমে, প্রেসিডেন্ট হের্বাট, দুজন প্যারোতিন, এবং জেনারেল অব্রি। তারা টপ হ্যাট পরেছে ; প্রত্যেক রবিবার রু্য ট্রিব্রাইডে তারা মাদাম গ্রাতিয়েন, মেয়র-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, যিনি সেন্ট সেসিলকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তারা তাকে মহাসমারোহে নমস্কার করে অভিনন্দন জানাত, যার গোপনীয়তা আজ হারিয়ে গেছে।

এদের খুব পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে আঁকা হয়েছে ; অথচ, তুলির নীচে তাদের মুখ থেকে পুরুষের রহস্যজনক দুর্বলতাটি অপসারিত হয়েছে। তাদের মুখগুলো সবচেয়ে

যেটা কম শক্তিশালী তাও, পোর্সিলিনের মত স্বচ্ছ ছিল ; বৃথাই আমি তাদের সঙ্গে গাছ, পশু, পৃথিবী অথবা জলের চিন্তার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা খুঁজে বেড়ালাম। জীবনে তাদের এসবের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের দিয়ে যাবার সময় তারা নিজেদের বিখ্যাত শিল্পীর হাতে সমর্পণ করেছে, যাতে সে তাদের মুখে পরিষ্কার করা খনন করা এবং সেচ ব্যবস্থার প্রণালী যন্ত্রের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যায়, যেগুলির দ্বারা বোভিলের চারধারে, তারা সমুদ্র এবং স্থলভূমিকে পরিবর্তিত করেছে। তাই, রেনোদাস এবং বোরদুরিনের সাহায্যে তারা প্রকৃতিকে বশীভূত করেছে ; নিজেদের বাইরে এবং ভেতরে। এই সব গম্ভীর ক্যানভাসগুলো আমাকে যা দিল, তা .হল মানুষের দ্বারা মানুষের পুর্নবিবেচনা, তার সঙ্গে একমাত্র ভূষণ, মানুষের সুন্দরতম বিজয় ; মানুষ এবং নাগরিকের অধিকারের ফুলের তোড়া। মানসিক কুণ্ঠা না রেখে আমি মানুষের রাজত্বের প্রশংসা করলাম ! একজন পুরুষ এবং মহিলা এল। তারা কাল পোষাক পরেছিল এবং নিজেদের অগোচরে রাখতে চাইছিল। তারা বিস্মিত হয়ে দরজার গোড়ায় থাম্‌ল এবং পুরুষটি স্বতস্ফূর্তভাবে তার টুপি তুলে নিল।

"আ,' মহিলা, গভীরভাবে নাড়া খেয়ে বলল।

পুরুষটি শীঘ্রই তার প্রশান্তি ফিরে পেল। সে সম্মানের সঙ্গে ললল,

"এ একটা পুরো যুগ।"

"হ্যাঁ" মহিলা বলল, "আমার পিতামহর সময়।"

তারা কয়েক পা এগোল এবং জাঁ প্যারোতিন দৃষ্টির সামনে এল। মহিলা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু পুরুষটি গর্ব অনুভব করল না; তাকে বিনীত মনে হল, সে নিশ্চয় ভয় পাইয়ে দেওয়া দৃষ্টি এবং স্বল্প কালের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই জানত। সে মহিলার বাহুতে মৃদু টান দিল !

"এইটে দেখ" পুরুষটি বলল।

রেমি প্যারোতিনের স্মিত হাসি বিনীতদের সব সময় স্বস্তি দিয়েছে। মহিলা এগিয়ে গেল এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ল; পারী

"রেমি প্যারোতিনের ছবি, জন্ম বোভিল ১৮৪১। মেডিসিন স্কুলের প্রফেসর রেনোদাস অঙ্কিত"

"প্যারোতিন, বিজ্ঞান একাদেমী" তার স্বামী বলল,, "ইনসিট্যুটের রোনোদাস দ্বারা অঙ্কিত। এটা ইতিহাস।"

মহিলা মাথা নাড়ল, তারপর মহৎ ব্যক্তির দিকে তাকাল।

"কি সুন্দর তিনি," সে বলল, "কি বুদ্ধিদীপ্ত তাকে দেখাচ্ছে।" স্বামী একটি

প্রসারিত ভঙ্গী করল।
"এরাই বোভিলকে আজ যা তা গড়ে তুলেছে।" সে সবলভাবে বলল।
"এদের সকলকে একসঙ্গে এখানে রাখা ঠিক হয়েছে। "মহিলা নরম স্বরে বলল। আমরা তিনজন সৈন্যের এই বিরাট হলে স্থান করে নিচ্ছিলাম। স্বামী যে সম্মানের সঙ্গে হাসছিল নীরবে আমার দিকে একটি বিপন্ন দৃষ্টি হানল এবং হঠাৎ হাসি বন্ধ করল। আমার ওপর একটা মিষ্টি আনন্দ ছড়িয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি নির্ভুল ছিলাম। এটা বাস্তবিক মজার।
মহিলা আমার কাছে এল।
"গ্যাণ্টন", সে, হঠাৎ সাহসী হয়ে, বলল "এখানে এস।"
স্বামী,, আমাদের দিকে এল।
"দেখ" সে বলে চলল, "এর নামে একটা রাস্তা আছে: অলিভিয়ের ব্লোভিইনে। যে ছোট রাস্তাটা তুমি দেখেছ কেতু্ঁ্য ভের্ত পর্যন্ত গেছে, জুকস-বোভিল যাবার আগে।"
এক মুহূর্তে পরে সে যোগ করল :
"ওকে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে মনে হচ্ছে না।
"না। কিছু লোক তাকে নিশ্চয় একজন আনাড়ী খদ্দের ভেবেছে।" কথা গুলো আমাকে বলা হল। পুরুষটি চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, আস্তে হাসতে শুরু করল। এবার একটু ব্যস্ত ব্যক্তির ভান করে। যেন সেই নিজেই অলিভিয়ের ব্লোভিইনে।
অলিভিয়ের ব্লোভিইনে হাসেন নি। তিনি তার ভরাট চোয়াল আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। এবং তার আড্যাম আপেল বেরিয়ে এসেছে। এক মুহূর্তের আনন্দিত নীরবতা।
"তোমার মনে হবে উনি যেন নড়তে যাচ্ছেন।" মহিলা বলল।
স্বামী খুশি করতে বলল :
"উনি একজন বিখ্যাত তুলোর ব্যবসায়ী ছিলেন। তারপরে রাজনীতিতে যোগ দেন; উনি একজন ডেপুটি ছিলেন।"
আমি জানতাম। দুবছর আগে "বোভিলের বিখ্যাত লোকেদের ছোট অভিধানে" তাকে খুঁজে বার করি। আবে মোরেলের লেখা প্রবন্ধটি আমি টুকে নিই।
"ব্লোভিইনে, অলিভিয়ের মার্সাল, প্রয়াত অলিভিয়ের ব্লোভিইনের পুত্র বোভিলে জন্ম এবং মৃত্যু (১৯৪৯-১৯০৮) পারীতে আইন অধ্যয়ন করেন। আইন পরীক্ষায় ১৮৭২এ উত্তীর্ণ হন। কম্যুন অভ্যুত্থানের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত

হয়ে, যা তাকে অনেক পারীবাসীদের মত ভার্সেইতে জাতীয় পরিষদের সুরক্ষায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল, তিনি শপথ করলেন, যে বয়সে তরুণরা কেবল আনন্দ খোঁজে তাঁর জীবনকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করবেন।' তিনি তার কথা রেখেছিলেন, আমাদের শহরে ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই তিনি বিখ্যাত "শৃঙ্খলা সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় বহু বছর ধরে বোভিলের ব্যবসায়ীরা এবং জাহাজ মালিকরা মিলিত হতেন। এই অভি-জাত সমাবেশ, যাকে কেউ হয়ত জকি ক্লাবের থেকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রিত বলে বর্ণনা করতে পারত ১৯০৮ পর্যন্ত আমাদের বাণিজিক বন্দরের ভাগ্যের ওপরে একটি হিতকারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৮০ তে অলিভিয়ের ব্লেভিইনে মারী লুইসে 'প্যাসোমে, বণিক চার্লস প্যাসোমের ছোট মেয়েকে বিয়ে করেন (প্যাসোমে দ্রষ্টব্য) এবং শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্যাসোমে ব্লেভিইনে অ্যাণ্ড সন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং প্রতিনিধিদলের কাছে তার প্রার্থীপদ দাখিল করেন।

একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'দেশ একটি ভয়াবহ অসুখে ভুগছে; শাসকশ্রেণী আর শাসন করতে চায় না। এবং ভদ্রমহোদয়গণ, তাহলে কারা শাসন করবে, যারা তাদের উত্তরাধিকার শিক্ষা অভিজ্ঞতার দ্বারা শাসন পরিচালনা করবার যোগ্য হয়েছেন, যদি তারা তা থেকে পদত্যাগ দ্বারা বা ক্লান্তির জন্য তা থেকে সরে যান? আমি বহুবার বলেছি, শাসন করা আলোকপ্রাপ্তদের অধিকার নয়; এটা তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ভদ্রমহোদয়গণ, 'আমি আপনা-দের অনুনয় করছি আমাদের শাসন ক্ষমতার নীতি ফিরিয়ে আনতে দিন'।

অক্টোবর ৪, ১৮৮৫ তে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে তিনি তার পরে প্রায়ই পুনর্নির্বাচিত হতেন। বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী বাগ্মীতা থাকায় তিনি বহু অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ১৮৯৮ তে পারীতে ছিলেন যখন প্রবল ধর্মঘট শুরু হল। তিনি বোভিলে অবিলম্বে ফিরে এলেন, এবং বিরোধিতার প্রদর্শক চেতনা হলেন: তিনি ধর্মঘটীদের সঙ্গে আলোচনার উদোগ নিলেন। এই আলোচনা বোঝাপড়া করার উন্মুক্ত মন নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, জুক্সটেকো-ভিলের ছোট অভ্যুত্থানে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা জানি সৈন্যবাহিনীর যথা—সময়ে হস্তক্ষেপে আমাদের মনে শান্তি ফিরে এল।

তার ছেলে অক্টেভের অকাল মৃত্যু, যে পলিটেকনিক স্কুলে অল্পবয়সে ভর্তি হয়েছিল এবং যাকে তিনি একজন নেতা তৈরী করতে চেয়েছিলেন অলিভিয়ের ব্লেভিইনেকে ভীষণ আঘাত দিল। তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এবং

দুবছর পরে ১৯০৮ এর ফেব্রুয়ারীতে মারা যান।

বক্তৃতামালা: **মর‍্যাল ফোর্সেস** (১৮৯৪; ছাপা নেই) **দি ডিউটি টু পানিশ** (১৯০০; এই বক্তৃতা সংগ্রহের সব বক্তৃতাই ড্রাইফুস মামলার ওপরে; ছাপা নেই), **উইল পাওয়ার** (১৯০০, ছাপা নেই)। তার মৃত্যুর পরে শেষ বক্তৃতাগুলি এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠি **লেবার ইমপ্রোবাস** নামে সংগৃহীত হয় (প্লন, ১৯১০) অঙ্কনশিল্প: তার একটি অসামান্য ছবি বোভিল মিউজিয়ামে আছে। বোরদুরিনের আঁকা"

ছবিটা অসামান্য মেনে নেওয়া যায়, অলিভিয়ের ব্লেভিইনের একটি ছোট কাল গোঁফ ছিল, এবং অলিভ রঙের মুখ অনেকটা মরিস বারেসের মত। দুজনের নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হয়েছে; তারা একই বেঞ্চে কাজ করতেন। কিন্তু বোভিলের ডেপুটির লিগ অব্ প্রেট্রয়টদের সভাপতির সাহস ছিল না। তিনি পোকারের মত কঠিন হয়ে থাকতেন এবং বাক্সে রাখা মূর্তির মত তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তার চোখ জ্বলত: চোখের তারা কাল ছিল, কর্নিয়া রক্তাভ। তিনি মাংসল মুখ সঙ্কুচিত করতেন এবং বুকের পাশে ডান হাত রাখতেন।

এই ছবিটা আমাকে কেমনভাবে বিড়ম্বিত করত। ব্লেভিইনেকে কখনও ছোট কখনও বড় মনে হত: কিন্তু আমি জানি কি দেখতে হবে।

সাতিরিক বোভিলোয়ার পাতা উল্টে আমি সত্য জেনেছি। ১৯০৫ এর নভেম্বর সংখ্যা পুরোটাই ব্লেভিইনের জন্য নিবেদিত ছিল। প্রচ্ছদে তার ছবি ছাপা, ক্ষুদ্র, ওল্ড কোম্বেসের কেশর ধরে ঝুলছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে, "সিংহের উকুন। প্রথম পাতা থেকে সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে। অলিভিয়ের ব্লেভিইনে মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা ছিলেন। লোকেরা তার ছোট চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করত এবং গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ণ, একবার গোটা চেম্বার তাতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তিনি জুতোয় রবারের জোড় লাগাতেন উঁচু করার জন্য, এরকম অভিযোগ আছে। অন্যদিকে মাদাম ব্লেভিইনে (কুমারী জীবনে প্যাসোমে) একটি ঘোড়া ছিলেন। কাগজটি যোগ করেছে, "আমরা এখানে বলতে পারি যে তার অপরাধ তার দ্বিগুণ ছিল।"

পাঁচ ফুট লম্বা। হ্যাঁ বোরদুরিন ঈর্ষান্বিত যত্নের সঙ্গে তার চারপাশে বস্তু জড় করেছে। যাতে তাকে ছোট করার কোন ঝুঁকি ছিল না, পা রাখবার কুশন, নীচু আরাম কেদারা, একটা শেলফে কিছু ছোট বই, একটা ছোট পার্সিয়ান টেবিল। তিনি তাকে তার প্রতিবেশী জাঁ প্যারোতিনের সমান আকৃতি দিয়েছেন এবং দুটো ক্যানভাসের আকার একই রকম ছিল। ফলে

ছোট টেবিল একটা ছবিতে অন্যটিতে বড় টেবিলের সমান হয়ে উঠল এবং কুশনটা প্রায় প্যারোতিনের কাঁধ পর্যন্ত পৌছত। চোখ সহজ প্রবৃত্তির বশে তাদের মধ্যে তুলনা করত ; আমার অস্বস্তি তা থেকেই এসেছে।

এখন আমি হাসতে চাইছিলাম। পাচ ফুট লম্বা! আমাকে যদি ব্লেভিইনের সঙ্গে কথা বলতে হত, আমাকে নীচু হতে হত, কিংবা আমার হাঁটু মুড়তে হত। আমি এতে বিস্মিত হইনি যে তিনি তার নাকটাকে হঠকারীভাবে উঁচু করে রাখবেন; এই সব ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের নিয়তি তাদের মাথার কয়েক ইঞ্চি উপরে কাজ করে যায়।

শিল্পের প্রশংসনীয় ক্ষমতা। এই তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ মানবকের যা ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে পৌছাবে তাহল একটি ভয় পাইয়ে দেওয়া মুখ, একটি সুন্দর ভঙ্গী এবং বৃষের রক্ত চক্ষু। কমুনের দ্বারা সন্ত্রস্ত ছাত্র, ডেপুটি, একজন খারাপ মেজাজের বামন : মৃত্যু এইগুলি নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বোরদুরিনকে ধন্যবাদ. "শৃঙ্খলা সংস্থা"র সভাপতি "মর‍্যাল ফোর্সে"র বক্তা অমর হয়ে আছেন। "ওঃ, হতভাগ্য ছোট পিপো"।

মহিলার কাছ থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ এল : অক্টেভ ব্লেভিইনের "প্রয়াত... পুত্রের" ছবির নীচে একটি ধার্মিক হাত এই শব্দগুলি লিখেছে :

"১৯০৪ এ পলিটেকনিকে মৃত্যু হয়!"

"ও মারা গেছে! ঠিক আরেঁন্দেল বালকের মত। ওকে বুদ্ধিমান মনে হত। তার মায়ের কাছে কি নিষ্ঠুর ছিল ঘটনাটা! এই সব বড় স্কুলগুলোতে ওরা বেশ খাটায়। ঘুমোনর সময়েও মাথা কাজ করে। আমি এই দুকোণাওয়ালা টুপি পছন্দ করি। খুব স্টাইলিশ্ দেখায়। এগুলোকেই কি উটপাখী-টুপি বলা হয়?'

"না। উটপাখী-টুপি সেন্ট্-সিরে পাওয়া যায়।"

আমার দিক থেকে আমি অকালমৃত পলিটেকনিক ছাত্রটিকে লক্ষ্য করলাম। তার মোম রঙ্ এবং সুবিন্যস্ত গোঁফ আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা পাল্টে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে তার নিয়তিকে আগে থেকে বুঝতে পেরেছে ; একটা সমর্পণ তার স্বচ্ছ, দূরে স্থাপিত দৃষ্টিতে পড়া যেত। কিন্তু একই সঙ্গে সে তার মাথা উঁচু করে রাখত। এই পোষাকে সে ফরাসী সৈন্যদলের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

একটি ছিন্ন গোলাপ, একজন মৃত পলিটেকনিকের ছাত্র ; এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে ; না থেমে দীর্ঘ গ্যালারি পরিক্রমা করলাম, যেতে যেতে না থেমে অভিনন্দন জানালাম ছায়া থেকে যে সব সম্মানিত মুখ উঁকি মারছে, তাদের ; মসিয়ঁ বসোয়ার, বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি ; মসিয় ফ্যারি, বোভিলের স্বয়ংশাসিত

বন্দরের ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি ; মসিয়ঁ বুলাঞ্জ, ব্যবসায়ী ও তার পরিবার ; মসিয়ঁ রেনেকুইন, বোভিলের মেয়র, মসিয়ঁ দ্য লুসিয়েন, বোভিলে জন্ম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূত এবং একজন কবি ; একজন অপরিচিত ব্যক্তি প্রধান প্রশাসকের সাজে ; মাদার সেণ্ট-মারী-লুইসে, অনাথ আশ্রমের মাদার সুপিরিয়র ; মসিয়ঁ এবং মাদাম থেরেসঁ ; মসিয়ঁ থিবো-গুর, বাণিজ্যিক সমিতির সাধারণ সভাপতি ; মসিয়ঁ বোবো, সামুদ্রিক লিখনের, প্রধান প্রশাসক ; মেসার্স ব্রিয়ঁ, মিনেট, গ্রেন্ট, লেফেব্‌, ডঃ এবং মাদাম প্যাঁ, বোরদুরিন, নিজে, তার ছেলে, পিয়ের বোরদুরিন তার ছবি এঁকেছে। স্পষ্ট শীতল দৃষ্টি, সুন্দর অবয়ব, পাতলা ঠোঁট মসিয়ঁ বুল্যাঞ্জ হিসেবী এবং ধীর ছিলেন, মাদার সেণ্ট্‌ লুইসের অধ্যবসায়ী ধর্মচেতনা ছিল, মসিয়ঁ থিবো-গুর নিজের ওপরে এবং অন্যদের ওপর সমান কঠোর ছিলেন। মাদাম থেরেসঁ দুর্বল না হয়ে সাংঘাতিক অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ; তার অবিরত ক্লান্ত মুখ তার কষ্ট সহ্যের কথা ঘোষণা করত। কিন্তু এই ধার্মিক মহিলা কখনও বলেন নি, "কষ্ট হচ্ছে"। তিনি এগিয়ে আসতেন, তিনি ভাড়ার বিল তৈরী করতেন এবং কল্যাণ সমিতিতে সভাপতিত্ব করতেন। কখনও কখনও তিনি একটা বাক্যের মাঝখানে থেমে যেতেন, এবং জীবনের সব চিহ্ন তার মুখ থেকে চলে যেত। এই মূর্ছার ভাবটা হয়ত এক সেকেণ্ডের বেশি থাকত না ; একটু পরেই মাদাম থেরেসঁ তার চোখ খুলতেন এবং বাক্যটা শেষ করতেন। এবং কাজের ঘরে ফিস্‌ফিসানি হত, "হতভাগ্য মাদাম থেরেসঁ ! তিনি কখনও অভিযোগ করেন না"।

আমি বোরদুরিন রেনোদাসের সাঁলোটার পুরো দৈর্ঘ অতিক্রম করেছি। আমি পেছন ফিরলাম। বিদায় সুন্দর লিলি, তোমাদের অঙ্কিত ছোট পবিত্রস্থানে শোভন, বিদায় সুন্দর লিলি, আমাদের গর্ব এবং বেঁচে থাকার হেতু, বিদায় যতসব বেজন্মা !

সোমবার

আমি রোলেবঁ ওপর আমার বইটা আর লিখছি না ; এটা শেষ, আমি আর কিছু লিখতে পারব না। আমার জীবন নিয়ে আমি কি করব ? বিকেল তিনটে বেজে গেছে। আমি আমার টেবিলে বসে আছি ; মস্কোতে যে চিঠির ফাইলটা চুরি করেছি, সেটা আমার পাশে ; আমি লিখছিলাম :

"সবচেয়ে অশুভ একটা গুজব ছড়ানর চেষ্টা করা হয়েছে। মসিয়ঁ দ্য রোলেবঁ নিশ্চয়ই এই ব্য স্থায় ধরা দিয়েছেন, কারণ তিনি ১৩ই সেপ্টেম্বর তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে

লিখেছেন, তিনি সবে তার উইল করেছেন।"

মার্ক্ইস সেখানে ছিলেন ; সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যখন আমি স্থিরভাবে তাকে ইতিহাসের কোন প্রকোষ্ঠে বসিয়ে দেব। আমি তাকে আমার জীবন ধার দিয়েছি। আমার পেটের গহ্বরে একটা দীপ্তির মত তাকে আমি অনুভব করলাম।

একটা আপত্তি কেউ তুলতে পারে, এটা হঠাৎ মনে হল, রোলেবঁ তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে মোটেই খোলাখুলি কথা বলতেন না, তিনি, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে, তাকে প্রথম পলের কাছে নিজের আত্মরক্ষার সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এটা খুবই সম্ভব ছিল যে উইলের গল্পটা তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দেখানর জন্য তৈরী করেছিলেন।

এটা একটা গৌন অভিযোগ, এটা টিঁকবে না। কিন্তু এটাই আমাকে গভীর অধ্যয়নে নিয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। হঠাৎ আমি "ক্যামিলে"র মোটা পরিচারিকাকে দেখতে পেলাম, মসিয়ঁ অ্যাকিলের ভীষণ মুখটা, যে ঘরটায় আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি বিস্মৃত, বর্তমানে পরিত্যক্ত, সেই ঘরটা। ক্লান্তভাবে নিজেকে বললাম : কি করে আমি যার নিজের অতীতকে ধরে রাখার শক্তি নেই, অপরের অতীতকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি ?

আমি কলমটা তুলে নিলাম এবং কাজে ফিরে যেতে চেষ্টা করলাম ; আমি অতীত, বর্তমান এবং জগতের ভাবনায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিলাম। আমি একটা জিনিষ চাইলাম : শান্তিতে আমাকে বইটা শেষ করতে দেওয়া হোক।

কিন্তু আমার চোখ যখন সাদা কাগজের গুচ্ছের ওপর পড়ল আমি সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলাম এবং আমি, কলম তুলে, এই উজ্জ্বল কাগজকে পরীক্ষা করতে থাকলাম ; এত শক্ত, দূরে দৃষ্টি স্থাপিত, এত বর্তমান। যে অক্ষরগুলো আমি লিখেছি, এখনও শুকোয়নি এবং এরই মধ্যে তারা অতীতের অন্তর্ভুক্ত।

"সবচেয়ে অশুভ একটা গুজব ছড়ানর চেষ্টা করা হয়েছে…আমি এই বাক্যটা ভেবেছি, প্রথমে এটা আমার একটা ছোট অংশ ছিল। এখন এটা কাগজে লেখা হয়ে গেছে, এটা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমি আর একে চিনতে পারছি না। আমি আর এটা ভাবতে পারব না। ওটা ওখানে, আমার সামনে, এর উৎপত্তির কিছু চিহ্ন খোঁজা আমার পক্ষে বৃথা। যে কেউ এটা লিখতে পারত। কিন্তু আমি…আমি নিশ্চিত নই, আমি এটা লিখেছি। অক্ষরগুলো আর জ্বলজ্বল করছিল না, সেগুলো শুকিয়ে গেছে। তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে ; তাদের পেছনে একটা ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে চারপাশে তাকালাম ; বর্তমান, বর্তমান ছাড়া আর কিছুইনা। আসবাবপত্র হাল্কা এবং ভারী, বর্তমানে প্রোথিত, একটা টেবিল, একটা শয্যা, আয়না সহ একটা আলমারী—আর আমি। বর্তমানের যথার্থ স্বরূপ নিজেকে প্রকাশ করেছে, এই যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, এবং যা কিছু বর্তমান নয়, তার অস্তিত্ব নেই। অতীত নেই। একেবারেই না। বস্তুতে এমন কি আমার চিন্তাতেও নেই। এটা সত্য যে আমি বহুদিন আগে উপলব্ধি করেছি যে আমারটা পলাতক। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম যে তা আমার সীমার বাইরে চলে গেছে। আমার কাছে, অতীত অবসর নেওয়ার মত কিছু, এটা আর এক ধরনের অস্তিত্ব, ছুটির এবং নিষ্ক্রিয়তার সময়, প্রত্যেকটি ঘটনা, তার ভূমিকা পালনের পর বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে একটা বাক্সে রেখেছে এবং একটি সম্মানিত ঘটনা হয়ে গেছে ; শূন্যতাকে কল্পনা করতে আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা। এখন আমি জানতে পারলাম ; বস্তুত যেমন দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার পেছনে···কিছুই নেই।

চিন্তাটা আরও কয়েক মুহূর্ত আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তারপর আমি নিজেকে মুক্ত করতে সজোরে আমার কাঁধ নাড়ালাম আর কাগজগুচ্ছ আমার দিকে টেনে নিলাম।

"···তিনি সবে তার উইল করেছেন।"

একটা বিরাট অসুস্থতা আমাকে প্লাবিত করল এবং আমার হাত থেকে কলম পড়ে গেল, কালি ছিটোল। কি হল? আমার কি বমি-ভাব পেল? না, তা নয়, ঘরটির রোজকার পিতা-সদৃশ চেহারা ছিল। টেবিলটা বেশি ভারী মনে হল না কিংবা বেশি শক্ত, কলমটাও খুব ঘন-নিবদ্ধ মনে হল না। কেবল মসিয়ঁ দ্য রোলের্ব দ্বিতীয়বার মারা গেলেন।

একটুক্ষণ আগেও তিনি আমার মধ্যে ছিলেন, শান্ত ও উষ্ণ এবং আমি তার নড়াচড়া মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম। তিনি বেশ সজীব ছিলেন, স্বশিক্ষিত ব্যক্তির থেকে বেশি সজীব কিংবা "রেলকর্মীদের মহোৎসবে'র মহিলার চেয়ে। নিশ্চয়ই তার খেয়াল ছিল, তিনি নিজেকে প্রকাশ না করে কয়েকদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু, প্রায়ই, একটি রহস্যময় সুন্দর দিকে, আবহাওয়া বিজ্ঞানীর মত তার নাকটা বার করতেন এবং আমি তার পাণ্ডুর মুখ এবং নীলাভ গণ্ডদেশ দেখতে পেতাম। এবং এমন কি, যখন দেখা দিতেন না, আমার হৃৎপিণ্ডে ভার হয়ে থাকতেন এবং পূর্ণভাবে অনুভব করতাম।

আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। ওই শুকনো কালির দাগগুলোর ওপরে ছাড়া

তাদের সতেজতার স্মৃতি আর অবশিষ্ট নেই। এটা আমার দোষ; আমি কেবল সেই কথাগুলো বলেছি। যা আমার বলা উচিত নয়; আমি বলেছি, অতীতের অস্তিত্ব নেই। এবং সহসা, নিঃশব্দে মসিয়ঁ দ্য রোলেবঁ শূন্যতায় ফিরে গেছেন।

তার চিঠিগুলো আমার হাতে ছিল, এক ধরনের হতাশা নিয়ে সেগুলো অনুভব করলাম: তিমিই সেই যে এই চিহ্নগুলো একের পর এক রেখেছে। তিনি এই কাগজের ওপর ঝুঁকেছেন, তিনি পাতাগুলোর ওপর হাত রেখেছেন যাতে সেগুলো কলমের নীচে না নড়ে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে; এই শব্দগুলোর আর কোন অর্থ নেই। এক গোছা হলুদ কাগজ যা আমি হাতে ধরে রেখেছি, তাছাড়া আর কিছু নেই। রোলেবঁর ভ্রাতুস্পুত্র ১৮১০-এ জারের পুলিশের দ্বারা নিহত হয়, তার কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত হয় এবং গোপন মহাফেজখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর একশদশ বছর পরে সোভিয়েটরা যারা তার হয়ে কাজ করেছিল রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়, আমি সেখান থেকে ১৯২৩-এ চুরি করি। কিন্তু তা সত্য মনে হয়না, এবং আমি নিজে যে চুরি করেছি তার সম্বন্ধে আমার কোন স্মৃতি নেই। এরকম আরও একশ বিশ্বাসযোগ্য গল্প জোগাড় করা কঠিন হবে না এইটে বোঝাতে যে কাগজগুলো কেন আমার ঘরে রয়েছে: এই সব কেটে দেওয়া পাতার সামনে সেগুলো ফাঁপা এবং দুর্বল মনে হবে। রোলেবঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এগুলোর উপর নির্ভর না করে, আঘাত করার সাহস দেখান ভাল হবে। রোলেবঁ আর নেই। একেবারেই নেই। যদি তার কয়েকটা হাড় এখনও অবশিষ্ট থাকে, সেগুলি এমনিই স্বতন্ত্রভাবে ছিল, সেগুলি লবন এবং জলে মেশান ফসফেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি একটা শেষ চেষ্টা করলাম; আমি মাদাম গেবলিসের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম, এগুলো দিয়েই আমি মার্কুইসকে আবাহন করতাম: "তার ছোট কুঞ্চিত মুখ, পরিষ্কার এবং তীব্র, সব বসন্তের দাগে ভর্তি যার মধ্যে একটা আলাদা বিদ্বেষ ছিল, যা চোখে পড়ত, যতই তিনি সেটা দূর করবার চেষ্টা করুন না কেন।"

তার মুখ তীক্ষ্ণ নাক: নীলাভ গণ্ডদেশ এবং মৃদু হাসিসহ আমার কাছে ভীরু মনে হয়েছে। আমি তার অবয়বকে ইচ্ছামত রূপ দিতে পারতাম, বোধহয় আগের থেকে আরও সহজে। শুধু এটা আমার মধ্যে একটা চিত্ররূপ ছাড়া আর কিছু ছিলনা, একটা কল্পনা। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, চেয়ারের পিঠে

নিজেকে এলিয়ে দিলাম, যেন একটা অসহনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।
চারটে বাজে। আমি এখানে একঘণ্টা বসে আছি, আমার হাতগুলো ঝুলছে। অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে। তাছাড়া ঘরে কিছু পাল্টায়নি; সাদা কাগজ টেবিলে রয়েছে, পাশে কলম এবং দোয়াতদান। কিন্তু আমি যে পাতায় লেখা শুরু হয়েছে, তাতে আর কখনও লিখব না। আর কখনও র‍্যু দ্য মুতিলে এবং বুলেভার রিডাউত ঘুরে আমি লাইব্রেরীতে যাব না তাদের পুরানো সংরক্ষণশালা দেখতে!
আমি উঠে বেরিয়ে যাব। যা কিছু করব—যাই হোক—নিজেকে বিস্ময়াবিষ্ট রাখতে। কিন্তু আমি যদি একটা আঙ্গুল নাড়ি আমি যদি একেবারে চুপ না থাকি, আমি জানি কি ঘটবে। আমি চাই না তাই ঘটুক। যেমন আছে, এটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে। আমি নড়ব না; যান্ত্রিকভাবে কাগজগুচ্ছের ওপর যে প্যারা আমি অসমাপ্ত রেখেছিলাম, তাই পড়লাম।
"সবচেয়ে অশুভ একটা গুজব ছড়ানর চেষ্টা করা হয়েছে। মাসিয়ঁ রোলেবঁ নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থায় ধরা দিয়েছেন, কারণ তিনি ১৩ই সেপ্টেম্বর তার ভ্রাতুস্পুত্রকে লিখেছেন; তিনি সব তার উইল করেছেন।"
মহান রোলেবঁ ঘটনা একটা মহান আবেগের মত শেষ। আমাকে আর কিছু দেখতে হবে। কয়েক বছর আগে সাংহাইতে মারসিয়েরের অফিসে আমি হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জাগলাম। তারপর আর একটা স্বপ্ন হল। আমি জারের প্রাসাদে বাস করছিলাম, পুরানো প্রাসাদে এত ঠাণ্ডা যে শীতে দরজার ওপরে বরফ কণা তৈরী হয়েছিল। আজ আমি সাদা কাগজের গোছার সামনে জেগে উঠলাম। মশানগুলো, বরফের উৎসব, ইউনিফর্ম, সুন্দর ঠাণ্ডা কাঁধ, অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছু এই উষ্ণ ঘরে রয়ে গেছে, যা আমি দেখতে চাই না।
মসিয়ঁ দ্য রোলেবঁ আমার সঙ্গী ছিলেন, আমাকে তার দরকার ছিল তার অস্তিত্বের জন্য এবং আমার তাকে দরকার ছিল যাতে অস্তিত্ব অনুভব না করি। আমি কাঁচা মাল সাজিয়েছি। যে মাল-মশলা আমাকে আবার বিক্রী করতে হবে। যা দিয়ে আমি জানি না কি করব: অস্তিত্ব, আমার অস্তিত্ব। তার ভূমিকা ছিল একটা ভারিক্কী আবির্ভাব দেওয়ার। তিনি আমার সামনে দাঁড়ালেন। আমার জীবন নিয়ে তার নিজেরটা আমার সামনে উন্মুক্ত করে তুলে ধরলেন। আমি লক্ষ্য করিনি আমার আর অস্তিত্ব ছিল না; আমার নিজের মধ্যে অস্তিত্ব ছিল না, তার মধ্যে ছিল; আমি তার জন্য খেতাম, তার জন্য নিশ্বাস নিতাম। আমার প্রত্যেকটি গতির অর্থ ছিল বাইরে, ওখানে, আমার সামনে, তার মধ্যে; আমি

আর দেখতে পেতাম না আমার হাত কাগজে অক্ষরগুলো লিখছে, এমন কি বাক্যটাও আমি লিখিনি—কিন্তু কাগজের পেছন, কাগজ ছাড়িয়ে আমি মার্কু'ইস-কে দেখতে পেতাম, যিনি ভঙ্গীটাকে নিজের বলে দাবী করেছেন, যে ভঙ্গীটা, দীর্ঘায়িত হলে তার অস্তিত্বকে ঘনীভূত করত। আমি শুধু তার বাঁচার একটি উপায়মাত্র। তিনি ছিলেন আমার বাঁচার কারণ, তিনি তার থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি এখন কি করব?

সবার আগে, নড়া নয়, নড়া নয়……আঃ।

আমি কাঁধের এই নড়ানটাকে আটকাতে পারলাম না। যে বস্তুটা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সতর্ক ছিল। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আমার মধ্যে তা প্রবাহিত হচ্ছে, আমি এর দ্বারা পূর্ণ। এটা শূন্যতা ঃ আমিই বস্তু। অস্তিত্ব, মুক্ত, বিমুক্ত হয়ে আমার ওপর প্লাবিত হচ্ছে। আমি আছি।

আমি আছি। এটা এত মিষ্টি, এত মিষ্টি, এত ধীরগতি। এবং হালকা : তুমি ভাববে, এটা নিজেই ভাসছিল। এটা নড়ছে। আমাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে এবং অদৃশ্য হচ্ছে। ধীরে ধীরে। আমার মুখে জলের বুদ্বুদ উঠছে। আমি গিলে ফেলি। আমার গলা দিয়ে বেয়ে যায়, আমাকে আদর করে—এবং এখন আবার মুখের মধ্যে আছে। চিরকাল আমার মুখের মধ্যে সাদাটে জলের একটা ছোট স্রোত থাকবে—নীচু হয়ে থাকবে—আমার জিভকে ঘসবে। এবং এই স্রোত আমি। এবং জিভটা। এবং গলাটা আমি।

আমি দেখছি আমার হাত টেবিলে প্রসারিত। এটা বেঁচে আছে—এটা আমি। এটা খুলে যাচ্ছে, আঙুলগুলো খুলছে এবং নির্দেশ করছে। এটা পিঠের ওপরে শুয়ে আছে। এর মোটা পেটটা আমাকে দেখাচ্ছে। আঙুলগুলো থাবা। আমি সেগুলো তাড়াতাড়ি নেড়ে মজা করি, যেন কাঁকড়ার থাবা যেটা পিঠের ওপর পড়ে গেছে।

কাঁকড়াটা মৃত ঃ নখরগুলো গুটিয়ে গেছে এবং আমার হাতের পেটের ওপর বদ্ধ। আমি নখগুলো দেখি—আমার এই অংশটা বেঁচে নেই। এবং আর একবার। আমার হাত উল্টিয়ে যায়, পেটের ওপর চওড়া হয়ে পড়ে আমাকে এর পিঠের দৃশ্য দেখায়। রূপালি পিঠ, একটু উজ্জ্বল—মাছের মত কেবল আঙুলের সন্ধি-স্থলে হাড়ের ওপর লাল চুল বাদে। আমি আমার হাত অনুভব করি। আমি দুটো পশু, হাতের প্রান্তে সংগ্রাম করছি। আমার হাত একটা থাবাকে আর একটা থাবার নখ দিয়ে চুলকায়। আমি টেবিলের ওপর এর ওজন অনুভব করি, যা আমি নই। এটা দীর্ঘ, দীর্ঘ, ওজনের ধারণা মেলায় না। মিলিয়ে

যাবার কোন কারণ নেই। এটা অসহ্য হয়ে ওঠে···আমি হাত সরিয়ে নিই এবং পকেটে ঢোকাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর দিয়ে উরুর উষ্ণতা অনুভব করি। পকেট থেকে হাত বার করে আনি এবং চেয়ারের পেছনে বুঝিয়ে রাখি। এখন হাতের প্রান্তে একটা ওজন অনুভব করি। এটা একটু টানছে, ইঙ্গিত দিয়ে এবং অস্তিত্ব আছে। আমি জোর করছি না, যেখানে আমি তা রাখিনা কেন, ওটার অস্তিত্ব থেকে যাবে। আমি এটা দমন করতে পারিনা, শরীরের বাকী অংশও দমন করতে পারি না, ঘর্মাক্ত উষ্ণতা যা আমার শার্টটাকে নষ্ট করে, কিংবা এইসব উষ্ণ স্থূলতা যা অলসভাবে আবর্তিত হয়, কেউ যেন তা চামচ দিয়ে নাড়ছে, কিংবা এই সব সংবেদনগুলো যা ভেতরে চলছে, যাচ্ছে, আসছে, আমার বগল থেকে উঠে আসছে, অথবা শান্তভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা, তাদের স্বাভাবিক কোণে একই ভাবে থাকছে।

আমি লাফিয়ে উঠি, আরও ভাল হত যদি আমি চিন্তা করা বন্ধ করতে পারতাম। চিন্তাই সবচেয়ে নিষ্প্রাণ বস্তু। শরীর থেকে নিষ্প্রাণ, সেগুলি বিস্তৃত হয় এবং তাদের কোন শেষ নেই, এবং মুখে একটা মজার স্বাদ রেখে যায়। তারপর চিন্তার মধ্যে শব্দ আছে, অসমাপ্ত শব্দ, একটি বাক্যের রেখা যা বারে বারে ফিরে আসে: "আমাকে শে···করতে...আমি অস্তি···মৃত···মসিয়ঁ দ্য রোলবঁ মৃত··· আমি নই...আমি অস্তি।" এটা চলে, এ'রকম চলে...এবং কোন শেষ নেই। অন্যসব কিছুর থেকে এটা খারাপ কারণ আমি দায়ী মনে করি এবং আমার এতে সায় আছে। উদাহরণ, এই ধরনের যন্ত্রনাদায়ক চর্বিতচর্বন: **আমি আছি** আমিই সেই যে এটা তুলে ধরি। আমি। শরীর একবার শুরু হলে নিজেই বাঁচে। কিন্তু চিন্তা—আমিই এটাকে চালিয়ে নিয়ে যাই, খুলে ফেলি। আমি আছি। অস্তিত্বের অনুভূতি কেমন সর্পিল...আমি আস্তে আস্তে সোজা করি··· যদি চিন্তা থেকে বিরত থাকতে পারতাম। আমি চেষ্টা করি, সফল হই, আমার মাথা ধোঁয়ায় ভরে গেছে, মনে হয়···এবং আবার শুরু হয় "ধোঁয়া···চিন্তা না করা···চিন্তা করতে চাইনা...আমি ভাবি আমি চিন্তা করতে চাইনা...। আমি নিশ্চয়ই ভাববনা যে আমি চিন্তা করতে 'চাইনা। কারণ সেটাও একটা চিন্তা।' এর কি আর শেষ হবে না?

আমার চিন্তা আমি: তাই আমি থামতে পারিনা। আমি আছি, কারণ আমি চিন্তা করি...এবং আমি চিন্তা করা থেকে থামতে পারি। এই মুহূর্তে—এটা ভীতিপ্রদ – যদি আমি আছি, তার কারণ আমি অস্তিত্বে ভীত। আমি সেই যে আমাকে শূন্যতা থেকে যা আমার আকাঙ্খা তাতে টেনে তুলছে: ঘৃণা, অস্তিত্বের

বিরক্তি, কতরকম ভাবে নিজেকে অস্তিত্বশীল করা যায়, নিজেকে অস্তিত্বে ঠেলে দেওয়া যায়। চিন্তাগুলো আমার পেছনে জন্ম নেয়, হঠাৎ মাথা ঘুরছে, আমি এগুলোকে মাথায় পেছনে জন্ম নিতে অনুভব করি…আমি যদি তাদের কাছে ধরা দিই. সেগুলো ঘুরে আমার সামনে আসবে, আমার চোখের মাঝখানে—এবং আমি সব সময়ই ধরা দিই, চিন্তাটা বাড়ে এবং বড় হয় এবং এটা ওখানে, বিশাল, আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে আর আমার অস্তিত্বকে আবার নতুন করে তুলছে।

আমার লীলা চিনির মত, আমার শরীর উষ্ণ। আমি নিরপেক্ষ অনুভব করছি। আমার ছুরিটা টেবিলের ওপর, ওটা খুলি। কেন নয়? যাহোক একটা পরিবর্তন হবে। আমি বাঁ হাতটা কাগজের গোছার ওপর রাখি এবং হাতের তালুতে ছুরিটা চালিয়ে দিই। গতিটা অস্থির ছিল, ধারের দিকটা পিছলে যায়, ক্ষতটা ওপর ওপর। রক্ত পড়ছে। তারপর কি? কি পরিবর্তন হয়েছে? তবু, আমি তৃপ্তির সঙ্গে সাদা কাগজের ওপর তাকাই, লাইনগুলোর ওপর দিয়ে আমি অল্পক্ষণ আগে লিখেছি, এই ছোট রক্তের সোত যা শেষ পর্যন্ত থেমেছে, তাই আমি। সাদা কাগজের ওপর চারটে ছত্র, রক্ত বিন্দু, একটা সুন্দর স্মৃতি তৈরী করে। আমি এর নীচে লিখব: "আজ আমি মার্ক্ইস দ্য রোলেবঁর ওপর আমার বই লেখা ছেড়ে দিলাম।"

আমি কি হাতের যত্ন নিতে যাচ্ছি? আমি আশ্চর্য হই। আমি রক্তের ছোট ক্লান্তিকর গড়িয়ে যাওয়া লক্ষ্য করি। এখন এটা জমে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেছে। কাটার কাছে চামড়াটা মরচে-পড়ার মত দেখাচ্ছে। চামড়ার নীচে, যা রয়ে গেছে তা হল একটা ক্ষুদ্র অনুভূতি অন্যদের মতই, হয়ত আরও বিস্বাদ।

সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমি উঠে পড়ি, আমার ঠাণ্ডা শার্ট শরীরে লেগে গেছে। আমি বাইরে যাই। কেন? আচ্ছা, কারণ না যাওয়ার কোন হেতু নেই। এমনকি, যদি আমি থাকি, এ যদি এক কোণে নীরবে গুটিয়ে থাকি, আমি নিজেকে ভুলব না। আমি ওখানে থাকব, মেঝের ওপর আমার ওজন। আমি আছি।

পথে যেতে একটা খবরের কাগজ কিনি। উত্তেজক খবর। বাচ্ছা লুসিয়েনের দেহটা পাওয়া গেছে। কালির গন্ধ, কাগজটা আমার আঙ্গুলগুলোর মধ্যে দলা পাকিয়ে যায়। অপরাধী পালিয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। ওরা তার দেহটাকে পেয়েছে, নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। আমি কাগজটাকে পাকাই, আমার আঙ্গুলগুলো কাগজটা ধরে আছে। কালির গন্ধ;

হা ঈশ্বর, কি তীব্রভাবে সব কিছু আছে। বাচ্চা লুসিয়েনকে ধর্ষণ করেছে। গলা টিপে মারা হয়েছে। তার শরীরটা এখনও আছে, তার দেহে রক্ত ঝরছে। সে আর নেই। তার হাতগুলো। সে আর নেই। বাড়িগুলো, আমি বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটি, আমি বাড়িগুলোর মাঝখানে ফুটপাথে; আমার পায়ের নীচে ফুটপাথ আছে, বাড়িগুলো আমার চারপাশে কাছে আসছে, যেমন ভাবে জল আমার ওপরে চলে আসে, কাগজের ওপর রাজহাঁসের মত। আমি আছি। আমি আছি, আমার অস্তিত্ব আছে। আমি চিন্তা করি, অতএব, আমি আছি; আমি আছি, কারণ আমি চিন্তা করি, চিন্তা করি কেন? আমি আর চিন্তা করতে চাই না, আমি আছি, কারণ আমি ভাবছি যে আমি আর চিন্তা করতে চাই না, আমি ভাবি যে আমি···কারণ···ওঃ, আমি পালিয়ে যাই। অপরাধী পালিয়েছে, ধর্ষিত দেহ। মেয়েটি অন্য একটি দেহ তার মধ্যে ঠেলে প্রবেশ করেছে, অনুভব করেছিল...আমি···সেখানে আমি...ধর্ষিত। ধর্ষণ করবার, একটা নরম পাপী ইচ্ছা আমাকে পেছন থেকে ধরে ফেলে, ধীরে ধীরে কানের পেছনে, কান আমার পেছনে ছুটছে, লাল চুল, আমার মাথায় লাল, ভিজে ঘাস, লাল ঘাস, এখনও তাই? কাগজটা ধরে রাখ, অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব, বস্তুগুলো একের বিরুদ্ধে আর একটা অস্তিত্ব নিয়ে আছে, আমি কাগজটা ফেলে দিই। বাড়িটা লাফিয়ে ওঠে, ওটা আছে, আমার সামনে দেয়াল ঘেঁষে আমি যাচ্ছি, দেয়াল ঘেঁষে আমি আছি, দেয়ালের সামনে, এক পা, দেয়ালটা আমার সামনে আছে, এক, দুই, আমার পেছনে, একটা আঙ্গুল প্যাণ্টে চুলকাচ্ছে, চুলকে যাচ্ছে, চুলকে যাচ্ছে, এবং কাদালাগা কড়ে আঙ্গুলটা টানছে, আঙ্গুলে নর্দমার কাদা, আর পেছনে ধীরে নরমভাবে পড়ে যাচ্ছে, ছোট মেয়েটা যাকে অপরাধী গলা টিপে মেরেছে, তার আঙ্গুলের থেকে আরও কম জোরে, কাদা আঁচড়ে, মাটিটাকে আরও কম জোরে, আঙ্গুলগুলো পড়ে যায় আস্তে আস্তে, মাথাটা প্রথমে পড়ে এবং পড়ে যাওয়া আমার উরুকে স্পর্শ করে; অস্তিত্ব নরম, ঘোরে এবং পড়ে যায়, আমি বাড়িগুলোর মধ্যে ঘুরি, আমি আছি, আমার অস্তিত্ব আছে আমি চিন্তা করি, অতএব ঘুরে যাই, আমি আছি, অস্তিত্ব পড়ে যাওয়া জলধারার মত, পড়বে না, পড়বে, আঙ্গুলটা জানালায় আঁচড়াচ্ছে, অস্তিত্ব অপূর্ণতা। ভদ্রলোকটি। সুশ্রী ভদ্রলোকটি আছে। ভদ্রলোকটি অনুভব করে যে সে আছে। ভদ্রলোকটি যে গর্বিত এবং ধীরভাবে যমজ চারাগাছের মত যাচ্ছে অনুভব করেনা যে তার অস্তিত্ব আছে। বিস্তারিত করা: আমার কাটা হাতে লাগছে, আছে, আছে,

আছে। সুশ্রী ভদ্রলোকটি আছে, সেনাবাহিনীর সম্মান, গোঁফ আছে, এইটেই সব ; একজন সেনাবাহিনীর সম্মান থেকে এবং গোঁফ থেকে বেশি কিছু না হতে কি রকম সুখী হবে এবং কেউ বাকীটা দেখে না। সে শুধু নাকের দু-পাশে গোঁফের সরু প্রান্ত দেখে : আমি চিন্তা করি না, অতএব, আমি গোঁফ। সে তার সরু চেহারা কিংবা বড় পা দেখে না, তুমি যদি তার প্যান্টের ভেতর ফাঁক হয়ে যাওয়া জায়গাটা দেখতে, তুমি নিশ্চয়ই দুটো ছোট বল দেখতে পেতে। তার সেনাবাহিনীর সম্মান আছে, বেজম্মাগুলোর অস্তিত্বের অধিকার আছে : "আমি আছি কারণ এটা আমার অধিকার।" আমার অস্তিত্বের অধিকার আছে, অতএব, আমার চিন্তা না করবার অধিকার আছে : আঙ্গুলটা তোলা হয়েছে। আমি কি···কাদা চাদরগুলো খোলার জায়গায় আনন্দ-উত্তেজিত দেহকে যা ধীরে পেছনে হেলে পড়ে, আদর করতে যাচ্ছি, বগলের গহ্বরের প্রস্ফুটিত আদ্রতাকে স্পর্শ করতে যাচ্ছি, অমৃত অন্তরঙ্গতা এবং দেহের পুষ্প বিকাশকে আর একজনের অস্তিত্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, লাল আঁঠালো পদার্থে যার ভারী মিষ্টি, মিষ্টি অস্তিত্বের গন্ধ আছে, নিজেকে ঐ নরম ভেজা ঠোঁটের মধ্যে অনুভব করতে যাচ্ছি, যে ঠোঁটগুলো পাণ্ডুর রক্তে লাল থরোথরো কম্পমান হাই-তোলা ঠোঁট, সব অস্তিত্বে ভেজা, সব স্বচ্ছ পুঁজে ভেজা, ভেজা চিনির মত ঠোঁটের মধ্যে যা চোখের মত কাঁদছে ? আমার সজীব মাংসের দেহ যা অস্ফুটে কথা বলছে এবং ধীরে ঘুরছে, মদ দুধের সরে পরিণত হচ্ছে, দেহ ঘুরছে, ঘুরছে, আমার দেহের মিষ্টি চিনি-জল, হাতে রক্ত। আমি আমার আহত দেহে কষ্ট পাচ্ছি, যা ঘুরছে, আমি হাঁটি, আমি পলায়ন করি। আমি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে একজন অপরাধী, এই সব দেয়ালের কাছে অস্তিত্বে রক্তাক্ত। আমি শীতল, এক পা এগোই, আমি বাঁ দিকে যাই, সে বাঁ দিকে যায়, সে ভাবে, সে বাঁ দিকে যায়, পাগল, আমি কি পাগল ? সে বলে সে পাগল হবার ভয়ে ভীত। অস্তিত্ব, তুমি কি অস্তিত্বের ভেতরে, দেখ, সে থামে, দেহটা থামে, সে ভাবে সে থামে, কোথা থেকে আসছে কি করছে ? সে রওনা হয়, সে ভীত, ভয়ঙ্করভাবে ভীত, অপরাধী, ইচ্ছা ব্যাঙের মত, ইচ্ছা, বিরক্তি, সে বলে অস্তিত্বে সে বিরক্ত, সে কি বিরক্ত, অস্তিত্বে বিরক্ত হয়ে ক্লান্ত ? সে দৌড়ায় ? সে কিসের আশা করে ? সে পালিয়ে নিজেকে হ্রদে ছুঁড়ে দেবার জন্য দৌড়ায় ? সে দৌড়ায়, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, আজ ছুটি, হৃৎপিণ্ড আছে, পাদুটো আছে, নিশ্বাস আছে, তারা দৌড়াতে দৌড়াতে আছে, নিশ্বাস নিতে নিতে, সব কিছু নরম, সব কিছু ধীরভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে, আমাকে আমাকে শ্বাসরুদ্ধ রেখে, সে বলছে,

তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে : অস্তিত্ব পেছন থেকে আমার চিন্তাগুলোকে নেয় এবং পেছন থেকে সেগুলোকে **প্রসারিত করে :** কখনও আমাকে পেছন থেকে ধরে, এগুলো আমাকে পেছন থেকে চিন্তা করতে বাধ্য করে, অতএব কিছু হতে, আমার পেছনে, অস্তিত্বের বুদ্বুদে নিশ্বাস নিতে নিতে, সে কুয়াশা এবং ইচ্ছার বুদ্বুদ, সে এই আয়নায় মৃত্যুর মত পাণ্ডুর। রোলেবঁ মত। আঁতোয়ান রেঁাকেত মৃত নয়। আমি মূর্ছা যাচ্ছি, সে বলছে, তার মূর্ছা যেতে ইচ্ছা করছে, সে দৌড়ায়, সে বনবিড়ালের মত দৌড়ায়, "পেছন দিক থেকে," পেছন দিক থেকে, **পেছন দিক থেকে**। ছোট্ট লুসিয়েনকে পেছন দিক থেকে আঘাত করা হয়েছিল। পেছন দিক থেকে অস্তিত্বের দ্বারা ধর্ষিত, সে দয়া ভিক্ষা করছে, দয়া ভিক্ষা করার জন্য সে লজ্জিত, করুণা, সাহায্য, সাহায্য, অতএব, আমি আছি, সে বার দ্য লা মেরিনে যাচ্ছে, ছোট বেশ্যালয়ে ছোট ছোট আয়না, ছোট ছোট বেশ্যালয়ে ছোট ছোট আয়নায় সে পাণ্ডুর বড় লালচুলওয়ালা. বেঞ্চে বসে পড়ে, গ্রামোফোন বাজে, আছে, সব কিছু লাফায়, গ্রামোফোন আছে, হৃদয় শোনে, ঘোর, ঘোর, জীবনের মদ, ঘোর, জেলি, আমার মাংসের মিষ্টি সিরাপ, মিষ্টতা, গ্রামোফোন :

> যখন ওই হলুদ চাঁদ জলে ওঠে
> প্রতি রাতে আমার ছোট ছোট স্বপ্ন ফোটে।

গভীর, কর্কশ স্বর হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং জগত অদৃশ্য হয়ে যায়, অস্তিত্বের জগত। একজন দেহধারী মহিলার এই কণ্ঠ, সে একটা রেকর্ডের সামনে গান গাইছিল, তার সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পরে এবং তার কণ্ঠকে রেকর্ড করে নিল। মহিলা : বাঃ। রোলেবঁর মত তার অস্তিত্ব ছিল! কিন্তু ওখানে ওটা আছে। তুমি বলতে পার না ওটা আছে। ঘোরানো রেকর্ড আছে, কণ্ঠস্বরের দ্বারা আহত বাতাস আছে, যে স্বর রেকর্ডে ছাপ রাখল, তা আছে। আমি যে শুনছি, আমি আছি। সব কিছু পূর্ণ, সর্বত্র অস্তিত্ব, ঘন, ভারী এবং মিষ্টি। কিন্তু, এই সমস্ত মিষ্টতার ওপরে যা দুর্গম, এত কাছে অথচ এতদূরে, তরুণ, নির্দয় এবং শান্ত, এই ...এই কঠোরতা।

মঙ্গলবার

শূন্যতা। অস্তিত্ব ছিল।

বুধবার

কাগজের তোয়ালেতে সূর্যের আলো। রৌদ্রে একটা মাছি, নিজেকে টেনে নিয়ে

যাচ্ছে, বিস্মিত, রোদ পোহাচ্ছে এবং নিজের শুঁড় একটা আর একটার ওপর ঘষছে। আমি তাকে টিপে মেরে ফেলার করুণা দেখাতে যাচ্ছি। সে এই দৈত্যাকৃতি সোনালী লোমওয়ালা হাত যা রোদে উজ্জ্বল, তা দেখতে পাচ্ছে না।
"মসিয়ঁ। ওটাকে মারবেন না!" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বলল।
"আমি এটাকে অনুগ্রহ করছিলাম।"
আমি এখানে কেন?—আমি এখানে থাকব না কেন? এখন দুপুর। আমি ঘুমোতে যাবার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি। সৌভাগ্যবশতঃ ঘুম এখনও আমাকে ছেড়ে যায় নি।) চারদিনের মধ্যে আবার অ্যানীকে দেখতে পাব; এই মুহূর্তের জন্য, আমার বাঁচার একমাত্র কারণ। এবং তারপর। অ্যানী যখন চলে যাবে? আমি জানি আমি গোপনে গোপনে কি আশা করছি। আমি আশা করছি সে আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না। অথচ আমার জানা উচিত অ্যানী কখনও আমার সামনে বুড়ো হতে রাজী হবে না। আমি দুর্বল এবং নিঃসঙ্গ, আমার তাকে দরকার। আমার শক্তি থাকতে আবার তাকে দেখতে চাইতাম, অ্যানী দল-ছুট ভেড়ার জন্য দরদহীন।
"আপনি ভাল আছেন, মসিয়ঁ? ভাল বোধ করছেন?"
স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আমার দিকে তার চোখের কোণ থেকে তাকাচ্ছে, হাসছে। সে একটু হাঁফাচ্ছে, তার মুখ হাঁ করা, কুকুরের মত। আমি স্বীকার করছি: আজ সকালে তাকে দেখে আমি প্রায় খুশি হয়েছি, আমার কথা বলার দরকার ছিল।
"আপনাকে আমার টেবিলে পেয়ে কত খুশি হয়েছি" সে বলল, "আপনার যদি ঠাণ্ডা লাগে, আমরা বাইরে যেতে পারি এবং স্টোভের পাশে বসতে পারি। এই ভদ্রলোকেরা শীঘ্র চলে যাবে, ওরা বিল চেয়েছে।" কেউ আমার যত্ন নিচ্ছে, জিজ্ঞাসা করছে, আমার ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা, আমি আর একজনের সঙ্গে কথা বলছি; এরকম বহু বছর ঘটেনি। "ওরা চলে যাচ্ছে, আপনি কি জায়গাটা পাল্টাতে চান?"
দুজন লোক সিগারেট ধরিয়েছে। তারা চলে যাচ্ছে, তারা ওখানে বিশুদ্ধ বাতাসে, সূর্যালোকে। তারা বড় জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে টুপি; তারা হাসছে; বাতাসে তাদের ওভারকোট ফুলে যাচ্ছে। না, আমি জায়গা পাল্টাতে চাই না। কেন? এবং তার পর জানালার ভেতর দিয়ে, স্নানঘরের সাদা ছাদের মাঝখান দিয়ে আমি সমুদ্রকে দেখতে পাচ্ছি ঘন সবুজ সমুদ্রকে।
স্বশিক্ষিত ব্যক্তি তার ব্যাগ থেকে দুটো ইটরঙের চৌকো কার্ডবোর্ড বার করেছে।

সে শীঘ্রই সেগুলো কাউন্টারে দিয়ে দেবে। তার একটার পেছনে আমি পড়তে পারলাম

বতোনেতের বাড়ি, বুর্জোয়া রান্না
প্রাতরাশের দাম ঠিক করতে হবে ; আট ফ্রাঁ
পছন্দমত ছোট ডিশ
তৈরী হওয়া মাংস
চিজ অথবা মিষ্টি
১৪০ ফ্রাঁ ২০ স্ট্যাম্প কি বাদ দিয়ে

দরজার কাছে গোল টেবিলে যে লোকটা খাচ্ছে—আমি তাকে চিনতে পারি ; সে প্রায়ই হোটেল প্রিঁতানিয়াতে আসে, সে একজন ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে তাকায়, মনোযোগী এবং মৃদু হাস্যময় , কিন্তু সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে খাবারে খুব বেশি মগ্ন। কাউন্টারের উল্টো দিকে দুজন বসে, লোকগুলো ফল খাচ্ছে ; সাদা মদ পান করছে. ছোটমত লোকটা যার সরু হলুদ গোঁফ আছে, একটা গল্প বলছে, যা তাকে হাসাচ্ছে। সে থামছে, হাসছে, ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। অন্যজন হাসছে না। তার চোখগুলো কঠিন। কিন্তু মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছে। জানালার কাছে একটু ময়লা রঙের লোক, চেহারাটা অভিজাত এবং সুন্দর সাদা চুল পেছনে ব্রাশ করা, তার কাগজ চিন্তান্বিতভাবে পড়ছে। পাশের বেঞ্চে তার চামড়ার ব্রীফকেস। সে ভিচি জল পান করছে। এই মুহূর্তে সমস্ত লোকেরা চলে যাচ্ছে ; খাদ্যের দ্বারা নীচু, বাতাসের দ্বারা স্নেহস্পর্শিত, কোট হাট করে খোলা. মুখ একটু উজ্জ্বল, মাথা বুঁদ, ওরা থামগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটবে, সমুদ্রতীরে শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং সমুদ্রে জাহাজগুলোর ওপর , ওরা কাজ করতে যাবে। আমি কোথাও যাব না, আমার কোন কাজ নেই !

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি সরলভাবে হাসছে এবং সূর্য তার পাতলা চুলে খেলা করছে।

"আপনি কি অর্ডার দেবেন ?"

আমার হাতে মেনুটা দেয় ; আমি একটা ছোট ডিশ নিতে পারি ; হয় পাচ টুকরো সসেজ অথবা মূলো অথবা চিংড়ি অথবা এক ডিশ পুর ভর্তি সেলেরি। শামুক আলাদা।

"আমি সসেজ নেব" পরিচারিকাকে বলি।

ও আমার হাত, থেকে মেনু নিয়ে নেয়।

"আর কিছু ভাল নেই নাকি ? এ যে বুর্গোগনে শামুক।"

"আমি শামুক খুব পছন্দ করি না।"

"আঃ, তাহলে ঝিনুক ?"

"ওগুলো চার ফ্রাঁ বেশি।" পরিচারিকা বলে।

"ঠিক আছে, ঝিনুক ; মাদামোয়াজেল—আর আমার জন্যে মূলো।" লজ্জিত হয়ে সে ব্যাখ্যা করে :

"আমার মূলো খুব ভাল লাগে।"

আমিও।

"এর পরে কি ?" সে বলে।

আমি তার মাংসের তালিকার ওপর তাকাই। মসলাদেওয়া গোমাংস আমাকে টানে। কিন্তু আমি আগে থেকে জানি আমি মুর্গী নেব, বাড়তি মাংস যেটা।

"এই ভদ্রলোক মুরগী নেবেন" ও বলে, "আমার জন্য মশলা দেওয়া গোমাংস।"

সে কার্ডটা ওল্টায়। পেছনে মদের তালিকা :

"আমরা কিছু মদ নেব," সে গম্ভীর হয়ে বলে।

"বেশ !" পরিচারিকা বলে, "সময় পাল্টে গেছে। আপনি আগে কখনও মদ খাননি।"

"মাঝে মাঝে একগ্লাস মদ খেতে পারি। তুমি আমাদের জন্য কারাফে কিংবা লালচে আঙ্গুর আনবে ?"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি মেনুটা রেখে দেয়, রুটিটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙে এবং তোয়ালে দিয়ে ছুরি ও কাঁটা মুছে নেয়। সে সাদা চুল লোকটি যে খবরের কাগজ পড়ছিল তার দিকে তাকায়। পরে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসে :

"আমি সাধারণতঃ এখানে একটা বই নিয়ে আসি, যদিও তা ডাক্তারের নির্দেশের বিরুদ্ধে ; লোকেরা তাড়াতাড়ি খায় এবং চিবোয় না। কিন্তু আমার পেটটা উটপাখীর মত। আমি যা খুশি গিলতে পারি। ১৯১৭র শীতে আমি যখন বন্দী ছিলাম, খাবার এত খারাপ ছিল যে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বভাবতঃ, আমি অন্যদের মত অসুস্থ তালিকাভুক্ত হই। কিন্তু কিছুই হয়নি।"

ও যুদ্ধবন্দী ছিল...এই প্রথম আমার কাছে কথাটা উল্লেখ করল। আমি এটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমি তাকে স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।

"আপনি কোথায় বন্দী ছিলেন ?"

সে উত্তর দেয় না। সে কাঁটাটা নামিয়ে রাখে এবং আমার দিকে বিস্ময়কর তীব্রতা নিয়ে তাকায়। সে আমাকে তার সমস্যার কথা বলতে যাচ্ছে ; এখন

আমার মনে পড়ে লাইব্রেরীতে সে বলেছিল, কিছু গোলামাল হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছি: আমি অন্য ব্যক্তির সমস্যায় করুণা অনুভব করতে পারলে খুব খুশি হই, তাতে একটা পরিবর্তন হয়। আমার কোন সমস্যা নেই। আমার ক্যাপিটালিস্টের মত টাকা আছে, আমার কোন ওপরওয়ালা নেই, কোন স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নেই; আমি আছি, এইটেই সব এবং সে সমস্যাটা এতই অস্পষ্ট, এতই তাত্ত্বিক যে তার জন্য লজ্জিত।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি কথা বলতে চাইছে, মনে হয় না। আমার দিকে কি কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে! —এটা কোন অনিশ্চিত দৃষ্টি নয়, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণকারী। স্বশিক্ষিত ব্যক্তির আত্মা তার চোখে, তার বিরাট, দৃষ্টিহীন চোখে, যেখানে তা প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আমারটাও তাই করুক, এটা আসুক এবং জানালার গায়ে তার নাকটাকে লাগিয়ে রাখুক: তারা অভিনন্দন বিনিময় করতে পারে।

আমি আত্মার সংযোগ চাই না, আমি এতটা নীচে নামিনি। আমি সরে আসি। কিন্তু স্বশিক্ষিত ব্যক্তি তার বক্ষকে টেবিলের ওপর প্রসারিত করে দেয়। সৌভাগ্যবশতঃ পরিচারিকা তাকে মূলো এনে দেয়। সে চেয়ারে আবার বসে পড়ে, তার আত্মা চোখ পরিত্যাগ করে এবং শান্তভাবে সে খেতে শুরু করে।

"আপনার সমস্যা মিটেছে?"

সে চমকে উঠে।

"কি সমস্যা, মসিয়ঁ", সে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করে।

"আপনি জানেন, সেদিন আপনি বলছিলেন..."

সে খুব লজ্জা পায়।

"সে শুকনো গলায় বলে, "হাঃ, হাঃ, হ্যাঁ, সেদিন। আচ্ছা, সেটা ঐ কর্সিকান ভদ্রলোক, লাইব্রেরীর কর্সিকান।"

দ্বিতীয়বার ইতস্ততঃ করে, দৃষ্টিটা একগুঁয়ে ভেড়ার মত।

"আপনাকে জ্বালাতন করবার মত কিছু নয়, মসিয়ঁ।"

আমি জোর করি না। তাড়াতাড়ি মনে না হলেও সে অসম্ভব দ্রুত খায়। সে মূলো শেষ করেছে, পরিচারিকা ঝিনুক নিয়ে এসেছে। তার প্লেটে মূলোর ডাঁটার স্তুপ এবং কিছুটা ভিজে নুন ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই।

বাইরে এক তরুণ দম্পতি মেনুর সামনে দাঁড়িয়েছে, যা একজন রাঁধুনী একটা কার্ডবোর্ডে তাদের সামনে বাঁ হাতে ধরে রেখেছে (তার ডান হাতে একটা ফ্রাইং প্যান)। তারা ইতস্ততঃ করছে। মহিলাটি নিষ্প্রভ, সে তার ফার কলারে

চিবুকটা ঢুকিয়ে রেখেছে। লোকটি প্রথমে মন ঠিক করে, দরজাটা খোলে, এবং ভেতরে পা রাখে মহিলাকে যেতে দিতে।

মহিলা ঢোকে। সে চারিদিকে প্রীতির সঙ্গে তাকায় এবং একটু কাঁপে : "এখানে গরম", সে গম্ভীরভাবে বলে।

তরুণ পুরুষটি দরজা বন্ধ করে।

"মসিয়ঁগণ এবং মাদামরা" সে বলে।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি পেছনে ঘোরে "মসিয়ঁগণ এবং মাদামগন" প্রীতিপূর্ণভাবে সে বলে। অন্য খদ্দেররা উত্তর দেয় না, কিন্তু অভিজাত দেখতে ভদ্রলোক কাগজটা একটু নামায় এবং গভীরভাবে নতুন যারা এসেছে, তাদের দেখে।

"বিরক্ত হবেন না, ধন্যবাদ।"

পরিচারিকা তার কাছে দৌড়ে এসেছে তাকে সাহায্য করতে, সে কিছু করার আগে, তরুণ বর্ষাতি খুলে ফেলেছে। সকালের কোটের জায়গায় সে একটা জিপ্ দেওয়া চামড়ার জ্যাকেট পরেছে। পরিচারিকা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তরুণীর দিকে যায়। কিন্তু এখানেও তরুণটি তার আগে রয়েছে এবং তরুণীকে কোট থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে শান্ত নিখুঁত গতির সাহায্যে। ওরা আমাদের কাছে বসে, একজন আর একজনের উল্টো দিকে। তাদের দেখে মনে হয় তাদের পরিচয় বেশি দিনের নয়। তরুণীর মুখটা ক্লান্ত, পবিত্র এবং একটু রাগী। সে হঠাৎ তার টুপি খুলে নেয়, তার কাল চুল নাড়ায় এবং একটু হাসে।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরে তাদের দেখে, দয়ালু চোখ নিয়ে। তারপরে আমার দিকে ফেরে এবং নরমভাবে আমার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে যেন বলতে চায়" ওরা কি আশ্চর্য।"

ওরা কুৎসিত নয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে সুখী, একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় সুখী। মাঝে মাঝে আমি আর অ্যানী যখন পিক্যাডেমীতে রেস্টুরেন্টে যেতাম, আমরা প্রশংসা দৃষ্টির বিষয় হিসাবে নিজেদের অনুভব করতাম। অ্যানী বিরক্ত হত, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে আমার কিছুটা গর্ব হত। সবার ওপরে, বিস্মিত ; আমার চেহারাটা নিখুঁত দাড়ী কামান ছিল না, যা এই তরুণীর চেহারায় মানিয়ে গেছে এবং অবশ্য কেউ বলতে পারবে না যে আমার কদাকার চেহারাটা বিরক্তি সৃষ্টি করত। আমরা কেবল তরুণ ছিলাম, এবং আমি এখন এমন একটা বয়সে যখন অন্যের যৌবন আমাকে নাড়া দেয়। কিন্তু আমাকে তা স্পর্শ করে না। তরুণীর কাল, শান্ত চোখ ; তরুণের ত্বক কমলা রঙের, একটু চামড়াটে, কিন্তু তারা আমাকে পীড়িত করছে। আমি ওদের আমার থেকে

অনেক দূরে অনুভব করছি ; গরম ওদের অলস করে দিয়েছে, তারা হৃদয়ে একই স্বপ্ন অনুধাবন করছে, এত মৃদু, এবং নীচু। তারা আরামে রয়েছে, তারা হলুদ দেয়ালের দিকে নিশ্চিতভাবে তাকাচ্ছে, লোকজনের দিকেও, এবং তারা জগতকে মনোরম দেখছে, যা সেরকম, এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যজনের জীবন থেকে সাময়িকভাবে জীবন আহরণ করছে। শীঘ্রই তারা একটি জীবন গড়ে তুলবে, একটি মন্থর ইষদুষ্ণ জীবন যার কোন অর্থ থাকবে না—কিন্তু তারা তা লক্ষ্য করবে না।

তারা এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন পরস্পরকে ভয় দেখাচ্ছে। শেষে তরুণটি, অদ্ভুত এবং স্থির সঙ্কল্পে মেয়েটির হাত তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে তুলে নেয়। মেয়েটি ভারী নিশ্বাস নেয় এবং দুজনে তারা মেনুর ওপর ঝুঁকে পড়ে। হ্যাঁ, ওরা সুখী। তাতে কি?

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি একটি রহস্যময় মজার ভাব দেখায় :

"আমি আপনাকে গত পরশু দিন দেখেছি।"

"কোথায় ?"

"হাঃ হাঃ !" একটু কৌতুক করে সম্মানের সঙ্গে সে বলল।

আমাকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করাল, তারপর :

"আপনি মিউজিয়াম থেকে আসছিলেন।"

"ওঃ হ্যাঁ," পরশুদিন না ; শনিবার।"

পরশুদিন নিশ্চয়ই মিউজিয়ামের চারপাশে ঘোরার মন আমার ছিল না।

"আপনি কি 'ওরসিনির হত্যা প্রচেষ্টা'র কাঠখোদাই এর প্রতিলিপি দেখেছেন ?"

"মনে পড়ছে না।"

"এটা কি সম্ভব ? এটা ডান দিকে একটা ছোট ঘরে, ভেতরে যেতেই পড়ে। কাজটা কম্যুনের একজন বিদ্রোহীর, যে বোভিলে মুক্তি পর্যন্ত ছিল, একটা চিলে কোঠায় লুকিয়ে থাকত। সে আমেরিকায় যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বন্দরের পুলিশ তার থেকে অনেক বেশি ক্ষিপ্র ছিল। চমৎকার মানুষ। একটা বড় ওক প্যানেল খোদাই করে সে অবসর সময় কাটাত। একমাত্র যন্ত্র ছিল কলমকাটা ছুরি আর পেরেকের বাক্স। পেরেক দিয়ে সূক্ষ্ম কাজগুলো করেছে : চোখ এবং হাত। প্যানেলটা পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ; এতে সত্তরটা মূর্তি আছে, কোনটাই এক হাতের বেশি বড় নয়, যে দুটো ঘোড়া সম্রাটের গাড়ী টানছে, তা বাদ দিয়ে। আর মুখগুলো, মসিয়ঁ, পেরেক দিয়ে করা মুখগুলো, তাদের

একটা সুস্পষ্ট শৈল্পিক অবয়ব আছে, একটি মানবিক দৃষ্টি। মসিয়ঁ, আমাকে যদি বলতে দেওয়া হয়, এটা একটা দেখবার মত কাজ।"

আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না :

"আমি শুধু বোরতুরিনের ছবিগুলো আবার দেখতে চেয়েছিলাম।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আবার বিষণ্ণ হয় :

"প্রধান হলটায় ঐ ছবিগুলো, মসিয়ঁ ?" সে কাঁপা হাসি হেসে বলল, "আমি ছবির কিছু বুঝি না। অবশ্য, আমি বুঝি যে বোরতুরিন একজন বড় চিত্রকর, আমি দেখতে পারি, তার হাতে একটা ছোঁয়া আছে, একটা ক্ষমতা আছে, লোকেরা বলে। কিন্তু আনন্দ, মসিয়ঁ, শৈল্পিক আনন্দ আমার অজানা।"

আমি তাকে সহানুভূতির সঙ্গে বলি :

"আমি ভাসকর্য সম্বন্ধে একই রকম অনুভব করি।"

"আঃ মসিয়ঁ, আমিও, হায়। এবং গান ও নাচ সম্বন্ধে। অথচ আমার কিছু জ্ঞান আছে। আসলে, এটা দুর্বোধ্য। আমি তরুণদের দেখেছি, যারা হয়ত আমার অর্ধেক জানে, ছবিব সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে আনন্দ পায়, মনে হয়।"

"তারা নিশ্চয়ই ভান করে।" আমি তাকে উৎসাহ দিতে বলি।

"সম্ভবতঃ…"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি এক মুহূর্ত স্বপ্ন দেখে :

"আমার যা দুঃখ, তা কোন একটা রুচি থেকে বঞ্চিত না হওয়া, বরং মানুষের কাজের একটা সমগ্র শাখা আমার কাছে অজানা…তবু আমি একটা মানুষ এবং **মানুষেরা** এই ছবিগুলো এঁকেছে…।"

হঠাৎ তার গলার স্বর পাল্টায় :

"মসিয়ঁ, এক সময় আমি ভাবতে সাহস করতাম যে সুন্দর হল কেবল রুচির প্রশ্ন। প্রত্যেক যুগে কি বিভিন্ন নিয়ম নেই ? মসিয়ঁ, আমাকে অনুমতি করুন…"

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি সে পকেট থেকে চামড়ার একটা নোটবই বার করেছে। সে একবার সেটা দেখে নেয়; অনেকগুলো সাদা পাতা এবং আরও পরে কয়েক লাইন লাল কালিতে লেখা। সে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে টেবিলক্লথের ওপর নোটবইটা রেখে দিয়েছে এবং খোলাপাতার ওপর তার প্রকাণ্ড হাতটা রেখেছে। সে অপ্রস্তুতভাবে কাশে :

"কখনও কখনও জিনিষগুলো আমার মনে আসে—আমি এগুলোকে চিন্তা বলতে সাহস করিনা। খুব কৌতুহলের বিষয় হল, আমি কোথাও আছি, পড়ছি, হঠাৎ তখন, আমি জানিনা কোথা থেকে এটা আসে। আমি আলোক-দীপ্ত হয়ে উঠি।

প্রথমে আমি মন দিইনি এবং তারপর একটা নোটবই কেনা ঠিক করি।"
সে থামে এবং আমার দিকে তাকায় ; সে অপেক্ষা করছে।
"আঃ "আমি বলি।
"মসিয়ঁ, এই সূত্রগুলো স্বভাবতঃই মসৃন করা হয়নি ঃ আমার শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি।"
সে কাঁপা হাতে নোটবইটা তুলে নেয়, সে গভীরভাবে বিচলিত।
"এবং এখানে অঙ্কন সম্বন্ধে কিছু আছে..."
"আনন্দের সঙ্গে" আমি বলি।
সে পড়ে ঃ
"লোকেরা আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা বিশ্বাস করা হত, তা বিশ্বাস করেনা। শিল্পকর্মে আমাদের কেন আনন্দ পাওয়া উচিত; তারা সুন্দর মনে করেছে বলে ?"
আমার দিকে সানুনয়ে সে তাকায়,
"একজন কি চিন্তা করবে, মসিয়ঁ ! হয়ত এটা স্ববিরোধী। আমি আমার ভাবনাকে একটা খেয়ালের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সাজাতে চেয়েছিলাম।"
"বেশ বেশ, আমি···আমি খুব আগ্রহবোধ করছি।"
"আগে কোথাও এটা পড়েছেন ?"
"না, নিশ্চয়ই না।"
"বাস্তবিক, কোথাও না ? তাহলে, মসিয়ঁ" সে বলে, মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।
"তার কারণ, এটা সত্যি নয়। যদি এটা সত্যি হত, আর কেউ আগেই ভাবত।"
"এক মিনিট আপেক্ষা করুন।" আমি তাকে বলি "আমার এখন মনে পড়ছে, আমি বিশ্বাস করি কোথাও এটা পড়েছি।"
তার চোখ উজ্জ্বল ; সে পেন্সিলটা বার করে।
"কোন্ লেখক ?" সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তার স্বর স্পষ্ট।
"ও...রেনান।"
তিনি স্বর্গে।
"আপনি কি দয়া করে ঠিক পংক্তিগুলো উদ্ধৃত করবেন ?" সে প্রশ্ন করে, পেন্সিলের গোড়াটা মুখে দিয়ে।
"ওঃ, আসলে আমি বেশ কিছু আগে এটা পড়েছি।"
"ওঃ, তাতে কিছু এসে যায় না, এসে যায় না।"
সে তার সূত্রের ঠিক নীচে রেনান লিখে রাখে।
"আমি রেনানে এসেছি ! আমি নামটা পেন্সিলে লিখেছি," সে আনন্দিত হয়ে

ব্যাখ্যা করে "কিন্তু আজ সন্ধ্যায় এর ওপর লাল কালির দাগ দেব।"

আনন্দ-উত্তেজিত হয়ে সে নোটবই-এর দিকে এক মুহূর্ত তাকায়, এবং আমি আশা করি অন্যসূত্রগুলো সে পড়বে। কিন্তু সে সাবধান হয়ে ওটা বন্ধ করে এবং পকেটে আবার গুঁজে রাখে। নিঃসন্দেহে সে স্থির করেছে একবারের জন্য এটা যথেষ্ট আনন্দ।

"কি সুন্দর এটা" সে অন্তরঙ্গভাবে বলে. "এখনকার মত মাঝে মাঝে খোকামনে কথা বলা।"

এইটেই, ভাবা যেতে পারে, আমাদের নিস্তেজ কথাবার্তার সমাপ্তি। এক দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসে।

তরুণযুগলের আসার পর থেকে রেষ্টুরেন্টের আবহাওয়া পাল্টে গেছে। লালমুখো দুব্যক্তি নীরব, তারা স্পর্ধাভরেই তরুণীর সৌন্দর্য খুঁটিয়ে দেখছে। অভিজাত-দর্শন ভদ্রলোক কাগজটা নামিয়ে রেখেছে এবং যুগলকে সদয়ভাবে, প্রায় তাদের সঙ্গী হয়ে দেখছে। তিনি ভাবছেন যে বৃদ্ধ বয়স জ্ঞানী এবং তারুণ্য সুন্দর, তিনি কিছুটা ভালবাসার খেলা করে মাথা নাড়েন; তিনি ভালভাবেই জানেন তিনি এখনও সুশ্রী, শরীর ভালোভাবে সংরক্ষিত, তার ময়লা রঙ এবং পাতলা চেহারা নিয়ে তখনও আকর্ষণীয়। তিনি পিতার মত ভাব করছেন। পরিচারিকার অনুভূতি আরও সরল; সে তরুণদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে হাঁ করে দেখছে।

"না, জাঁ, না।"

"কেন না?" তরুণ আবেগময় সজীবতা নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে।

"আমি তোমাকে বলেছি কেন।"

"ওটা কোন কারণ নয়।"

আরও কয়েকটা কথা আমার কানে আসে না, তখন তরুণী একটি আকর্ষণীয়, অলস ভঙ্গী করে:

"আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি। তুমি তোমার জীবন যে বয়সে আবার আরম্ভ করতে পার, আমার বয়েস তা পেরিয়ে গেছে। আমার বয়স হয়েছে, তুমি জান।"

তরুণ অন্যরকম ভাবে হাসে। সে বলে চলে:

"আমি বঞ্চনা সহ্য করতে পারি না।"

"তোমার জীবনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস থাকবে, "তরুণ বলে, মুহূর্তে তুমি যেমন আছ, এটা বাঁচা নয়।"

তরুণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"আমি জানি!"

"জ্যনেতকে দেখ।"

"হ্যাঁ" তরুণী মুখভঙ্গী করে বলে।

"ভাল; আমি মনে করি সে যা করেছে তা অপূর্ব। তার সাহস আছে।"

"তুমি জান," তরুণী বলে, "সে সুযোগটাতে বরং ঝাঁপ দিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই জান আমি যদি চাইতাম আমি এরকম একশ সুযোগ পেতাম। অমি অপেক্ষা করাটা ভাল ভেবেছি।

"তুমি ঠিক করেছ," তরুণ নরমভাবে বলে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে ঠিক করেছ।"

তরুণী উত্তরে হাসে।

"বড় বোকা। আমি তা বলিনি!"

আমি তাদের কথা আর শুনিনি, আমার বিরক্তি হচ্ছিল। তারা একসঙ্গে শুতে যাচ্ছে। তারা এটা জানে। একজন জানে যে আর একজন জানে। কিন্তু যেহেতু তারা তরুণ, পবিত্র এবং সভ্য, যেহেতু প্রত্যেকে তার আত্মসম্মান এবং অপরের সম্মান রাখতে চায়, যেহেতু ভালবাসা একটা মহান কবিত্বময় বস্তু যা ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়, সপ্তাহে কয়েকবার তারা নাচে এবং রেষ্টুরেণ্টে যায়, তাদের আনুষ্ঠানিক যান্ত্রিক নাচের দৃশ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরে...

শেষ অবধি, তোমাকে সময় কাটাতে হবে। ওরা তরুণ, সুগঠিত, তাদের আরও ত্রিশ বছর টিঁকে থাকার মত যথেষ্ট আছে। তাই, ওদের তাড়াতাড়ির কিছু নেই, ওরা দেরী করে এবং ওদের কোন ভুল হয়নি। একবার একসঙ্গে শুলে তাদের অস্তিত্বের বিশাল অর্থহীনতা ঢাকতে অন্য কিছু খুঁজতে হবে। তবু... মিথ্যে কথা বলা কি অনিবার্য?

আমি ঘরটার চারদিকে তাকাই। কি কৌতুককর; এই সব লোকেরা, ওখানে বসে আছে, গম্ভীর হয়ে, খাচ্ছে। না, তারা খাচ্ছে না; তারা শক্তির জোগান নিচ্ছে যাতে তাদের কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারে। প্রত্যেকেরই তার ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে, যা তাকে তার যে অস্তিত্ব আছে, তা লক্ষ্য করা থেকে তাকে বিরত রাখে; ওদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নিজেকে কোন কিছুর জন্য বা কারও জন্য জরুরী মনে করে। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি কি আমাকে অন্য দিন বলেনি" হুসাপিয়ে ছাড়া আর অন্য কেউ এই বিরাট সমন্বয় প্রকল্প গ্রহণ করার যোগ্য নয়।" প্রত্যেকেই একটা ছোট কাজ করে এবং সে ছাড়া আর কেউ সেটা করবার যোগ্য নয়। ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ সোয়ান টুথপেস্ট বিক্রী করবার

যোগ্য নয়। ঐ কৌতূহল-সৃষ্টিকারী তরুণ থেকে আর কেউ বেশি যোগ্য নয় তার বান্ধবীর স্কার্টের নীচে হাত দিতে। এবং আমি তাদের মধ্যে একজন এবং তারা যদি আমার দিকে তাকায় তারা নিশ্চয়ই ভাববে আমি যা করছি তা করা আমার থেকে যোগ্য আর কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি। আমাকে বিশেষ কিছুই দেখায় না, কিন্তু আমি জানি আমার অস্তিত্ব আছে এবং ওরা আছে। এবং আমি যদি জানতাম লোকদের কি করে বোঝাতে হয় আমি যাব এবং ঐ সুশ্রী শ্বেত-বেশ ভদ্রলোকের পাশে বসব এবং তাকে ব্যাখ্যা করব অস্তিত্ব কাকে বলে। তার মুখের কি চেহারা হবে ভেবে আমি হেসে উঠলাম। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আমার দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল। আমি থামতে চাই, কিন্তু আমি পারিনা, আমি হাসি যতক্ষণ না কেঁদে ফেলি।

"আপনি সুখে আছেন, মসিয়ঁ, "স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বিবেচনার সঙ্গে আমাকে বলে।

"আমি ভাবছিলাম," আমি হেসে তাকে বলি, "যে আমরা এখানে বসে আছি, খাচ্ছি, পান করছি আমাদের মূল্যবান অস্তিত্বকে বজায় রাখতে এবং বাস্তবে, কিছুই নেই; কোন কিছু নেই, একেবারে কোন কারণ নেই অস্তিত্বের।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে আমাকে বোঝার কোন চেষ্টা করেনা। আমি খুব জোরে হাসলাম; কিছু মুখ আমার দিকে ঘুরল, দেখতে পেলাম। তখন এত কথা বলার জন্য দুঃখ হল। যাই হোক, সেটা কারও ব্যাপার নয়।

সে ধীরে আবার আওড়ায়ঃ

"অস্তিত্বের কোন কারণ নেই…মসিয়ঁ, আপনি নিঃসংশয়ে বলতে চান, জীবনের কোন লক্ষ্য নেই? এটা কি নৈরাশ্যবাদ নয়?

সে এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর ধীরে বলেঃ

"কয়েক বছর আগে আমি এক আমেরিকান লেখকের বই পড়ি। নাম জীবন কি বাঁচার পক্ষে মূল্যবান? আপনি কি ওই প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করছেন না?"

নিশ্চয়ই না, আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি না। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা করার ইচ্ছে নেই।

"তার সিদ্ধান্ত" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি সান্তনার সুরে বলে, "স্বাধীন আশবাদের অনু-কূলে। জীবনের একটা অর্থ আছে যদি আমরা দিতে চাই। প্রথমে কাজ করতে হবে, কোন একটা উদ্যোগে নিজেকে নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর; কেউ যদি বিশ্লেষণ করে, দান আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি জানিনা, মসিয়ঁ এ সম্বন্ধে কি ভাবেন?"

"কিছুই না" আমি বলি।

বরং আমার মনে হয় এইটেই সে রকম মিথ্যা যা ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী, দুই তরুণ বয়স্ক এবং শ্বেতবেশ ভদ্রলোক নিজেদের বলেন।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি একটু বিদ্বেষ এবং খুব গাম্ভীর্য নিয়ে হাসে।

"এটা আমার মত নয়। আমি এরকম ভাবিনা যে আমাদের অতদূর পর্যন্ত দেখতে হবে জীবন কোন দিকে যাবে, জানার জন্য।"

"আঃ?"

"মসিয়ঁ, একটা লক্ষ্য আছে, একটা লক্ষ্য আছে···মানবতা আছে।"

এটা ঠিক; আমি ভুলে গিয়েছিলাম সে একজন মানবতাবাদী। সে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, মশলা দেওয়া গোমাংস এবং একটা পুরো রুটির টুকরো পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং নিয়ম অনুযায়ী অদৃশ্য হতে যতটা সময় লাগে তার জন্য যথেষ্ট। অনেক লোক আছে···"সে নিজের একটা পুরো ছবি এঁকে ফেলেছে, এই মানবহিতৈষী। হ্যাঁ, কিন্তু সে জানেনা যে কিভাবে প্রকাশ করবে। তার আত্মা তার চোখে প্রশ্নাতীতভাবে ফুটে উঠেছে কিন্তু আত্মা যথেষ্ট নয়। আগে আমি যখন পারীর কিছু মানবতাবাদীর সঙ্গে ঘুরতাম, তাদের একশ বার বলতে শুনতাম, "অনেক লোক আছে এবং সেটা অন্য ব্যাপার ছিল। ভিরগানের সমতুল্য কেউ ছিল না। সে তার চশমা খুলে নিত, যেন তার মানুষের চামড়ায় নিজেকে নগ্ন দেখাতে এবং আমার দিকে তার বাষ্পময় চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে, ক্লান্ত, জোর করা দৃষ্টি যা আমাকে বস্ত্রহীন করে ফেলবে, এরকম মনে হত এবং আমার মানব বৈশিষ্ট্য বার করে আনত তারপর সে স্বরে মৃদুধ্বনি করত "লোকেরা রয়েছে, হে বৃদ্ধ, লোকেরা রয়েছে, "আছে"র ওপর একটা অদ্ভুত জোর দিয়ে। যেন তার মানবপ্রেম, অবিরত নতুন এবং বিস্মিত, দৈত্যাকৃতি ডানায় আটকে গেছে।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তির অনুকরণ এই মসৃণতা লাভ করেনি: তার মানবপ্রেম সরল এবং বন্য; এক প্রাদেশিক মানবতাবাদী।

"মানুষ" আমি তাকে বললাম, "মানুষ···যে কোন ভাবে, আপনি তাদের সম্বন্ধে খুব উদ্বিগ্ন নন মনে হয়; আপনি সব সময় একা, বইএর মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকেন।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি হাততালি দিল এবং বিদ্বেষের সঙ্গে হাসতে শুরু করল

"আপনি ভ্রান্ত। আঃ, মসিয়ঁ আমাকে তা বলতে দিন: কি ভুল!"

সে নিজেকে এক মুহূর্ত সামলে নেয় এবং ভদ্রতামাফিক তাড়াতাড়ি একবার গিলে নেয়। প্রভাতের মত দীপ্তিময় তার মুখ। তার পেছনে তরুণী লঘু হাসি হেসে ওঠে। তার সঙ্গী ঝুঁকে পড়ে, তার কানে ফিস্‌ফিস্ করে।

"আপনার ভুল খুবই স্বাভাবিক," স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বলে, "আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল···কিন্তু আমি এত ভীরু, মসিয়ঁ : আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

"এই ত সুযোগ," আমি নম্রভাবে বললাম।

"আমারও তাই মনে হয়, আমারও তাই মনে হয়! মসিয়ঁ, আমি যা বলতে যাচ্ছি···" সে থামে, লজ্জিত হয় : "কিন্তু আমি হয়ত আপনার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি ?"

আমি আশ্বাস দিই যে তা নয়। সে সুখের একটা নিশ্বাস নেয়।

"আপনার মত লোক রোজ দেখা যায় না, মসিয়ঁ, মানুষ যাদের দৃষ্টির ব্যাপ্তির সঙ্গে এতখানি গভীরতা আছে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে কয়েক মাস অপেক্ষা করেছি, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি..."

তার প্লেট খালি এবং পরিষ্কার যেমন তার কাছে আনা হয়েছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করি, আমার প্লেটের পাশে, একটা টিনের ডিশ রয়েছে, যাতে ঝোলের মধ্যে মুর্গীর নীচের পা ভাসছে। ওটা খেতে হবে।

"একটু আগে আমি জার্মানীতে বন্দী থাকার কথা বলেছি! সেখানে শুরু হয়। যুদ্ধের আগে আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম, এবং এটা উপলব্ধি করিনি ; আমি বাবা মার সঙ্গে বাস করতাম ; ভাল লোক, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে মানাতে পারতাম না। আজ যখন এত বছর বাদে ভাবি···আমি কি করে ওরকম ভাবে বাস করতাম ? আমি মৃত ছিলাম, মসিয়ঁ, এবং আমি তা জানতাম না, আমার ডাকঘরের স্ট্যাম্পের একটা সংগ্রহ ছিল।"

সে আমার দিকে তাকায় এবং কথা বন্ধ করে :

"মসিয়ঁ, আপনাকে পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।
আশাকরি আপনাকে বিরক্ত করছি না ?"

"আপনি আমাকে খুব আগ্রহান্বিত করছেন।"

"তারপর যুদ্ধ এল এবং সৈন্যদলে নাম লেখালাম, কেন না জেনেই। দুবছর কিছু না বুঝে কাটালাম, কারণ ফ্রন্টের যুদ্ধে চিন্তার সময় ছিল না এবং তা ছাড়া, সৈন্যরা খুবই সাধারণ। ১৯১৭-র শেষে আমি বন্দী হই। তারপর থেকে শুনে আসছি বহু সৈন্য যখন তারা বন্দী ছিল, তখন তাদের শৈশবের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, মসিয়ঁ !" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি তার রক্তবিদ্ধ চোখের ওপর চোখের পাতা নামিয়ে বলল, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা ; তাঁর অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অন্তরীণ ক্যাম্পে আমি মানুষে বিশ্বাস করতে শিখেছি।"

"তারা সাহসের সঙ্গে ভাগ্যের সঙ্গে লড়েছিল ?"

"হ্যাঁ," সে অস্পষ্টভাবে বলে," তাও ছিল। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হত। কিন্তু আমি অন্য কিছু বলতে চাইতাম ; যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে, ওরা আমাদের বিশেষ কাজ দিত না। যখন বৃষ্টি হত, আমাদের একটা বড় কাঠের আচ্ছাদনে নিয়ে যেত প্রায় দুশো জন একসঙ্গে, ঘনবদ্ধ অবস্থায়। ওরা দরজা বন্ধ করে দিত, এবং আমাদের রেখে যেত, একজন আর একজনের সঙ্গে চেপে, প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে।"

সে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল।

"মসিয়ঁ, আমি জানিনা কিভাবে ব্যাখা করব। সেই সব লোকেরা সেখানে ছিল, আপনি তাদের বিশেষ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তাদের আপনার পাশে অনুভব করতে পারছেন, আপনি তাদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন···একবার প্রথম দিকে তারা আমাদের ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখেছিল, এমন জোরে চেপ্টে গিয়েছিল যে প্রথমে আমার মনে হল দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ আমার ওপর একটা আনন্দ প্লাবন এসে গেল, আমি প্রায় মূর্ছা গেলাম, তখন আমি অনুভব করলাম, এই লোকগুলোকে আমি ভাই এর মত ভালবাসি, আমি তাদের সবাইকে আলিঙ্গন করতে চাইলাম। প্রতিবার আমি সেখানে যখন ফিরে গেছি, আমি একই আনন্দ অনুভব করেছি।"

আমাকে মুর্গীটা খেতে হবে, এতক্ষণে তা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি অনেকক্ষণ নীরব ছিল এবং পরিচারিকা প্লেট পরিবর্তন করতে অপেক্ষা করছে।

"ঐ ছাউনিটা আমার চোখে একটা পবিত্র রূপ নিল। কখনও কখনও আমি পাহারাদারদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয়েছি। আমি একা তার মধ্যে ঢুকে পড়তাম এবং সেখানে, অন্ধকারে যে সব আনন্দ আমি জেনেছি, আমাকে এক ধরনের ভাবোন্মত্ততায় পূর্ণ করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত এবং আমি তা খেয়াল করতাম না। কখনও কখনও আমি কাঁদতাম।"

আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ ; এই সাংঘাতিক ক্রোধ যা আমাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। হ্যাঁ, অসুস্থ ব্যক্তির ক্রোধ ; আমার হাত কাঁপছিল, মুখে রক্ত দ্রুত পৌঁছে গেছে এবং শেষে আমার ঠোঁঠ কাঁপতে শুরু করেছে। এ সবকিছু কারণ মুর্গীটা ঠাণ্ডা ছিল। আমিও ঠাণ্ডা ছিলাম এবং সেইটেই সবচেয়ে খারাপ ; আমি বলতে চাই, ভেতরে আমি ঠাণ্ডা ছিলাম, জমে যাচ্ছিলাম এবং সেরকম ছত্রিশ ঘণ্টা ছিলাম। রাগ আমার মধ্যে ঘূর্ণি ঝড়ের মত

বইতে শুরু করল, আমার বিবেক, প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা এই নিম্নতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এমন একটা কম্পন শুরু করল। বৃথা চেষ্টা, নিঃ-সন্দেহে আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তি অথবা পরিচারিকার ওপর শুধু শুধু ঘুষি এবং গালি বর্ষণ করতাম। কিন্তু আমার এরকমভাবে থাকা উচিত হয়নি আমার ক্রোধ এবং ক্ষোভ ওপরে ওঠার চেষ্টা করল এবং এক মুহূর্তের জন্য আমার এরকম সাংঘাতিক মানসিক অবস্থা হল যে আমি বরফের স্তূপে পরিণত হয়েছি, যা আগুন দিয়ে ঘেরা, এক ধরনের "ওমলেট" বিস্ময়। এই মুহূর্তে আমার বিস্ময় দূর হল এবং আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম: "প্রত্যেক রবিবার আমি প্রার্থনায় যেতাম, মসিয়ঁ, আমি কখনই বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু একথা কি বলা যায় না প্রার্থনার মূল রহস্য আত্মার সংযোগে? একজন ফরাসী পাদ্রী, যার কেবল একখানা হাত ছিল, প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। আমাদের একটা হার্মোনিয়াম ছিল। আমরা দাঁড়িয়ে শুনতাম, মাথা খালি থাকত, এবং হার্মোনিয়ামের শব্দ যখন আমাকে বহন করে নিয়ে যেত, আমি আমার চারপাশে যারা ছিল, তাদের সঙ্গে নিজেকে এক ভাবতাম। আঃ, মসিয়ঁ, ঐ প্রার্থনাগুলোকে আমি কি ভালবাসতাম। এখনও এসব মনে করে আমি মাঝে মাঝে রবিবার সকালে গীর্জায় যাই। সেন্ট-সেসিলে একজন অসাধারণ অর্গান বাজিয়ে আছে।"

"আপনি নিশ্চয়ই ঐ জীবন আর বেশি ফিরে পান না?"

হ্যাঁ, মসিয়ঁ, ১৯১৯-এ, আমার মুক্তির বছরে আমি অনেক কষ্টের মাস কাটিয়েছি। আমি নিজেকে নিয়ে কি করতে হবে জানতাম না। আমি বৃথা সময় নষ্ট করছিলাম। যখনই একদল লোক দেখতাম, তাদের দলে ঢুকে পড়তাম। এরকম হত "সে মৃদু হেসে যোগ করল," কোন অচেনা ব্যক্তির অন্তিম যাত্রায় চললাম। একদিন, হতাশ হয়ে, আমার স্ট্যাম্প সংগ্রহ আমি আগুনে ফেলে দিলাম...কিন্তু আমার উদ্দেশ্যকে পেয়ে গেলাম।"

"সত্যিই"

"একজন আমাকে পরামর্শ দিল...মসিয়ঁ। আমি জানি যে আমি আপনার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে পারি—হয়ত এগুলো আপনার নিজের ধারণা নয়, কিন্তু আপনি এত উদার হৃদয়—আমি একজন সমাজতন্ত্রী।" সে চোখ নামাল, এবং তার চোখের লম্বা পাতাগুলো কাঁপছিল।

"আমি সোশ্যালিস্ট দলের একজন রেজিস্টার্ড সদস্য, এস, এফ, আই, ও, ১৯২১ এর সেপ্টেম্বর থেকে। এইটেই আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম।" সে গর্বে উজ্জ্বল। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার মাথা পেছনে, চোখ আধ-বোঁজা,

মুখ খোলা, শহীদের মত দেখাচ্ছে।

"এত খুব ভাল," আমি বলি, "এটা খুব ভাল।"

"মসিয়, আমি জানি আপনি প্রশংসা করবেন। আপনি কি করে একজনকে দোষ দেবেন যে এসে আপনাকে বলে: আমার জীবন এইভাবে কাটিয়েছি, আমি সম্পূর্ণ সুখী?"

সে তার হাত প্রসারিত করে এবং খোলা হাতের তালু আমার দিকে এগিয়ে দেয়, আঙুলগুলো মাটির দিকে নির্দেশ করছে, যেন কলঙ্ককে গ্রহণ করতে উদ্যত। তার চোখগুলো কাঁচের মত, তার মুখের মধ্যে একটা কালো লালচে শিশু ঘুরতে দেখছি।

"আঃ "আমি বলি," যতদিন আপনি সুখী থাকবেন..."

"সুখী?" তার দৃষ্টি উদ্বিগ্ন, সে তার চোখ তুলেছে এবং আমার দিকে কর্কশভাবে তাকাচ্ছে।" আপনি বিচার করতে পারবেন মসিয়। এই সিদ্ধান্তের আগে আমি নিজেকে এমন ভয়াবহ নিঃসঙ্গ ভাবতাম যে আমি আত্মহত্যার কথা ভাবতাম। যা আমাকে ঠেকিয়ে রাখত তা হল, কেউই, একেবারে কেউই আমার মৃত্যুতে বিচলিত হবে না, আমি মৃত্যুতে জীবন থেকে আরও বেশি একা হব।"

সে নিজেকে সোজা করে, তার মুখটা খোলা।

"আমি আর নিঃসঙ্গ নই, মসিয়, আর কখনও হব না।"

"আঃ, আপনি অনেক লোককে জানেন?" আমি প্রশ্ন করি।

সে একটু হাসে এবং আমি তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝতে পারি।

"আমি বলতে চাই যে আমি আর একাকী অনুভব করিনা। কিন্তু স্বভাবতঃই মসিয়, কারও সঙ্গে থাকার আমার কোন দরকার হয় না।"

"কিন্তু" আমি বলি "সোশ্যালিস্ট দল সম্বন্ধে কি..."

"আঃ, আমি সেখানে সকলকে জানতাম। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যক্তিকে নামে। মসিয়," সে দুষ্টুমির ভঙ্গীতে বলে, "কাউকে কি তার বন্ধুবান্ধব খুব সঙ্কীর্ণভাবে বাছতে হবে? সব মানুষই আমার বন্ধু। সকালে, যখন অফিসে যাই, আমার সামনে পেছনে, অন্য লোকেরা কাজে যাচ্ছে। আমি তাদের দেখি, সাহস পেলে তাদের দিকে মৃদু হাসতাম। আমি মনে করি যে আমি একজন সমাজতন্ত্রী, যে তারা সকলে আমার জীবনের লক্ষ্য, আমার প্রচেষ্টার লক্ষ্য এবং তারা এখনও তা জানে না। মসিয়, এটা আমার পক্ষে ছুটির দিন।"

তার চোখ আমাকে প্রশ্ন করছে; আমি সম্মতি দিয়ে ঘাড় নাড়ি, কিন্তু আমার মনে হয় সে একটু হতাশ হয়, সে আরও উৎসাহ পছন্দ করত। আমি কি

করতে পারি? এটা কি আমার দোষ, যদি, আমাকে সে যা বলে, তার মধ্যে যথার্থ পদার্থের অভাব দেখি? এটা কি আমার দোষ, যদি, যখন সে কথা বলে, আমি সমস্ত মানবতাবাদীদের যাদের আমি জেনেছি, উঠে আসতে দেখি? আমি এতজনকে জেনেছি। চরম মানবতাবাদী সরকারী আমলাদের বিশেষ বন্ধু। তথা কথিত "বাম" মানবতাবাদীর প্রধান উদ্বেগ মানবমূল্যকে বাঁচিয়ে রাখা; সে কোন দলের নয়, কারণ সে মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় না, কিন্তু তার সহানুভূতি বিনীতদের প্রতি, সে তাদের প্রতি তার ধ্রুপদী সংস্কৃতিকে উৎসর্গ করে। সে একজন বিপত্নীক, যার একটি সুন্দর চোখ অশ্রুতে মেঘাচ্ছন্ন, সে বার্ষিকীগুলোতে কাঁদে। সে বিড়াল, কুকুর এবং সমস্ত উন্নতস্তরের স্তন্যপায়ীদের ভালবাসে। কম্যুনিস্ট লেখকটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মানুষদের ভালবাসছে; সে শাস্তি দেয় কারণ সে ভালবাসে। সমস্ত শক্তিশালী ব্যক্তি যেমন, সে জানে কি করে তার অনুভূতি গোপন রাখতে হয়, কিন্তু সে এও জানে, দৃষ্টি দিয়ে, গলার স্বর একটু বদলে, তার কর্কশ এবং সদা প্রস্তুত যুক্তিসঙ্গত কথাগুলোর পেছনে, কি করে তার ভাইদের জন্য আবেগকে চেনান যায়। ক্যাথলিক মানবতাবাদী, অনেক পরে যে এসেছে, বেঞ্জামিন মানুষ সম্বন্ধে একটা চমৎকার ভাব নিয়ে কথা বলে। সে বলে, লণ্ডন ডক কর্মীর, জুতোর কারখানায় কাজ করা মেয়েটির জীবন কি সুন্দর রূপকথার মত? সে দেবদূতের মানবতাবাদ বেছে নিয়েছে; সে তাদের উপদেশের জন্য দীর্ঘ, বিষণ্ণ এবং সুন্দর উপন্যাস লেখে, যেগুলো প্রায় ফেমিলা পুরস্কার পায়।

এইগুলো মুখ্য ভূমিকা। কিন্তু আরও অনেকে আছে, এক ঝাঁক, মানবতাবাদী দার্শনিক যে তার ভাইদের ওপর বড ভাই এর মত ঝুঁকে পড়ে, যার নিজের দায়িত্ববোধ আছে; মানবতাবাদী যে লোকেরা যেমন সেরকম ভালবাসে, মানবতাবাদী যে লোকেরা যে রকম হওয়া উচিত সেরকম ভালবাসে, যে তাদের সম্মতি নিয়ে বাঁচাতে চায়, এবং যে তাদের তারা সত্ত্বেও বাঁচাবে, এবং একজন যে বয়স্কদের নিয়ে তৃপ্ত, একজন যে মানুষের মৃত্যুকে ভালবাসে, একজন যে মানুষের জীবনকে ভালবাসে, সুখী মানবতাবাদী যার মানুষকে হাসাবার জন্য ঠিক কথাটা আছে, গম্ভীর মানবতাবাদী যাকে তুমি মৃতদেহ সৎকারের জায়গায় কিংবা গীর্জার উৎসর্গের অনুষ্ঠানে দেখতে পাবে। তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে; ব্যক্তি হিসাবে, স্বভাবতঃ মানুষ হিসাবে। কিন্তু স্বশিক্ষিত ব্যক্তি তা জানে না, সে তাদের নিজের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে থলের মধ্যে বিড়ালের মত এবং তারা পরস্পরকে টুকরো টুকরো করছে, সে তা লক্ষ্য করছে না।

সে আমার দিকে এরই মধ্যে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন তার বিশ্বাস কমে এসেছে।
"মসিয়ঁ, আপনি কি আমার মত মনে করেন না ?"
"ভাল…"
তার বিপন্ন, কিছুটা রাগী দৃষ্টির সামনে আমি এক মুহূর্তের জন্য তাকে দুঃখ দিতে চাইলাম না। কিন্তু সে সৌহার্দের সঙ্গে বলে চলে :
"আমি জানি : আপনার গবেষণা আছে, বই আছে, আপনিও একই কারণের সেবা করছেন নিজের ভাবে।"
"আমার বই, আমার গবেষণা : নির্বোধ। এর থেকে বড় ভুল হতে পারে না।
"এ জন্য আমি লিখছি না।"
সেই মুহূর্তে স্বশিক্ষিত ব্যক্তির মুখ পরিবর্তিত হয়ে গেল, যেন সে শত্রুর গন্ধ পেয়েছে। আমি তার মুখে এরকম চেহারা দেখিনি।
আমাদের মধ্যে কিছু যেন মরে গেছে।
বিস্ময়ের ভান করে সে বলে :
"কিন্তু……যদি অভদ্র না হয়ে থাকি, আপনি কেন লেখেন, মসিয়ঁ ?
"জানি না, শুধু লেখার জন্য।"
সে মৃদু হাসে, সে ভাবে আমাকে জব্দ করেছে :
"আপনি কি কোন জনহীন দ্বীপের কথা লিখবেন ? সকালে কি তাদের লেখা পড়া হবে বলে লেখে না ?"
সে বাক্যটিকে তার স্বাভাবিক প্রশ্ন সূচক ইঙ্গিত দিল। বস্তুতঃ, সে কিছু স্বীকার করছে। তার ভদ্রতা এবং ভীরুতায় খসে পড়েছে ; আমি তাকে আর চিনতে পারছি না। তার অবয়বে একটা ভারী একগুঁয়েমি এসে গেছে ; একটা পর্যাপ্তির প্রাচীর। আমি যখন তাকে কথা বলতে শুনি, আমার বিস্ময় কাটেনি :
"কেউ যদি আমাকে বলে আমি কোন সামাজিক শ্রেণীর জন্য লিখি, বন্ধুদের জন্য লিখি। তাদের সৌভাগ্য কামনা করি। আপনি হয়ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লেখেন...কিন্তু মসিয়ঁ। নিজেকে বাদ দিলেও, আপনি কারও জন্য লেখেন।"
সে একটা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। যখন তা আসে না, সে অস্ফুট হাসে।
"হয়ত আপনি বিশ্ব বিদ্বেষী ?"
আমি জানি মেলাবার এই অযৌক্তিক প্রচেষ্টা কি আবৃত করছে। সে আমার কাছ থেকে অল্প কিছু চায় ; শুধু একটা ছাপ নিতে চায়। কিন্তু এটা একটা ফাঁদ : আমি রাজী হলে। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি জিতবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘুরিয়ে ফেলা হবে। পুনর্গঠিত করা হবে। জয় করা হবে, কারণ মানবতাবাদ

দখল করে নেয় এবং সমস্ত মানবিক ধরনকে গলিয়ে এক করে দেয়। যদি তুমি তাকে সোজাসুজি বিরোধিতা কর, তুমি তার খেলা খেলবে; সে বিরোধীদের ওপরেই বাঁচে। একটি সীমিত এবং মাথা গরম গোষ্ঠী আছে, যারা তার কাছে প্রত্যেক বার হারে; সে তাদের হিংস্রতা এবং সবচেয়ে খারাপ অতিশয়তাকে হজম করে ফেলে, সে তাদের সাদা তরল পদার্থে পরিণত করে ফেলে। সে অ-বুদ্ধিবাদ, শয়তান-ঈশ্বর সমবাদ, রহস্যবাদ, নৈরাশ্যবাদ, নৈরাজ্য এবং স্বার্থবাদ হজম করেছে; এগুলি বিভিন্ন স্তর ছাড়া কিছু নয়, অসমাপ্ত চিন্তা তার মধ্যেই কেবল এদের যৌক্তিকতা আছে। মানব-বিদ্বেষও এই ঐক্যতানে আছে; এটা শুধু একটি বিবাদী স্বর যা সমগ্রের সমন্বয়তার জন্য দরকার। মানব-বিদ্বেষী এক-জন ব্যক্তি, অতএব, মানবতাবাদীও কিছুটা মানব-বিদ্বেষী হবে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই একজন বৈজ্ঞানিক হবে যে শিখেছে কি করে ঘৃণাকে জলে মিশিয়ে নিতে হয় এবং মানুষকে পরে আরও ভালবাসার জন্য ঘৃণা করতে হয়।

আমি যুক্ত হতে চাইনা, আমি চাই না আমার ভাল লাল রক্ত এই সাদা পদার্থের পশুতে যাক, তাকে মোটা করুক। আমি নিজেকে "মানবতা বিরোধী" বলার মত বোকা হব না। আমি মানবতাবাদী নই, এইটেই যা তাতে রয়েছে।

"আমি বিশ্বাস করি" আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে বলি, "যে কেউ মানুষকে ভাল-বাসার থেকে বেশি ঘৃণা করতে পারে না।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আমার দিকে করুণভাবে এবং দূরত্ব রেখে তাকায়। সে বিড়বিড় করে, যেন সে তার কথায় মন দিচ্ছে না।

"আপনি নিশ্চয় তাদের ভালবাসবেন, ভালবাসবেন…"

"কাদের ভালবাসবেন? এখানকার লোকদের?"

"তাদেরও। সবাইকে।"

সে দীপ্ত তরুণ যুগলের দিকে ফেরে; এইটে তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসতে হবে। এক মুহূর্ত সে শ্বেতকেশ ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। তারপরে আমার দিকে তাকায়; আমি তার মুখে একটা মূক প্রশ্ন পড়তে পারি। আমি মাথা নাড়ি: "না"। সে আমাকে করুণা করে মনে হয়।

"আপনিও না," আমি বিরক্ত হয়ে তাকে বলি, "আপনি ওদের জানেন না।"

"তাই কি, মসিয়ঁ। আপনি কি মত পার্থক্য রাখতে দেবেন?" আবার সে সম্মান করছে, তার পায়ের আঙ্গুল সম্মান দেখাচ্ছে, কিন্তু তার চোখে সেই হেঁয়ালির হাসি আছে যে নিজেকে প্রভূতভাবে আমোদিত করছে। সে আমাকে ঘৃণা করে। এই উন্মাদের জন্য কোন অনুভূতি থাকা ভুল হয়েছে। আমি তাকে

আমার পালা এলে প্রশ্ন করি।

"তাহলে আপনার পেছনে ঐ তরুণ যুগল—আপনি ওদের ভালবাসেন ?"

সে ওদের দিকে তাকায় এবং ভাবে :

"আপনি আমাকে বলাতে চান" সে সন্দিগ্ধভাবে বলে, "আমি তাদের না জানলেও ভালবাসি। বেশ, মসিয়ঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি ওদের জানি না…যদি ভালবাসা জানা না হয়," সে একটু বোকার মত হেসে বলে।

"কিন্তু আপনি কি ভালবাসেন ?"

"আমি দেখছি ওরা অল্প বয়স্ক এবং আমি ওদের তারুণ্যকে ভালবাসি। অন্য সব জিনিষের মধ্যে মসিয়ঁ।"

সে নিজেকে থামায় এবং শোনে :

"আপনি কি বোঝেন ওরা কি বলছে ?"

আমি কি বুঝি ? তরুণটি যে সহানুভূতি তার চারদিকে তাতে সাহসী হয়ে জোর গলায় লী হাভ্‌র থেকে এক ফুটবল টিমের বিরুদ্ধে তার দল যে জিতেছিল তা বলে।

"ও গল্প বলছে।" আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে বলি।

"আঃ! আমি ভাল শুনতে পারছি না। কিন্তু আমি গলা শুনতে পাচ্ছি. মৃদু স্বর, গম্ভীর স্বর : একটা আর একটার পর। এটা…এটা এত সহানুভূতিশীল।"

"কেবল আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ ওরা কি বলছে শুনতে পাচ্ছি ?

"যেমন ?"

"ওরা একটা মিলনান্তক নাটক অভিনয় করছে।"

"তাই ? যৌবনের মিলন, হয়ত ?" সে শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। "মসিয়ঁ ওটা বেশ লাভজনক, মসিয়ঁ, আমাকে অনুমতি করুণ। এইখেলা কি একজনকে আবার তরুণ করে দিতে পারে ?

আমি শ্লেষের কোন উত্তর দিই না ; আমি বলি :

"আপনি ওদের দিকে পেছন ফিরে, ওরা কি বলছে আপনার কাছে যাচ্ছে না !… মেয়েটির চুলের রঙ কি ?"

সে উদ্বিগ্ন হয়।

"আচ্ছা, আমি…" সে তরুণ যুগলের দিকে তাকায় এবং তার নিশ্চিতি ফিরে পায়। কাল !"

"তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ?"

"কি দেখতে পাচ্ছি ?"

"আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি ওদের ভালবাসেন না। আপনি ওদের রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবেন না। ওরা আপনার চোখে শুধু প্রতীক। ওরা আপনাকে একটুও বিচলিত করছে না আপনি পুরুষটির যৌবন দ্বারা বিচলিত, স্ত্রী এবং পুরুষের ভালবাসায় বিচলিত, আর মানুষের কণ্ঠস্বরে।"

"বেশ, তাকি নেই?"

"নিশ্চয়ই না, তা নেই! তারুণ্য কিংবা পরিণত বয়স কিংবা বৃদ্ধা বয়স কিংবা মৃত্যু…"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তির মুখ, হলুদ শক্ত ফলের মত কঠিন হয়ে চোয়াল আটকে গেল তবুও আমি বলে চললাম:

"ঐ যে লোকটা আপনার পেছনে ভিচি পানীয় পান করছে, ঠিক তার মত। আমার মনে হয় আপনি ভেতরকার পরিণত মানুষকে ভালবাসেন: পরিণত বয়স্ক মানুস যে সাহসের সঙ্গে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যে নিজের প্রতি যত্ন নিচ্ছে, কারণ যে নিজেকে ধরে রাখতে চায়।"

"ঠিক তাই", সে নির্দিষ্টভাবে বলে।

"এবং আপনি ভাবেন না, ও বেজম্মা?"

সে হাসে. মনে করে আমি আমোদে আছি, তাড়াতাড়ি শাদা চুলের ফ্রেমে আঁটা মুখটা দেখে নেয়।

"কিন্তু, মসিয়ঁ, ধরে নিলাম যে উনি আপনি যা বলছেন তাই, একজন মানুষকে তার মুখ দেখে কি করে বিচার করবেন? একটি মুখ যখন বিশ্রাম নেয়, মসিয়ঁ, আমাদের কিছু বলে না।"

অন্ধ মানবতাবাদীরা। এই মুখ স্পষ্টবাদী, এত খোলাখুলি—কিন্তু তাদের কোমল, বিমূর্ত আত্মা কখনও মুখের ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে না।

"আপনি কি করে" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বলে, "একটি মানুষকে থামাতে পারেন বলতে পারেন সে এই অথবা ওই? মানুষকে শূন্য করতে কে পারে! একজন মানুষের সম্পদের কথা কে জানতে পারে?"

মানুষকে শূন্য করা। আমি, প্রসঙ্গতঃ, ক্যাথলিক মানবতাবাদকে অভিনন্দন জানাই, যা থেকে স্বশিক্ষিত ব্যক্তি না বুঝে এই সূত্র পেয়েছে।

"আমি জানি" আমি তাকে বলি," আমি জানি সব ব্যক্তিই প্রশংসনীয়। আপনি প্রশংসনীয়। আমি প্রশংসনীয়। স্বভাবতঃ, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি।"

সে আমার দিকে না বুঝে তাকায়, তারপর শীর্ণ মৃদু হাসি:

"মসিয়ঁ, আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন, কিন্তু এটা সত্য যে সকল ব্যক্তি

আমাদের প্রসংশার যোগ্য। মসিয়ঁ, মানুষ হওয়া খুব কঠিন।"

এটা উপলব্ধি না করেই সে খৃষ্টে মানুষের ভালবাসাকে সমর্পণ করেছে ; সে তার মাথা নাড়ে এবং এক ধরনের অদ্ভুত অনুকরণের দ্বারা, তাকে গেহেনার এই দরিদ্র মানুষের মত দেখায়।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," আমি বলি, "কিন্তু আমি মানুষ হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত নই : আমি এটা কখনও কঠিন মনে করিনি। আমার মনে হয়েছে যে নিজেকে শুধু একা থাকতে দিতে হবে।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি স্পষ্টভাবে হাসে, কিন্তু তার চোখে দুষ্টুমি :

"আপনি অত্যন্ত বিনয়ী, মসিয়ঁ। আপনার অবস্থা মানবিক। অবস্থা সহ্য করতে আপনার অন্যদের মত সাহস চাই। মসিয়ঁ, পরবর্তী মুহূর্ত হয়ত আপনার মৃত্যুর ক্ষণ হতে পারে, আপনি তা জানেন এবং হাসতে পারেন : এটা কি প্রশংসনীয় নয়? আপনার প্রতিটি তুচ্ছ কাজে "সে তীব্রতার সঙ্গে বলে, "একটা বিরাট বীরত্ব আছে।"

পরিচারিকা প্রশ্ন করে "ভদ্রমহোদয়রা মিষ্টির জন্য কি নেবেন?"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি একেবারে সাদা তার চোখের পাতা তার পাথরের মত চোখের ওপর আধ-বোঁজা। সে দুর্বলভাবে হাত নাড়ে যেন আমাকে পছন্দ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

"চিজ," আমি শ্লেষের সঙ্গে বলি।

"এবং আপনি?"

সে লাফিয়ে ওঠে।

"ওঃ, হ্যাঁ,···আমি কিছুই চাই না। আমি শেষ করেছি"

"লুইসে।"

বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুজন দাম দিয়ে চলে যায়। একজন খোঁড়াচ্ছে। মালিক তাদের দরজা অবধি এগিয়ে দেয়, ওরা উঁচু দরের খদ্দের, তাদের বরফের বালতিতে মদ পরিবেশন করা হয়েছিল।

আমি একটু অনুশোচনার সঙ্গে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করি : সে সারা সপ্তাহ এই মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা কল্পনা করে সুখী ছিল, যেখানে সে তার মানবপ্রেম আর একজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে। তার কথা বলার সুযোগ কম। এবং আমি এখন তার আনন্দকে নষ্ট করে দিয়েছি। ভেতরে ভেতরে সে আমার মত নিঃসঙ্গ ; কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না। শুধু সে তার নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারে না। তাই, হ্যাঁ ; কিন্তু তার চোখ খুলে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার

খুব অস্বস্তি লাগছে ; আমি ক্ষিপ্ত হয়েছি, তবে তার প্রতি নয় ভিরগ্যান এবং অন্যদের প্রতি, সেই সব ব্যক্তি যারা এর দুর্বল মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করেছে। তাদের আমার সামনে পেলে অনেক কিছু বলার ছিল। আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে, কিছু বলব না, আমার শুধু তার প্রতি সহানুভূতি আছে, সে মসিয়ঁ অ্যাকিলের মত একজন, আমার দিকের একজন, কিন্তু যে অজ্ঞানতা এবং শুভ ইচ্ছার জন্য প্রতারিত হয়েছে।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে একটা হাসির দমক আমাকে আমার বিষণ্ণ চিন্তা থেকে বাইরে টেনে আনে।

"আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি যখন মানুষের প্রতি ভালবাসার গভীরতার কথা চিন্তা করি, যে শক্তি আমাকে তাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তার কথা, এবং এখানে আমাদের যুক্তি, তর্ক করতে দেখি···আমার তখন হাসতে ইচ্ছা করে।"

আমি চুপ করে থাকি, কষ্টে একটু হাসি। পরিচারিকা আমার সামনে এক প্লেট সাদা কামেমবার্ত রাখে। আমি ঘরের চারপাশ দেখি, এবং একটা তীব্র জুগুপ্সা আমাকে প্লাবিত করে। আমি এখানে কি করছি? কেন মানবতাবাদের আলোচনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে গেলাম? এ লোকগুলি এখানে কেন? এরা খাচ্ছে কেন? এটা সত্য তারা জানে না তাদের অস্তিত্ব আছে। আমি চলে যেতে চাই, এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে আমার নিজস্ব কোণে আমি থাকতে পারব, যেখানে আমাকে জানাবে···কিন্তু আমার স্থান কোথাও নেই ; আমি অবাঞ্ছিত, বাড়তি।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আরও নরম হয়। সে আমার কাছ থেকে আরও বিরুদ্ধতা আশা করেছিল। সে আমি যা বলেছি, তা মুছে দিতে চায়। সে আমার দিকে গোপন কথা বলার মত ঝুঁকে পড়েঃ

"মসিয়ঁ, আপনি অন্তরে ওদের ভালবাসেন, আপনি আমারই মত ভালবাসেনঃ আমাদের মধ্যে কথার ব্যবধান।"

আমি আর কথা বলতে পারিনা, আমি মাথা নীচু করি। স্বশিক্ষিত ব্যক্তির মুখ আমার মুখের কাছে। সে বোকার মত একটু একটু হাসে, সব সময় আমার মুখের কাছে, একটা দুঃস্বপ্নের মত। কষ্ট করে আমি এক টুকরো রুটি চিবোই, যা আমি গিলতে মনঃস্থির করতে পারি না। মানুষ। তোমাকে নিশ্চয়ই মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষ প্রশংসনীয়। আমি বমি করতে চাই—এবং সহসা, ওটা ওখানেঃ বমি ভাব।

একটা চরমক্ষণ : আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আন্দোলিত করে। ঘণ্টা খানেকের বেশি আগে থেকে এটা আসছিল দেখতে পাচ্ছিলাম, কেবল আমি তা মানতে চাইনি। চিজের আস্বাদটা আমার মুখে···স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বক্‌বক্ করছে এবং তার গলারস্বর আমার কানে মৃদু গুন্‌গুন্ করছে। কিন্তু আমি জানি না সে কি বলছে। আমি যন্ত্রের মত মাথা নাড়ি। ডের্সাটের ছুরির বাঁটটা আমার হাতের মুঠোয়। আমি এই কালো বাঁটটা অনুভব করছি। আমার হাত এটা ধরে আছে। আমার হাত। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এই কাঠের হাতলটা ছেড়ে দিতাম ; একটা কিছু সব সময় স্পর্শ করে থাকা কি এমন ভাল ? বস্তুগুলো স্পর্শ করার জন্য নয়। তাদের মধ্যে নিজেকে গলিয়ে দেওয়া ভাল। যতটা সম্ভব তাদের এড়িয়ে। কখনও কখনও তুমি তাদের হাতে নেও, এবং তখখুনি তা ফেলে দিতে হয়। ছুরিটা প্লেটে পড়ে যায়। সাদা চুল লোকটি চমকে ওঠে এবং আমার দিকে তাকায়। আমি ছুরিটা আবার তুলে নিই, আমি ফলাটা টেবিলের পাশে রাখি এবং তা নোয়াই।

তাহলে এইটেই বমি-ভাব : এই চূড়ান্ত সাক্ষ্য ? আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। আমি এ নিয়ে লিখেছি। এখন আমি জানি ; আমি আছি—জগত আছে—এবং আমি জানি যে জগত আছে। এই সব, এতে আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই। এটা অদ্ভুত যে সব কিছু আমার কাছে বিশেষ পার্থক্য করে না, এটা আমাকে ভয় দেখায়। যবে থেকে আমি বাচ্চাদের খেলা খেলতে চেয়েছি, নুড়িটা ছুঁড়তে গেছি, আমি এটার দিকে তাকিয়েছি এবং তখন এটা শুরু হয়েছে, আমার মনে হল, এটার অস্তিত্ব ছিল। তারপরে আরও অনেক বমি-ভাব ছিল ; মাঝে মাঝে বস্তুগুলো তোমার হাতে অস্তিত্ব পায়। রেলকর্মীদের মহোৎসবে"র বমি-ভাব ছিল, এবং আর একটা, তারও আগে, যে রাতে আমি জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম, তারপর আর একটা রবিবার পার্কে, তারপর আরও। কিন্তু আজকের মত এবং জোরালো নয়।

"···প্রাচীন রোমের, মসিয় ?"

মনে হয়, স্বশিক্ষিত ব্যক্তি একটি প্রশ্ন করছে। আমি তার দিকে ফিরি এবং মৃদু হাসি। আচ্ছা ? ওর কি হয়েছে ? ও চেয়ারে পেছন দিকে আরও সরে যাচ্ছে কেন ? আমি কি এখন লোকদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছি ? আমি ঐ ভাবে শেষ করব। কিন্তু এতে কিছু এসে যায় না। ওরা ভীত হওয়ায় একেবারে ভুল কিছু নেই। আমার মনে হয় আমি যেন সব কিছু করতে পারি। যেমন, চীজের এই ছুরিটা স্বশিক্ষিত ব্যক্তির চোখে বিঁধিয়ে দিতে পারি। তারপর,

এই সব লোকেরা আমাকে পিষে ফেলবে এবং ঘুষি মেরে দাঁত খুলে নেবে। কিন্তু এতে থামছি না ; মুখে চীজের স্বাদের পরিবর্তে এই রক্তের স্বাদ আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই। কেবল আমাকে একটু এগুতে হবে, একটা কোন তুচ্ছ ঘটনা ঘটাতে হবে : স্বশিক্ষিত ব্যক্তির চীৎকারটা বড় বেশি হবে—এবং গাল বেয়ে রক্ত পড়া আর সমস্ত লোকের আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এরকম অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে।

সবাই আমাকে লক্ষ্য করছে ; তারুণ্যের দুই প্রতিনিধি তাদের মৃদু গুঞ্জন বন্ধ করেছে। মেয়েটির মুখ মুর্গীর পেছন দিকের মত। অথচ তাদের এটা দেখা উচিত, আমি কোন ক্ষতি করব না।

আমি উঠে পড়ি, আমার চারদিকে সব ঘুরছে। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বড় চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওগুলো আমি তুলে নেব না।

"চলে যাচ্ছেন ?" সে বিড়বিড় করে।

"আমি একটু ক্লান্ত। আপনার আমাকে আমন্ত্রণ করায় ভাল লেগেছে। বিদায়।"

চলে যাবার সময় দেখি ডেসার্টট ছুরিটা আমার বাঁ হাতে রয়ে গেছে। আমি প্লেটে তা ছুঁড়ে দিই যাতে শব্দ ওঠে। আমি নীরবতার মধ্যে ঘরটা পার হয়ে যাই। কেউ খাচ্ছে না, তারা আমাকে দেখছে, তাদের ক্ষিধে চলে গেছে। আমি যদি তরুণীর কাছে যেতাম এবং বলতাম "বুঃ" সে চীৎকার করতে শুরু করবে, এটা নিশ্চিত। কষ্টের দাম উঠবে না।

তবু, বেরিয়ে যাবার আগে, আমি পেছন ফিরি এবং আমার মুখটা ভাল করে দেখাই, যাতে তাদের স্মৃতিতে তা খোদাই করা থাকে।

"বিদায়, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ।"

ওরা উত্তর দেয় না। আমি চলে যাই। এখন তাদের গালে রঙ্ ফিরে আসবে, তারা বক্‌বক্ করতে শুরু করবে।

আমি জানি না কোথায় যাব। আমি কার্ডবোর্ডে বানান প্রধান বাঁধুনীর সামনে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। তারা যে জানালা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে এটা জানার জন্য আমার ফিরে দাঁড়ানর কোন দরকার নেই। তারা বিরক্তি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আমার পিঠের দিকে দেখছে। তারা ভাবছে আমি তাদের মত একজন মানুষ এবং তাদের প্রবঞ্চিত করেছি। হঠাৎ আমি মানুষের চেহারাটা হারিয়ে ফেললাম এবং ওরা দেখল এই মানুষের ঘর থেকে একটা কাঁকড়া পেছনের উঠোনে দৌড়ে গেল। এবার ছদ্মবেশ-মুক্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি পালিয়েছে দৃশ্যটা অব্যাহত থাকল। পিঠের ওপর এই চোখের নড়াচড়া এবং ভীত চিন্তার

অনুভূতি আমাকে বিরক্ত করে। আর একটা গতি সমুদ্রতীরে এবং স্নানঘরে বয়ে চলেছে।

বহুলোক তীরের পাশ দিয়ে হাঁটছে, তাদের কবিত্বময় বসন্তকালের মুখগুলো সমুদ্রের দিকে ফিরিয়ে; তারা রোদ্দুরের জন্য ছুটির দিন উপভোগ করছে। কোথাও কোথাও হাল্কা পোষাক পরা মহিলারা রয়েছে, তারা গত বসন্তের পোষাক পরেছে; তারা চলেছে; শিশুদের দস্তানার মত সাদা এবং দীর্ঘ। বড় বড় ছেলেরা যারা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিদ্যালয়ে যায়, তারাও আছে, বৃদ্ধরা তাদের মেডেল নিয়ে সেখানে আছে। তারা কেউ পরস্পরকে জানে না, কিন্তু পরস্পরের দিকে চেনার ভাব নিয়ে তাকাচ্ছে, কারণ আজকের দিনটা সুন্দর এবং তারা মানুষ। যখন যুদ্ধ ঘোষিত হয়, তখন অচেনা ব্যক্তিরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে; তারা প্রত্যেক বসন্তে পরস্পরকে দেখে মৃদু হাসে। একজন পাদ্রী আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, তার গীর্জার কাজের তালিকা পডতে পড়তে। মাঝে মাঝে সে মাথা তুলছে এবং সমুদ্রের দিকে সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে,--সমুদ্রও একটি কার্য-তালিকা, ঈশ্বরের কথা বলে। নরম রঙ, হালকা সুবাস, বসন্তের আত্মা।” কি মনোরম দিন; সমুদ্র সবুজ, আমি এই শুকনো ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার থেকে পছন্দ করি।” কবিরা। যদি তাদের একজনকে কোটের পেছন ধরে হাতে পেতাম, যদি তাকে বলতাম: “এস আমাকে সাহায্য কর।” সে ভাববে, কাঁকড়াটা এখানে কি করছে?” এবং আমার হাতে কোটটা রেখে ছুটে পালাবে। আমি পেছন ফিরি, থামগুলোর ওপর দু হাত রাখি। সত্যকার সমুদ্র, ঠাণ্ডা এবং কাল, জন্তুতে ভর্তি, এই পাত্‌লা সবুজ ফিল্মের নীচে হামাগুড়ি দিচ্ছে মানুষকে প্রতারণা করতে। আমার চারপাশের বাতাস ও জলের আত্মারা নিজেদের ধরা দিয়েছে; তারা শুধু পাতলা ফিল্মটা দেখে, যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, আমি তারও নীচে দেখি। পাতলা আবরণটা গলে যাচ্ছে, চকচকে বেগুনি রঙের আঁশ, ঈশ্বরের মাছ ধরার আঁশ আমার দৃষ্টিতে সর্বত্র বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, সেগুলি দুভাগ হয়ে হাঁ করে থাকে। এই যে সেণ্ট এলেমির ট্রামরাস্তা, আমি ঘুরে দাঁড়াই, এবং আমার সঙ্গে বস্তুগুলো, ঝিনুকের মত বিবর্ণ এবং সবুজ, ঘোরে।

মানে হয়না, এখানে আসার কোন মানে হয়না, যেহেতু আমি কোথাও যেতে চাই না।

নীলাভ বস্তু জানালার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যায়। শক্ত এবং ভঙ্গুর, কেঁপে কেঁপে; মানুষ, দেয়াল; একটি বাড়ি খোলা জানালা দিয়ে তার কাল হৃদয় আমাকে দেয়; জানালাগুলো বিবর্ণ, যা কিছু কাল নীল হয়ে যায়, এই বিরাট হলুদ ইঁটের

বাড়ি নীল হয়ে অনিশ্চিতভাবে এগুচ্ছে, কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ থেমে এবং নাক পর্যন্ত লাফ দিয়ে। একটা লোক যায় এবং আমার উল্টো দিকে বসে। হলুদ বাড়িটা আবার । হয়, জানালার পাশে লাফিয়ে ওঠে, এত কাছে যে শুধু একটা অংশ দেখা যায়, এত ঝাপসা। জানালাগুলো শব্দ করে। এটা ওঠে, পিষে ফেলে, তুমি যতটা দেখতে পাও, তার থেকে উঁচু। শত শত জানালা কালো হৃদয়ের ওপর খুলে গেছে, গাড়ীর পাশ দিয়ে তাকে স্পর্শ করে চলে যায়; শব্দ তোলা জানালাগুলোর মাঝে রাত্রি আসে। এটা অবিরত সরে যাচ্ছে, কাদার মত হলুদ এবং জানালাগুলো আকাশ-নীল। হঠাৎ সেখানে ওটা নেই, এটা পেছনে রয়ে গেছে; একটা তীব্র ধূসর আলো গাড়ীটাকে ভরে তোলে এবং সর্বত্র অনিবার্য ন্যায়-বিচারে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আকাশ, জানালা দিয়ে তুমি এখনও স্তরেব পর পর আকাশ দেখতে পাচ্ছ; কারণ আমরা এলিফার পাহাড়ে যাচ্ছি এবং তুমি দুটো ঢালু জায়গার মাঝে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, ডান দিকে সমুদ্র পর্যন্ত এবং বাঁ দিকে বিমান-পোত পর্যন্ত। ধূমপান নয়—এমন কি, বিশ্রামও নয়। আমি সমুদ্রের ওপর হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু আবার তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিই; এটা আছে। যার ওপর আমি বসে আছি, আমার হাতটা যেখানে থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, তা বসার জায়গা। ওরা লোকেদের বসার উদ্দেশ্যেই করেছে, ওরা চামড়া, স্প্রিং এবং কাপড় জোগাড় করেছে, ওরা বসার জায়গা করার জন্য কাজ করেছে এবং যখন তারা শেষ করেছে, ওই তারা তৈরী করেছে। ওরা এখানে ওটা নিয়ে এসেছে, গাড়ী করে এবং গাড়ীটা তখন গড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, এর জানালাগুলো শব্দ করছে এর বুকে এই লাল বস্তুটা রয়েছে। আমি অশুভ আত্মা ছাড়ানর মত অস্ফুটে বলি: "এটা একটা বসবার জায়গা।" কিন্তু কথা-গুলো আমার ঠোঁটে আটকে যায়; তা যেতে এবং বস্তুটির ওপর নিজেকে লাগাতে অস্বীকার করে। ওটা যা তাই থাকে, তার রক্তিম আবরণ নিয়ে বাতাসে হাজার লাল থাবা। সব শান্ত, মৃত থাবা। এই বিরাট উদর, ওপরদিকে ঘোরান, রক্তঝরা, ফোলা—সমস্ত মৃত থাবা নিয়ে ফুলে উঠেছে, গাড়ীতে ভাসমান এই উদর, এই ধূসর আকাশে, ওটা বসবার জায়গা নয়। এটা কোন মৃত গাধা হতে পারত, জলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, স্রোতে ভাসছে, বিরাট ধূসর নদীতে উদরে বাতাস নিয়ে, বন্যার নদী; এবং আমি ঐ গাধার উদরের ওপরে বসতে পারতাম। আমার পা স্বচ্ছ জলে ঝুলত। বস্তুগুলো তাদের নাম থেকে বিচ্যুত। ওগুলো ওখানে আছে, কদাকার, ক্রুদ্ধ, বিশাল, এবং ওগুলোকে বসবার জায়গা বলা কিংবা তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হাস্যকর। একাকী, শব্দহীন, রক্ষাবিহীন,

তারা আমাকে ঘিরে আছে, আমার নীচে, আমার পেছনে, আমার ওপরে রয়েছে। তারা কিছু দাবী করে না। তারা নিজেদের চাপিয়ে দেয় না : তারা ওখানে আছে। বসবার জায়গার ওপরে গদীর তলার ছায়ার একটা সরু রেখা আছে, রহস্যময়ভাবে এবং দুষ্টুমিভাবে, ঠিক যেন একটা মৃদু হাসি। আমি ভাল করে জানি তা মৃদু হাসি নয়, অথচ তা আছে, এটা সাদামত জানালার নীচে দিয়ে। কাঁচের কর্কশ শব্দের নীচে দিয়ে, একগুঁয়ে, একগুঁয়ের মত দৌড়ে যাচ্ছে, একগুচ্ছ নীলাভ ছবির পেছন দিয়ে যাচ্ছে, একটি মৃদু হাঁসির অস্পষ্ট স্মৃতির মত। কোন বিস্মৃত কথার মত যার প্রথম শব্দাংশ তুমি মনে রাখতে পার এবং সবচেয়ে ভাল যা তুমি করতে পার, তা হল যে তুমি তোমার চোখ ফিরিয়ে নিতে পার। এবং অন্য কিছু ভাবতে পার, আমার উল্টোদিকের আসনে অর্ধশায়িত লোকটার কথা ভাবতে পার। তার নীল চোখ সমেত দেয়ালচিত্রের মত মুখের কথা ভাবতে পার। তার শরীরের ডানদিকের সবটা ডুবে গেছে, ডান হাতটা শরীরে আটকে গেছে, ডানদিকটা যেন সজীব নয়, খুব কষ্টে লোভের সঙ্গে বাঁচছে, যেন তা অসাড। কিন্তু সমস্ত বাঁ দিকে অস্তিত্ব আমার অসাড়, বা যেন নিজেকে বর্ধিত করছে, যৌনরোগের ক্ষত : বাহুটা কাঁপছে এবং তার পরে উঠছে, শেষদিকে হাতটা শক্ত। তারপর হাতটা কাঁপতে থাকে এবং যখন খুলি পর্যন্ত যায় একটা আঙ্গুল বেরিয়ে আসে এবং নখ দিয়ে মাথার চামডা আঁচডায়। মুখের ডানদিকে একটা লোভী ভঙ্গী এসে লেগে থাকে এবং বাঁ দিকটা মরে থাকে। জানালাগুলো শব্দ করে, বাহুটা আন্দোলিত হয়, নখটা আঁচড়ায়, আঁচড়ায়, মুখটা তাকিয়ে থাকা চোখগুলির নীচে মৃদু হাসে, এবং লোকটা এটা লক্ষ্য না করে সহ্য করে, ওই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব যা তার ডান দিকটা ফুলিয়ে দেয়, যা তার ডান বাহুটা এবং ডান গাল ধার নিয়েছে, নিজেকে সভায় উপস্থিত করতে। কণ্ডাক্টার আমার পথ আটকায়। "গাড়ী থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

কিন্তু আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিই এবং ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়ি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি এত কাছের জিনিস আর সহ্য করতে পারছি না। এ আমি একটা গেট ঠেলে খুলি, ভেতরে যাই, বাতাস প্রাণীরা প্রতিহত হচ্ছে, লাফাচ্ছে এবং শিখরে বসে থাকছে। এবার আমি নিজেকে চিনতে পারি। আমি কোথায় জানি ; আমি পার্কের ভেতরে। আমি বড় কালো গাছের শেকড়ের মধ্যে, কালো শিরা-ওয়ালা হাত যা আকাশের দিকে, বসে পড়ি। একটা গাছ আমার নীচে কালো নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আমি

নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই, ভুলে যেতে চাই, ঘুমোতে চাই। কিন্তু আমি পারি না, দমবন্ধ হয়ে আসছে : অস্তিত্ব চারদিক থেকে আমাকে বিদ্ধ করছে, চোখের মধ্য দিয়ে, নাক, মুখের মধ্য দিয়ে…এবং হঠাৎ, হঠাৎই ঢাকনাটা ছিন্ন হয়ে গেল, আমি বুঝেছি, আমি দেখেছি।

সন্ধ্যা ৬টা

আমি স্বস্তি পেলাম বা তৃপ্তি পেলাম, বলতে পারি না। বরং উল্টোটাই, আমি বিপর্যস্ত। শুধু আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনেছি। জানুয়ারী থেকে আমার বেলায় যা যা ঘটেছে, সবই বুঝতে পেরেছি। বমি ভাবটা আমাকে ছাড়েনি এবং শীগ্‌গির ছেড়ে যাবে, এরকমও মনে হয় না। কিন্তু আর আমাকে এটা সহ্য করতে হচ্ছে না; এটা আর অসুখ নয়, কিংবা সাময়িক ঘটনা নয়। এটা আমিই।

ঠিক এখুনি আমি পার্কে ছিলাম। চেস্টনাট্ গাছটার শেকড়গুলো ঠিক আমার বেঞ্চের নীচে মাটির মধ্যে ডুবে ছিল। এটা যে একটা শেকড় আমি মনে করতে পারলাম না। শব্দগুলো হারিয়ে গেল, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষগুলোর অর্থ, কি কাজে তাদের লাগে, সেগুলোও আর মানুষেরা তাদের ওপরে যে অস্পষ্ট নির্দেশ বিন্দুগুলো এঁকেছে, সবই। অমি বসে ছিলাম, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, মাথাটি ছিল নীচু, এই কালো গাঁটওয়ালা পুঞ্জটার সামনে, জন্তুর মত দেখতে ওটা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম।

আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল যেন। আগে কখনও, গত কয়েকদিন পর্যন্ত আমি "অস্তিত্ব" কথটার মানে বুঝিনি আমি অন্যদের মত ছিলাম, ঐ যারা সাগর তীরে তাদের বসন্তকালের সুন্দর পোযাক পরে বেড়াচ্ছে, তাদের মত। আমি তাদের মতই বলতাম "সমুদ্রটা **হল** সবুজ ; ওখানে ঐ শাদা বিন্দুটা **হল** সামুদ্রিক চিল।' কিন্তু আমি ভাবিনি, ওটা আছে বা সামুদ্রিক চিল এমন কিছু, যার অস্তিত্ব আছে। সাধারণতঃ, অস্তিত্ব নিজেকে ঢেকে রাখে। ওটা ওখানেই আছে, আমাদের চারপাশে আছে, আমাদের মধ্যে আছে। তুমি তার উল্লেখ না করে দুটো কথা বলতে পারবে না, কিন্তু তুমি ওটা স্পর্শ করতে পারবে না। আমি যখন বিশ্বাস করতাম আমি অস্তিত্বের কথা ভাবছি, আমার বিশ্বাস আমি কিছুই ভাবছিলাম না। আমার মাথাটা শূন্য ছিল কিংবা মাথায় একটা কথাই শুধু ছিল, কথাটা "থাকা"। অথবা, আমি ভাবছিলাম…কি করে বোঝাই ? আমি আমি ভাব্‌ছিলাম একটা **সম্পর্কের** কথা। নিজেকে বলছিলাম, সমুদ্র এক শ্রেণীর

সবুজ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত অথবা সবুজ রং সমুদ্রের গুণের একটা অংশ। আমি যখন জিনিষগুলো দেখছিলাম, তখন সেগুলির যে অস্তিত্ব আছে, এরকম ভাবনা থেকে বহুদূরে ছিলাম সেগুলো আমার কাছে একটা দৃশ্য মনে হত। আমি তাদের হাতে নিতাম, আমার কাজের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতাম, সেগুলি বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমনও মনে হত। কিন্তু সব কিছু ওপর-ওপর ঘট্‌ত। কেউ যদি প্রশ্ন করত অস্তিত্ব কি, আমি সরল বিশ্বাসেই বলতাম, কিছু নয়। শুধু একটা শূন্য আকার যা বাইরের জিনিষগুলোর প্রকৃতির কোন কিছু না পাল্টে যোগ করে দেওয়া হত। এবং তারপরেই, হঠাৎ ওখানেই ওটা দেখা গেল, একেবারে দিনের মত পরিষ্কার। অস্তিত্ব সহসা নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার বিমূর্ত শ্রেণী-বিভাগের চেহারা আর নেই। তা হল সব জিনিষের গায়ে লেগে থাকা পাতলা কোন কিছু। এই শেকড়টাও অস্তিত্বে রূপ নিয়েছে। অথবা, বরং শেকড়টা, পার্কের গেটগুলো, বেঞ্চিটা, অল্প ঘাস, সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিনিষগুলোর বিভিন্নতা, তাদের স্বতন্ত্র চেহারা, সব্ব কিছু একটা প্রকাশ মাত্র, খোলস। এই খোলসটা গলে গেছে, রয়ে গেছে নরম দানবাকৃতি বস্তুপুঞ্জ। সব কিছু এলেমেলো, নগ্ন, ভয়ংকরভাবে অসুন্দর নগ্নতা।

কোনরকম নড়া চড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম, কিন্তু দেখার জন্য আমার নড়বার দরকার ছিল না, গাছগুলোর পেছনে, নীল থাম আর বাদ্য-যন্ত্র বাজানর উঁচু জায়গায় আলোক-স্তম্ভের পেছনে, রাশি রাশি লরেলের মধ্যে ফুলের পেছনে, যা ছিল। এই সব বস্তুগুলো……আমি কি করে ব্যাখ্যা করব? এগুলো আমার অসুবিধা ঘটাচ্ছিল; আমি পছন্দ করতাম তারা কম জোরালোভাবে আরও শুকনোভাবে, আরও বিমূর্তভাবে, শান্তভাবে থাকুক। চেস্টনাট গাছটা আমার চোখে যেন ধাক্কা মারছিল। সবুজ মরচে আর্ধেকটা ওপরের দিক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল; গাছের আবরণটা দেখাচ্ছিল কালো এবং ফুলো, যেন সেদ্ধ করা চামড়া। মাস্‌কেরেট ঝর্ণায় জলের শব্দ আমার কানে বাজছিল, সেখানে একটা শব্দের নীড় রচনা করল, সেগুলিকে ইংগিতে ভরে তুলল। আমার নাক ছাপিয়ে উঠল একটা সবুজ পচা গন্ধ। সব জিনিষ শান্ত ও নরমভাবে অস্তিত্বে আবির্ভূত হচ্ছিল, সেই সব বিশ্রাম-রত মেয়েদের মত, যারা হাসিতে ফেটে পড়ে, ভিজেস্বরে বলে, "হাসা ভাল"। একটা আর একটার সামনে নিজেকে দেখাচ্ছিল, পরস্পরের কাছ থেকে অস্তিত্বের দুঃখময় গোপন কথাগুলি বিনিময় করছিল। আমি বুঝতে পারলাম, না থাকা এবং এই অহংকারী প্রাচুর্যের মাঝামাঝি আর কিছু নেই। যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, সবটাই তোমাকে থাকতে হবে, যেমন

ছাঁচে তা গড়া হোক, ফোলা-ফোলা আর অশ্লীলতাই থাকুক না কেন। অন্য জগতে বৃত্তগুলো, সঙ্গীতের স্বরমাত্রা তাদের শুদ্ধ এবং ঋজু রেখাগুলোকে ধরে রাখে। কিন্তু অস্তিত্ব তা থেকে আলাদা। গাছগুলো, রাত-নীল থামগুলো, ঝরণার আনন্দিত উচ্ছ্বাস, সজীব গন্ধগুলো, ঠাণ্ডা বাতাসে ভাসা অল্প অল্প গরম-কুয়াশা, একটা লাল চুল মানুষের বেঞ্চে খাবার হজম করা, এইসব তন্দ্রাজড়িমা, এই সব খাবারগুলো একসঙ্গে হজম করা, এগুলির একটা কৌতুকের দিক আছে …**কৌতুক**…না অত দূর যেতে হবে না, তার অস্তিত্ব আছে, তা কৌতুক হতে পারে না ; সাদৃশ্যটা ভাসা-ভাসা, প্রায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তবে কিছু নাচ-গান-নাটকের নকসার মত। আমরা হলাম রাশি রাশি সজীব প্রাণী, নিজেদের প্রতি বিরক্ত, বিব্রত, আমাদের ওখানে থাকার কোন তুচ্ছ কারণ পর্যন্ত নেই, আমাদের কারও না, আমরা প্রত্যেকে বিশৃংখল, অস্পষ্টভাবে শংকিত, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কেই এরকম। **আমার পথে বাধা :** এইটেই একমাত্র সম্বন্ধ যা আমি গাছগুলোর মধ্যে, এই গেটগুলো এবং পাথরগুলোর মধ্যে তৈরী করতে পারতাম। বৃথাই আমি চেস্টনাট্ গাছগুলোকে গুণতে চেষ্টা করলাম, ফুলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তাদের স্থান নির্দেশ করতে চাইলাম, অন্য গাছগুলোর সঙ্গে তাদের দৈর্ঘ্যের তুলনা করতে বসলাম। সে সম্বন্ধেই আমি তাদের বাঁধতে চাইলাম, আলাদা করতে চাইলাম, প্রত্যেকটিই তা থেকে বেরিয়ে গেল এবং ছাপিয়ে গেল। এই সম্বন্ধগুলো (আমি চাইছিলাম ধরে রাখতে যাতে মানুষের জগতের ভেঙে পড়াটা দেরী হয়, আমাদের ওজন করবার পদ্ধতি, পরিমাণ এবং দিক নির্ণয়-গুলো।) নিজেকেই মনে হল নিয়ন্তা, ওগুলোর বস্তুর ওপর কোন জোর নেই। **আমার কাছে বাধা,** ওখানকার ওই চেস্টনাট্ গাছ, যা আমার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে, একটু বাঁদিকে। **বাধা** ফুলটাও…এবং আমি—নরম, দুর্বল, অশ্লীল বিষণ্ণ চিন্তাগুলো নিয়ে হজম করতে, খেলা করতে করতে—আমিও বাধা হয়ে ছিলাম। সুখের বিষয়, আমি তা অনুভব করিনি, যদিও বুঝতে পারছিলাম আমার অস্বস্তি লাগছিল, আমি অনুভব করতে ভয় পাচ্ছিলাম (এখনও আমি ভয় পাচ্ছি—ভয় যে আমাকে মাথার পেছন থেকে ধরে ঢেউ এর ওপর তুলে দেবে)। আমি আবছা স্বপ্ন দেখলাম, নিজেকে হত্যা করে ফেলেছি, যাতে এই সব বাড়তি জীবনের অন্ততঃ একটা দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমার মৃত্যুও **বাধা** হয়ে দাঁড়াত। **বাধা,** এই পাথরগুলোর ওপরে, এই গাছগুলোর মধ্যে, এই হাসি-হাসি বাগানের পেছনে আমার মৃতদেহ, আমার রক্ত বাধা হয়ে থাকত। আর, পচা মৃতদেহটাও যে মাটি আমার হাড়গুলো গ্রহণ করত সেখানে **বাধা** হয়ে

থাকত। অবশেষে পরিষ্কার হয়ে, দেহ থেকে মুক্ত হয়ে, খোলস চলে। যাবার পর ধবধবে দাঁতের মত পরিপাটী তা বাধা হয়ে থাক্‌ত: অনন্তকাল আমি বাধা হয়ে থাকতাম।

আমার কলমে অর্থহীনতা শব্দটা রূপ পাচ্ছে; একটু আগে, বাগানে ওটাকে দেখতে পাই নি, অবশ্য আমি ওটার খোঁজও করিনি, আমার ওটার দরকার ছিল না; আমি শব্দ ছাড়াই চিন্তা করেছি, বস্তুর ওপরে এবং বস্তু দিয়ে। অর্থহীনতা আমার মাথার কোন ধারণা ছিল না। কোনকণ্ঠের শব্দ ছিল না, কেবল এই লম্বা সাপটা আমার পায়ের কাছে মরে ছিল, এই কাঠের মত সাপটা। সাপই হোক্‌ নখ বা শেকড় কিংবা শকুনের ধারালো থাবাই হোক্‌, কি এসে যায় তাতে। কোন কিছু স্পষ্টভাবে স্থির না করেই আমি বুঝতে পারলাম, অস্তিত্বের চাবি খুঁজে পেয়েছি, আমার বমি-ভাবের চাবি, আমার জীবনের; আসলে, আমি যে এসব পেরিয়ে ধরতে পারছিলাম, তা আমাকে এই মৌল অর্থহীনতায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

অর্থহীনতা: আর একটি শব্দ, শব্দের বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে; ঐ নীচে আমি বস্তুটাকে স্পর্শ করেছিলাম। কিন্তু আমি অর্থহীনতার সার্বিক রূপটা এখানে ধরতে চেয়েছিলাম। একটা গতি, মানুষের ছোট রঙীন জগতে আপেক্ষিকভাবে অর্থহীন সঙ্গের অবস্থাগুলোর সম্পর্কে। একজন পাগলের প্রলাপ, উদাহরণ দেওয়া যায়, যে অবস্থায় সে নিজেকে দেখে তার সম্পর্কে অর্থহীন, কিন্তু তার নিজের কাছে নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমি সার্বিক অথবা শুদ্ধ অর্থহীন নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। এই শেকড়টা—এমন কিছু নেই, যার সম্পর্কে ওটা অর্থহীন। আঃ কিভাবে কথায় প্রকাশ করি? অর্থহীন: পাথরগুলোর সম্পর্কে হলুদ তৃণগুচ্ছের সম্পর্কে শুকনো কাদা, গাছ, আকাশ, সবুজ বেঞ্চগুলির সম্পর্কে। অর্থহীন, কোন কিছুতে রূপান্তর করা যায় না, কোন কিছু নেই, এমন কি কোন গভীর, গোপন প্রাকৃতিক আন্দোলনও তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। অবশ্য আমি সব কিছু জানি না, আমি বীজের অঙ্কুরোদ্গম দেখিনি কিংবা গাছটাকে বড় হ'তে। কিন্তু এই বিরাট কুঞ্চিত থাবার সামনে দাঁড়িয়ে অজ্ঞতা বা জ্ঞান কোনটাই জরুরী নয়। ব্যাখ্যা এবং যুক্তির জগত অস্তিত্বের জগৎ নয়। একটা বৃত্ত অর্থহীন নয়, একটা অংশের কোন প্রান্তের ওপর আবর্তন দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বৃত্তের অস্তিত্ব নেই। অন্য দিকে, এই শেকড়টা এমনভাবে আছে যে আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। গিঁট-বাঁধা, অচল, নামহীন এটা আমাকে মোহাবিষ্ট করছে, আমার চোখ ভরে দিচ্ছে,

আমাকে অবিরত তার অস্তিত্বের কাছে নিয়ে আসছে। আবার বলি, বৃথাই : "এটা একটা শেকড়"—এর দ্বারা আর কিছু ঘটে না। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, শেকড় হিসেবে এর কাছ থেকে, নিঃশ্বাস নেওয়া এই নল থেকে তুমি ওটায় যেতে পার না। একটা সামুদ্রিক সিংহের শক্ত দৃঢ়বদ্ধ চামড়ায় এই তৈলাক্ত, ভাবলেশহীন রাগী দৃষ্টিতে। কাজ দিয়ে কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না : এর দ্বারা তুমি এটা বোঝ, সাধারণভাবে এটা একটা শেকড়, কিন্তু কিছুতেই ঠিক ওটা নয়। এই শেকড, তার রঙ, আবার জমাট নডাচডা......সব কিছু ব্যাখ্যার বাইরে। এর প্রত্যেকটা গুণই ব্যাখ্যাকে কিছুটা অতিক্রম করে যায়। বাইরে প্রবাহিত হয়ে যায়, অর্ধেকটা শক্ত হয়ে, যেন একটা বস্তু! প্রত্যেকটিই যেন শেকড়টার বাধা সৃষ্টি করছে এবং সেই সম্পূর্ণ মোটা জিনিষটা দেখে মনে হল, আর যেন সে নিজেকে নডাতে পারছে না, নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যেন উন্মত্ত প্রাচুর্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে? আমি এই কালো নখটাব পাশে গোড়ালিটাকে সমান করে নিলাম; আমি ছালের কিছুটা খসিয়ে দিতে চাইছিলাম। কোন কারণ নেই, রেগে গিয়ে চাইছিলাম বিবর্ণ লাল রঙটা পালিশ করা চামড়ার ওপরে অর্থহীন হয়ে বেরিয়ে আসুক, জগতের অর্থহীনতার সঙ্গে খেলা করুক। কিন্তু পাটা যখন সরিয়ে নিলাম, দেখলাম, গাছের খোলসটা তখনও কালো ছিল।

কালো? আমি অনুভব করলাম। শব্দটা চুপসে গেছে, অসম্ভব দ্রুতগতিতে অর্থশূন্য হয়ে গেছে। কালো? শেকড়টা কালো ছিল না, এই কাঠের টুকরোর ওপরে কালো কিছু ছিল না—সেখানে···অন্য কিছু ছিল; কালো, বৃত্তের মতই অস্তিত্বহীন। আমি শেকড়টার দিকে তাকালাম, ওটা কি কালোর থেকে বেশি কালো ছিল কিংবা প্রায় কালো ছিল? কিন্তু শীঘ্রই আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিলাম, কারণ আমি কোথায় আছি বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, এর মধ্যে আমি বহু জিনিষকে একটা গভীর অস্বস্তি নিয়ে নিরীক্ষণ করেছি। আমি আগে—বৃথাই—এদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে চেষ্টা করেছি। এবং আমার এইটেই মনে হয়েছে তাদের শীতল, গতিহীন গুণগুলো আমি ধরতে পারছি না। সেগুলি আমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। আর এক দিন সন্ধ্যায় "রেলকর্মীদের মহোৎসবে" আডলফির আটকাবার ক্লিপগুলোর মত। সেগুলো বেগুনি-লাল রঙের ছিল না। আমি শাটের ওপর দুটো দাগ দেখেছিলাম, তা ব্যাখ্যা করতে পারি নি। এবং পাথরটা—বিখ্যাত পাথরটা, যা এই পুরো ব্যাপারটার উৎস: এটা ছিল না। ···আমার ঠিক মনে নেই, পাথরটা কি হতে

অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমি এর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা ভুলি নি। আর স্বশিক্ষিত লোকটার হাত; আমি হাতটা ধরলাম এবং একদিন লাইব্রেরীতে করমর্দন করলাম আর তখনই আমার মনে হল, এটা ঠিক হাত নয়। একটা সাদা বিরাট পোকার কথা মনে হল। কিন্তু তাও সেটা ছিল না। আর কাফে ম্যাবলিতে বীয়ারের গেলাসের সন্দেহজনক স্বচ্ছতা। সন্দেহজনক: তাই, সেগুলো ছিল, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, সব। যখন তোমার নামের নীচে চমকে যাওয়া খরগোসগুলের মত তারা ছুটে যেত এবং তুমি বেশি মন দিতে পারতে না, তুমি হয়ত সেগুলোকে সহজ এবং আশ্বস্তকর মনে করতে, তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে বাস্তব নীল রঙ জগতে আছে, বাদাম কিংবা ভাওলেটের বাস্তব গন্ধ আছে। কিন্তু যেই তুমি একটুক্ষণ তাদের ধরে রাখতে, আরাম আর নিরাপত্তার অনুভূতির বদলে আসত গভীর অস্বস্তি; রঙগুলো, স্বাদ এবং গন্ধগুলো কখনই বাস্তব ছিল না, তারা সেগুলো যা তা ছিল না। আবার যা তা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সরলতম ব্যাখ্যা করা যায় না এমন গুণের, নিজের সঙ্গে সম্পর্কে অনেকখানি যার ভেতরে ছিল। ঐ কালো জিনিষটা যেটা আমার পায়ের কাছে ছিল, ঠিক কালো দেখাচ্ছিল না, বরং যেন এলোমেলোভাবে কালো রঙকে ভাবার চেষ্টা, যে কখনও কালো দেখেনি এবং যে জানে না কি করে থামতে হয়, যে রঙহীন কোন অনেক-অর্থ হতে পারে এমন সত্তার কথা কল্পনা করে। এটা একটা রঙের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু আবার···একটা ঘায়ের বা স্রাবের মত, যা চুঁইয়ে পড়ছিল—আবার, অন্য কিছুও হতে পারে। যেমন, একটা গন্ধ, যা ভিজে মাটির গন্ধে মিলিয়ে যাচ্ছিল, গরম, ভিজে কাঠ, একটা কাল গন্ধে মিশে যাচ্ছিল, যা এই নরম কাঠের ওপর বালিশের মত ছড়িয়ে গিয়েছিল চর্বিত মিষ্টি শিরার স্বাদে। আমি শুধু এই কালো রঙটা দেখি নি; দেখা একটা বিমূর্ত আবিষ্কার, সরলীকৃত ধারণা, মানুষের কোন একটা ধারণা। ঐ কালো, যার বিশেষ কোন আকার নেই, দুর্বল উপস্থিতি দৃষ্টি, গন্ধ ও স্বাদকে অতিক্রম করে অনেক দূর গেল। কিন্তু এই সম্পদ বিশৃঙ্খলায় হারিয়ে গেল এবং শেষে আর কিছুই থাকল না, কারণ এটা বড় বেশি ছিল।

মুহূর্তটা ছিল অসাধারণ। আমি সেখানে নিশ্চল বরফের মত একটা ভয়ঙ্কর প্রমত্ততায় নিমজ্জিত ছিলাম। কিন্তু সেই প্রমত্ততার মাঝে তাজা কিছু এইমাত্র আবির্ভূত হয়েছে; আমি ভাবটা বুঝতে পারলাম, আমি তা অধিকার করলাম। সত্য কথা বলতে কি, আমার নিজের কাছে নিজের আবিষ্কারকে স্পষ্ট করতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হয় এখন কথায় এই সব রূপ দেওয়া

সহজ হবে। আবশ্যিক বিষয় হল অনিশ্চয়তা। আমি বলতে চাই, অস্তিত্ব অবশ্যাম্ভাবী, এরকম সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না। অস্তিত্ব থাকার অর্থ **ওখানে থাকা** ; যাদের অস্তিত্ব আছে তারা অন্যদের মুখোমুখী নিজেদের দাঁড় করায়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন কিছু অনুসৃত হয় না। আমার মনে হয়, অনেক লোকেই এটা বোঝে। কেবলমাত্র অনিশ্চয়তাকে জয় করতে তারা একটা আবশ্যিক কারণ সত্তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন আবশ্যিক সত্তা অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে না , অনিশ্চয়তা ভ্রান্তি নয়, একটা সম্ভাবনা, যা হ্রাস পেতে পারে ; এইটেই সার্বিক, ফলতঃ, দোষ-রহিত স্বাধীন উপহার। সবই স্বাধীন, এই পার্ক, এই শহর, আর আমি। যখন তুমি এটা বোঝ, তোমার হৃদয় ওপর থেকে নীচে নেমে যায়, সব কিছু ভাসতে আরম্ভ করে, যেমন "রেলকর্মীদের মহোৎসবে" সেই সন্ধ্যায় হয়েছিল , এইখানেই বমি-ভাবটা রয়েছে ; এখানেই আছে, যা ওই বেজন্মাগুলো—যারা কেত্যুভের্ত আর অন্য জায়গায় থাকে নিজেদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল নিজেদের অধিকারের ধারণা দিয়ে। কিন্তু কি নিদারুণ মিথ্যে : কারও কোনও অধিকার নেই ; সবাই সম্পূর্ণ স্বাধীন, অন্য সকলের মত, তারা চেষ্টা করলেও নিজেদের বাড়তি না ভেবে পারে না। এবং নিজেদের মধ্যে, গোপনে গোপনে, তারা বাড়তি, অর্থাৎ, বিশেষ আকারহীন, অস্পষ্ট এবং বিষণ্ণ।

এই আবেশ কতক্ষণ থাকবে ? আমি **ছিলাম** চেস্টনাট্ গাছের শেকড়। অথবা, আমি এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেহেতু আমি এর সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম, অথচ এর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম এটা ছাড়া আর কিছু নয়। একটা অস্থির বিবেক, এ সত্ত্বেও, তার সমস্ত ওজন নিয়ে এই মরা কাঠের টুকরোর ওপর পতিত হল। সময় থেমে গেছে : আমার পায়ের কাছে একটা কালো ছোট জমানো কিছু , আর কোন কিছুরই সেই মুহূর্তের **পরে** ঘটা সম্ভব ছিল না। সেই ভয়ানক আনন্দ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাবতেও পারিনি, তা সম্ভব হবে ; আমি ভেতরে ছিলাম ; কালো গুঁড়িটা **নড়েনি**, ওটা ওখানে থাক্‌ল, আমার মনে হল, যেন কিছুটা খাবার খাদ্যনালীতে আটকে যাওয়ার মত। আমি এটাকে নিতে বা বর্জন করতে পারছিলাম না। কত কষ্ট করে আমার চোখ তুললাম ? আমি কি তুললাম ? বরং আমি কি নিজেকে একটি ক্ষণের জন্য মুছে দিলাম নাকি, যাতে আবার পরক্ষণেই জন্ম নিতে পারি, মাথাটা পেছন দিকে বিক্ষিপ্ত, আর চোখ দুটো ওপরে তোলা, এইভাবে ? আসলে, পরিবর্তনের চেতনাও আমার ছিল

না। কিন্তু হঠ্যাৎ শেকড়টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এটাকে মুছে ফেলা হল, আমি বৃথাই তা ফিরিয়ে আনতে পারি। এটার অস্তিত্ব আছে, এখনও ওখানে আছে, বেঞ্চের নীচে, আমার ডান পায়ের পাশে, আর ওটার কোন অর্থ নেই। অস্তিত্ব এমন কিছু নয়, যা দূর থেকে ভাবা যেতে পারে ; ইঠাৎ তোমাকে তা আক্রমণ করবে, তোমাকে জয় করবে তোমার হৃদয়ের ওপর বিরাট অনড় পশুর মত ভার হয়ে চেপে বসবে, তা নাহলে তা আর কিছুই নয়।

আর কিছুই ছিল না, আমার চোখ শূন্য ছিল, এবং আমার মুক্তিতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ আমার চোখের সামনে হালকা, এলেমেলো গতিতে ওটা নড়তে আরম্ভ করল : বাতাসে গাছের ওপরটা নড়ছিল।

তিন সেকেণ্ডের বেশি নয়, আর তার পরেই আমার আশা ধূলিসাৎ হল। সময়ের চলে যাওয়াটা এইসব শাখাগুলোকে অন্ধ মানুষের মত হাত্ড়ে বেড়ানর জন্য দায়ী করতে পারলাম না। সময় প্রবাহ মানুষেরই আবিষ্কার বলা যায়। ধারণাটা খুবই স্বচ্ছ ছিল। এইসব তুচ্ছ আন্দোলনগুলো, যা নিজেদের প্রতি নিবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অন্য জায়গায় তারা পাতাগুলোকে গাছের শাখাগুলোকে ছাপিয়ে যেত। এইসব শূন্য হাতগুলোকে ঘিরে তারা আবর্তিত হত, ছোট ছোট বাতাসের ঘূর্ণিতে তাদের ঘিরে ফেলত্। অবশ্য একটা গতি গাছের থেকে আলাদা। তবু তা সার্বিক ছিল। একটা বস্তু। আমার চোখে শুধু সম্পূর্ণতা ধরা পড়ছিল। গাছের ডগাগুলো অস্তিত্বে মর্মরিত হচ্ছিল, যা নিজেকে অবিরত নতুন করে তুলছিল, আর যা কখনও জন্মায়নি। অস্তিত্বশীল বাতাস গাছের ওপর বিরাট একটা নীল বোতলের মত অবস্থান করছিল, আর গাছটা কেঁপে কেঁপে উঠ্ছিল। কিন্তু কাঁপাটা কোন অস্ফুষ্ট গুণ ছিল না, শক্তি থেকে কাজের পথও ছিল না ; এটা একটা বস্তু ছিল ; একটা কাঁপা-বস্তু গাছের মধ্যে তরঙ্গায়িত হল, তাকে দখল করে নিল, নাড়া দিল, আর সহসা তাকে পরিত্যাগ করল, আরও এগিয়ে গিয়ে নিজের চারপাশে ঘুরতে লাগল। সবটাই ছিল পূর্ণতা এবং সক্রিয়, সময়ে কোন দুর্বলতা ছিল না, সব কিছুই এমন কি প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, এমন গতি, অস্তিত্ব থেকে তৈরী হল। এবং এই সব অস্তিত্ব যা গাছটাকে নিয়ে শোরগোল করছিল কোন জায়গা থেকে আসেনি, কোথাও যাচ্ছিল না। হঠাৎ তারা অস্তিত্ব লাভ করল, তারপরেই হঠাৎ তাদের অস্তিত্বের স্মৃতি নেই ; যা অদৃশ্য হল তার কিছুই অস্তিত্ব রাখে না, এমন কি স্মৃতিও। অস্তিত্ব চারদিকে, সীমাহীনভাবে, বাড়্তি, চিরকালের জন্য এবং সব জায়গায়। অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ

হয় কেবল অস্তিত্বের দ্বারা। আমি বেঞ্চে বসে নুয়ে পড়লাম, এই উৎসহীন সত্তাগুলির প্রাচুর্যে স্তম্ভিত এবং বোবা হয়ে। সব জায়গায় ফুলের প্রস্ফুটন, ডিম থেকে শাবকের নিষ্ক্রমণ, আমার কান দুটো অস্তিত্বের ধ্বনিতে ভরে উঠ্‌ল, আমাব ত্বক কম্পিত হল, উন্মুক্ত হল এবং বিশ্বের অঙ্কুরোদগমে নিজেকে পরিত্যক্ত করল। এটা বিরক্তিকর। কিন্তু; কেন, আমি ভাবলাম, কেন এত অস্তিত্ব, যখন সবগুলি দেখতে একরকম। গাছের এত সংস্করণে কি ভাল হবে? এতগুলো অস্তিত্ব হারিয়ে গেল, একরোখাভাবে আবার শুরু হল আবার হারিয়ে গেল—যেন একটা পোকা পিঠের ওপর পড়ে গিয়ে বার বার চেষ্টা করছে। (আমি সেইরকম চেষ্টার একটা) এই প্রাচুর্য কোন মহত্ত্বের সৃষ্টি করে নি, বরং বিপরীতটাই তা ছিল বিষাদময়, আর্ত, নিজের প্রতি অস্বস্তি-ভাব। এই গাছগুলো, এইসব বিরাট অদ্ভুত দেহগুলো...আমি হাসতে আরম্ভ করলাম, কারণ হঠাৎ আমার মনে এল বইএ পড়া বিশাল ঝর্ণাগুলোর কথা, যেগুলো ফেটে যাচ্ছে, শব্দ করছে, বিরাট বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। কতকগুলো মূর্খ আছে যারা তোমাকে ইচ্ছা-শক্তি এবং জীবন-সংগ্রামের কথা বলতে আসে। তার কি কখনও গাছ কিংবা জন্তু দেখে নি? এই সাদাসিদে গাছটা আর তার আঁশ-ওয়ালা বাকল, এই আধ-পচা ওক গাছ, ওরা চাইছিল আমি এগুলোকে আকাশের দিকে ধেয়ে যাবার দুর্দম তরুণ প্রচেষ্টা বলে মনে করি। আর এই শেকড়টা? আমাকে নিঃসন্দেহে কল্পনা করতে হবে, এটা একটা খাদ্যলোভী নখর পৃথিবীকে ছিঁড়ে ফেলে তার খাদ্য গ্রাস করছে? এভাবে সব কিছু দেখা অসম্ভব। দুর্বলতা, অক্ষমতা, হ্যাঁ। গাছগুলো ভাসছিল। আকাশের দিকে জলস্রোতের মত উঠছিল? অথবা, থেমে যাচ্ছিল; যে কোন মুহূর্তেই আমি আশা করছিলাম গাছের গুঁড়িশ্রান্ত দণ্ডের মত শুকিয়ে যাক্, গুটিয়ে যাক্, মাটির ওপরে নরম, ভাঁজ করা কালো স্তূপের মত পড়ে যাক। তাঁদের অস্তিত্বের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তারা না থেকে পারে নি। সুতরাং তারা নিজেদের কাজে মন দিচ্ছিল, প্রাণ-রস ধীরে ধীরে অবয়বের মধ্য দিয়ে উঠছিল, অর্ধেক অনিচ্ছায়, আর শেকড়টা ধীরে ধীরে মাটির মধ্যে প্রবেশ করছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই যেন তারা সব কিছু সেখানে ছেড়ে যেতে চাইছিল এবং নিজেদের মুছে ফেলতে চাইছিল। শ্রান্ত বৃদ্ধ তারা অস্তিত্বে রয়ে গেল, ফলের পাশে, শুধু মরবার জন্য খুব দুর্বল বলে, কারণ মৃত্যু তাদের কাছে শুধু বাইরে থেকে আসতে পারে; গানের স্বরগুলি কেবল গর্বভরে নিজেদের মৃত্যু নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত অনিবার্যতা হিসাবে বহন করতে পারে: কেবল তাদেরই অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকটি বস্তু, যার অস্তিত্ব আছে কোন কারণ ছাড়াই জন্মায়, দুর্বলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে

বাড়িয়ে তোলে এবং তারপর হঠাৎ মরে যায়। কিন্তু ছবিগুলো, আগেই যা সতর্ক করেছিল, তখুনি লাফিয়ে উঠ্ল এবং আমার চোখ অস্তিত্বগুলো দিয়ে ভরিয়ে দিল : অস্তিত্ব একটা পূর্ণতা যা মানুষ কখনও পরিত্যাগ করতে পারে না।
অদ্ভুত ছবিগুলো। অজস্র বস্তুকে তারা রূপায়িত করল। বাস্তব জিনিষ নয়, অন্য জিনিষ, যা বাস্তবের মত মনে হচ্ছিল। কাঠের জিনিষগুলো, যেগুলো চেয়ার, জুতোর মত দেখাচ্ছিল, অন্যবস্তু ছোট গাছের মত দেখাচ্ছিল। আর তারপরে দুটো মুখ ; এক জোড়া যারা আমার উল্টো দিকে গত রবিবার ভেজেলিজ বীয়ার-রেস্টুরেণ্টে খাচ্ছিল। মোটা, উষ্ণ, কামুক, লালকানওয়ালা অর্থহীন। আমি মহিলার ঘাড় এবং কাঁধ দেখতে পাচ্ছিলাম। নগ্ন অস্তিত্ব। ঐ দুজন—হঠাৎ আমার মনে হল—বোভিল শহরের কোথাও না কোথাও আছে। কোথাও—গন্ধের মধ্যে ? এই নরম গলাটা মসৃন পোষাকের পাশে ঘসছে, আদর খাচ্ছে, আর মহিলাটি তার জামার ভেতরে বুকের কথা ভেবে : "পাখী দুটো, সুন্দর ফলগুলো" রহস্যজনক-ভাবে অল্প অল্প হাসছে, বুকের ফোলার প্রতি তার দৃষ্টি, তার সুড়সুড়ি লাগছিল।··· তখনই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, চোখ দুটো খুলে নিজেকে দেখলাম।
এই বিশাল উপস্থিতির কথা কি আমি ভেবেছি ? ওটা ওখানেই ছিল, বাগানে, গাছগুলোর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া ছিল, সবটা নরম, চট্চটে, সবকিছুর গায়ে লেগে যাচ্ছিল, পুরু, একটা জেলী।
আর আমি ভেতরে ছিলাম, আমি বাগান সমেত। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, রেগে উঠলাম, আমার মনে হল, এটা-এত বোকা, এত অসঙ্গত, আমি এই বিশ্রী হেয় বস্তুটাকে ঘৃণা করলাম। ওটা ওপর দিকে উঠছিল্। প্রায় আকাশটাকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। উপছে পড়ে, সব কিছুকে অগোছালভাবে থক্থকে পদার্থ দিয়ে ভরে, এবং দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর থেকে গভীরে বাগানটাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল, বাড়িগুলো এবং যতদূর চোখ যায়, বোভিল শহরটাও। আমি আর বোভিলে ছিলাম না, আমি কোথাও ছিলাম না, আমি ভাসছিলাম। আমি অবাক হইনি, আমি জানতাম, এইটেই জগত, নগ্ন জগত হঠাৎ নিজেকে প্রকাশ করল, আর আমি এই স্থূল অর্থহীন সত্তার প্রতি ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলাম। তুমি বিস্মিতও হতে পারতে না এইভেবে, কোথা থেকে এরা এল, অথবা কিকরে জগতটা অস্তিত্বে এল, শূন্যতা নয় কেন। এর কোন অর্থ হয় না, জগতটা সব জায়গায় ছিল, সামনে, পেছনে। এর আগে কিছু ছিল না, কিছু নয়। এমন কোন মুহূর্ত ছিল না যখন এটা থাকে নি। এইটেই আমাকে ভাবনায় ফেলল : অবশ্য কোন কারণ ছিল না এই এগিয়ে যাওয়া পোকাটার অস্তিত্বের। কিন্তু এটা

অসম্ভব ছিল যে এর অস্তিত্ব থাক্‌বে না। এটা অচিন্তনীয় : শূন্যতাকে কল্পনা করতে তোমাকে আগেই সেখানে থাকতে হবে, জগতের মাঝখানে, চোখ দুটো সবটা খোলা রেখে এবং সজীব হয়ে ; শূন্যতা আমার মাথায় একটা ধারণা ছিল, একটা অস্তিত্বওয়ালা ধারণা যা এই বিশালতায় ভাসছে : এই শূন্যতা অস্তিত্বের আগে আসেনি, এটাও অন্য কিছুর মত একটা অস্তিত্ব ছিল, এবং অনেক কিছুর পরে আবির্ভূত হয়েছে। আমি চিৎকরে করলাম, "নোংরা। কি পচা নোংরা"। আমি নিজেকে নাড়ালাম চট্‌চটে নোংরাটা সরিয়ে দিতে, কিন্তু এটা লেগে থাক্‌ল এবং এত সব ছিল, ভারী ভারী ওজনের অস্তিত্ব, যার অন্ত নেই। এই বিশাল ক্লান্তির গভীরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এবং তারপর হঠাৎ পার্কটা খালি হয়ে গেল, যেন একটা বড় ফাঁক দিয়ে, জগত যেমন এসেছিল, আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, অথবা আমি জেগে উঠলাম—যাই হোক্‌, আমি আর ওটা দেখতে পেলাম না ; আমার চারপাশে হলুদ মাটি ছাড়া আর কিছু ছিল না, যা থেকে মরা ডাল ওপর দিকে উঠে এসেছে।

আমি উঠে পড়লাম এবং বেরিয়ে গেলাম। গেটের কাছে আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। বাগানটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি গেটে ঝুঁকে দাঁড়ালাম এবং অনেকক্ষণ দেখলাম। গাছগুলোর, লরেলের হাসির কিছু অর্থ আছে ; এইটেই ছিল অস্তিত্বের গোপন কথা। আমার মনে পড়ল, এক রবিবার, সপ্তাহ তিনেকের বেশি নয়, আমি সব জায়গায় এক ধরনের ষড়যন্ত্রকারী বাতাসের স্পর্শ পেয়েছি। এটা কি আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ? একঘেয়েমির সঙ্গে আমি অনুভব করলাম বোঝার কোন উপায় ছিল না। কোন উপায়ই না। অথচ ওটা ওখানে ছিল, অপেক্ষা করে একজনের দিকে তাকিয়ে। চেস্টনাটে গাছের গুঁড়ির ওপরেই ওটা ছিল।

…ওটা চেস্টনাট্‌ গাছটাই ছিল। বস্তুগুলো—তুমি হয়ত ওদের চিন্তা বলবে—যেগুলো মাঝপথে থেমে গেছে, যেগুলো বিস্মৃত হয়ে গেছে, যেগুলো কি ভাবতে ইচ্ছা ছিল তা ভুলে গেছে, এবং যা ঐ রকমই ছিল, আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিল একটা অদ্ভুত কোন অর্থ নিয়ে। এই অর্থটাই আমাকে বিরক্ত করছিল : আমি বুঝতে পারছিলাম না, গেটের পাশে একশ বছর ধরে ঝুঁকে থাকলেও না ; অস্তিত্ব সম্বন্ধে যা কিছু জানার আমি জেনেছি। আমি চলে এলাম, হোটেলে ফিরে গেলাম এবং লিখলাম।

রাত্রি :

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমার আর বোভিলে থাকার কোন কারণ নেই,

যেহেতু আমি আর আমার বই লিখছি না ঃ আমি পারীতে বাস করতে যাচ্ছি। আমি পাঁচটার ট্রেন ধরব, শনিবার অ্যানীর সঙ্গে দেখা করব ; ভাবছি, কয়েকদিন একসঙ্গে থাকব। তারপর এখানে ফিরে এসে হিসাবটা মেটাব, এবং বাক্স গোছাব। খুব দেরী হলে, পয়লা মার্চের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই পারীতে গুছিয়ে বসতে পারব।

শুক্রবার ঃ

"রেলকর্মীদের মহোৎসবে"। আমার ট্রেন কুড়ি মিনিটের মধ্যে ছাড়বে। গ্রামোফোন। অভিযানের উত্তেজনাময় অনুভূতি।

শনিবার ঃ

একটা লম্বা কালো পোষাকে অ্যানী দরজা খোলে। স্বভাবতঃ সে হাতটা বাড়ায় না, কোন সম্ভাষণও করে না। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে রাগতভাবে বলে, "ভেতরে এস, যেখানে হোক বস, শুধু জানালার কাছে হাতল-ওয়ালা চেয়ারটা বাদ দিও।"
সত্যিই সে। হাতগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছে, মুখটা বিষণ্ণ, যাতে তাকে অদ্ভুত ধরনের কিশোরীর মত দেখাচ্ছে। কিন্তু আর তাকে ছোট মেয়ের মত দেখাচ্ছে না। মোটা হয়েছে, বুকগুলো ভারী।
দরজা বন্ধ করে ধ্যান মগ্নের মত নিজে নিজে বলে ঃ
"আমি জানি না আমি বিছানায় বসতে যাচ্ছি কিনা।"
শেষ পর্যন্ত একটা কার্পেট ঢাকা বাক্সের ওপর বসে পড়ে। হাঁটটা আর আগের মত নেই : একটি অভিজাত ভারিক্কী নিয়ে সে হাঁটে, একটুও সুশ্রী লাগে না ঃ তারুণ্যের মাংসলতায় তাকে অপ্রস্তুত মনে হয়। কিন্তু সব সত্ত্বেও, সত্যি সত্যি অ্যানী।
অ্যানী হেসে ওঠে।
"হাসছ কেন ?"
যেমন হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না এবং ঝগড়া করছে, এরকমভাব দেখাতে শুরু করে।
"কেন হাসছ, আমাকে বল।"
"তোমার ঐ চওড়া মৃদু হাসির জন্য, এখানে আসার পর থেকেই ওটা লাগিয়ে রেখেছ। তোমাকে দেখাচ্ছে একজন বাবার মত যে সবে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে।

এস, ওখানে শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না। কোটটা খোলো, বস। হ্যাঁ, যদি তুমি চাও, ওখানে।"

একটা নীরবতা নামে। অ্যানী তা ভাঙতে চেষ্টা করে না। ঘরটা কেমন খালি খালি। আগে অ্যানী একটা বড় বাক্স নিয়ে বেড়াত, তাতে ভর্তি থাকত, শাল, পাগড়ী, বাড়িতে পরবার ঢিলে জামা, জাপানী মুখোস, এপিনালের ছবি। হোটেলে খুব কমই আসত—এলেও এক রাত্রি—প্রথম কাজ ছিল বাক্সটা খোলা, সমস্ত সম্পত্তি বার করে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা, বাতির ওপরে রাখা, টেবিলে কিংবা মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা; রাখার নিয়মটা প্রায়ই পাল্টে যেত এবং জটিল হয়ে যেত। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সবচেয়ে নীরস ঘরটা ভারী, শারীরি অসহনীয় ব্যক্তিত্বে সজ্জিত হত। হয়ত বাক্সটা হারিয়ে গেছে, কিংবা মাল পরীক্ষার ঘরে রয়ে গেছে। এই ঠাণ্ডা ঘরটার, বাথরুমের দরজাটা আধখোলা, একটা অশুভ চেহারা রয়েছে। এটা আমার বোভিলের ঘরের মত দেখতে—একটু বেশি বিষণ্ণ আর জাঁকজমক।

অ্যানী আবার হাসে। আমি কি করে এই উঁচুগ্রামের সানুনাসিক ছোট হাসি চিনতে পারব?

"যাক্, তুমি বদলাওনি। কি দেখছ হতভম্ব হয়ে?"

সে একটু হাসে, কিন্তু আমার মুখটা বিদ্বেষী কৌতুহল নিয়ে দেখে।

"আমি শুধু ভাবছিলাম, ঘরটা দেখে মনে হয়না তুমি এখানে বাস করছ।"

"সত্যি?" সে অস্পষ্টভাবে উত্তর দেয়।

আবার নীরবতা। এখন সে বিছানার ওপর বসে, তার কালো পোষাকে খুবই পাণ্ডুর। সে চুল কাটেনি। এখনও আমাকে লক্ষ্য করছে, শান্তভাবে, ভ্রূদুটো একটু তুলে। আমাকে কি কিছু বলার নেই? আমাকে কেন এখানে আসতে বলেছে? এই নীরবতা অসহ্য।

হঠাৎ আমি আর্দ্রস্বরে বলি:

"তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি।"

শেষ শব্দটা আমার গলায় আটকে যায়। চুপ করে থাকলে ভাল হত। ও নিশ্চয়ই রেগে যাচ্ছে। আমি প্রথম পনের মিনিট কঠিন হবো, এমন আশা করেছিলাম। পুরানো দিনে অ্যানীকে যখন আবার দেখতাম, চব্বিশ ঘণ্টা না দেখার পরে কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে, আমি তার আশামত কথা খুঁজে পেতাম না, যে কথাগুলো তার পোষাকের সঙ্গে মানিয়ে যাবে, আবহাওয়ার সঙ্গে, যে শেষ কথা আগের দিন রাত্রে বলেছি, তার সঙ্গে। কি সে চায়? আমি বুঝতে পারছি না।

আবার চোখ তুলি। অ্যানী এক ধরনের কোমলতা নিয়ে আমার দিকে তাকায়।
"তুমি একেবারেই বদলাও নি। এখনও সেরকম বোকা আছ ?"
তার মুখে তৃপ্তির ছাপ। কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে !
"তুমি একটা মাইলের নিশানা" "সে বলে," রাস্তার পাশে মাইলচিহ্ন। তুমি শান্তভাবে ব্যাখ্যা করে যাও এবং জীবনের বাকী অংশটাও তুমি ব্যাখ্যা করে যাবে, মেলুন সাতাশ কিলোমিটার, আর মণ্ট্াগিস বিয়াল্লিশ কিলোমিটার। তাই তোমাকে এত দরকার।"
"আমাকে দরকার ? তুমি বলতে চাও এই চার বছর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি আর আমাকে তোমার দরকার ছিল। তুমি খুব চুপচাপ ছিলে এ বিষয়ে।"
আমি হালকাভাবে বললাম। সে ভাবতে পারে, আমি রেগে আছি। আমার মুখে একটা মিথ্যে হাসি রয়েছে বুঝতে পারছি, আমার অস্বস্তি লাগছে।
"তুমি কি বোকা ! স্বাভাবিকভাবেই তোমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই, যদি তুমি তাই বোঝ। তুমি জান বিরক্ত দৃষ্টির সামনে তুমি ঠিক দর্শনীয় নও। আমি চাই, তুমি থাক এবং যেন না বদলাও। তুমি হচ্ছ সেই প্লাটিনামের তারের মত যা পারীতে আছে কিংবা কাছাকাছি কোথাও আছে। আমি মনে করিনা কেউ কখনও তা দেখতে চেয়েছে।"
"ওখানেই তোমার ভুল।"
"আমি নই। যাই হোক, এতে কিছু এসে যায় না। আমি জেনে খুশি যে তা আছে, যে তা পৃথিবীর কোন অংশে একশ লক্ষাংশ স্থানের সঠিক পরিমাপ করে। আমি এটা ভাবি, যখন কেউ ঘরের মাপ নেয়, কিংবা আমাকে যখন গজ মেপে কাপড় বিক্রী করে।"
"তাই বুঝি ?" আমি শীতলভাবে বলি।
"কিন্তু তুমি জান, আমি তোমাকে কোন একটা বিমূর্ত গুণ ভাবতে পারতাম, একধরনের সীমা। তোমার মুখ যে এতদিন মনে রেখেছি, তার জন্য তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"
এখানেই আমরা আবার সেই ছন্দিত আলোচনায় ফিরে আমি যার ভেতর দিয়ে আগে গেছি, যখন আমার হৃদয়ে আমার সরলতম সাধারণতম ইচ্ছা হত, যেমন তাকে বলা আমি তাকে ভালবাসি, তাকে আলিঙ্গনে আনতে চাইতাম। আজ সে রকম কোন ইচ্ছা নেই। কেবল হয়ত নীরব থাকার ইচ্ছে আছে এবং তাকে দেখবার ইচ্ছে, নীরবে এই অসাধারণ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি

করা : আমার বিপরীত দিকে অ্যানীর উপস্থিতি। আজকের দিনটি কি তার কাছে অন্য কোন দিনের মত ? তার হাত কাঁপছে না। যেদিন আমাকে চিঠি লিখেছিল, সেদিন নিশ্চয়ই কিছু বলবার ছিল, অথবা হয়ত তা খেয়াল ছিল। এখন দীর্ঘ সময় এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠেনি। অ্যানী হঠাৎ এমন একটা স্পষ্ট কোমলতা নিয়ে আমার দিকে মৃদু হাসে যে আমার চোখে জল আসে। "আমি প্লাটিনামের গঙ্গের থেকে তোমার সম্বন্ধে অনেক বেশি ভেবেছি। এমন কোন দিন যায়নি যখন আমি তোমার কথা ভাবিনি। এবং আমি ঠিক ঠিক মনে করতাম তোমাকে কেমন দেখতে-প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি।"

সে ওঠে, এসে আমার কাঁধে হাত রাখে।

"তুমি আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করছ. কিন্তু আমার ভাবতে সাহস হয় না আমার মুখ তোমার মনে ছিল।"

"এটা ঠিক নয়," আমি বলি, "তুমি জান আমার স্মৃতি দুর্বল।"

"তুমি স্বীকার করছ : তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ। রাস্তায় দেখলে আমাকে চিনতে পাবতে ?"

"স্বভাবতই। সে প্রশ্ন ওঠে না।"

"অন্ততঃ আমার চুলের রঙ্ কি তোমার মনে ছিল ?"

"নিশ্চয়ই। সোনালী।"

ও হাসতে আরম্ভ করে।

"তুমি যখন এটা বল তুমি সত্যিই গর্বিত হও। এখন ত দেখতে পাচ্ছ। তোমার খুব একটা বেশি দাম নেই।"

হাতের এক ধাক্কায় ও আমার চুল এলোমেলো করে দেয়।

"আর তুমি—তোমার চুল লাল," ও আমাকে নকল করে বলে ;

"তোমাকে যখন প্রথম দেখি, আমি ভুলব না, তোমার মাথায় ছিল সরু লালচে রঙের টুপি, লাল চুলের সঙ্গে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তাকান যাচ্ছিল না। টুপিটা কোথায় ? আমি দেখতে চাই তোমার রুচি আগের মতই খারাপ আছে কিনা।"

"আমি আর ওটা পরিনা।"

ও মৃদু শিস্ দিল, চোখ বড় করে তাকাল।

"তুমি নিজে ওটা ভাবনি ? ভেবেছ ? আচ্ছা, অভিনন্দন। অবশ্য, আমার বোঝা উচিত ছিল। ওই চুল কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না, টুপি, চেয়ারের গদী, এমন কি দেয়ালের কাগজের পটভূমির সঙ্গেও একেবারে মানায় না। অথবা, টুপিটা তোমাকে কানের উপরে টেনে নামাতে হবে, যেমন একটা ফেল্ট

টুপি লণ্ডনে কিনেছিলে। টুপির ধারটার নীচে সমস্ত চুলগুলো গুঁজে দিয়েছিলে। কেউ দেখলে তোমার মাথায় চুল নেই ভাবতে পারত।" একটা নিশ্চিত গলায় ও যোগ করে, যেন পুরানো ঝগড়ায় ইতি টানছে।

"তোমাকে মোটেই ভাল দেখাত না।"

আমি জানিনা কোন টুপির কথা ও বলছে।

"আমি কি বলেছি ওটায় আমায় ভাল দেখায়।"

"আমি বলব, তুমি তাই বলতে। তুমি আর কোন কিছুর কথা বলতে না। আর সব সময় চুরি করে আয়নায় দেখতে, যখন ভাবতে আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি না।"

অতীতের এই পরিচিতি আমাকে আপ্লুত করে। অ্যানী স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, এরকম মনে হয় না, তার গলারস্বরে নরম দূরত্বের স্পর্শ নেই, যা এই কাজের উপযোগী। ও যেন গতকালের কথা না বলে আজকের কথা বলছে; সে নিজের মতকে ধরে রেখেছে, নিজের জেদ আর পুরানো রাগটাকে পুরোপুরি জিইয়ে রেখেছে। আমার বেলায় ঠিক উল্টো, সব কিছু কাব্যিক ভাবনায় ডুবে গেছে; আমি সবরকম অনুগ্রহের জন্য রাজী।

হঠাৎ অনুচ্চ গলায় ও বলে ওঠে:

"দেখ্ছ, আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি। আমার বয়স হচ্ছে, আমাকে নিজের যত্ন নিতে হবে।"

হ্যাঁ। আর কত ক্লান্ত ওকে দেখাচ্ছে! আমি কথা বলতে যাচ্ছি; ও আরও বলে, "আমি লণ্ডনে থিয়েটারে ছিলাম।"

"ক্যাণ্ডলারের সঙ্গে?"

"না, অবশ্যই ক্যাণ্ডলারের সঙ্গে নয়। তোমার মতই বলেছ। তোমার মাথায় ঢুকে আছে, আমি ক্যাণ্ডলারের সঙ্গে অভিনয় করব। কতবার আমি তোমাকে বলব ক্যাণ্ডলার অর্কেস্ট্রার পরিচালক? না, একটা ছোট থিয়েটারে, সোহো স্কোয়ারে। আমরা "এম্পারর জোনস" সিনজের কিছু, ও 'কেসি আর "বৃটানিকা" অভিনয় করেছি।"

"বৃটানিকা?" আমি অবাক হয়ে বলি।

"হ্যাঁ, "বৃটানিকা"। ঐ জন্যেই ছেড়ে দিলাম। আমিই ওদের "বৃটানিকা" নামানর কথাটা বলি আর ওরা জুনির ভূমিকা করার জন্য আমাকে চাইছিল।"

"সত্যি?"

"যাই হোক, স্বভাবতঃ আমি অ্যাগ্রিপাইনটাই করতে পারতাম।"

"আর এখন তুমি কি করছ ?"

ও প্রশ্নটা করা আমার ভুল হয়েছে। ওর মুখ থেকে জীবনের চিহ্ন হারিয়ে গেল। তবু সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল :

"আমি আর অভিনয় করছি না। আমি ভ্রমণ করছি। আমি রক্ষিতা হয়ে আছি।"

ও একটু হাসে।

"ও :, ওরকম কৃপার দৃষ্টিতে দেখো না। আমি তোমাকে সব সময়ে বলেছি, রক্ষিতা হয়ে থাকতে আমার কাছে কোন তফাৎ নেই। তাছাড়া, লোকটি বৃদ্ধ, কোন অসুবিধা নেই।"

"ইংরেজ ?"

"তাতে তোমার কি ?" বিরক্ত হয়ে ও বলে। "আমরা তার সম্বন্ধে কথা বলতে যাচ্ছি না। আমার বা তোমার কাছে তার কোন দরকার নেই। চা খেতে চাও ?"

ও বাথরুমে যায়। আমি তার ঘোরাফেরা শুনতে পাই, কাপ-টাপ নাড়াচাড়া করছে, নিজের মনে কথা বলছে ; একটা তীক্ষ্ণ, অবোধ্য বিড় বিড শব্দ। তার বিছানার পাশে রাতের টেবিলে মিশেলেতের "ফ্রান্সের ইতিহাসে'র একখণ্ড রয়েছে। বিছানার ওপরে একটা ছবি টাঙান দেখতে পাচ্ছি, তার ভাইএর আঁকা এমিলি ব্রণ্টের একটা ছবি। অ্যানী ফিরে আসে আর হঠাৎ আমাকে বলে :

"এবার তোমার কথা বল।"

তারপর আবার বাথরুমে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার তা মনে আছে ; ওই ভাবেই সে এইসব সোজাসুজি প্রশ্নগুলো করত, এতেই অ্যানীর ভীষণ বিরক্তি হত, কারণ আমি সত্যি সত্যি আগ্রহ অনুভব করতাম এবং ইচ্ছা হত, সব ব্যাপারগুলো একসঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে। যাই হোক্, ওই প্রশ্নের পরে, আমি নিশ্চিত জানি সে আমার কাছে কিছু চায়। এগুলো ভূমিকা : যেগুলো অস্বস্তিকর সেগুলো বাদ দিতে হয়, যে প্রশ্নগুলো গৌন সেগুলো ঠিক সরিয়ে দিতে হয় :

"এবার তোমার কথা বল।" শীঘ্রই ও নিজের কথাই আমাকে বলবে। হঠাৎ ওকে কিছু বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কি লাভ হবে তাতে ? বমি-ভাবটা, ভয়, অস্তিত্ব…ওসব আমার কাছে থাকাই ভাল।

"বল, তাড়াতাড়ি কর।" ও দেয়ালের ওধার থেকে চেঁচিয়ে বলে। একটা চায়ের পাত্র নিয়ে ফিরে আসে।

"কি করছ এখন ? পারীতে বাস করছ ?"

"আমি বোভিলে থাকি।"

"বোভিল ? কেন ? বিয়ে করোনি, আশা করি।"

"বিয়ে ?" একটু চমকে বলি।

অ্যানীকে এরকম ভাবাতে আমার কাছে বেশ প্রীতিপ্রদ। আমি ওকে বলি ঃ

"ওটা অর্থহীন। এইটে ঠিক স্বাভাবিক কল্পনা যে ব্যাপারে তুমি আগে আমাকে অভিযোগ করেছিলে। তুমি জান ঃ যখন আমি কল্পনা করতাম তুমি বিধবা এবং দু ছেলের মা। এবং যে সব গল্প আমি আমাদের যা যা হবে বলতাম। তুমি ঘৃণা করতে।"

"আর তুমি পছন্দ করতে", ও বিচলিত না হয়ে বলে।" তুমি একটা বড় নাটক করতে ওটা বলতে। তাছাড়া, যদিও তুমি কথাবার্তায় রেগে যাও, একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে বিয়ে করার মত যথেষ্ট ধূর্তও তুমি। তুমি রেগে এক বছর ধরে শপথ করেছিলে যে তুমি "ভাওলেট ইম্পিরিয়াল" দেখবে না। তারপর একদিন আমার যখন শরীর খারাপ ছিল, তুমি একটা সস্তা সিনেমায় সেটা দেখে এলে।" "আমি বোভিলে আছি" সম্মানের সঙ্গে আমি বলি, "কারণ মার্কুইস্ দ্য রোলেবঁর ওপর একটা বই লিখছি।"

অ্যানী গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকায়।

"রোলেবঁ ? সে ত অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক, তুমি এরকম একটা কিছু বলেছিলে। ইতিহাসের বই, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"হাঃ হাঃ"

যদি ও আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমি ওকে সব বলব। কিন্তু আর কিছু ও জিজ্ঞাসা করে না। মনে হয়, ও ঠিক করেছে, আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট জানে। অ্যানী জানে, কি করে ভাল শ্রোতা হতে হয়, কিন্তু যখন সে হতে চায়। আমি ওকে লক্ষ্য করি ঃ ও চোখের পাতা নামিয়েছে, ও ভাবছে আমাকে কি বলবে, কি ভাবে শুরু করবে। এখন কি আমাকে প্রশ্ন করতে হবে ? ও এটা আশা করে এরকম মনে হয় না। যখন সে ঠিক করবে কথা বলা ভাল, তখন ও কথা বলবে। আমার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে।

হঠাৎ ও বলে ঃ

"আমি বদলে গেছি।"

এইটে শুরু। কিন্তু ও এখন নীরব। সাদা চীনেমাটির কাপে ও চা ঢালছে। ও অপেক্ষা করছে আমার কথা বলার জন্য : আমি নিশ্চয়ই কিছু বলব। ঠিক যে কোন কিছু নয়, সে যা আশা করছে নিশ্চয়ই তা হবে। এটা অত্যাচার। সত্যিই কি সে বদলেছে? ও ভারী হয়েছে, ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে; নিশ্চয়ই ও তাই বলতে চাইছে না।

"আমি জানি না, আমার তা মনে হয় না। আমি আবার তোমার হাসি দেখেছি, তোমার উঠে বসার ধরণ এবং আমার কাঁধে হাত রাখা, তোমার নিজে নিজে কথা বলার বাতিক। তুমি এখনও মিশেলেতের "ফ্রান্সের ইতিহাস" পড়ছ। এবং আরও অনেক কিছু..."

এই গভীর আগ্রহ যা দিয়ে সে আমার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যকে ধরতে চায় এবং আমার এই জীবনে যা কিছু ঘটে তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন্য—এবং তারপর কৌতূহলী ভান, যা একই সঙ্গে মনোহর এবং জ্ঞানীসুলভ—এবং একেবারে প্রথম থেকে নম্রতা, বন্ধুত্বের এবং যা কিছু ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকে সহজ করে তোলে, সেই সব যান্ত্রিক নিয়মগুলিকে অবদমন করা তার সঙ্গীদের একটা নতুন ভূমিকা আবিষ্কার করতে বাধ্য করে।

ও কাঁধ ঝাঁকায় :

"হ্যাঁ, আমি বদলেছি," শুকনো গলায় ও বলে, "সব দিক দিয়েই বদলেছি, আমি আর আগের মত নেই। ভেবেছিলাম, আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এটা বুঝবে। তার বদলে তুমি মিশেলেতের "ইতিহাসের কথা বলছ।"

ও এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়।

"আমরা দেখব এই লোকটি যেরকম সবলের ভান করে, সেরকম কিনা।''

অনুমান কর : আমি কি করে বদলেছি?"

আমি ইতস্ততঃ করি। ও পা ঠোকে, এখনও অল্প হাসছে, কিন্তু বিরক্ত।

"আগে কিছু তোমায় যন্ত্রণা দিত। অথবা, তুমি ভান করতে, তোমার যন্ত্রণা হচ্ছে। আর এখন তা নেই, চলে গেছে। তোমার লক্ষ্য করা উচিত : আগের থেকে ভাল লাগছে না?"

আমি শুধু না বলার সাহস করি; আমি আগের মত, চেয়ারের প্রান্তে বসে থাকি, কোন অর্তকিত আক্রমণ ঠেকাতে, দুর্বোধ্য রাগকে দূরে সরিয়ে দিতে।

ও আবার বসে পড়ে।

"বেশ" ও বিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "তুমি যদি না বোঝ, তার কারণ তুমি সব ভুলে গেছ। আমি যা ভেবেছি তার থেকে বেশি। বল, তোমার খারাপ

কাজগুলো কি মনে নেই? তুমি এলে, কথা বললে, চলে গেলে : সবই বিপরীত-ভাবে। মনে কর, কিছুই বদলায় নি ; তুমি আসতে, দেয়ালে মুখোস আর শাল থাকত। আমি বিছানায় বসে থাকতাম, এবং আমি বলতাম (ও মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দেয়, নাকের ছিদ্র বড় হয়ে ওঠে আর নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে, যেন নিজেকে ঠাট্টা করছে) : 'আচ্ছা, কি জন্যে অপেক্ষা করছ? বস।' এবং স্বভাবতঃ সতর্ক হতাম তোমাকে এটা না বলতে : "শুধু জানালার কাছের হাতলওয়ালা চেয়ারটা বাদ দিয়ে।"

"তুমি আমার জন্যে ফাঁদ পেতেছ।"

"ওগুলো ফাঁদ নয়···অতএব, স্বাভাবিকভাবে তুমি সোজা গিয়ে বসে পড়তে।"

"আর আমার কি হত?' আমি প্রশ্ন করি, হাতলওয়ালা চেয়ারটার দিকে ফিরে এবং কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে।

ওটাকে সাধারণ দেখাচ্ছে, পিতাসুলভ এবং আরামদায়ক মনে হচ্ছে।

"কেবল কিছু খারাপ।" অ্যানী সংক্ষেপে বলে।

আমি ওখানে ছেড়ে দিই ; অ্যানী সবসময় নিজের চারপাশে নিষেধের চেষ্টনী রাখে।

"আমার মনে হয়" আমি হঠাৎ ওকে বলি, "আমি কিছু অনুমান করছি। কিন্তু তা খুবই অসাধারণ হবে। দাঁড়াও ভাবতে দাও : আসলে, এই ঘরটা প্রায় খালি। এটা স্বীকার করার মত ঠিক বিচার কোবো যে আমি প্রথমেই এটা লক্ষ্য করেছি। ঠিক আছে, আছে, আমি ভেতরে আসতাম, আমি দেয়ালে ঐ মুখোস-গুলো দেখতাম, শালগুলো, এবং আরও কিছু। তোমার দরজায় সবসময় হোটেল থাকত। তোমার ঘর অন্য রকম ছিল...তুমি আমার জন্য দরজা খুলতে আসতে না। আমি তোমাকে এক কোণে গুটিয়ে বসে থাকতে দেখতাম, হয়ত ঐ লাল কার্পেটার ওপরে, যা তুমি সবসময়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতে, আমার দিকে নিষ্করুণভাবে তাকিয়ে অপেক্ষা করে···আমি কোন কথা বলতাম না, এগিয়ে যেতাম, নিশ্বাস নিতাম তোমার ভ্রূকুটি শুরু হবার আগে, এবং আমি গভীরভাবে নিজেকে দোষী ভাবতাম, কেন তা না জেনে। তারপর প্রত্যেক মুহূর্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভুলের মধ্যে তলিয়ে যেতাম।'

"কতবার এ রকম হয়েছে?"

"হাজার বার।"

"অন্ততঃ। তুমি কি এখন আরও দক্ষ এবং চতুর?"

"না!"

"আমি তোমার এটা বলা পছন্দ করি। বেশ তারপর?"

"বেশ তারপর, এটা এই কারণ আর কিছু নেই…"

"হাঃ হাঃ "ও নাটকীয় ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে ওঠে, "ও ওটা বিশ্বাস করতে চায় না।"

তারপর নরমভাবে বলে চলে ঃ

"বেশ, তুমি বিশ্বাস করতে পার ঃ আর কিছু নেই।"

"আর কোন সুন্দর মুহূর্ত?"

"না।"

আমি বোবা হয়ে যাই। পীড়াপীড়ি করি।

"তুমি বলতে চাও, তুমি…সব শেষ…ঐ…বিয়োগান্ত ঘটনাগুলো, তাৎক্ষনিক বিয়োগান্ত ঘটনাগুলো, সেখানে মুখোসগুলো। শালগুলো, আসবাবপত্র এবং আমার…সকলের একটা ছোট ভূমিকা ছিল,—আর তোমার ছিল মৃখ্য ভূমিকা?

ও একটু হাসে।

"ও অকৃতজ্ঞ। কখনও কখনও আমার থেকে বড় পার্ট দিয়েছিঃ কিন্তু কখনও সন্দেহ করেনি। তাই, হ্যাঃ শেষ হয়ে গেছে। তুমি কি সত্যিই অবাক হচ্ছ?"

"হ্যা, আমি অবাক হচ্ছি। আমি ভেবেছি, পার্টটা তোমার, যদি তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে নেওয়া হয়, এটা তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেওয়ার মত হবে।"

"আমিও তাই ভেবেছি", দুঃখ না করে ও বলে,। তারপর, একটু শ্লেষের সঙ্গে যা যোগ করে তা আমাকে দুঃখে বিচলিত করে।

"কিন্তু দেখছ, আমি ওটা ছাড়া বাঁচতে পারি।"

ও আঙ্গুলে সুতো জড়িয়েছে এবং একটা হাঁটু হাতে ধরে আছে। আবছা হাসি নিয়ে ও তাকিয়ে আছে, মুখটা তাতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একটা ছোট মোটা মেয়ের মত ওকে দেখাচ্ছে, রহস্যময়ী এবং তৃপ্ত।

"হ্যা, আমি খুশি যে তুমি একই রকম আছ। আমার মাইলচিহ্ন। যদি তোমাকে সরিয়ে দিত, কিংবা আবার রঙ করা হত, কিংবা অন্য কোন রাস্তায় পোঁতা হত, আমার নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার মত নির্দিষ্ট কিছু থাকত না। তুমি আমার কাছে অপরিহার্য; আমি বদলাই, তুমি প্রকৃতিগতভাবে একইরকম নিশ্চল থাক আর তোমার সম্বন্ধেই আমি পরিবর্তনকে মাপি।"

এ আমি তবু একটু বিরক্ত বোধ করি।

"যাই হোক এটা একেবারে ঠিক নয়। "আমি তীব্রভাবে বলি," উল্টো দিকে, আমি এই সমস্ত সময় বিবর্তিত হচ্ছি এবং মনে মনে আমি……"

"ওঃ" গুঁড়ো করে দেওয়া ঘৃণা নিয়ে ও বলে, "চিন্তাগত পরিবর্তন। আমি চোখের

সাদা অংশ পর্যন্ত বদলে গেছি।" ওর চোখের সাদা অংশ পর্যন্ত···ওর গলার স্বর কি আমাক চমকিত করে? যাই হোক, আমি হঠাৎ একটা লাফ দিই। আমি অ্যানীকে দেখবার জন্য-থামি, ও সেখানে নেই। এই সেই মেয়ে, এই স্থুলাঙ্গী, যার দৃষ্টি সব কিছু হারানর, যে আমাকে নাড়া দেয়, আর যাকে আমি ভালবাসি।

"আমার একটা···দৈহিক নিশ্চয়তা আছে। আমি অনুভব করি আর কোন সুন্দর মুহূর্ত নেই। যখন হাঁটি পায়ে সেটা অনুভব করি। সব সময় সেটা অনুভব করি, এমনকি যখন ঘুমাই। আমি এটা ভুলতে পারি না। দিব্য প্রকাশের মত কখনও কিছু হয়নি; আমি থাকতে পারি না, কোন একটা দিনে একটা বিশেষ ক্ষণে, যাত্রা শুরু করে, আমার জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি অনুভব করি, আমি যেন হঠাৎ গতকাল এটা দেখেছি। আমি স্তম্ভিত, অস্বস্তি লাগছে, এটা মানিয়ে নিতে পারছিনা।

একথাগুলো ও শান্ত গলায় বলে, বদলে যাওয়ায় একটু অহঙ্কারের ছোঁয়া নিয়ে। বুকের কাছে অসাধারণ সুন্দরভাবে নিজের ভারসাম্য রক্ষণ করে। আমি আসার পরে একবারও তাকে আগের অ্যানীর মত মনে হয়নি, মার্সেই-এর অ্যানী। ও আবার আমাকে ধরে ফেলেছে আর একবার আমি ওর অদ্ভুত বিশ্বে ডুব দিয়েছি, বিদ্রূপ, ভান, সূক্ষ্মতার উর্ধে গিয়ে। এমনকি, সেই অল্পজ্বরটা ফিরে পেয়েছি, যা আমার ভেতর নড়ে উঠেছে, যখন আমি ওর সঙ্গে থেকেছি আর মুখের পেছন দিকে এই তিক্ত স্বাদ পেয়েছি।

অ্যানী হাতদুটো খোলে, হাঁটুটাকে নামায়। চুপ করে আছে। একটা ঐকতান নীরবতা, যেমন, যখন অপেরাতে মঞ্চ শূন্য সাত মাত্রা সঙ্গীতের জন্য। ও চা খায়। তারপর কাপটা নামিয়ে রাখে। নিজেকে শক্ত করে ধরে, মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো বুকের পেছনে নিয়ে যায়।

হঠাৎ ও তার মেডুসার অসামান্য দৃষ্টিটা ধারণ করে, যা আমি এত ভালবেসেছি, ঘৃণায় সবটা ফোলা, দোমড়ানো, বিষাক্ত। অ্যানীর মুখের ভাব বিশেষ পাল্টায় না, মুখটা পাল্টায়, যেমন পুরানো কালের অভিনেতারা মুখোস পাল্টাত, হঠাৎ। এবং প্রত্যেকটি মুখোশ একটা পরিবেশ রচনা করতে তৎপর, যা ঘটবে, তার আভাস দেয়। তা আসে এবং যখন ও কথা বলে, বিকৃত না হয়ে থেকে যায়। তারপর ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে যায়।

ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ আমাকে দেখছে না। কথা বলতে যাচ্ছে। একটা শোকের ভাষণ আশা করছি, মুখোসের মর্যাদার উন্নত পর্যায়ে, একটি অন্তিম

সৎকার সৃষ্টি।

একটাও কথা বলে না।

"আমি আমাকে ছাড়িয়ে বেঁচেছি।"

গলার স্বরটা কোনভাবেই মুখের সঙ্গে খাপ খায় না। তা দুঃখের নয়, তা... ভয়ঙ্কর, অশ্রু আর করুণা ছাড়া তা একটি শুষ্ক হতাশকে প্রকাশ করছে। হ্যাঁ, তার ভেতরে কোন কিছু শুকিয়ে গেছে।

মুখোসটা পড়ে যায়, ও হাসে।

"আমি বিষণ্ণ নই। আমি প্রায়ই অবাক হই, কিন্তু আমি ভুল করেছি, আমি বিষণ্ণ হব কেন? আমি চমৎকার সব আবেগের জন্য সক্ষম ছিলাম। আমি আবেগের সঙ্গে মাকে ঘৃণা করতাম। আর তুমি।" ও অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, "আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলাম।"

উত্তরের জন্য ও অপেক্ষা করে, আমি কিছু বলি না।

"অবশ্য, তা শেষ হয়ে গেছে।"

"কি করে বলছ?"

"আমি জানি, আমি জানি যে আমার কারও সঙ্গে দেখা হবে না যে আমাকে আবেগ দিয়ে অনুপ্রাণিত করবে। তুমি জান, কাউকে ভালবাসতে শুরু করা একটা কাজ। তোমার শক্তি, মহানুভবতা এবং অন্ধতা থাকতে হবে। একেবারে শুরুতে এমন মুহূর্ত থাকে যখন তোমাকে খাড়াই লাফ দিয়ে পার হতে হয়,— কিন্তু তা ভাবলে, তুমি তা করতে পারবে না। আমি আর লাফ দেবনা।"

"কেন?"

আমার দিকে ও শ্লেষের দৃষ্টিতে তাকায় এবং উত্তর দেয় না।

"এখন' ও বলে, "আমি মৃত আবেগবেষ্টিত হয়ে বেঁচে আছি।' আমি সেই সুন্দর উত্তেজনাটাকে আবার পেতে চেষ্টা করি যেদিন আমার মা পাঁচতলা থেকে চাবুক মেরে ফেলে দিয়েছিল, আমার বয়স ছিল বার।

আপাত: তুচ্ছ এবং বহুদূরের দৃষ্টি নিয়ে ও যোগ করে:

"অনেকদিন ধরে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা ভাল নয়। আমি ওগুলো দেখি ঐইটে দেখতে ওগুলো কি, তারপর তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়।"

"কেন?'

"আমার গা গোলায়।

মনে হবে...যে কোন ব্যাপারে নিশ্চয়ই সাদৃশ্য আছে। একবার লণ্ডনে এরকম হয়েছিল, আমরা আলাদাভাবে একই বিষয় ভেবেছি। প্রায়ই একই সঙ্গে।

আমার খুব ইচ্ছে···কিন্তু অ্যানীর মন বহু দিকে যায়। তুমি কখনও নিশ্চিত হতে পারনা যে তাকে পুরো বুঝেছ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে।

"শোন, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই; তুমি জান, আমি কখনও সুন্দর মুহূর্ত কাকে বলে জানিনি, আমাকে কখনও বলনি।

"হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি একেবারে কোন চেষ্টা করোনি। তুমি আমার পাশে কাঠের ওপর জড় হয়ে বসে থাকতে।"

"আমি জানি আমার কি রকম লাগত।"

"যা যা তোমার ব্যাপারে ঘটেছে, সবই তোমার প্রাপ্য, তুমি ভীষণ শয়তান ছিলে, তোমার ঐ বোকা বোকা চাহনি আমাকে বিরক্ত করত। তুমি যেন বলতে চাইতে আমি স্বাভাবিক; আর তোমার স্বাস্থ্য ছিল ভাল, নৈতিক ভাল থাকা তোমাকে ছাপিয়ে উঠত।"

"তবু আমি তোমাকে অন্তত হাজার বার প্রশ্ন করেছি কি···"

"হ্যাঁ, কিন্তু কি রকম গলায়।" ও রেগে বলে; "তুমি নিজেকে জানাতে রাজী হতে এবং তাই সমস্ত সত্য। তুমি দয়া দেখাতে, অন্যমনস্ক ছিলে, বৃদ্ধ মহিলাদের মত যারা আমি যখন ছোট ছিলাম জিজ্ঞাসা করত আমি কি খেলছি। মনে মনে "স্বপ্নালুভাবে ও বলে, "আমি আশ্চর্য হই তোমাকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করতাম কিনা।"

খুব চেষ্টা করে নিজেকে সামলায় এবং মৃদু হাসে, গালগুলো তখনও লাল। ও খুবই সুন্দর।

"আমি ওগুলো কি বলতে চাই। আমার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আর তোমার মত বৃদ্ধা মহিলাদের শান্তভাবে ছোট বেলার খেলার কথা বলতে পারি।

"ওগুলো কি ?"

"আমি তোমাকে সুবিধা-পাওয়া পরিস্থিতির কথা বলেছি ?""

"মনে হয় না।"

হ্যাঁ "ও জোর দিয়ে বলে," এই বেশ সেই পার্কটায়, আমার এখন নামটা মনে নেই। আমরা একটা কাফের উঠানে ছিলাম, রোদে, কমলারঙের ছাতার নীচে। তোমার মনে নেই ; আমরা লেমোনেড খেলাম, আর আমি গুঁড়ো চিনির মধ্যে একটা মরা মাছি দেখতে পেলাম।"

"ওঃ, হ্যাঁ, তা হবে···"

"যাই হোক্, আমি কাফেতে তোমাকে এ সম্বন্ধে বলেছিলাম। আমি মিশেলেতের "ইতিহাসে"র বড় সংস্করণ প্রসঙ্গে তোমাকে বলেছিলাম, ওটা আমার অল্প

বয়সে ছিল। এটার থেকে আরও বড়, পাতাগুলো ছিল বিবর্ণ, অনেকটা ব্যাঙের ছাতার ভেতরের মত। বাবা মারা যাবার পর কাকা যোসেফ ওটায় হাত দেয় এবং সব কটা খণ্ড নিয়ে নেয়। ঐ দিন আমি ওকে নোংরাশুয়োর বলে গালাগাল দিই, মা আমাকে চাবুক মারে, আর আমি জানালা দিয়ে লাফ মারি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ……তুমি "ফ্রান্সের ইতিহাস" সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলে। …তুমি ওটা চিলে কোঠায় পড়েছিলে না? দেখেছ, আমার মনে আছে। দেখছ, একটু আগে যখন তুমি নালিশ জানাচ্ছিলে আমি সব ভুলে গেছি, তুমি ঠিক বলো নি।"

"চুপ করো। হ্যাঁ, তোমার যখন এত ভাল মনে আছে, আমি সেই বিরাট বই-গুলোকে চিলে কোঠায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওগুলোয় খুব অল্প ছবি ছিল, হয়ত এক একটা খণ্ডে তিন চারটে ছবি। কিন্তু প্রত্যেকটায় ছবির জন্য একটা গোটা পৃষ্ঠা ছিল, আর অপর পিঠটা খালি ছিল। আমার কাছে ঐটের বেশি প্রভাব ছিল, অন্য পাতাগুলোয় যে পাঠ্য বিষয়টা দু সারিতে জায়গা বাঁচাবার জন্য সাজান হয়েছে, তার থেকে বেশি। ঐ ছবিগুলোর প্রতি আমার অসম্ভব আকর্ষণ ছিল; আমি মন দিয়ে ওগুলো জানতাম, এবং আমি যখনই, মিশেলেতের বই পড়তাম, আমি ওগুলোর জন্য পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আগে থেকে অপেক্ষা করতাম; ওগুলো আবার দেখতে পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হত। আর আরও কিছু ভাল ছিল: যে দৃশ্যটা ছবিতে ছিল তার সঙ্গে পরের পৃষ্ঠায় পাঠ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। ঘটনাটার জন্য আর ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ে যেতে হত।"

"তোমাকে মিনতি করছি, সুন্দর মুহূর্তগুলোর কথা আমাকে বল।"

"আমি সুবিধা-পাওয়া পরিস্থিতির কথা বলছি। ঐ ছবিগুলিই আমাকে যা বলত, ওগুলো ছিল তাই। আমি ওদের বলতাম সুবিধাপ্রাপ্ত, আমি নিজেকে বলতাম, এগুলো নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার জন্য এই সব দুষ্প্রাপ্য ছবির বিষয় হয়েছে। অন্যসব কিছু বাদ দিয়ে এদের বাছা হয়েছে, তুমি বুঝতে পারছ; অথচ অনেক কাহিনী ছিল, যেগুলোর অনেক বেশি নমনীয় মূল্য ছিল, আর অনেক ছিল, যাদের ঐতিহাসিক আকর্ষণ ছিল। যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর মোটে তিনটে ছবি ছিল; একটা আঁরি এইচ্-এর মৃত্যুর, একটা ড্যুক দ্য গুইজের হত্যার, এবং আর একটা চতুর্থ" আঁরির পারীতে প্রবেশ। আমি তখন ভাবতাম, এই ঘটনাগুলোর কিছু বিশেষত্ব আছে। ছবিগুলো ধারণাটাকে সমর্থন করত; আঁকাটা খারাপ ছিল, হাত পাগুলো শরীরের সঙ্গে ঠিক মত লাগান ছিল না। কিন্তু জাঁকজমকে ভরা ছিল। যেমন, যখন ড্যুক দ্য গুইজকে হত্যা

করা হচ্ছিল, দর্শকরা তাদের বিস্ময় এবং ক্রোধকে হাত ছুঁড়ে এবং মুখ ফিরিয়ে প্রকাশ করছিল, যেন একটা কোরাস। এবং মনে কোরো না কোন প্রীতিজনক খুঁটিনাটি বাদ ছিল। তুমি দেখতে পেতে, মাটিতে কাগজ পড়ে যাচ্ছে, ছোট কুকুরগুলো দৌড়ে চলে যাচ্ছে, ভাঁড়রা সিংহাসনের সিঁড়িতে বসে আছে। কিন্তু এই সব খুঁটিনাটি এত আড়ম্বরের সঙ্গে ছবির অন্য সব কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে: আমার মনে হয় না, আমি আর কোন ছবি দেখেছি, যাতে এরকম শক্ত বাঁধুনি ছিল। হ্যাঁ, ওগুলো ওখান থেকে এসেছে।"

"সুবিধা-পাওয়া পরিস্থিতিগুলো?"

"আমার ওগুলো সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, ওগুলো এমন পরিস্থিতি ছিল যার একটা দুষ্প্রাপ্য এবং দামী গুণ ছিল, শৈলী, যদি তুমি তা বলতে চাও। আমার বয়েস যখন আট ছিল, রাজা হওয়া আমার কাছে একটা সুযোগ যুক্ত পরিস্থিতি ছিল। কিংবা মরা। তুমি হাসতে পার, কিন্তু এত লোককে তাদের মৃত্যুর সময়ে আঁকা হয়েছিল এবং এতজন সেই মুহূর্তে এমন সব অপরূপ কথা বলত যে আমি সত্যি বিশ্বাস করতাম......ভাল, আমি ভাবতাম যে মরে তুমি তোমার থেকে উঁচু কোন কিছুতে যেতে পারতে। তাছাড়া, কোন মরণাপন্ন মানুষের ঘরে থাকাই যথেষ্ট ছিল; মৃত্যু ছিল একটা সুযোগ দেওয়া পরিস্থিতি, তার থেকে কিছু বেরিয়ে আসত এবং সেখানকার প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করত। এক-ধরনের আড়ম্বর। আমার বাবা যখন মারা যান, তাকে শেষবার দেখার জন্য আমাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে যেতে আমার খুবই খারাপ লাগছিল, কিন্তু আমি যেন একধরনের ধর্মীয় উত্তেজনায় উন্মত্ত ছিলাম; আমি শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগের পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছিলাম। আমি দেয়ালে ঝুঁকে দাঁড়ালাম, আমি ঠিক ঠিক নড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার পিসি এবং মা বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এবং তারা কেঁদে সব নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

শেষ কথাগুলি ও রাগের সঙ্গে বলে যেন স্মৃতি এখনও তাকে দগ্ধ করছে। ও নিজেকে থামায়; চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ভ্রূ তোলা, মুহূর্তটার ও সুযোগ নিচ্ছে পুরানো দৃশ্যটায় আবার বাঁচবার জন্য।

"এ সব পরে বেড়ে উঠেছে; প্রথমে একটা নতুন পরিস্থিতি যোগ করলাম, ভালবাসা (প্রেম করা বোঝাচ্ছি)। দেয়, তুমি যদি না বোঝ, কেন আমি তোমার কয়েকটা দাবী···মানি নি। এখনই তোমার সুযোগ তা বোঝবার। আমার কাছে, কিছু বাঁচানর ব্যাপার ছিল। তারপর নিজেকে বললাম যে

আরও অনেক সুবিধাজনক পরিস্থিতি হবে যা আমি গুনে উঠতে পারব না, শেষে আমি অগুনতি সংখ্যা স্বীকার করে নিলাম।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেগুলো কি?"

"কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি," অবাক হয়ে ও বলে, "আমি পনের মিনিট ধরে তোমাকে বুঝিয়েছি।"

"বেশ, এটা কি বিশেষ দরকার যে লোকেরা আবেগে উত্তেজিত হবে, ঘৃণা বা ভালবাসায় আলোড়িত হবে, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়; অথবা ঘটনার বাইরের দিকটাই কি বড় হবে, আমি বলতে চাই—তুমি এতে যা দেখতে পাচ্ছ……"

"দুটোই…সবটা নির্ভর করছে," বিশ্রীভাবে ও বলে।

"আর সুন্দর মুহূর্তগুলো? ওগুলো কোথায় আসে?"

"ওগুলো পরে আসে। প্রথমে আবির্ভাবের চিহ্ন থাকে। তারপর সুবিধা পাওয়া পরিস্থিতি, ধীরে ধীরে, রাজকীয়ভাবে লোকের জীবনে আসে। তারপরে প্রশ্ন তুমি তা থেকে সুন্দর মুহূর্ত তৈরী করবে কিনা।"

"হ্যাঁ," আমি বলি, "আমি বুঝি। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির প্রত্যেকটিতে কিছু কাজ আছে যা করতে হবে, কিছু দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে, কিছু কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে--অন্য দৃষ্টিভঙ্গী, অন্য শব্দগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তাই কি?"

"তাই মনে হয়…"

"আসলে তখন পরিস্থিতিটাই উপাদান: এটাকেই কাজে লাগাতে হবে।"

"তাই," ও বলে, "প্রথমে তোমাকে এমন কিছুর মধ্যে ডুবে যেতে হবে, যা ব্যতিক্রম, এবং অনুভব করতে হবে যেন তুমি ওটাকে ঠিকমত দাঁড় করাচ্ছ। এই সব শর্তগুলো যদি উপলব্ধি করা যায়, মুহূর্তটা সুন্দর হতে পারে।"

"আসলে, এটা একটা শিল্প-কর্ম।"

"তুমি আগেই এটা বলেছ," বিরক্ত হয়ে ও বলে। "না: ওটা একটা কর্তব্য। সুবিধাজনক পরিস্থিতিকে তোমার সুন্দর মুহূর্তে পরিণত করতে হবে। প্রশ্নটা নৈতিক। হ্যাঁ, তুমি ইচ্ছে হলে হাসতে পার: এটা নৈতিক।"

আমি মোটেই হাসছি না।

"শোন" আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলি, "আমিও আমার দোষগুলো মেনে নিচ্ছি। আমি তোমাকে ঠিক বুঝি না, আমি কখনও আন্তরিকভাবে তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করিনি; আমি যদি জানতাম…"

"ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ", শ্লেষের সঙ্গে ও বলে। "আশা করি তোমার বিলম্বিত দুঃখের স্বীকৃতি চাইছ না। তাছাড়া, তোমার বিরুদ্ধে কিছু

নেই ; আমি কখনও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলিনি ; আমার সবটা এমন জড়ান ছিল, কাউকে কিছু বলতে পারতাম না, তোমাকেও না—বিশেষ করে তোমাকে। এমন কিছু ছিল যা ঐ সব মুহূর্তে মিথ্যা মনে হত। তারপর আমি হারিয়ে গেলাম। তবু আমায় মনে হত আমি যা পারি করছিলাম।"

"কিন্তু কি করা যেত ? কি কাজ ?"

"তুমি কি বোকা ! আমি তোমাকে উদাহরণ দিতে পারি না, এটা নির্ভর করে।"

"কিন্তু আমাকে বল তুমি কি করতে চাও !"

"না, আমি তা বলতে চাই না। তবে একটা গল্প বলি, যদি তুমি চাও, গল্পটা আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। একজন রাজা ছিলেন, যুদ্ধে হেরে যান, বন্দী হন। তিনি বিজেতার শিবিরে একটা কোণে ছিলেন। তার ছেলে আর মেয়েকে শেকলে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি কাঁদলেন না, কিছু বললেন না। তার একটি ভৃত্যকেও শেকলে বেঁধে নিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি কাতরাতে শুরু করলেন আর চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তুমি উদাহরণ তৈরী করে নিতে পার। তুমি দেখছ ঃ কোন কোন সময় আসে যখন তুমি নিশ্চয়ই কাঁদবে না—না হলে, তুমি অপবিত্র থাক্‌বে। কিন্তু তোমার পায়ে যদি একটা কাঠ পড়ে, তুমি যা খুশি করতে পার, কাতরাতে পার, কাঁদতে পার অন্য পায়ে চারদিক লাফাতে পার। সব সময় সংযত থাকা বোকামি হবে ; তুচ্ছ কারণে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

ও একটু হাসে ঃ

"অন্য সময় তুমি নিশ্চয়ই দরকারের থেকে বেশি সংযত থাকবে। খুব সম্ভব, তোমাকে প্রথমবার চুমু খাওয়ার কথা মনে নেই ?"

"হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট।" আমি জয়ের ভঙ্গীতে বলি "কিউ পার্কে, টেমস্ নদীর তীরে ওটা হয়।"

"কিন্তু তুমি জানলা, আমি কতকগুলো কাঁটা গাছের ওপর বসেছিলাম ; আমার পোষাক উঠে গিয়েছিল, আমার উরুতে বিঁধছিল, আর প্রত্যেক বার একটু নড়লেই কাঁটা বিঁধছিল। ভাল, সংযমরীতি ওখানে যথেষ্ট ছিল না। তুমি আমাকে একটুও গ্রাহ্য করনি, তোমার ঠোঁঠের জন্য আমার বিশেষ কোন ইচ্ছে ছিল না, যে চুমুটা আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছিলাম সেটা আরও জরুরী ছিল, ওটা একটা বন্ধন, একটা চুক্তি ছিল। সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ ব্যথাটা ছিল অবাস্তর, আমি ওরকম একটা সময়ে আমার উরুর কথা ভাবতে পারতাম না। আমার কষ্টটা না দেখান যথেষ্ট ছিল না ঃ কষ্ট না পাওয়াটা

দরকারী ছিল।"

আমার দিকে গর্বভরে ও তাকায়, কি সে করেছে তাতে তখনও বিস্মিত।

"বিশ মিনিটের বেশি সময় ধরে, যখন তুমি চুম্বনটার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলে যা আমি তোমায় দেব বলে ঠিক করেছিলাম। সমস্ত সময় আমি তোমাকে দিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছিলাম—কারণ তোমাকে ওটা রীতি অনুযায়ী দিতে হবে—আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অবশ করে রাখতে পেরেছিলাম। এবং ঈশ্বর জানেন, আমার চামড়া স্পর্শকাতর ঃ উঠে পড়ার আগে পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝিনি।"

এইটেই। কোন বোমাতঙ্কর ঘটনা নেই—কোন সুন্দর মুহূর্ত নেই—আমরা একই ভ্রান্তি হারিয়ে ফেলেছি, একই পথ অনুসরণ করেছি। বাকীটা অনুমান করতে পারি—এমনকি, আমি ওর হয়ে কথা বলতে পারি এবং ওর যা বলতে বাকী আছে, তা নিজে বলতে পারি ঃ

"তাহলে তুমি বুঝতে পারলে সব সময়ে এমন মহিলা রয়েছে যারা কাঁদে কিংবা লালচুল কোন পুরুষ আছে অথবা কিছু আছে, যা তোমার পরিণতিকে নষ্ট করে দেয় ?"

"হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে" উৎসাহহীনভাবে ও বলে।

"তাই নয় কি ?"

"ওঃ, তুমি জানো আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত একজন লাল চুল মানুষের এলোমেলো-ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করতাম। দেখতে গেলে, আমি অন্য লোকরা যেভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে, তাতে প্রভাবিত হয়েছি···না। ওটা তাই···"।

"এটাই যে কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতি নেই ?"

"তাই। আমি ভাবতাম ঘৃণা কিংবা ভালবাসা আমাদের ওপর আগুনের জিহ্বার মত শুভ শুক্রবার নেমে আসে। আমি ভাবতাম ঘৃণা অথবা মৃত্যু মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছুরিত হয়। কি ভুল! হ্যাঁ, আমি সত্যিই ভাবতাম, 'ঘৃণা' আছে, তা মানুষের ওপর নেমে আসে এবং তাদের ওপরে তুলে ধরে। স্বভাবতঃ, আমিই একমাত্র ব্যক্তি, আমিই সে যে ঘৃণা করে, ভালবাসে। কিন্তু সব সময়েই তা একই জিনিষ, এক টুকরো ময়দা যা লম্বা, আরও লম্বা হয়···সব কিছু এখন একরকম দেখায় যে তুমি আশ্চর্য হবে লোকেরা নাম আবিষ্কারের ধারণা কি করে পেল, পার্থক্যই বা কি করে করল।"

ও আমার মতই ভাবে। মনে হয় আমি যেন কখনও ওকে ছেড়ে যাইনি।

"মন দিয়ে শোন", আমি বলি, বিগত মুহূর্তে আমি এমন কিছু ভাবছিলাম যা আমাকে তুমি অনুগ্রহ করে যে মাইল-চিহ্নের ভূমিকা দিয়েছ তার

থেকে বেশি তৃপ্তি দিচ্ছে : এটা এই যে আমরা একসঙ্গে বদলেছি এবং একই ভাবে। এটা আমি বেশি পছন্দ করি, তুমি জান, তোমাকে দূরে আরও দূরে চলে যেতে দেখার চেয়ে আর চিরকালের জন্য তোমার বিদায় স্থানকে চিহ্নিত করার শাস্তি পাবার থেকে। আমাকে তুমি যা বলেছ—আমিও তোমাকে একই কথা বলতে এসেছিলাম—অবশ্য অন্য আরও কথার সঙ্গে। আমরা আগমনে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তোমায় বলতে পারছি না, আমি কত খুশি।"

"হ্যাঁ?" ও ধীরে বলে, কিন্তু দৃষ্টিটা জেদী। "বেশ, আমি আরও পছন্দ করতাম যদি তুমি না বদলাতে : ওটা আরও সুবিধাজনক ছিল। আমি তোমার মত নই, আমার এটা জেনে খারাপ লাগে যে অন্য কেউ আমি যা ভেবেছি, তাই ভেবেছে। তাছাড়া, তোমার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।"

আমি আমার অভিযানের কথা বলি। আমি তাকে অস্তিত্বের কথা বলি—হয়ত একটু বেশিক্ষণ ধরে। ও মন দিয়ে শোনে, চোখ দুটো বড় করে, ভ্রূ দুটো ওপরে তোলা।

আমার শেষ হলে ওকে শান্ত দেখায়।

"ভাল, তুমি আমার মত ভাবছ না। তোমার নালিশ তোমার চারপাশে জিনিষগুলো ফুলের তোড়ার মত, তোমার কোন কিছু করার কষ্ট ছাড়াই, সজ্জিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমি কখনও অতখানি চাইনি : আমি কাজ চেয়েছি। তোমার মনে আছে, আমরা যখন অভিযাত্রী আর অভিযাত্রিনী খেলতাম, তোমারই সব অভিযান ঘটত। আমি শুধু তাদের ঘটাতাম। আমি বলতাম : আমি কাজের মানুষ। মনে আছে? বেশ, এখন আমি শুধু বলছি : কাজের মানুষ হওয়া যায় না।"

আমাকে আশ্বস্ত দেখায় নি কারণ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল আর আবার আরও শক্তি নিয়ে শুরু করল :

"তারপর আরও একগাদা ব্যাপার আছে আমি তোমাকে বলিনি, কারণ বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। যেমন, আমি কাজ করার সময় নিজেকে বলতে পারতাম যে, যা আমি করছি তার…পরিণতি হবে সাংঘাতিক। আমি তোমাকে তা ভাল করে বোঝাতে পারব না—"

"তার কোন দরকার নেই", কিছুটা মনেরভাব দেখিয়ে আমি বলি,

"আমিও তাই ভেবেছি।"

আমার দিকে ও ঘৃণা ভরে তাকায়।

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছ তুমি ঠিক আমার মত ভেবেছ।

আমি ওকে বোঝাতে পারিনা, শুধু ওর মেজাজ খারাপ করে দিই। আমি চুপ করে থাকি। আমি ওকে আমার বাহুতে নিতে চাই।

হঠাৎ আমার দিকে উদ্বেগের সঙ্গে ও তাকায়:

"বেশ, যদি এইসব ভেবে থাক, তুমি করতে পার ?

আমি মাথা নীচু করি।

"আমি...আমি নিজেকে ছাড়িয়ে বাঁচছি," ও ভারীস্বরে বলে।

আমি ওকে কি বলতে পারি ? আমি কি বাঁচার কোন কারণ জানি ? আমি ওর মত মরিয়া নই, কারণ আমি বেশি কিছু চাইনি। আমি বরং...এই জীবনে বিস্মিত, যে জীবন আমার কাছে এসেছে—কোন কিছু না দিয়ে যা পেয়েছি। আমি মাথা নীচু করে রাখি, আমি আর অ্যানীর মুখ দেখতে চাই না। "আমি ভ্রমণ করি," বিষণ্ণভাবে ও বলে চলে: "আমি সবে সুইডেন থেকে ফিরেছি। বার্লিনে এক সপ্তাহ ছিলাম। এই লোকটি আমাকে রেখেছিল..."

ওকে বুকে নেব ? কি লাভ হবে তাতে ? আমি ওর জন্য কিছু করতে পারি না ; ও আমারই মত নিঃসঙ্গ।

"তুমি কি বিড়বিড় করছ ?"

আমি চোখ তুলি। আমাকে কোমলভাবে ও লক্ষ্য করছে।

"কিছু না। কিছু ভাবছিলাম।"

"ওঃ ? রহস্যময় মানুষ ! ভাল, কথা বল, নাহয় চুপ করে থাক, কিন্তু একটা বা আর একটা কিছু কর।"

আমি "রেলকর্মীদের মহোৎসবের" কথা বলি, ফনোগ্রাফে কৃষাঙ্গদের যে পুরানো গান বাজিয়েছিলাম তার কথা বলি, যে অজানা আনন্দ পেয়েছি তার কথা।

"আমি অবাক হচ্ছিলাম যদি ওই পথে কেউ যদি না পায় কিংবা না খোঁজে..."

ও উত্তর দেয়না, আমার মনে হয়না আমি যা বলেছি তাতে ওর আগ্রহ আছে। তবু, এক মুহূর্ত পরে ও আবার কথা বলে—এবং আমি জানিনা ও নিজের ভাবনাকে অনুসরণ করছে কিংবা, আমি যা বলেছি তার উত্তর দিচ্ছে।

"ছবি, মূর্তি ব্যবহার করা যায়। আমার দিকে মুখ করে ওগুলো সুন্দর, সঙ্গীত..."

"কিন্তু থিয়েটার..."

"থিয়েটারের কি ? তুমি কি সব চারুকলার উল্লেখ করতে চাও ?"

আগে, তুমি বলতে তুমি মঞ্চে অভিনয় করতে চাইতে, কারণ তুমি সুন্দর মুহূর্ত পেতে চাইতে !"

"হ্যাঁ, আমি সেগুলি পেয়েছি : অন্যগুলোর বেলায়, আমি ধূলোয়, গরমে, খোলা আলোর নীচে, কার্ডবোর্ডের সেটের মাঝে থেকেছি আমি সাধারণতঃ থর্নডাইকের সঙ্গে অভিনয় করতাম। মনে হয়, তুমি ওকে কভেণ্ট গার্ডেনে দেখেছ। আমার সব সময় ভয় হত ওর মুখের ওপর হেসে উঠব।"

"কিন্তু তোমার নিজের পার্ট তোমাকে আবিষ্ট করে রাখত না?"

"একটু একটু, মাঝে মাঝে : খুব শক্তভাবে কখনও নয়। সবচেয়ে দরকারী ব্যাপার আমাদের কাছে যেটা ছিল, তাহল আমাদের সামনে যে কাল গহ্বর তাই যার মধ্যে লোকেরা রয়েছে, যাদের তুমি দেখতে পাচ্ছ না ; এইটেই বোঝা যায় যে তুমি তাদের একটা সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিচ্ছ। কিন্তু তুমি জান ওরা তার মধ্যে বাস করেনি ; তাদের সামনে অনাবৃত হয়েছে। আর, আমরা, যারা অভিনয় করি, তারা কি ওর মধ্যে বাস করেছি? শেষে, ওটা কোথাও ছিল না, পাদপ্রদীপের কোন দিকেই নয়, ওটার অস্তিত্ব ছিল না : অথচ সবাই ওই বিষয়ে ভাবত। অতএব, ক্ষুদে মানুষ, দেখতে পাচ্ছ। "ও টেনে টেনে প্রায় অশ্লীল গলায় বলে।" আমি সমস্ত পেশার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম…"

"আমি একটা বই লিখতে চেষ্টা করেছিলাম।"

ও আমাকে থামিয়ে দিল।

"আমি অতীতে বাস করি। আমি যা কিছু ঘটেছে সব নিয়ে থাকি এবং তা সাজাই। ওরকম দূর থেকে তা আমার কোন ক্ষতি করে না, তুমি নিজেকে ওতে প্রায় ধরা দিতে চাইবে। আমাদের সমস্ত কাহিনীটা এরকম সুন্দর। আমি ওতে কয়েকটা জোড় দিই আর পুরো মালাটা একটা সুন্দর মুহূর্ত গড়ে তোলে। তারপর চোখ বন্ধ করি এবং কল্পনা করতে চেষ্টা করি যে আমি তখনও তার মধ্যে বাস করছি। আমার অন্য চরিত্রও আছে…তোমাকে জানতে হবে কি করে মন বসাতে হয়। তুমি কি জান কি পড়ি? লয়োলার "স্পিরিচ্যুয়াল এক্সার-সাইজ।" আমার বেশ উপকারে লেগেছে। প্রথমে পটভূমিকাটা তৈরী করে নিতে হবে, তারপরে চরিত্রগুলোর আবির্ভাব ঘটাতে হবে। তুমি **দেখতে** পারবে, ও পাগলের ভাব নিয়ে বলে।

"ভাল," আমি বলি, "আমার ওতে তৃপ্তি হবে না।"

"তুমি কি ভাব আমি এতে তৃপ্ত?"

আমরা একটুক্ষণ নীরব থাকি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে ; আমি ওর মুখে পাণ্ডুর ভাবটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। ঘরে যে ছায়ার ঢল নামে তাতে ওর কালো পোষাক গলে যায়। আমি কাপটা যন্ত্রের মত তুলে নিই, ওতে একটু চা পড়ে

রয়েছে এবং আমার ঠোঁটে তুলে নিয়ে আসি। চা-টা ঠাণ্ডা, আমি ধূমপান করতে চাই, কিন্তু সাহস করি না। আমার ভয়ঙ্কর অনুভূতি হয় যে আমাদের পরস্পরকে বলার মত আর কিছু নেই। গতকালই ওকে আমার কত প্রশ্ন করার ছিল। কিন্তু তাতে আমার আগ্রহ ছিল ততটা যদি অ্যানী তাতে তার সমস্ত হৃদয়টা দিত। এখন আমার কোন কৌতূহল নেই; যে সমস্ত দেশ, যে সমস্ত শহর সে ঘুরেছে, যে সব লোক তার সঙ্গে প্রেম করেছে আর যাদের হয়ত সে ভালবেসেছে,—কারও সঙ্গে ও আবদ্ধ থাকেনি মনে মনে সে সব কিছুর প্রতি উদাসীন; একটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার সমুদ্রের ওপর রোদের ছোট ছোট ঝলক। অ্যানী আমার উল্টো দিকে বসে আছে, আমরা পরস্পরকে চারবছর দেখিনি এবং আমাদের আর কিছু বলার নেই।

"তোমাকে এখন যেতে হবে," অ্যানী হঠাৎ বলে, "একজনকে আশা করছি।"

"তুমি অপেক্ষা করছ…"

"না, আমি একজন জার্মানের জন্য অপেক্ষা করছি, একজন চিত্রকর।"

ও হাসতে শুরু করে। হাসিটা আবছা অন্ধকার ঘরে অদ্ভুত শোনায়।

"একজন কেউ আছে যে আমাদের মত নয়—এখনও নয়। সে অভিনয় করে, নিজেকে খরচ করে।"

আমি অনিচ্ছার সঙ্গে উঠি।

"আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে?"

"জানিনা। কাল সন্ধ্যায় লণ্ডন যাচ্ছি।"

"ডিইপ্পে দিয়ে?"

"হ্যাঁ, আর আমার মনে হয় তারপর ইজিপ্ট যাব। হয়ত প্যারীতে আগামী শীতে ফিরে আসব। তোমাকে লিখব।"

"কাল সারা দিন আমি ফ্রি আছি" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

"হ্যাঁ. কিন্তু আমার অনেক কাজ আছে," ও শুকনো উত্তর দেয়। "না, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। তোমাকে ইজিপ্ট থেকে লিখব। তোমার ঠিকানাটা দাও।"

"হ্যাঁ"

ছায়াতে আমি একটা খামের ওপর ঠিকানা লিখি। আমাকে হোটেল প্রিঁতা-নিয়ার নাম লিখতে হবে, যাতে বোভিলে চলে গেলে ওরা আমার চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারে। অথচ আমি ভাল করে জানি ও চিঠি লিখবে না। হয়ত দশ বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হবে। হয়ত এই শেষবার ওর সঙ্গে দেখা। ওকে ছেড়ে

যেতে আমি শুধু বিচলিত নই ; আবার আমার নির্জনতায় ফিরে যাবার ভীষণ ভয়টা রয়েছে। ও ওঠে ; দরজার কাছে আমার ঠোঁটে আলতো চুমু খায়।
"তোমার ঠোঁট দুটো মনে রাখতে," মৃদু হেসে ও বলে, "আমাকে আমার অধ্যাত্ম সাধনার স্মৃতিতে জাগিয়ে তুলতে হবে।"
আমি ওকে বাহু ধরে নিয়ে কাছে টানি। ও বাধা দেয়না কিন্তু মাথা নাড়ে।
"না। আমার আর ওতে আগ্রহ নেই। তুমি আবার শুরু করতে পার না… আর তাছাড়া, লোকেদের যা মূল্য তাতে সুশ্রী চেহারার যে যুবকটি প্রথমে আসবে, তার মূল্য তোমারই মত।"
"তুমি তাহলে কি করবে?"
"তোমাকে বললাম, আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি।"
"না, আমি বলছি…"
"কিছু না।"
আমি ওর বাহু ছেড়ে দিই নি, আমি আস্তে আস্তে ওকে বলি।
"তাহলে তোমাকে আবার খুঁজে পেয়ে আমার নিশ্চয়ই ছেড়ে যেতে হবে।"
আমি ওর মুখটা এখন স্পষ্ট দেখতে পারি। হঠাৎ তা পাণ্ডুর হয়ে যায় আর নেমে আসে। এক বৃদ্ধার মুখ, পুরোটা ভয়ের, আমি নিশ্চিত ওরকমটা ইচ্ছে করে করেনি : ওটা ওখানে ওর অজ্ঞাতে রয়েছে অথবা তার জানা সত্ত্বেও আছে।
"না" ও ধীরে বলে, "না। তুমি আমাকে আবার খুঁজে পাওনি।"
ও বাহুটা সরিয়ে নেয়। দরজাটা খোলে। হলে আলো জ্বলজ্বল করছে। অ্যানী হাসতে শুরু করে।
"হতভাগা ছেলে! কখনও ভাগ্য খোলেনি। প্রথমবার পার্টটা ভাল করে করল, কোন ধন্যবাদ পেল না। বেরিয়ে যাও।"
আমার পেছনে দরজা বন্ধ হওয়া শুনতে পাই।

রবিবার

সকালে রেলওয়ে গাইডটা দেখি : ও যদি আমাকে মিথ্যে না বলে থাকে ডিইপ্পের ট্রেন ৫-৩৮এ ছাড়বে। কিন্তু হয়ত ওর মানুষ ওকে গাড়িতে নিয়ে যাবে। আমি সারা সকাল মেঁদমতাঁতে ঘুরলাম, বিকালে জাহাজ নামার জায়গায়। কয়েকটা সিঁড়ি, কয়েকটা দেয়াল আমাকে ওর থেকে আলাদা করে রেখেছে। ৬-৩৮এ আমাদের গতকালের আলাপ স্মৃতিতে পরিণত হবে, মোটা মেয়েটি যার ঠোঁট আমার মুখ ছুঁয়ে গেছে অতীতের মেকনেস, লণ্ডনের

রোগা মেয়েটির সঙ্গে যুক্ত হবে। কিন্তু কিছুই এখনও অতীত হয়নি, যেহেতু ও এখনও এখানে, যেহেতু আবার ওর সঙ্গে দেখা করা যায়, ওকে বোঝান যায়, ওকে নিয়ে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া যায়। আমি এখনও একাকী বোধ করছি না।

আমি অ্যানীর কথা ভাবা বন্ধ করতে চাইলাম, কারণ ওর দেহ আর মুখ এত কল্পনা করে আমি একটা চরম অস্থিরতায় পড়ে গেছি ; আমার হাত কাঁপছিল আর বরফের মত শীত আমাকে নাড়া দিচ্ছিল। আমি পুরোন বইএর দোকানের সাজান বইগুলোর ভিতর দিয়ে দেখতে শুরু করলাম, বিশেষ করে অশ্লীলগুলো কারণ তাতে মনটা ব্যস্ত থাকবে।

দ্য 'ওরসে স্টেশনের ঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজল, আমি "দি ডক্টরস অ্যাণ্ড্ দি হুইপ" নামে একটা বই-এর ছবি দেখছিলাম। অল্পই বৈচিত্র্য ছিল ; বেশির ভাগগুলোতেই একটা ঘন দাড়িওয়ালা লোক কুৎসিত নগ্ন পাছার ওপরে ঘোড়ায় চড়ে চাবুক ঘোরাচ্ছিল। যেই আমি বুঝলাম পাঁচটা বেজেছে, আমি বইটা গাদায় ছুঁড়ে দিলাম এবং একটা ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠলাম, ওতে আমি সাঁ লাজারে স্টেশনে গেলাম।

প্রায় কুড়ি মিনিট আমি প্লাটফর্মের চারপাশে হেঁটে বেড়ালাম, তারপর ওদের দেখতে পেলাম। ও একটা ভারী ফারকোট পরেছিল, তাতে ওকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার মত দেখাচ্ছিল। একটা ছোট ওড়না ছিল। লোকটার গায়ে উটের লোমের কোট ছিল। চামড়া রোদপোড়া, এখনও তরুণ, মস্ত বড়, খুব সুশ্রী। বিদেশী, নিশ্চয়ই, তবে ইংরেজ নয় ; সম্ভবতঃ ইজিপশিয়ান। ওরা আমাকে দেখেনি, ট্রেনে উঠে বসল। দুজনে কথা বলছিল না। তারপর লোকটা নেমে এল, খবরের কাগজ কিনল। অ্যানী তার কামরার জানালা নামিয়ে দিয়েছে ; ও আমাকে দেখতে পেল। আমার দিকে ও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, রাগ নেই, দৃষ্টিতে কোন ভাবের প্রকাশ নেই। তারপর লোকটা কামরায় ফিরে এল এবং ট্রেনটা চলে গেল। সেই মুহূর্তে আমি পিক্যাডেমীর রেস্টুরেন্টটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম, ওখানে আমরা আগে খেতাম, তারপর সব ফাঁকা। আমি হাঁটলাম। ক্লান্ত হয়ে যাবার পর এই কাফেতে এলাম এবং ঘুমোতে লাগলাম। পরিচারক এই আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে এবং আমি আধ-ঘুমে এটা লিখছি।

আগামীকাল দুপুরের ট্রেনে বোভিলে যাব। দুদিন গোছগাছ করতে আর ব্যাঙ্কে হিসাব ঠিক করতে যথেষ্ট। মনে হয় হোটেল প্রিঁতানিয়া আরও দু সপ্তাহের টাকা

চাইবে, কারণ আমি আগে জানাইনি। তারপর লাইব্রেরী থেকে যত বই নিয়েছি সব ফেরৎ দিতে হবে। যাইহোক্ আমি সপ্তাহ শেষ হবার আগে পারীতে ফিরব।

পরিবর্তনে আমার কিছু লাভ হবে কি? এখনও এটা একটা শহর; এই শহর একটা নদী দিয়ে দুভাগ করা, অন্যটা সমুদ্র দিয়ে, অথচ তারা একই রকম। একটা নিষ্ফলা মাটির টুকরো নেয় আর অন্যটা বড় ফাঁপা পাথর তার ওপরে দোলায়। এইসব পাথরে গন্ধগুলো বন্দী থাকে, বাতাসের থেকে ভারী গন্ধ। মাঝে মাঝে লোকেরা সেগুলো জানালা থেকে রাস্তায় ফেলে দেয়, এবং বাতাস সেগুলো না ভাঙা পর্যন্ত সেখানে থাকে। পরিষ্কার আবহাওয়ায় শহরের এক প্রান্তে শব্দ ওঠে এবং সমস্ত দেয়ালগুলোর মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্য প্রান্তে চলে যায়। অন্য সময় শব্দগুলো রোদ পোড়া, বরফ ভাঙা এই পাথরগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খায়।

আমি শহরকে ভয় পাই। কিন্তু তুমি নিশ্চয় তাদের ছেড়ে যাবে না। তুমি যদি খুব বেশি দূর যাও, তুমি উদ্ভিদ রাজ্যের এলাকায় চলে যাবে। উদ্ভিদ রাজ্য মাইলের পর মাইল হামাগুড়ি দিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে এসেছে। তা অপেক্ষা করছে। শহর মৃত হলে উদ্ভিদরা তাকে ঢেকে ফেলবে, পাথর বেয়ে উঠবে, তাদের চেপে ধরবে, খুঁজে বেড়াবে, তার লম্বা সাঁড়াশী দিয়ে ফাটিয়ে ফেলবে; গর্তগুলোকে অন্ধ করে দেবে এবং তার সবুজ থাবাগুলো সব কিছুর ওপর ঝুলিয়ে দেবে। যতদিন তারা জীবিত আছে ততদিন তুমি শহরে থাকবে; এই বিরাট কেশপুঞ্জ যা দরজায় অপেক্ষা করছে একা কখনও তার ভেতরে নিশ্চয়ই ঢুকবে না; তুমি নিশ্চয়ই তা বিস্তৃত হতে দেবে যাতে তা নিজে ভেঙে পড়ে। শহরে নিজের যত্ন যদি নিজে নিতে জান, এবং যে সময় সমস্ত পশুরা তাদের গর্তে ঘুমোয় আর প্রাণিদেহের ভাঙাচোরার স্তূপের পেছনে হজম করে, তুমি খনিজ পদার্থ ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখতে পাবে না, সমস্ত অস্তিত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ভয়ঙ্কর। আমি বোভিলে ফিরে যাচ্ছি। উদ্ভিদরা এর কেবল তিন দিক ঘিরে ফেলেছে। চতুর্থ দিকে একটা বিশাল গর্ত আছে, কালো জল ভর্তি, যা নিজে নিজেই নড়ে। বাতাস বাড়িগুলোর মধ্যে শিস দেয়। গন্ধগুলো ওখানে অন্য জায়গার থেকে অল্পক্ষণ থাকে; সমুদ্র অবধি বাতাসের তাড়া খেয়ে তারা কালো জলের ওপরে ক্রীড়ামত্ত কুয়াশার মত ছুটে বেড়ায়। বৃষ্টি পড়ে। বেড়ার মাঝে গাছগুলো বেড়ে ওঠে। ছিন্ন, গৃহপালিত হয়ে এত পুষ্ট এতদিন তারা ক্ষতিকারক নয়। তাদের বিরাট সাদা পাতা আছে, যেগুলো কানের মত ঝোলে। ওগুলো ছুঁলে

শরীরের গঠন মনে হয়, বোভিলে সব এমন মোটা এবং সাদা তার কারণ আকাশ থেকে যে জল পড়ে তা। আমি বোভিলে ফিরে যাচ্ছি। কি ভয়ঙ্কর।
চমকে জেগে উঠি। এখন মধ্যরাত্রি। অ্যানী ছ ঘণ্টা আগে পারী ছেড়ে গেছে। জাহাজটা সমুদ্রে। ও একটা কেবিনে ঘুমোচ্ছে আর ডেকে, সুশ্রী তামাটে লোকটি সিগারেট খাচ্ছে।

মঙ্গলবার বোভিল

এইটেই কি স্বাধীনতা? আমার নীচে বাগানগুলো খুঁড়িয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে আর প্রত্যেকটি বাগান থেকে একটি বাড়ি উঠছে। আমি দেখছি, ভারী নিশ্চল, সমুদ্র। আমি বোভিল দেখছি। দিনটা সুন্দর।
আমি স্বাধীন, বাঁচবার আর কোন কারণ নেই, যেগুলো আমি চেষ্টা করেছি সরে গেছে আর আমি ওগুলো কল্পনা করতে পারি না। আমি এখনও বেশ তরুণ, আমার আবার শুরু করবার যথেষ্ট শক্তি আছে। কিন্তু আমাকে কি আবার শুরু করতে হবে? আমার সবচেয়ে কঠিন ভয় আর বিরক্তির মধ্যে আমি আমাকে বাঁচাতে অ্যানীর ওপর কতটা নির্ভর করেছি। তা এখন বুঝতে পারছি। আমার অতীত মৃত। মাকুইস দ্য রোলেবঁ মৃত। অ্যানী এসেছিল শুধু সমস্ত আশা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একাকী এবং স্বাধীন। কিন্তু এই স্বাধীনতা যেন মৃত্যুর মত।
আজ আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে। আগামীকালের মধ্যে আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাব যা আমার পায়ে বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে আমি এতদিন বাস করেছি। একটা নাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না, ছোট বুর্জোয়া, পুরো ফরাসী শহর, আমার স্মৃতিতে একটা নাম, ফ্লোরেন্স অথবা বাগদাদের মত ধনী নাম নয়। একটা সময় আসবে যখন অবাক হয়ে ভাবব: আমি যখন বোভিলে ছিলাম তখন সারাদিন কি করেছি? এই সূর্যালোকের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এই অপরাহ্নের, এমনকি একটা স্মৃতিও নয়।
আবার সমস্ত জীবনটা আমার পেছনে, আমি পুরো এটা দেখতে পাচ্ছি, আমি এর আকার দেখছি এবং মৃদু গতি যা আমাকে এই পর্যন্ত এনেছে। এ সম্বন্ধে কমই বলার আছে: হেরে যাওয়া খেলা, এইটেই সব। তিনবছর আগে আড়ম্বরের সঙ্গে আমি বোভিলে আসি। প্রথমবার আমি হেরে যাই। দ্বিতীয় বার খেলতে চাই এবং আবার হারি: পুরো খেলাটায় হারি। একই সময়ে আমি জানলাম যে তোমার সব সময় হারা উচিত। কেবল বদমাসগুলো ভাবে, তারা জেতে।

আমি এখন অ্যানীর মত হতে যাচ্ছি, আমি আমাকে ছাড়িয়ে বাঁচতে যাচ্ছি। যাও. ঘুমাও, ঘুমাও, খাও। আস্তে আস্তে থাক, নরমভাবে থাক। ঐ গাছগুলোর মত, এক টুকরো জলের মত, ট্রামের লাল বেঞ্চিটার মত।

বমিভাবটা আমাকে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি ওটা আবার ফিরে আসবে ; এইটে আমার স্বাভাবিক অবস্থা। কেবল আজ আমার শরীর এত, অবসন্ন যে এটা সহ্য করতে পারছি না। অসুস্থদেরও দুর্বলতার সুখী মুহূর্ত আছে যা কয়েক ঘণ্টার জন্য তাদের রোগের চেতনা ভুলিয়ে দেয়। আমি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, এই যা। মাঝে মাঝে এত বড হাই তুলি যে গাল বেয়ে চোখের জল পড়ে। এটা একটা গম্ভীর একঘেয়েমি, গম্ভীর, অস্তিত্বের গম্ভীর হৃদয়, সেই উপাদান যা দিয়ে আমি তৈরী। আমি নিজেকে অবহেলা করিনি, বরং উল্টো; আজ সকালে আমি চান করেছি, দাড়ি কামিয়েছি। শুধু যখন ওই সব সযত্ন কাজগুলোর কথা ভাবি, বুঝতে পারিনা আমি কি করে ওগুলো করি··· ওগুলো তুচ্ছ। অভ্যাসই নিঃসন্দেহে ওগুলো করিয়েছে। তারা মরেনি, তারা ধীরভাবে কুশলতার সঙ্গে নিজেদের জাল তৈরী করে ব্যস্ত থাকার কাজে লিপ্ত থাকে, ওরা আমাকে চান করায়, পোযাক পরায় নার্সদের মত। ওরা কি আমাকে এই পাহাড়ে নিয়ে এসেছে ? আমার মনে নেই এতটা কি করে এলাম। হয়ত সিঁড়ি বেয়ে : আমি কি সত্যিই এক এক করে একশ দশটা সিঁড়ি উঠেছি ? যেটা আরও কল্পনা করা কঠিন তা হল আমি আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব। অথচ আমি জানি আমি যাব ! একটু বাদে আমি ক্যোতু ভেতের নীচে পৌঁছে যাব, মাথা তুললে দূরে এই বাড়িগুলো যা এখন কাছে তাদের আলো-জলা জানালা দেখতে পাব। আমার মাথার ওপরে; আমার মাথার ওপরে; এবং এই মুহূর্ত যা আমি ত্যাগ করতে পারি না, যা আমাকে আটকে রেখেছে এবং সব দিক থেকে সঙ্কুচিত করেছে, এই মুহূর্ত যা দিয়ে তৈরী একটা এলেমেলো স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

বোভিলের ধূসর কাঁপা দীপ্তি আমার পায়ের কাছে লক্ষ্য করছি। রোদে ওগুলো ঝিনুকের স্তুপ, আঁশ, হাড়ের টুকরো, নুড়ির স্তুপ মনে হয়। এইসব ছড়ান টুকরোগুলোর মধ্যে হারিয়ে গিয়ে কাঁচের কিংবা অভ্রর ছোট ছোট ঝলক মাঝে মাঝে আলোর শিখা ছুঁড়ে দিচ্ছে। একঘণ্টার মধ্যে ঢেউ, খাদ আর সরু গর্ত যা এই সব পাথরের মধ্য দিয়ে গেছে সেগুলো রাস্তা হবে, আমি ঐ রাস্তা দিয়ে এই দেয়ালগুলোর মাঝ দিয়ে হাঁটব। এই ছোট কাল লোকগুলো যা আমি রুা বুলিবেরে-য় দেখতে পাচ্ছি—একঘণ্টার মধ্যে আমি ওদের একজন হব।

এই পাহাড়ের চূড়ায় ওদের থেকে এত দূরে মনে হচ্ছে। মনে হয়, আমি অন্য কোন প্রজাতির অন্তর্গত। ওরা ওদের অফিস থেকে সারা দিনের কাজের পর বেরিয়ে আসে, ওরা বাড়িগুলো এবং পার্কের দিকে তৃপ্তির সঙ্গে তাকায়, ওরা মনে করে, এটা ওদের শহর, একটা ভাল, শক্ত বুর্জোয়া শহর। ওরা ভীত নয়, ওরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। তারা যা কিছু দেখেছে তাহল কল থেকে শিক্ষিত জলধারা, সুইচ টিপলে আলো জ্বলে ওঠে। আধ-পোষা বেজন্মা গাছগুলো লাঠিভর দিয়ে উঁচু হয়ে আছে। ওদের প্রমাণ আছে; প্রত্যেকদিন একশটা, যে সবকিছু যান্ত্রিকভাবে ঘটে, জগত স্থির, অপরিবর্তনীয় নিয়ম মানে। শূন্যে সব দ্রব্য নির্দিষ্ট গতিতে পড়ে, শীতে সাধারণের জন্য পার্ক বিকেল ৪টায় বন্ধ হয়। গ্রীষ্মে ৬টায়। সীসে ৩৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে গলে, শেষ ট্রামটা হোটেল দ্য ভিল থেকে রাত ১১-০৫ এ ছাড়ে। ওরা শান্ত, একটু বিষণ্ন, আগামীকালের কথা ভাবে, অর্থাৎ সরলভাবে একটা নতুন আজকের দিনের কথা; শহরগুলোর হাতে একটা দিন আছে এবং প্রত্যেক দিন সকালে ঠিক তাই ফিরে আসে। রবিবার দিন ওরা একটুও বিশেষ পাল্টায় না। বোকাগুলো। আমার কাছে বিস্বাদ লাগছে এটা ভাবতে যে আমি ওদের পুরু আত্মতৃপ্ত মুখগুলো দেখতে যাচ্ছি। ওরা আইন করে। ওরা জনপ্রিয় উপন্যাস লেখে, ওরা বিয়ে করে, ওরা এত বোকা ওদের ছেলে মেয়ে হয়। আর এই সমস্ত সময় বিশাল, অস্পষ্ট প্রকৃতি ওদের শহরে ঢুকে পড়েছে, সব জায়গায় প্রবেশ করেছে, ওদের বাড়িতে, অফিসে, ওদের মধ্যে। ওটা নড়েনা, চুপচাপ থাকে, এবং ওদের ভেতরটা তাতে ভরে গেছে, ওরা তা নিশ্বাস নেয়, এবং ওরা তা দেখে না, ওরা মনে করে তা বাইরে আছে, শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে। আমি ওকে দেখতে পাই। আমি এই প্রকৃতিকে দেখি···আমি জানি এর বশ্যতা অলসতা, আমি জানি এর কোন নিয়ম নেই; ওরা যেটা চিরাচরিত বলে ধরে নেয় তা শুধু অভ্যাস এবং তা কাল বদলে যেতে পারে।

কিছু যদি ঘটে কি হবে? কি হবে যদি কিছু হঠাৎ স্পন্দিত হতে শুরু করে? তখন ওরা লক্ষ্য করবে ওটা ওখানে ছিল আর ওরা ভাববে ওদের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন ওদের বাঁধ, দেয়াল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চুল্লী আর স্তূপ সরানর যন্ত্র কি কাজে লাগবে? যে কোন মুহূর্তে এটা ঘটতে পারে, হয়ত এই মুহূর্তে; অশুভ চিহ্নগুলো উপস্থিত রয়েছে। যেমন, কোন পরিবারের পিতা বেড়াতে যেতে পারে, এবং রাস্তার ওপরে সে একটা লাল কাপড় বাতাসে তার কাছে উড়ে এসেছে দেখতে পারে। এবং যখন কাপড়টা কাছে আসবে সে দেখবে ওটা পচা

মাংসের একদিক, ধুলোয় পুরু হামাগুড়ি দিয়ে নিজেকে টেনে আনছে লাফাচ্ছে এক টুকরো মোচড়ানো মাংস নর্দমায় গড়াচ্ছে কেঁপে কেঁপে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে। অথবা একজন মা তার ছেলের গালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, "ওটা কি—ব্রন-? আর দেখবে চামড়াটা একটু ঠেলে উঠবে, ফেটে বেরিয়ে যাবে" আর ফাটার নীচে একটা চোখ, একটা হাসির চোখ দেখা যাবে। অথবা তাদের শরীরের পাশ দিয়ে বস্তুর স্পর্শ পাবে যেমন নদীতে সাঁতার কাটার সময় ছোট গাছের ফাঁপা নলের আলতো ছোঁয়ার মত। আর তারা উপলব্ধি করবে, তাদের পোষাক সজীব জিনিষ হয়ে উঠেছে। আবার কেউ হয়ত মুখে কিছু আঁচড়াচ্ছে, মনে করবে। সে আয়নার কাছে যাবে, মুখ খুলবে; আর তার জিভ একটা বিরাট সজীব শতপাওয়ালা পোকা, পাগুলো একসঙ্গে ঘষছে আর মুখের প্রান্ত ঘষে নেবে। সে ওটা মুখ থেকে ফেলে দিতে চাইবে, কিন্তু শত পাওয়ালা পোকাটা ওর অংশ এবং তাকে ওর হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এবং হাজার জিনিষ আসবে যার জন্য লোকেদের নতুন নাম খুঁজে বার করতে হবে—পাথুরে চোখ, বিরাট তিনকোণা হাত, বুড়ো আঙ্গুলের ভর, মাকড়সা চোয়াল। এবং কেউ হয়ত তার আরামের শয্যায় তার শান্ত উষ্ণ ঘরে ঘুমোবে এবং মর্মরিত বার্চ গাছের অরণ্যের মধ্যে নীলাভ মাটিতে নগ্ন হয়ে জেগে উঠবে জুক্সটে বোভিলের ধোঁয়ার চিমনির মত আকাশের দিকে লাল আর সাদা হয়ে উঠবে, মাটি থেকে অর্ধেক উঠে এবড়ো খেবড়ো হয়ে থাকবে লোমওয়ালা এবং ছিটকে আসা পেঁয়াজের মত। এই বার্চগাছগুলোর চারপাশে পাখীরা উড়ে বেড়াবে এবং ঠোঁট তাদের খোঁচাবে। রক্ত বার করে দেবে। এই ক্ষতগুলো থেকে শুক্রকীট আস্তে আস্তে শান্তভাবে বেরিয়ে আসবে, রক্তের সঙ্গে মেশা শুক্রকীটগুলো ছোট ছোট বুদ্বুদ সমেত কাঁচের মত। অথবা আর ওরকম কিছু হবে না। কোন স্পষ্ট পার্থক্য হবে না, কিন্তু একদিন সকালে লোকেরা খড়খড়ি খুলবে এবং এক ধরনের ভীষণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভয় পাবে সবকিছুর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং যেন থামবে। এর বেশি কিছু নয়! কিন্তু যতটুকু সময় তা থাকবে, শত শত আত্মহত্যা হবে। হ্যাঁ, একটু বদলাতে দাও এইটে দেখতে, আমি আর ভাল কিছু চাই না। তখন তুমি দেখতে পাবে, অন্য লোকেরা হঠাৎ নির্জনতায় ডুবে গেছে। লোকেরা একেবারে একা, সম্পূর্ণ একা, তাদের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাবে, আমার সামনে দিয়ে দলে দলে যাবে, তাদের চোখ গুলো বিস্ফারিত, তাদের অসুখ থেকে পালাচ্ছে অথচ সেগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মুখ-উন্মুক্ত, তাদের পোকা-জিভের ডানাগুলো পত্‌পত্‌ করছে। তখন আমি,

হাসিতে ফেটে পড়ব, যদিও আমার শরীর ময়লা ছোঁয়াচে রক্তপুঁজে ঢেকে যাবে যা প্রস্ফুটিত হবে মাংসের পুষ্পে, ভাওলেট, বাটারকাপ ফুলে। আমি একটা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াব আর যখন ওরা যাবে; আমি চেঁচাব; "তোমাদের বিজ্ঞানের কি হল? তোমাদের মানবতা নিয়ে কি করেছ? তোমাদের মর্যাদা কোথায়?" আমি ভীত হব না—অন্তত এখনকার থেকে নয়। তা কি তখনও অস্তিত্ব কিংবা অস্তিত্বের রকম হবে না? এই সব চোখগুলো যা ধীরে ধীরে একটা মুখকে গ্রাস করবে না: সন্দেহে বড় বেশি হবে, কিন্তু প্রথম দুটোর থেকে বেশি হবে না; অস্তিত্ব থেকে আমি ভয় পাই।

সন্ধ্যা নামে, প্রথম বাতিগুলো শহরে জ্বলে ওঠে। হা ঈশ্বর! শহরটাকে কেমন স্বাভাবিক দেখাচ্ছে তার সমস্ত জ্যামিতিক আকার সত্ত্বেও, সন্ধ্যায় তা কেমন বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। এটা এরকম.. এখান থেকে এত স্পষ্ট, কেবল আমিই কি তা দেখেছি? আর কোথাও কি কোন কাসান্দ্রা পাহাড় চূড়া নেই যে একটা শহরকে প্রকৃতির গভীরে ডুবে যেতে দেখছে? কিন্তু এতে কি এসে যায়? আমি ওকে কি বলতে পারতাম?

আমার শরীর পূব দিকে ফেরে, একটু আন্দোলিত হয়, আন্দোলিত হয় আর হাঁটতে থাকে।

বুধবার বোভিলে আমার শেষ দিন

স্বশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য আমি সমস্ত শহর খুঁজেছি। সে নিশ্চয়ই বাড়ি যায়নি। সে নিশ্চয়ই এলোমেলো হেঁটে বেড়াচ্ছে, লজ্জায় এবং ভয়ে—এই হতভাগ্য মানবতা-বাদী যাকে মানুষ চায় না। সত্যি কথা বলতে, আমি খুব একটা বিস্মিত হইনি এমনটা যখন ঘটল; বহুদিন আমি ভেবেছি, ওর করুণ কোমল মুখ একটা কলঙ্ক ঘটাবে। সে এত কম দোষী; কমবয়সী ছেলেদের জন্য তার বিনীত ভাবুক ভাল-বাসায় কামুকতার স্পর্শ নেই—বরং, একধরনের মানবপ্রীতি আছে। কিন্তু একদিন সে নিজেকে একা বলে জানবে। মঁসিয় অ্যাকিলের মত, আমার মত; সে আমার জাতের লোক, ওর শুভ সঙ্কল্প আছে। এখন সে নির্জনতায় প্রবেশ করেছে—চিরকালের জন্য। হঠাৎ সব গুঁড়ো হয়ে গেছে, তার সংস্কৃতির স্বপ্ন, মানবজাতির সঙ্গে তার বোঝাপড়া। প্রথমে ভয়, বিভীষিকা এবং বিনিদ্র রজনী আসবে এবং তারপর, নির্বাসনের দিনগুলির দীর্ঘ ধারা। সন্ধ্যায় সে ক্যুর দ্য হাইপথেকের আশেপাশে ঘোরার জন্য আসবে; দূর থেকে সে লাইব্রেরীর আলো-কিত জানালাগুলি লক্ষ্য করবে এবং যখন সে বইগুলির দীর্ঘ সারির কথা তাদের

যাবে। আমি দুঃখিত যে আমি তার সঙ্গে যাইনি, কিন্তু সে আমার যাওয়া পছন্দ করেনি; সে তাকে একা থাকতে দিতে আমাকে অনুনয় করেছে; সে নির্জনতায় তার শিক্ষানবিশি শুরু করেছিল। আমি কাফে ম্যাবলিতে এটা লিখছি। আমি খুব ঘটা করে ভেতরে গেলাম, আমি ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার এদের নিরীক্ষণ করতে চাই এবং জোর করে এটা বুঝতে চাই যে আমি শেষবারের মত এদের দেখছি। কিন্তু স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কথা না ভেবে পারছিনা, আমার চোখের সামনে ওর মুক্ত মুখ ভেসে উঠছে, মুখ অনুশোচনায় পূর্ণ, ওর রক্তমাখা কলার। তাই আমি কিছু কাগজ চাই এবং ওর কি হয়েছে তা বলতে চাই।

আজ বিকালে দুটোয় আমি লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম "লাইব্রেরী। আমি শেষবারের মত এখানে যাচ্ছি।"

ঘরটা প্রায় পরিত্যক্ত ছিল। দেখে আহত হলাম কারণ আমি জানতাম আমি আর আসব না। কুয়াশার মত আলো, যেন অবাস্তব, সবটা লালচে, অস্ত সূর্য মহিলাদের জন্য রাখা টেবিলে, দরজায়, বইএর পেছনে মরচে ধরা ছিল। এক সেকেণ্ড আমার একটা আনন্দভরা অনুভূতি হল আমি সোনালী পাতার ঝোপের মধ্যে যাচ্ছি; আমি একটু হাসলাম, আমি ভাবলাম; বহুদিন আমি হাসিনি। কর্সিকান জানালার বাইরে তাকিয়েছিল। তার হাত পিঠের পেছনে। কি দেখছিল? ইমপেত্রাজের খুলি? আমি ঐ খুলিটা আর দেখতে পাব না, অথবা ওর টপ হ্যাট কিংবা সকালের কোট। .ছ ঘণ্টার মধ্যে আমি বোভিল ছেড়ে যাব। দুটো বই রাখি। আমি গত মাসে সহকারী লাইব্রেরীয়ানের ডেস্ক ধার নিয়েছিলাম। তিনি একটা সবুজ স্লিপ ছিঁড়ে আমাকে টুকরোটা দিলেন।

"এই যে, মঁসিয় রেঁাকেতঁ।"

"ধন্যবাদ।"

আমি ভাবলাম: আমার কাছে ওদের কিছু পাওনা নেই। এখানকার কারও কাছে কোন ঋণ নেই। শীঘ্র আমি রেলকর্মীদের মহোৎসবের মহিলাটিকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি। আমি মুক্ত। কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলাম: এই শেষ মুহূর্তগুলো কি বোভিলের মাঝে একটা লম্বা ভ্রমণ করার জন্য ব্যয় করব; বুলেভার ভিক্তরনোয়ার, অ্যাভিন্যু গ্যালভানি এবং র‍্যু দ্য টুর্নব্রাইড আবার দেখতে। কিন্তু অরণ্য এত শান্ত, এত পবিত্র আমার মনে হল: ওটা বোধ হয় নেই এবং বমিভাব একে বাদ দিয়েছে। আমি গেলাম এবং স্টোভের কাছে বসলাম। টেবিলের ওপর "জার্নাল দ্য বোভিল" পড়ে ছিল আমি হাত বাড়িয়ে ওটা নিলাম।

"কুকুরটা তাকে বাঁচিয়েছিল।"

"গতকাল সন্ধ্যাবেলা। রেমিরডনের মঁসিয় দ্যুবস্ক সাইকেলে লাগিস মেলা থেকে ফিরছিলেন…"

আমার ডানদিকে একজন মোটা মহিলা বসেছিল। তিনি তার ফেল্ট হ্যাট তার পাশে রাখলেন। তার নাকটা আপেলে বসান ছুরির মত তার মুখে লাগান। নাকের নীচে একটা ছোট কুৎসিত ছিদ্র বিশ্রীভাবে কুঞ্চিত হচ্ছিল। তিনি ব্যাগ থেকে একটা বাধান বই নিয়েছিলেন, টেবিলের ওপর কনুই রেখে-ছিলেন, মুখটা মোটা হাতে ধরা ছিল। একজন বৃদ্ধ আমার উল্টো দিকে ঘুমো-চ্ছিল। আমি ওকে চিনতাম, লাইব্রেরীতে প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসতেন। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয় উনিও ভয় পেতেন। আমি ভাবতাম: কতদূরে এটা।

চারটে পনেরতে স্বশিক্ষিত ব্যক্তি এল। আমি ওর সঙ্গে করমর্দন করে ওকে বিদায় জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভাবলাম আমাদের শেষ সাক্ষাৎ অপ্রীতিকর স্মৃতিতে ওকে রেখে যাবে; দূর থেকে—ও আমার দিকে মাথা ঝাঁকাল সে একটা সাদা প্যাকেট নামিয়ে রাখল যাতে হয়ত, রোজকার মত, এক টুকরো রুটি আর একটা চকোলেট ছিল। একটুক্ষণ বাদে একটা সচিত্র বই নিয়ে এল, প্যাকেটের কাছে রাখল। আমি ভাবলাম আমি ওকে শেষবারের মত দেখছি। আগামীকাল সন্ধ্যাবেলা, আগামীকালের পরের দিনের সন্ধ্যাবেলা এবং তারও পরে সমস্ত সন্ধ্যাবেলায় সে এই টেবিলে আবার আসবে, তার রুটি আর চকোলেট খাবে, তার ইঁদুরের ঠোকরান ধৈর্যের সঙ্গে চালিয়ে যাবে, সে নরোদ নদ্যু নদিয়েরের, এন ওয়াই-এর সমস্ত বই পড়বে, মাঝে মাঝে পড়া বন্ধ করবে নোট বই-এ কোন সূত্র লিখে নেবার জন্য। আর আমি পারীতে হাঁটব, পারীর পথে পথে আমি নতুন মুখ দেখব। আমার কি ঘটবে যখন সে এখানে থাকবে। তার ভারী চিন্তামগ্ন মুখ বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হবে। আমি ঠিক সময়ে অভি-যানের মরীচিকায় ভেসে যেতে নিজেকে অনুভব করলাম। আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"বোভিল এবং কাছাকাছি স্থানসমূহ"

মনিষ্টিয়েরস্

সেনানিবাসে বছরের কার্যাবলী। সার্জেণ্ট মেজর গ্যাসপার্দ মনিষ্টিয়েরস ব্রিগেডের পরিচালনায় ছিলেন এবং তার চারজন সৈন্য মঁসিয় লাগুতে নিজান নিয়েরপঁত এবং ঘিল গত বছর কখনও বসে থাকেনি। আসলে আমাদের সৈন্যরা ৭টা অপরাধের ৮২টা দুর্ব্যবহারের ১৫৭টা নিয়মভাঙ্গার ৬টা আত্মহত্যার এবং ১৫টা

মোটর দুর্ঘটনার খবর দিয়েছে।

জুক্সটেবোভিল

জুক্সটেবোভিলে ট্রাম্পেট্টবাদকদের বান্ধব সমিতি। আজ সাধারণ মহলা; বাৎসরিক কনসার্টের কার্ড বিতরণ।

কম্পোসতেল

মেয়রকে লিজিয়ন অব্ অনার প্রদান।

বোভিল বয়স্কাউট

আজ সন্ধ্যা ৮-৪৫এ, ১০ র‍্যু ফার্দিনান্দ্-বায়রন, রুমেতে মাসের সভা।
কার্যসূচি: মিনিটস্ পাঠ, চিঠিপত্র, বাৎসরিক ভোজ, ১৯৩২-এর মূল্যায়ন, মার্চের পদভ্রমণের সূচি, প্রশ্নাবলী, নতুন সদস্যরা।

পশু ক্লেশ নিবারনী সমিতি

আগামী বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টে থেকে ৫টা, রুম সি, ১০ ফার্দিনান্দ-বায়রন, বোভিল, সাধারণ সভা। অনুসন্ধান এবং চিঠি প্রধান কার্যালয়ে সভাপতির কাছে পাঠান, অথবা অ্যাভিন্যু গ্যালভানিতে পাঠান।
"বোভিল ওয়াচডগ ক্লাব...অক্ষম প্রাক্তন সৈনিকদের বোভিল সমিতি...ট্যাক্সি মালিকদের সঙ্ঘ...বোর্ড স্কুল বান্ধবদের জন্য বোভিল কমিটি..."
দুটো ছেলে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে। হাইস্কুলের ছাত্র। কর্সিকান হাইস্কুলের ছাত্রদের পছন্দ করে, কারণ সে ওদের ওপর অভিভাবক-সুলভ তত্ত্বাবধান করতে পারে। অনেক সময়, নিজের খুশির জন্য সে ওদের চেয়ারে ঘুরতে এবং কথা বলতে দেয়, তারপর হঠাৎ চুপি চুপি ওদের পেছনে যায় এবং ভৎর্সনা করে, "এটা কি বড় ছেলেদের আচরণ? যদি ঠিকমত আচরণ না কর, লাইব্রেরীয়ান তোমাদের হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করবে?"

আর যদি তারা প্রতিবাদ করে, সে ভয়ঙ্কর চোখে ওদেব দিকে তাকায়, "তোমাদের নাম বল।" সে ওদের পড়াও নির্দেশ করে দেয়: লাইব্রেরীতে কতকগুলো বইতে লাল ক্রশ চিহ্ন দেওয়া আছে: নরক: জিদের গ্রন্থাবলী, দিদেরো; বোদলেয়ার, আর ডাক্তারী বই। যখন কোন ছাত্র এই সব বইএর একটা পড়তে চায়, কার্সিকান ইঙ্গিত করে একটা কোণে তাকে নিয়ে যায় এবং প্রশ্ন করে। একটুক্ষণবাদে সে ফেটে পড়ে আর তার গলা পাঠকক্ষ ছাপিয়ে

ওঠে : "আরও অনেক ভাল বই আছে তোমাদের মত বয়সের ছেলেদের জন্য। শেখার বই। বাড়িতে পড়ার কাজ শেষ করেছ ? কোন ক্লাসে পড় ? তোমাদের কি বিকেল চারটের পর আর কিছু করার থাকে না ? তোমাদের মাষ্টারমশাই এখানে প্রায়ই আসে আর আমি তাকে তোমাদের কথা বলছি।"

ছেলে দুটো স্টোভের কাছে থাকে। ছোটটির চুল বাদামী, চামড়াটা খুব সূক্ষ্ম, আর মুখটা ছোট, দুষ্টু এবং অহঙ্কারী। তার বন্ধু, বড় ভারী চেহারার ছেলে, গোঁফের আভাস রয়েছে, ওর কাঁধ ছুঁয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু বলে। বাদামী চুলের ছোট ছেলেটা উত্তর দেয় কিন্তু ও একটু হাসে, হাসিটা দেখতে পাওয়া যায় না, রাগ রাগভাব এবং স্ব-সম্পূর্ণতা রয়েছে তাতে। তারপর দুজনে কাউকে গ্রাহ্য না করে শেলফ থেকে একটা ডিক্সনারী বাছে এবং স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে যায়। সে ওদের ক্লান্তভাবে দেখছিল। ওরা তার অস্তিত্বকে আমল দিল না, ওর ঠিক পাশে বসল, বাদামী চুলের ছেলেটা বাঁদিকে আর ভারী চেহারার ছেলেটা তার ডানদিকে। ওরা ডিক্সনারী দেখতে শুরু করল স্বশিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি ঘরটা ঘুরে এল, তারপর তার পড়ায় ফিরে এল। লাইব্রেরীতে এরকম নিশ্চিন্ত চেহারা আর কখনও দেখা যায় নি। আমি কোন শব্দ শুনিনি, মোটা মহিলাটির ছোট নিশ্বাস ছাড়া। আমি শুধু বইএর ওপর মাথা ঝুঁকে আছে দেখলাম। অথচ একই সময় আমার মনে হয় কিছু একটা খারাপ ঘটতে যাচ্ছে। এইসব লোকেরা যারা পড়ুয়া দৃষ্টিতে চোখ নামিয়েছে যেন কৌতুক নাটকে অভিনয় করছিল : কয়েক মুহূর্ত আগে আমি একটা নিষ্ঠুর নিশ্বাস আমাদের ওপর বয়ে যেতে অনুভব করেছি।

আমি পড়া শেষ করেছি, কিন্তু চলে যাওয়া ঠিক করিনি ; আমি খবরের কাগজটা পড়ার ভান করে অপেক্ষা করছিলাম। আমার কৌতূহল এবং বিরক্তি যা বাড়াল তা হল অন্যরাও অপেক্ষা করছে। আমার মনে হল আমার পাশের ব্যক্তি আরও দ্রুত পাতা ওল্টাচ্ছে। কয়েক মিনিট গেল, তারপর ফিস্‌ফিস্‌ শুনতে পেলাম আমি সতর্ক হয়ে মাথা তুললাম। ছেলে দুটো তাদের ডিক্‌নারী বন্ধ করেছে। বাদামী চুলের ছেলেটা কথা বলছিল না, তার মুখে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের ছাপ ছিল, ডান দিকে ফেরান ছিল। তার কাঁধে অর্ধেকটা লুকিয়ে সোনালী চুল শুনছিল আর হাসছিল। কে কথা বলছে ? . আমি ভাবলাম।

এটা স্বশিক্ষিত ব্যক্তি। সে তার অল্পবয়সী প্রতিবেশীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে, চোখে চোখে তাকিয়ে অল্প হাসছে। আমি তার ঠোঁট নড়ছে দেখতে পেলাম আর মাঝে মাঝে তার লম্বা চোখের পাতা কাঁপছিল। আমি এই তারুণ্যের দৃষ্টি

চিনতে পারছিলাম না ; সে যেন স্বপ্ন দেখছিল। **কিন্তু মাঝে মাঝে সে থেমে** পেছন দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছিল। ছেলেটা যেন ওর কথা গিলছিল। এই ছোট দৃশ্যে অসামান্য কিছু ছিল না এবং আমি পড়তে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম ছেলেটা আস্তে আস্তে তার পেছনে টেবিলের প্রান্তে হাতটা সরিয়ে নিল। এই-ভাবে স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে লুকিয়ে তা তার পথে খানিকটা গেল এবং আশে পাশে অনুভব করল, তারপর বড় ছেলেটা হাত পেয়ে তা জোরে খিমচে ধরল। অন্য ছেলেটা স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কথা তন্ময় হয়ে নীরবে উপভোগ করছিল, হাতটা আসতে দেখেনি। সে লাফিয়ে উঠল আর মুখটা বিস্ময়ে আর তারিফে বড় হয়ে গেল। বাদামী চুলের ছেলেটা চোখে শ্রদ্ধাশীল আগ্রহটা ফুটিয়ে রেখে-ছিল। কেউ সন্দেহ করতে পারত বদমায়েসির হাতটা ওরই ছিল। ওরা ওকে কি করতে যাচ্ছে ? আমি ভাবলাম। আমি জানতাম খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং আমি দেখলাম এখনও তা বন্ধ করার সময় রয়েছে। কিন্তু কি বন্ধ করতে হবে তা বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হল উঠে গিয়ে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে কাঁধে একটা চড় মেরে ওর সঙ্গে কথা শুরু করি। কিন্তু সেই সময় ও আমার তাকানো ধরে ফেলল। ও কথা বন্ধ করল, একটা বিরক্তভাবে ঠোঁট দুটো বন্ধ করল। নিরুৎসাহিত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামালাম এবং কাগজ পড়ার ভান করলাম। যাই হোক, মোটা মহিলা তার বইটা নামিয়ে রেখেছে এবং তার মাথা তুলেছে। তাকে সম্মোহিত মনে হল। আমার মনে হল মহিলাটা ফেটে পড়তে যাচ্ছে ; ওরা সবাই **চাইছিল,** কিছু একটা ফেটে পড়ুক। আমি কি করতে পারি ? আমি কর্সিকানের দিকে তাকালাম : সে আর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছিল না, সে কিছুটা আমাদের দিকে ঘুরে দেখছে। পনের মিনিট গেল। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আবার ফিসফিসানি শুরু করেছে। আমি ওর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমি ওর তরুণ এবং কোমলভাব, আর যে ভারী দৃষ্টি তার অজানতে তার ওপর চেপে বসত, তা কল্পনা করতে পারছিলাম। একবার ওর হাসি শুনলাম, বাঁশীর মত অল্প বয়েসী হাসি। আমার হৃৎপিণ্ডে তা চেপে বসল ; মনে হল ছেলে দুটো যেন একটা বেড়ালকে চুটিয়ে মারতে যাচ্ছে। তারপর ফিসফিসানি হঠাৎ থেমে গেল। এই নীরবতা আমার কাছে দুঃখজনক মনে হল : এইটেই শেষ, মৃত্যুর আঘাত। আমি খবরের কাগজের ওপরে মাথাটা নামিয়ে নিলাম এবং পড়ার ভান করলাম ; কিন্তু আমি পড়ছিলাম না ; আমি চোখ যতটা ওপরে পারি তুললাম, আমার ওদিকে নীরবতায় কি ঘটছে তা ধরতে চেষ্টা করলাম। আমার মাথাটা একটু

ঘুরিয়ে চোখের কোণা দিয়ে কিছু দেখতে পেলাম ; একটা হাত, ছোট সাদা হাত যা টেবিলের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। এখন এটা তার পিঠের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে, আরাম করছে, নরম আর কাম-উত্তেজক, এর একটি মেয়ের অলস নগ্নতা ছিল, যেন সে স্নানের পরে রোদ পোহাচ্ছে। একটা বাদামী লোমশ বস্তু তার দিকে এগিয়ে এল, ইতস্তত: করছে। একটা মোটা আঙ্গুল, তামাটে হলদেটে ; এই হাতের মধ্যে পুরুষ যৌনাঙ্গের সবটা স্থূলতা ছিল। একটু তা থামল, শক্ত, কাঁপা হাতের তালুর দিকে নির্দেশিত তারপর হঠাৎ ভীরুভাবে তা আঘাত করতে লাগল। আমি বিস্মিত হই নি ; আমি শুধু স্বশিক্ষিত ব্যক্তির ওপর ক্ষেপে গেলাম ; ওকি নিজেকে থামাতে পারছিল না, বোকা, ওকি জানে না, কি বিবাদে ও পড়তে চলেছে ? ওর এখনো সুযোগ আছে, একটা ছোট সুযোগ ; ও যদি হাত দুটো টেবিলে, বইটার দু পাশে রাখে, যদি একেবারে চুপ করে থাকে, হয়ত ওর নিয়তি থেকে এবারে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু আমি জানি ও সুযোগ হারাতে যাচ্ছে ; আঙ্গুলটা আস্তে আস্তে, বিনীত ভাবে, অচেতন মাংস পিণ্ডের ওপর দিয়ে চলে গেল, তার ওপরে কোন ভার না চাপিয়ে তাকে আবছাভাবে ঘষে গেল ; তোমার মনে হতে পারে কদর্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে তা সচেতন ছিল। আমি হঠাৎ মাথাটা তুললাম ; আমি এই জেদী এগুনো পেছোন গতিটা সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টিটা আটকাতে চাইলাম এবং ওকে সাবধান করতে জোরে কাশলাম। কিন্তু ও ঠোঁট বন্ধ করল, ও একটু হাসছিল। তার অন্য হাতটা টেবিলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ছেলে দুটো আর হাসছিল না, ওরা বিবর্ণ হয়ে গেছে। বাদামী চুলের ছেলেটা ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, ও ভয় পেয়েছে, যা ঘটছে তা ওর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, ওকে এরকম দেখাছিল। কিন্তু ও হাতটা সরিয়ে নিল না, ও টেবিলের ওপরে তা রেখে দিল, অনড়, একটু বাঁকা। ওর বন্ধুর মুখটা বুদ্ধিহীন ভয়ের দৃষ্টিতে হাঁ করা।

তারপর কর্সিকানটা চেঁচাতে শুরু করল। সে উঠে এসেছে, কেউ শুনতে পায়নি এবং স্বশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়েছে। সে লাল হয়ে গেছে এবং এমনভাবে তাকাছিল যেন হাসতে যাচ্ছে, কিন্তু ওর চোখগুলো জ্বলছিল। আমি চেয়ার থেকে চমকে উঠলাম, কিন্তু প্রায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলাম। অপেক্ষা করাটা অসহ্য ছিল। আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি হোক শেষ হয়ে যাক। আমি চাইছিলাম, ওরা যদি চায়, ওরা ওকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিক, কিন্তু এটা শেষ হয়ে যাক। ছেলে দুটো, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, ব্যাগগুলো নিয়ে

অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আমি তোমাকে দেখেছি" কর্সিকান ক্রোধে মত্ত, চেঁচিয়ে উঠল, "আমি এবার তোমায় দেখেছি, আমাকে বলার চেষ্টা কোরো না, এটা সত্য নয়। ভেবোনা তোমার ছোট-খাট খেলাটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার নেই। আমার মাথায় চোখ আছে। আর তোমাকে এর জন্য যথেষ্ট দাম দিতে হবে। আমি তোমার নাম জানি, ঠিকানা জানি, আমি তোমার সম্বন্ধে সব জানি। আমি তোমার মালিক চুলিয়ারকে জানি। আর কাল যদি লাইব্রেরীয়ানের কাছ থেকে উনি একটা চিঠি পান, তাহলে কি অবাক হবেন না? কি? চুপ করো" ও বলে, চোখদুটো ঘুরছে। "আর ভেবোনা ওখানেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মত লোকদের জন্য ফ্রান্সে আদালত আছে। এই তুমি পড়ছিলে, এই তোমার রুচি। তাই সব সময় আমার কাছে তুমি বইএর জন্য আসতে। ভেবো না আমাকে ঠাট্টা করছ।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে বিস্মিত দেখাল না। সে এটাই বছরের পর বছর ধরে নিশ্চয়ই আশা করে এসেছে। সে নিশ্চয়ই একশবার ভেবেছে কি ঘটবে, একটা দিন আসবে যেদিন কর্সিকান তার পেছনে চুপি চুপি এসে দাঁড়াবে আর একটা ক্রুদ্ধ-স্বর তার কানে বাজবে। তবু সে প্রত্যেক সন্ধ্যায় এসেছে, জ্বরের ঘোরে তার পড়া চালিয়ে গেছে, এবং তারপর মাঝে মাঝে চোরের মত একটা সাদা হাতে মৃদু আঘাত করেছে কিংবা কোন ছোট ছেলের পায়ে। আমি তার মুখে সমর্পণের ভাষা পড়তে গেলাম।

"তুমি কি বলছ আমি জানি না," সে তোতলাতে লাগল, "আমি এখানে অনেক বছর আসছি…"

সে রাগের এবং বিস্ময়ের ভান করল, কিন্তু তাতে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বেশ ভালভাবে জানত ঘটনাটা ঘটেছে এবং কিছুতেই তা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তাকে এর প্রতিটা মিনিট এক এক করে কাটাতে হবে।

"ওর কথা শুনো না," আমার পাশের জন বলল, "আমি ওকে দেখেছি।" মহিলা ভারীভাবে উঠে পড়ল, "এবং এইটে প্রথমবার আমি দেখেছি তা নয়; গত সোমবারের পরে নয়, আমি ওকে দেখি, এবং আমি কিছু বলতে চাইনি কারণ আমি আর চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি, আর আমি ভাবতে পারিনি যে লাইব্রেরীতে, একটা গম্ভীর জায়গায়, যেখানে লোকেরা শিখতে আসে, এরকম ব্যাপার ঘটতে পারে। এরকম ঘটনা তোমাকে লজ্জিত করবে। আমার কোন সন্তান নেই, কিন্তু যেসব মায়েরা তাদের সন্তানদের এখানে কাজ করতে পাঠান

এই ভেবে যে তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তাদের জন্য আমার কষ্ট হয়। আর সব সময় এইসব দৈত্যরা রয়েছে যাদের কোন কিছুর প্রতি সম্মান নেই আর যারা তাদের বাড়িতে করতে দেওয়া কাজে বাধা দেয়।

কর্সিকান স্বশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে যায় :

"শুনতে পাচ্ছ ভদ্রমহিলা কি বলছেন?" সে তার মুখের সামনে চেঁচায়, "আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করতে হবে না। আমরা তোমাকে দেখেছি, শূয়ার কা বাচ্চা!"

"মঁসিয়, আমি আপনাকে ভদ্র হতে বলছি" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি মর্যাদার সঙ্গে বলে। এটা তার ভূমিকা। হয়ত সে স্বীকার করতে চাইত। তারপর চলে যেতে, কিন্তু তাকে তার ভূমিকা শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে। সে কর্সিকানের দিকে তাকাচ্ছিল না, চোখ দুটো প্রায় বন্ধ ছিল। হাত দুটো অবশ হয়ে পাশ দিয়ে ঝুলছিল, ভয়ঙ্করভাবে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। আর তখন মুখে রক্তের ঝলক দেখা গেল। কর্সিকান রাগে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল :

"ভদ্র? আবর্জনা। তুমি ভাবতে পার, আমি তোমাকে দেখিনি। আমি তোমাকে সব সময় লক্ষ্য করেছি। তোমাকে কয়েক মাস ধরে আমি পাহারায় রেখেছি।"

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি কাঁধ ঝাঁকাল এবং পড়ায় ফিরে যাবার ভান করল। লাল, তার চোখ জলে ভরে গেল ; সে একটা গভীর আগ্রহেরভাব নিয়েছে এবং মনোযোগের সঙ্গে একটা বাইজাণ্টাইন **মোজেইকের** নকল দেখতে লাগল।

„ও পড়ে যাচ্ছে। ওর সাহস আছে।" মহিলা কর্সিকানের দিকে তাকিয়ে বলল। কর্সিকান কি করবে বুঝতে পারছিল না। সেই সময় সহকারী লাইব্রেরীয়ান, ভীরু ভালমানুষ তরুণ যে কর্সিকানের ভয়ে ভীত, ধীরে ধীরে ডেস্ক থেকে মাথা তুলল আর জিজ্ঞাসা করল," "**পাওলি** কি হয়েছে।" এক মুহূর্তের জন্য কি করা হবে তা ঠিক ছিল না, এবং আমি আশা করলাম ব্যাপারটা ওখানে মিটে যাবে। কিন্তু কর্সিকান নিশ্চয়ই আবার ভেবেছে এবং নিজেকে তার হাস্যকর মনে হল। রেগে, এই বোবা শিকারটাকে আর কি বলবে না জেনে, নিজেকে পুরোটা সোজা দাঁড় করাল এবং বাতাসে একটা বিরাট ঘুষি মারল। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ভয় পেয়ে ঘুরে গেল। সে হাঁ করে কর্সিকানের দিকে তাকাল ; তার চোখে ভীষণ ভয়।

"আমাকে আঘাত করলে আমি রিপোর্ট করব" সে কষ্টে বলল," "আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি।"

আমি উঠলাম, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে : কর্সিকান একটা কামাতুর **গোঙানি**

দিল এবং তারপর স্বশিক্ষিত ব্যক্তির নাকে তার ঘুষিটা ভেঙে পড়ল। এক সেকেণ্ড আমি শুধু তার চোখ, চমৎকার চোখ, ভয়ে এবং লজ্জায় একটা জামার হাত এবং কাল মুষ্টির ওপরে বিস্ফারিত দেখলাম। কর্সিকান যখন তার মুঠিটা সরিয়ে নিল, স্বশিক্ষিত ব্যক্তির নাক থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে মুখে হাত দিতে চাইল কিন্তু কর্সিকান আবার তাকে মুখের কোণে আঘাত করল। স্ব-শিক্ষিত ব্যক্তি চেয়ারে বসে পড়ল আর সামনের দিকে শান্ত ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকল। রক্ত তার নাক থেকে কোটে গড়িয়ে গেল। বাঁ হাতে তার প্যাকেটের জন্য চারদিকে হাতড়াল, আর ডানহাতে একগুঁয়ের মত রক্তঝরা নাক মুছতে চেষ্টা করল।

"আমি যাচ্ছি", সে বলল, যেন নিজেকে।

আমার পাশের মহিলা সাদা হয়ে গেছে, এবং তার চোখ জ্বলছিল।

"ঘৃণ্য" সে বলল, "ঠিক হয়েছে।"

আমি রাগে কাঁপছিলাম। আমি টেবিলটা ঘুরে গেলাম এবং ক্ষুদে কর্সিকানকে ঘাড়ে ধরলাম আর কাঁপতে কাঁপতে তাকে তুলে ধরলাম; আমি টেবিলের ওপর ওকে আছড়ে ফেলতাম। সে নীল হয়ে গেল আর ছটফট করল আমাকে আঁচড়ে দিতে; কিন্তু তার ছোট হাত আমার হাতে পৌছাল না। আমি একটি কথা বললাম না, কিন্তু আমি ওর নাকটা ভেঙে দিতে চাইছিলাম আর চেহারাটা পাল্টে দিতে। ও বুঝল, কনুই তুলে মুখটা বাঁচাতে গেল। আমি খুশি হলাম, কারণ আমি দেখতে পেলাম, ও ভয় পেয়েছে। হঠাৎ ও কাতরে উঠল:

"আমাকে ছেড়ে দে, ব্যাটা জন্তু: তুই কি পরী নাকি?"

আমি এখনও অবাক হই, কেন ওকে ছেড়ে দিলাম। আমি কি ঝামেলার ভয় পাচ্ছিলাম? বোভিলের এই অলস বছরগুলো কি আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে? আগে, ওর দাঁত না ভেঙে আমি ওকে ছাড়তাম না। আমি স্বশিক্ষিত ব্যক্তির দিকে তাকালাম, সে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছে। কি সে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল, মাথা নীচু করে হ্যাঙ্গার থেকে কোট নিতে গেল। সে বারে বারে বাঁ হাতটা নাকের ওপরে রাখছিল যেন রক্তটা বন্ধ করতে। কিন্তু তবু রক্ত পড়ছিল, এবং আমার ভয় হল ওর অসুখ হবে। কারও দিকে না তাকিয়ে ও বিড়বিড় করল:

"আমি এখানে বছরের পর বছর আসছি।"

পায়ের ওপর দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ক্ষুদে লোকটা আবার পরিস্থিতির প্রভু হয়ে

উঠেছে :

"শয়তান, বেরিয়ে যাও" সে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে বলল, "আর এখানে পা দিও না, তাহলে পুলিশে দেব।"

আমি সিঁড়ির কাছে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে ধরলাম। আমি বিরক্ত হলাম, তার লজ্জায় লজ্জা পেলাম, আমি তাকে কি নিতে হবে জানতাম না। আমি ওখানে ছিলাম ও যেন দেখে নি। শেষে একটা রুমাল বার করেছে এবং তাতে অবিরাম থুথু ফেলে যেতে লাগল। নাক থেকে কম রক্ত পড়ছিল।

"আমার সঙ্গে ওষুধের দোকানে এস।" আমি অদ্ভুতভাবে ওকে বললাম। ও উত্তর দিল না। পাঠকক্ষ থেকে একটা জোরালো কলধ্বনি উঠে এল।

"আমি এখানে আর ফিরে আসতে পারি না" স্বশিক্ষিত ব্যক্তি বলল। সে ফিরল এবং সিঁড়ির দিকে হতভম্বের মত তাকাল। পাঠকক্ষের দরজায়ও। এই নড়াচড়ায় রক্ত কলার আর ঘাড়ের মাঝখানে নেমে এল। তার মুখ এবং গাল রক্তে মাখা হয়ে গিয়েছিল।

"এস", আমি তাকে বাহু ধরে বললাম।

সে কেঁপে উঠল এবং জোরে ছাড়িয়ে নিল।

"আমাকে ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তুমি নিজে একা থাকতে পারনা, কাউকে তোমার মুখ ধুয়ে দিতে হবে, তোমাকে ঠিক করতে হবে।"

সে আবার বলল :

"আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

প্রায় মৃগী রোগীর পর্যায়ে ও চলে গিয়েছিল : আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। অস্তসূর্য ওর নীচু পিঠকে একটুক্ষণের জন্য বাড়িয়ে দিল, তারপর ও অদৃশ্য হয়ে গেল। দোর গোড়ায় একটা তারকা আকারের রক্তের ঝলক পড়েছিল।

এক ঘণ্টা পরে

বাইরে ধূসর হয়ে এসেছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ট্রেনটা দুঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে। আমি প্রথমবার পার্কটা পার হলাম এবং আমি ব্র্যু বুলিবেত দিয়ে হাঁটছি। আমি জানি এটা ব্র্যু বুলিবেত, কিন্তু চিনতে পারছি না। সাধারণতঃ আমি যখন এটা দিয়ে যাই, শুভবুদ্ধির একটা গভীর স্তর পার হয়ে আসি। চওড়া এবং অদ্ভুত ব্র্যু বুলিবেত আলকাতরা দেওয়া এবং অসমান উপরিভাগ দিয়ে কোন জাতীয় সড়কের মত মনে হয় যখন তা দেশের বিত্তবান শহর দিয়ে যায়,

আধমাইলের বেশি শক্ত তিনতলা বাড়ি আছে যেখানে; আমি এটাকে গ্রাম্য রাস্তা বলি, কিন্তু আমাকে তা মুগ্ধ করত কারণ একটা বাণিজ্যিক বন্দরে তা ছিল বেমানান, খাপছাড়া। আজ বাড়িগুলো আছে কিন্তু তাদের গ্রাম্য চেহারা হারিয়ে গেছে; এগুলো বাড়ি আর কিছু নয়। পার্কে একটু আগে সেরকম অনুভূতি হয়েছিল; গাছগুলো, ঘাসের জমি, অলিভিয়ের মাসকারেত ঝরণা, সবগুলোকে জেদী, কোন প্রকাশ নেই মনে হচ্ছিল। আমি বুঝি: শহরই আমাকে প্রথমে ত্যাগ করেছে। আমি বোভিল ছেড়ে যাইনি এবং এরই মধ্যে আমি আর সেখানে নেই। বোভিল নিস্তব্ধ। আমার অবাক লাগছে যে এই শহরে আরও দু ঘণ্টা আমায় থাকতে হবে, যে শহর আমার কথা আর ভাবছে না, নিজের আসবাব পত্র সাজিয়ে ফেলেছে এবং তা ধুলো ঢাকা আর রণের তলায় চাপা দিয়েছে যাতে সমস্ত সজীবতা নিয়ে সে নতুন অতিথির কাছে সন্ধ্যায় বা আগামীকাল তা অনাবৃত করতে পারে। আমি নিজেকে আগের থেকে বিস্মৃত মনে করছি।

কয়েক পা এগোই এবং থামি। এই সম্পূর্ণ বিস্মৃতি যার মধ্যে আমি নিমজ্জিত তা আস্বাদন করি। আমি দুই শহরের মধ্যে, একটি আমার কিছুই জানে না, অন্যটি আমাকে আর জানে না। আমাকে কে মনে রাখে? হয়ত লণ্ডনে এক ভাবী তরুণী...আর সত্যিই কি সে আমার কথা ভাবে? তাছাড়া সেই লোকটা, সেই ইজিপশিয়ান। হয়ত এখন সে তার ঘরে গেছে, হয়ত সে তাকে বাহুবন্ধনে নিয়েছে। আমি ঈর্ষা করছি না; আমি জানি ও নিজেকে ছাড়িয়ে বাঁচছে। সে যদি তাকে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, তবু তা কোন মৃত নারীর ভালবাসা হবে। আমি তার শেষ জীবিত ভালবাসা পেয়েছি। তবু সে তাকে কিছু দিতে পারে: আনন্দ। যদি সে ভোগে মূর্ছা যায় আর নিমগ্ন হয়, এমন কিছু আর নেই যা তাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। সে আনন্দ পাচ্ছে এবং আমি তার কাছে এমন কেউ যাকে সে কখনও দেখেনি। সে সহসা তার জীবন থেকে আমাকে শূন্যতায় নিয়ে গেছে এবং জগতের আর সব চেতনায়ও আমি শূন্য। এটা মজার মনে হয়। অথচ আমি জানি আমি আছি, **আমি** এখানে।

এখন আমি যদি বলি "আমি", আমার কাছে তা ফাঁপা মনে হয়। আমি নিজেকে খুব ভাল অনুভব করে উঠতে পারিনা। যা কেবল বাস্তব আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে, তা হল অস্তিত্ব, যা অনুভব করে তা অস্তিত্ব। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাই তুলি। কেউ না। আঁতোয়ান রেঁকেতঁ তারও জন্য নেই। এটা

মজা লাগে। এবং আঁতোয়ান বোঁকেতঁ ঠিক কি? একটা বিমূর্ততা। আমার চেতনায় আমার বিবর্ণ প্রতিচ্ছবি দুলে ওঠে। আঁতোয়ান বোঁকেতঁ...এবং হঠাৎ "আমি" বিবর্ণ হই আর মুছে যায়।

স্বচ্ছ, স্থির, নিঃসঙ্গ চেতনা আবদ্ধ হয়; তা নিজেকে বৃদ্ধি করে। সেখানে আর কেউ বাস করে না। একটু আগে কেউ বলেছিল "আমাকে", বলল আমার চেতনা। কে? বাইরে রাস্তা পরিচিতি গন্ধ এবং রঙ নিয়ে সজীব। অনামা দেয়াল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, অনামী চেতনা। যা আছে তা হল: দেয়ালগুলো, দেয়ালের মধ্যবর্তী জায়গা, একটা ক্ষুদ্র স্বচ্ছতা, সজীব এবং ব্যক্তিহীন। চেতনা গাছের মত, ঘাসের টুকরোর মত অস্তিত্বময়। তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, একঘেয়েমিতে ভোগে। ছোট ছোট পলাতক বর্তমান গাছের শাখায় পাখীর মত তা ভীড় করে। ভীড় করে এবং অদৃশ্য হয়। এই ধূসর আকাশের নীচে চেতনা বিস্মৃত, এই দেয়ালগুলোর মধ্যে পরিত্যক্ত। আর এখানে তার অস্তিত্বের অর্থ; তার অবাস্তবতা সম্বন্ধে সে সচেতন। তা গলে যায় নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, নিজেকে বাদামী দেয়ালে হারাতে চেষ্টা করে, আলোকস্তম্ভের পাশে অথবা ওখানে নীচে সন্ধ্যার কুয়াশায়। কিন্তু নিজেকে কখনও ভোলে না। এইটে তার ভাগ্য। একটা অবরুদ্ধ স্বর তাকে বলে "দুঘণ্টার মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে", আর এই স্বরের চেতনা রয়েছে। একটি মুখের চেতনাও আছে। ধীরে ধীরে তা ভাসে, রক্তভরা বিক্ষিপ্ত, ঠেলে ওঠা চোখদুটো কাঁদছে। দেয়াল গুলোর মধ্যে তা নেই, কোথাও নেই। তা অদৃশ্য হয়ে যায়, একটা নীচু দেহ রক্তাক্ত মুখ তার জায়গায় আসে, আস্তে হেঁটে যায়, প্রতি পদক্ষেপে থামবে মনে হয়; কিন্তু কখনও থামে না। একটি অন্ধকার রাস্তায় এই দেহের আস্তে হাঁটার চেতনা আছে। এটা হাঁটে কিন্তু আর দূরে যায় না। অন্ধকার রাস্তা শেষ হয় না, বা শূন্যতায় হারিয়ে যায়। এটা দেয়ালের মধ্যে নেই, কোথাও নেই। এবং একটি রুদ্ধস্বরের চেতনা আছে যা বলে, "স্বশিক্ষিত ব্যক্তি শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

এই এক শহর নয়, এই স্বরহীন দেয়ালগুলোর মাঝে নয়, স্বশিক্ষিত ব্যক্তি এমন শহরে হাঁটে যেখানে সে বিস্মৃত নয়। লোকেরা তার কথা মনে করছে; কর্সিকান মোটা মহিলা; হয়ত শহরের সকলে। সে এখনও হারায়নি, সে নিজেকে হারাতে পারে না, এই অত্যাচারিত রক্তাক্ত আত্মা যা তাকে হত্যা করতে চায়নি। তার ঠোঁটে এবং নাকের ছিদ্র তাকে বেদনা দিচ্ছিল; সে ভাবে, "ব্যথা লাগছে।" সে হাঁটে, তাকে অবশ্য হাঁটতে হবে। যদি সে একবার থামে, লাইব্রেরীর উঁচু

দেয়ালগুলো হঠাৎ তার চারপাশে উঠে যাবে এবং তাকে বদ্ধ করবে, কর্সিকান একদিক থেকে লাফ দিয়ে উঠবে এবং দৃশ্যটা আবার আগের মত বিস্তারিতভাবে ঘটবে আর মহিলাটি অর্থপূর্ণ হাসি হাসবে, "এদের জেলে থাকা উচিত, এইসব আবর্জনাগুলোর।" দৃশ্যটা আবার শুরু হবে। সে ভাবে, "হা ঈশ্বর, যদি আমি এটা না করতাম, যদি এটা সত্য না হত।"

বিপন্ন মুখটি আমার চেতনায় আসা যাওয়া করে: "হয়ত সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।" না: এই শান্ত; দংশিত আত্মা কখনও মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না। চেতনার জ্ঞান আছে। নিজের মধ্য দিয়ে তা দেখে, দেয়ালগুলোর মধ্য দিয়ে শান্তিময় এবং শূন্য, যে মানুষের মধ্যে বাস করত তা থেকে মুক্ত, দৈত্যাকার কারণ শূন্য। কণ্ঠস্বর বলে, "মালটা রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে। ট্রেনটা দু ঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে।" দেয়ালগুলো ডাইনে বাঁয়ে সরে যায়। পাথরের বস্তার, লোহা বাঁধান পথের চেতনা আছে, র‍্যাডারগুলোর ফাটলের চেতনা আছে এবং কণ্ঠস্বর বলে, "শেষবারের মত।"

অ্যানীর চেতনা, হোটেলের ঘরে মোটা বয়স্কা অ্যানীর, দুঃখের চেতনা এবং দুঃখ লম্বা দেয়ালগুলির মধ্যে সচেতন, যেগুলো চলে যায় এবং আর ফেরে না।" এর কি শেষ হবে না?" কণ্ঠস্বর দেয়ালগুলোর মধ্যে জ্যাজের বাজনায় বলে "কোন এক দিন", এর কি শেষ হবে না? সুরটা ফিরে আসে নরমভাবে। পেছন থেকে চতুরভাবে আসে স্বরটাকে নিতে এবং স্বরটা না থামতে পেরে গান গায় এবং দেহটা হাঁটে এবং এই সব কিছুর চেতনা আছে এবং চেতনার চেতনা। কিন্তু সেখানে কষ্ট পাবার মত কেউ নেই, তার হাত মোচড়াতে এবং করুণা করতে কেউ নেই, কেউ না, এটা দুরান্তার মিলনস্থানের দুঃখ, একটা বিস্মৃত দুঃখ—যা নিজেকে ভুলতে পারে না। এবং স্বরটা বলে: "রেলকর্মীদের মহোৎসব আছে", এবং আমি চেতনায় বিকশিত হয় এটা আমি আঁতোয়ান রেঁাকেতঁ, আমি পারীতে শীঘ্র চলে যাচ্ছি; আমি কর্ত্রীকে বিদায় জানাতে যাচ্ছি।

"আমি বিদায় জানাতে এসেছি।"

"তুমি চলে যাচ্ছ" মঁসিয় রেঁাকেতঁ।"

"আমি পারী যাচ্ছি। একটা পরিবর্তন দরকার।"

"ভাগ্যবান।"

"আমি কি করে এই বিশাল মুখে আমার ঠোঁট চেপে ধরতে পারলাম? ওর দেহ আমার নেই। গতকাল কালো পশমের নীচে আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম। আজ পোষাকটা দুর্ভেদ্য। এই শাদা দেহ, ওপরে শিরাগুলো,

এটা কি স্বপ্ন ?

"আমরা তোমাকে হারাব", কর্ত্রী বলে, "কিছু পান করবে না ? একটা দোকান দেবে।"

আমরা বসি, গেলাস স্পর্শ করি। ও গলার স্বর একটু নামায়।

"আমি তোমাতে অভ্যস্ত ছিলাম।" ও নম্র দুঃখে বলে,

"আমাদের ভাল কাটছিল।"

"আমি তোমাকে দেখতে ফিরে আসব।"

"নিশ্চয় আসবে, মঁসিয় আঁতোয়ান। পরের বার বোভিলে এলে এস, আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। তুমি নিজেকে বোলো, "আমি মাদাম জঁাকে 'হ্যালো' বলতে যাচ্ছি। তার এটা ভাল লাগবে। এটা ঠিক; একজন সত্যিই অন্যদের কি হচ্ছে জানতে চায়। তাছাড়া, লোকেরা এখানে আমাদের দেখতে আবার আসে। আমাদের এখানে নাবিকরা আসে, যারা দূরে কাজ করে, আসে না; মাঝে মাঝে বছর দুয়েক ওদের দেখতে পাই না, হয় তারা ব্রেজিলে বা নিউইয়র্কে গেছে অথবা বোর্দোতে কোন জাহাজে কাজ করছে। এবং তারপর একটা সুন্দর দিনে ওদের দেখতে পাই, "হ্যালো, মাদাম জঁা।" আর আমরা একসঙ্গে মদ খাই। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, কিন্তু আমার মনে আছে, কে কি পছন্দ করে। দু'বছর আগে থেকে। আমি মাদেলিনকে বলি : মঁসিয় পিয়েরকে ড্রাইভার মুখ দেও, মঁসিয় লিঁওকে নোইলি সিঙ্কানো। ওরা জিজ্ঞাসা করে : তোমার কি করে মনে থাকে ? এটা আমার ব্যবসা, আমি ওদের বলি।"

ঘরের পেছনে পুরু চেহারার একটি লোক আছে, ওর সঙ্গে আজকাল শোয়। সে ওকে ডাকে :

"মালিকান।"

ও উঠে পড়ে :

"মাপ করো, মঁসিয় আঁতোয়ান।"

পরিচারিকা আমার কাছে আসে।

"আপনি তাহলে এভাবে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ?"

"আমি পারী যাচ্ছি।"

"আমি পারীতে ছিলাম, "সে অহঙ্কারের সঙ্গে বলে", দুবছর আমি সিমেতনে কাজ করেছি। কিন্তু বাড়ির জন্য মন কেমন করত।" সে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে; তারপর বোঝে আমাকে বলার তার আর কিছু নেই।

"আচ্ছা, বিদায়, মঁসিয় আঁতোয়ান।"

সে হাতটা অ্যাপ্রনে মোছে, এবং আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়।
"বিদায়, মাদেলিন।"
সে চলে যায়। আমি "জার্নাল দ্য বোভিল" টেনে নিই, তারপর সরিয়ে দিই: আমি লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ আগে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি।
কর্ত্রী ফিরে আসে না; সে মোটা হাতগুলো তার ছেলেবন্ধুর কাছে ছেড়ে দেয়, যে আবেগের সঙ্গে ওগুলো পেয়ে।
ট্রেনটা আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ছাড়বে।
আমি সময় কাটাতে টাকা গুণি।
এক মাসে বারশ ফ্রাঁ বিরাট কিছু নয়। কিন্তু একটু চেপে খরচ করলে যথেষ্ঠ। একটা ঘর ৩০০ ফ্রাঁ, রোজ ১৫ ফ্রাঁ খাবার জন্য; তাতে খুচরো আরও ৪৫০ ফ্রাঁ থাকবে, ধোপা খরচ আর সিনেমা। অনেক দিন পোষাক অথবা অন্তর্বাস লাগবে না। দুটো স্যুটই পরিষ্কার আছে, যদিও কনুই এর কাছে চকচক করে, যত্ন-নিলে ওগুলো তিনচার বছর চলবে।
হা ঈশ্বর! এই কি আমি যে এই ব্যাঙের ছাতার মত অস্তিত্ব যাপন করতে যাচ্ছি? সারা দিন কি করব? বেড়াব, তুলিয়েরসে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে থাকব। অথবা খরচ বাঁচাতে বেঞ্চে। লাইব্রেরীতে পড়ব। তারপর কি? সপ্তাহে একটা সিনেমা? তারপর কি? রবিবার কি ভোলটিগিয়ের ধূমপান করা যায়? লুক্সেমবুর্গে বুড়োদের সঙ্গে কি ক্রোকেত খেলব? ত্রিশ বছর বয়স। নিজের প্রতি করুণা হচ্ছে। এমন সময় আসে যখন আমি ভেবে অবাক হই একবছরে আমার সব ৩০০,০০০ ফ্রাঁ খরচ করলে ভাল হয়না—এবং তারপর... কিন্তু তাতে কি ভাল হবে? নতুন পোষাক? মেয়ে মানুষ? বেড়ান? সব আমার হয়ে গেছে এবং এখন তা শেষ, আর এসব ইচ্ছা করেনা; এ থেকে আমি কি পাব! এক বছর পরে আবার আজকের মত নিজেকে শূন্য মনে হবে, এমন কি স্মৃতি থাকবে না এবং মৃত্যুর মুখোমুখী একজন কাপুরুষ।
ত্রিশ বছর! এবং ১৪,৪০০ ফ্রাঁ ব্যাঙ্কে। প্রত্যেক মাসে চেক ভাঙান। অথচ আমি বুড়ো নই। ওরা আমাকে কিছু করতে দিক,...যাহোক কিছু...আমি আরও ভাল কিছু ভাবব, কারণ আমি এখন একটা কৌতুক নাটক করছি। আমি ভাল করে জানি যে আমি আর কিছু করতে চাইনা: কিছু করা অস্তিত্বকে সৃষ্টি করা—এবং যেরকম আছে তা যথেষ্ট অস্তিত্ব।
সত্য হল যে আমি কলম নামিয়ে রাখতে পারি না; আমার মনে হয়, আমার বমিভাব আসছে এবং আমার মনে হয়, আমি যেন লিখতে গিয়ে দেরী করছি।

তাই যা মনে আসে তাই লিখি। মাদেলিন আমাকে খুশি করতে চায়, আমাকে দূর থেকে ডাকে, একটা রেকর্ড উঁচু করে ধরে আছে ঃ

"আপনার রেকর্ড, মঁসিয় আঁতোয়ান। যেটা আপনি পছন্দ করেন। আপনি কি শেষবারের মত শুনতে চান ?"

"অনুগ্রহ করে।"

আমি ভদ্রতা থেকে ওটা বললাম, কিন্তু জ্যাজ শোনার মত খুব ইচ্ছেছিল না। তবু, আমি মন দিয়ে শুনছি, কারণ মাদেলিন যেমন বলছে শেষবারের মত আমি এটা শুনব ঃ এটা খুব পুরানো, এমনকি মফস্বলের জন্যও পুরানো; আমি পারীতে বৃথাই এটা খুঁজে বেড়াব। মাদেলিন গিয়ে ওটা গ্রামোফোনে লাগায়, ওটা ঘুরতে যাচ্ছে; চাকতির মধ্যে ইস্পাতের ছুঁচটা লাফিয়ে ঘর্ঘর করে আরম্ভ করতে যাচ্ছে এবং যখন চাকতিগুলো ঘুরে ঘুরে গোলাকারের মাঝে আসবে তখন এটা শেষ হবে, আর কর্কশ গলায় গাওয়া "এই দিনগুলোর কোন একদিন "চিরকাল স্তব্ধ হয়ে যাবে।

শুরু হচ্ছে।

অনেক বোকা আছে যারা চারুশিল্প থেকে সান্ত্বনা পায়, এটা ভাবা। আমার পিসি বিজেওসেব মত ঃ "সঁপ্যার প্রেলুডস তোমার হতভাগ্য পিসে যখন মারা যায়, আমার সান্ত্বনা ছিল।" আর কনসার্ট হলগুলো অপমানিত নিপীড়িত লোকে ভর্তি হয়ে যায়, তারা চোখ বন্ধ করে তাদের বিবর্ণ মুখগুলো অ্যানটিনার দিকে ঘুরিয়ে শুনতে চেষ্টা করে। তারা কল্পনা করে শব্দগুলো কাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, ভের্দেরের মত ; তারা মনে করে সৌন্দর্য তাদের মত করুণাশীল। মূর্খগুলো। ওরা আমাকে বলুক যে ওরা এই সঙ্গীত করুণাশীল মনে করে কিনা ? কিছুক্ষণ আগে আমি সৌন্দর্যরাজিতে সন্তরণ করা থেকে দূরে ছিলাম। ওপরের স্তরে আমি টাকা গুনছিলাম যন্ত্রের মত। ভেতরে ঐসব পীড়াদায়ক চিন্তাগুলো জমা হচ্ছিল ২; অগঠিত প্রশ্নের রূপ নিচ্ছিল, বোবা বিস্ময় এবং যা আমাকে দিনে রাত্রে ত্যাগ করেনি। অ্যানীর চিন্তা, আমার নষ্ট জীবন। এবং তারপর, আরও নীচে, বমিভাব, প্রভাতের মত ভীরু। কিন্তু তখন কোন সঙ্গীত ছিলনা, আমি বিষণ্ন এবং শান্ত ছিলাম। আমার চারপাশের সব বস্তুগুলো আমারই মত উপাদান দিয়ে তৈরী ঃ এক ধরনের এলোমেলো কষ্ট। আমার বাইরে জগৎটা এত কুৎসিত ছিল টেবিলের উপর ঐ গেলাসগুলো এবং আয়নায় বাদামী দাগ, আর মাদেলিনের অ্যাপ্রন কর্ত্রীর স্থূল ভালবাসার বন্ধুত্বের চাহনি, এত কুশ্রী ছিল জগতের অস্তিত্ব এত অসুন্দর ছিল যে আমি বাড়িতে আরামে ছিলাম।

এখন স্যাক্সোফোনের ওপর এই রেকর্ডটা। আর আমি লজ্জিত। একটি গৌরব-ময় ছোট দুঃখ এই মাত্র জন্ম নিয়েছে, একটি উদাহরণযোগ্য দুঃখ। স্যাক্সোফোনে চারটে গৎ। ওগুলো আসে এবং যায়, ওরা যেন বলতে চায় তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মত, তালে তালে দুঃখ পাবে। বেশ ! স্বাভাবিকভাবে, আমি ঐভাবে কষ্ট পেতে চাই, তালে তালে, শাস্তি ছাড়া, আমি করুণা ছাড়া, একটা শুকনো পবিত্রতাসহ। কিন্তু এটা কি আমার দোষ যদি গেলাসের তলায় বীয়ার উষ্ণ হয়, যদি আয়নায় বাদামী দাগ থাকে, যদি আমি অবাঞ্ছিত হই, যদি আমার সবচেয়ে আন্তরিক দুঃখ আমাকে টেনে নিয়ে যায় এবং খুব বেশি মাংস নিয়ে চেপে বসে আর একই সঙ্গে চামড়াটা খুব চওড়া হয়। একটা সামুদ্রিক হস্তীর মত, যার চোখগুলো ভিজে ঠেলে বেরিয়ে আসে, মনকে স্পর্শ করে, অথচ এত কুৎসিত? না, ওরা নিশ্চয়ই বসতে পারেনা, এটা দয়ার্দ্র—এই ছোট মুক্তা-খচিত ব্যথা যা রেকর্ডের ওপর ঘুরছে আর আমাকে বিভ্রান্ত করছে। এমনকি বিদ্রুপও নয়; এটা আত্মনিমগ্ন হয়ে পুরোপুরি ঘুরছে। একটা কাস্তের মত তা জগতের ক্লান্তিকর অন্তরঙ্গতাকে দুভাগ করেছে এবং তা এখন ঘুরছে আর আমরা সবাই, মাদেলিন, মোটা-গড়নের লোকটা, কর্ত্রী, আমি, টেবিল, বেঞ্চি, দাগওয়ালা আয়না, গেলাস-গুলো, আমরা সবাই অস্তিত্বে সমর্পিত কারণ আমরা আমাদের মধ্যে ছিলাম, শুধু আমাদের মধ্যে, এটা আমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় ধরে ফেলেছে, বিশৃঙ্খলায়, প্রতিদিনের অগোছলতায়, আমি নিজের জন্য লজ্জিত এবং যা কিছু আমার সামনে আছে তার জন্য।

এটার অস্তিত্ব নেই। এটা এমনকি একটা বিরক্তি, আমি যদি উঠতাম এবং টেবিল থেকে রেকর্ডটাকে ছিঁড়ে ফেলতাম আমি যদি এটাকে দুটুকরো করে ফেলতাম, আমি তাতে পৌঁছাতে পারব না। এটা বাইরে—সব সময় কোন কিছুর অতীত, একটা কণ্ঠস্বর বেহালার সুর। অস্তিত্বের স্তরে স্তরে তা নিজেকে আবৃত করে, পাতলা এবং দৃঢ় আর তুমি যখন তা ধরতে যাও, শুধু অস্তিত্বকে পাও, তুমি অর্থহীন অস্তিত্বে ধাক্কা খাও। এটা তাদের পেছনে; আমি তা শুনতে-ও পাই না, আমি শব্দ শুনি, বাতাসের তরঙ্গ যা তাকে প্রকাশ করে। এটার অস্তিত্ব নেই, কারণ এতে অবান্তর কিছু নেই আর সমস্ত কিছু এর সঙ্গে সম্পর্কে অবান্তর। এটা আছে।

এবং আমিও হতে চেয়েছিলাম। এইটেই যা কিছু আমি চেয়েছি এইটে শেষ কথা। এইসব প্রচেষ্টার যার কোন বন্ধন নেই, তার তলায় আমি আবার সেই ইচ্ছাটা দেখতে পাচ্ছি; আমার ভেতর থেকে অস্তিত্বকে বাড়াতে, চলে যাওয়া মুহূর্তগুলি

থেকে তাদের স্থূলতা দূর করতে তাদের মোচড়াতে শুকনো করতে, আমাকে পবিত্র করতে, কঠিন করতে, শেষে স্যাক্সোফোনের গতের তীব্র নির্দিষ্ট শব্দটা ফিরিয়ে দিতে। তা একটা নীতি-কাহিনী হতে পারত : একজন হতভাগ্য ব্যক্তি ভুল জগতে এসে পড়েছে। সে অন্য লোকদের মত ছিল, জনসাধারণের পার্কে ছিল, মদের দোকানে, ব্যবসার শহরগুলোতে ছিল, এবং সে নিজেকে বোঝাতে চাইত সে অন্য কোথাও বাস করছে, ছবিগুলোর ক্যানভাসের পেছনে টিনটোরো-টোর নগরকর্তাদের সঙ্গে, গোমেলোর ফ্লোরেনটাইনদের সঙ্গে বই এর পাতার পেছনে ফাবরিকো দেল দোঙ্গো এবং জুলিয়েন সোরেলের সঙ্গে ফনোগ্রাফ রেকর্ডের পেছনে জ্যাজের শুকনো দীর্ঘ বিলাপের সঙ্গে। এবং তারপর, নিজেকে পুরো বোকা বানিয়ে সে বুঝতে পারল সে চোখ খুলল, দেখল, এটা একটা ভুল চাল হয়ে গেছে ; সে একটা মদের দোকানে এক গেলাস উষ্ণ বীয়ারের সামনে। বেঞ্চের উপর আপ্লুত হয়ে বসে থাকল : সে ভাবল ! আমি একটা বোকা। এবং সেই মুহূর্তে অস্তিত্বের অপর দিকে এই অন্য জগতে যা তুমি দূরে দেখতে পাচ্ছ অথচ যেখানে যেতে পারছ না, একটা ছোট সুর গাইতে এবং নাচতে শুরু করল : তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মত ; তুমি নিশ্চয়ই তালে তালে কষ্ট পাবে।”

কণ্ঠস্বর গাইছে

“এই দিনগুলোর একদিন
প্রিয়তম, তুমি আমায় পাবে না”

কেউ নিশ্চয়ই রেকর্ডের ওই জায়গায় খোঁচা দিয়েছে, কারণ একটা অদ্ভুত শব্দ হয়। এবং কিছু একটা আছে যা হৃদয়কে আঁকড়ে ধরে। সুরটা ছুঁচের এই অল্পকাশির আওয়াজ থেকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শরহিত। এটা এত দূরে—পেছনে এত দূরে। আমি তাও বুঝি ; রেকর্ডটা ফাটা এবং ক্ষয়ে যাচ্ছে, হয়ত গায়ক মৃত, আমি চলে যাচ্ছি, আমার ট্রেন ধরতে যাচ্ছি। কিন্তু যে অস্তিত্ব এক বর্তমান থেকে আর একটায় পতিত হয়, যার কোন অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, তার পেছনে, এই শব্দগুলি যা দিনের পর দিন পচে যায়, খোসা ছাড়ায় এবং মৃত্যুর দিকে পিছলে যায়, তার পেছনে সুরটা এক থাকে, তরুণ এবং দৃঢ়, একজন দয়াহীন সাক্ষীর মত।

কণ্ঠস্বর নীরব। রেকর্ডটা একটু ঘষটায়, তারপর থেমে যায়। একটা বিব্রত স্বপ্ন থেকে মুক্ত হয়ে, কাফে রোমন্থন করে, অস্তিত্বের আনন্দ চর্বিত চর্বণ করে। কর্ত্রীর মুখ উজ্জ্বল, সে তার নতুন বন্ধুর সাদা গালে চাপড়ায়, কিন্তু সেগুলোকে

লাল করতে পারে না। মৃতদেহের গাল, আমি অচল হয়ে যাই, আধ-ঘুমে ঢুলে পড়ি। পনের মিনিট পরে আমি ট্রেনে, কিন্তু আমি তা ভাবছি না। আমি একজন নিখুঁত কামানো মোটকালো ভ্রুওয়ালা আমেরিকানের কথা ভাবছি, যে নিউইয়র্কের আকাশস্পর্শী একটা বাড়ির একবিংশ তলায় গরমে হাঁসফাঁস করছে। নিউইয়র্কের ওপরে আকাশ জ্বলছে, আকাশের নীলে আগুন লেগেছে, বিশাল হলুদ শিখা উঠে আসছে আর ছাদগুলো আগুনের জিভ্ চাটছে; ব্রুকলিনের বাচ্ছারা স্নানের পোষাক পরে আগুননেভানো হোসের নীচে খেলা করছে। একুশ তলার অন্ধকার ঘর উঁচু চাপে সিদ্ধ হচ্ছে। কালোভ্রূওয়ালা আমেরিকান দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, ছটফট করছে আর তার গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। সে শার্ট পরে পিয়ানোর সামনে বসেছে; মুখে তার তামাকের আস্বাদ, এবং অস্পষ্টভাবে তার মাথায় একটা সুরের ছায়া, "এই দিনগুলোর একদিন।" টম এক ঘণ্টার পরে তার চওড়া ফ্ল্যাস্ক নিয়ে আসবে; তারপরে দুজনে নীচু হয়ে চামড়ার আরাম কেদারায় বসবে এবং উপছে পড়া হুইস্কির গেলাস পান করবে, আকাশের উত্তাপ এসে তাদের গলা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, একটা বিরাট, উত্তপ্ত তন্দ্রার ভার তারা অনুভব করবে। কিন্তু প্রথমে সুরটা লিখে ফেলতে হবে। "এই দিনগুলোর একদিন।" ভেজা হাতটা পিয়ানোর ওপর রাখা পেন্সিলটা নেয়।" এই দিনগুলোর একদিন, প্রিয়তম! তুমি আমায় পাবে না।"

এইভাবে তা ঘটেছিল। এইভাবে বা অন্যভাবে, তাতে কিছু আসে যায় না। এইভাবে এর জন্ম হয়। এই কালো ভ্রূওয়ালা শ্রান্ত ইহুদীর দেহ, যা এটা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সে শিথিলভাবে পেন্সিলটা ধরেছিল, আর স্বেদবিন্দু তার আংটি পরা আঙুল থেকে ঝরছিল। এবং আমি কেন নই? কেন ঠিক এই মোটা বোকাটাকে, বাসি বীয়ার আর হুইস্কিতে সে ভর্তি, ঠিক তাকেই দরকার হবে এই আশ্চর্য ঘটনাটাকে ঘটাতে?

"মাদেলিন তুমি রেকর্ডটা আবার দেবে? আর একবার, আমার যাবার আগে।" মাদেলিন হাসতে শুরু করে। সে আবার ছুঁচটা ঘোরায় এবং আবার সেটা শুরু হয়। কিন্তু আমি আর আমার কথা ভাবিনা, আমি সেই লোকটির কথা ভাবি, যে এই সুরটা লিপিবদ্ধ করেছিল, জুলাই-এর একদিন তার ঘরের কালো উত্তাপের মধ্যে। আমি সুরের **মধ্য দিয়ে** তাকে ভাববার চেষ্টা করি, **স্যাক্সোফোনের** সাদা অম্ল শব্দের মধ্য দিয়ে। সে এটা সৃষ্টি করেছে। তার অসুবিধা ছিল, যে-রকম হওয়ার কথা ছিল সব সেরকম হয়নি; বিলের দাম মেটান—এবং নিশ্চয়ই কোথাও কোন রমণী ছিল যে তার কথা সে যেমন চেয়েছিল সেরকম ভাবেনি—

এবং তারপর ভীষণ তাপপ্রবাহ ছিল যা লোকদের গলা মেদে পরিণত করেছিল। এর মধ্যে সুন্দর বা গৌরবজনক কিছু নেই। কিন্তু যখন আমি সুরটা শুনি এবং ভাবি ওই লোকটি এটা সৃষ্টি করেছে, আমি তার কষ্ট এবং স্বেদকে…আলোড়নকারী ভাবি। সে ভাগ্যবান ছিল। সে এটা উপলব্ধি করতে পারেনি। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল ঃ একটু ভাগ্য থাকলে তা থেকে সে পঞ্চাশ ডলার পাবে। ভাল, এই প্রথম এতগুলি বছরের মধ্যে লোকটিকে আমার আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনে হল। আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। আমার এটা জানতে আগ্রহ কি ধরনের বিপত্তি তাকে পেতে হয়েছিল, যদি তার একটি প্রেমিকা থাক্‌ত অথবা যদি একা থাকত। মানবতা থেকে একেবারে না ; অন্যদিকে, তাছাড়া, সে মৃত হতে পারে। শুধু তার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া, এবং রেকর্ড´টা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে ভাবা। আমার মনে হয় না এতে তার বিন্দুমাত্র এসে যাবে, যদি তাকে বলা হয় যে, ফ্রান্সের সপ্তম বৃহত্তম শহরে একটা স্টেশনের কাছে কেউ তার কথা ভাবছে। কিন্তু তার জায়গায় আমি হলে সুখী হতাম ; আমি তাকে হিংসা করি। আমাকে যেতে হবে। আমি উঠি, কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করি। আমি নিগ্রো রমণীকে গান গাইতে শুনব। শেষবারের মত। সে গান গায়। অতএব ওদের দুজন রক্ষা পেয়েছে ঃ ইহুদী এবং নিগ্রো রমণী। হয়ত ওরা ভেবেছিল তারা চিরকালের মত নিরুদ্দিষ্ট, অস্তিত্বে নিমজ্জিত। অথচ আমি যেমন তাদের কথা ভাবছি আমার কথা কেউ এরকম নম্রতার সঙ্গে ভাববে না। কেউ না, এমন কি অ্যানীও না। ওরা আমার কাছে প্রায় মৃত মানুষের মত, প্রায় উপন্যাসের নায়কের মত ; তারা অস্তিত্বের মাপ ধুয়ে ফেলেছে। পুরোপুরি নয়, অবশ্য, একজন মানুষ যতটা পারে। এই ধারণাটা হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দেয়, কারণ আমি আর কিছু আশা করছিলাম না। কিছু যেন আলতোভাবে আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, এবং আমি নড়তে সাহস করছি না, কারণ আমি ভয় পাচ্ছি, তা চলে যাবে। এমন কিছু যা আমি আর জানিনে ; এক ধরনের আনন্দ।

নিগ্রোরমণী গান গায়। তোমার অস্তিত্বকে তুমি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পার ? শুধু একটু ? আমি অসাধারণ ভয় পেয়ে যাই। এটা নয় যে আমার খুব আশা আছে। কিন্তু আমি সেই মানুষের মত যে বরফের ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে একেবারে জমে গেছে এবং তারপর হঠাৎ উষ্ণ ঘরে এসেছে। আমার মনে হয় সে দরজার কাছে নিশ্চল হয়ে থাকবে, তখনও শীতল, এবং তার ভিতর দিয়ে ধীর শিহরণগুলি বয়ে যাবে।

এই দিনগুলোর একদিন
প্রিয়তম, তুমি আমায় পাবে না"

আমি কি চেষ্টা করতে পারতাম না…স্বভাবতঃ এটা সুরের কথা নয়…কিন্তু আমি কি পারতাম না, অন্য কোন মাধ্যমে? এটা একটা ওই হতে হবে; আর কিছু করতে আমি জানিনা। কিন্তু ইতিহাসের বই নয়ঃ ইতিহাস যা ছিল তার কথা বলে—একটা অস্তিত্ব আর একটা অস্তিত্বের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আমার ভুল, আমি মাকুইস দ্য রেঁালেবঁকে আবার বাঁচাতে চেয়েছিলাম। অন্য ধরনের বই। আমি ঠিক জানি না কি ধরনের—কিন্তু তোমাকে অনুমান করতে হবে, মুদ্রিত অক্ষরের পেছনে, খাতার পেছনে, এমন কিছুর প্রতি, যার অস্তিত্ব থাকবে না, যা অস্তিত্বের উর্ধে হবে। যেমন, একটা গল্প, যা কখনও ঘটবে না, একটা অভিযান। তা সুন্দর হতে হবে এবং ইস্পাতের মত কঠিন হবে, যা লোকদের তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লজ্জিত করবে।

আমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে, আমি দ্বিধাচিত্ত। আমি সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করিনা। আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে আমার প্রতিভা আছে…কিন্তু আমি কখনও—কখনও এরকম কিছু লিখিনি। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, হ্যাঁ—অজস্র। একটা বই। একটা উপন্যাস। এবং লোকেরা এই বই পড়ে বলবে; "আঁতোয়ান রেঁাকের্তঁ এটা লিখেছে, একটা লালচুল লোক, যে কাফেতে ঘুরে বেড়াত" এবং তারা আমার জীবনের কথা ভাববে, যেমন আমি নিগ্রোরমণীর কথা ভাবছিঃ যেন কিছু মূল্যবান এবং প্রবাদের মত। একটা বই। স্বাভাবিক-ভাবে, প্রথমে কষ্টকর হবে, ক্লান্তিকর কাজ, তা আমাকে অস্তিত্ব থেকে থামিয়ে দেবে না, কিংবা এই অনুভূতি থেকে যে আমার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন বইটা শেষ হবে, তখন তা আমার পেছনে থাকবে, এবং আমি মনে করি, এর স্বচ্ছতার কিছুটা আমার অতীতের ওপর পড়বে। তখন, হয়ত এরই জন্য, আমি জীবনকে বিরাগ ছাড়া স্মরণ করতে পারব। হয়ত একদিন, ঠিক এই সময়ের কথা ভেবে, এই বিষণ্ণ সময় যখন আমি নত হয়ে ট্রেনে ওঠার সময় হবার জন্য অপেক্ষা করছি, হয়ত আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হতে অনুভব করব এবং নিজেকে বলব "এইটে ছিল সে দিন, সেইসময়, যখন এসব শুরু হয়েছিল।" এবং আমি সফল হতে পারতাম, অতীত ছাড়া কিছু নয়—আমাকে গ্রহণ করে।

রাত্রি নামে। হোটেল প্রিঁতানিয়ার তিনতলায় দুটো জানালা আলোকিত হয়েছে। নতুন স্টেশনের বাড়ির উঠোনে ভিজে কাঠের জোরালো গন্ধঃ আগামী-কাল বোভিলে বৃষ্টি হবে।